একমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

ত্রয়োদশ কল্প।

তৃতীয় ভাগ।

১৮১৫ শক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫০। কলিগতাব্দ ৪৯৯৪। ১ চৈত্র।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ত্রয়োদশ কল্পের তৃতীয় ভাগের সূচীপত্র ৵০

বৈশাখ ৫৯৭ সংখ্যা।

নববর্ষ ব্রাহ্মসমাজ ১
পাপ পরিহার ৩
বৈদিক যুগ ৫
স্ত্রীশূদ্রাদির বেদপাঠ ৯
নববর্ষ (পদ্য) ১২
আকারমাত্রিক স্বরলিপি (যদেমি প্রস্ফুরণ্) ১৩
খর্জুর বৃক্ষ ১৫
The Religion of love Chapter XIII ১৬
সমালোচনা ১৭
সংবাদ ১৮

জ্যৈষ্ঠ ৫৯৮ সংখ্যা।

বর্ষশেষ ব্রাহ্মসমাজ (উপাচার্য্যের বক্তৃতা) ১৯
আকবরের স্বপ্ন ২১
পুরাণ ও বেদব্যাস ২৩
বাবী সম্প্রদায় ২৯
বর্ষাকালে আমেরিকাস্থ প্রদেশ বিশেষের দৃশ্য ৩১
কল্প সৃষ্টি—বৈদিক মত ৩২
The Religion of love Chapter XIV ৩৪
সাংখ্য স্বরলিপি—পরমেশ্বর এক তুঁহি ৩৬

আষাঢ় ৫৯৯ সংখ্যা।

উপদেশ ৩৯
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ৪৩
বেদব্যাখ্যা ৫০
রাজা শশাঙ্ক ৫৩
নূতন জগৎ, প্রকাশ ৫৪
The Religion of love Chapter XV ৫৫
সাংখ্য স্বরলিপি—জয় জয় পরব্রহ্ম অপার তুমি ৫৬
পত্র ৫৭

শ্রাবণ ৬০০ সংখ্যা।

জগৎগ্রন্থ ৫৯?
গৌরীদান ৬০
তামাকের অপকারিতা ৬৩
ভর্ত্তৃহরির ধর্ম্ম বিশ্বাস ৭১
উপদেশ ৭২
পত্র ৭৪
সংবাদ ৭৬
সমালোচন ৭৬
সাংখ্য স্বরলিপি—দেহ জ্ঞান দিবা জ্ঞান ৭৭

ভাদ্র ৬০১ সংখ্যা।

উপদেশ ৭৯
তামাকের অপকারিতা ৮১
গুরু শিষ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রমত ৮৬
ষড়দর্শন ভূমিকা ৯১
বারমুখী চরিত ৯৩
সংবাদ ৯৬
সাংখ্য স্বরলিপি—শোকে মগন কেন ৯৭
সমালোচন ৯৭

আশ্বিন ৬০২ সংখ্যা।

ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরলাভ ৯৯
গুরু শিষ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রমত ১০১
বেদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম ১০৭
অশোকের অনুশাসন ১১০
বৈদিক যুগ ১১১
কল্পসৃষ্টি ১১৪
History of the Promitive Aryans ১১৫
বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের কবলা পত্র ১১৫

কার্ত্তিক ৬০৩ সংখ্যা।

ঋগ্বেদ ১২১ সূক্ত ১০ মণ্ডল ১১৯
উপদেশ ১২০
ধনুর্ব্বেদ ১২২
সত্যযুগে মানবায়ু ১২৮
ব্রহ্মদর্শনের উপায় ১৩১
History of the Primitive aryans ১৩৩
পত্র ১১৬
সাংখ্য স্বরলিপি—জয় জগজীবন জগতপাতা হে ১৩৬

অগ্রহায়ণ ৬০৪ সংখ্যা।

ধর্ম্মসাধন ১৩৯
যোগ ও ব্রাহ্মসমাজ ১৪২
বিহঙ্গম বার্ত্তা ১৪৯
অশোকের অনুশাসন ১৫৪
ব্যাখ্যান-মঞ্জরী ১৫৫
সমালোচনা ১৫৬
সংবাদ ১৫৬

পৌষ ৬০৫ সংখ্যা।

ব্যাকুলতা ও বৈরাগ্য ১৫৭
যোগ ও ব্রাহ্মসমাজ ১৫৯
পিপীলিকা-তত্ত্ব ১৬৫
সাংখ্য স্বরলিপি—জয় পরম শুভ ২৬৯
History of the Premitive aryans ১৭০

মাঘ ৬০৬ সংখ্যা।

শান্তি নিকেতন ১৭৫
যোগ ও ব্রাহ্মসমাজ ১৮৯
সাংখ্য স্বরলিপি—সব দুঃখ দূর হইল ১৯৩

ফাল্গুন ৬০৭ সংখ্যা।

চতুঃষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে
শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ ১৯৫
চতুঃষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ১৯৬
ব্রহ্মসঙ্গীত ২০৬

চৈত্র ৬০৮ সংখ্যা।

ব্রহ্মদর্শন, ২২১
বৌদ্ধেরা কি নাস্তিক? ২২৮
মার্জ্জার-সংবাদ ২২৯
অশোকের অনুশাসন ২৩১
History of the Primitive aryans ২৩৪
সমালোচনা ২৩৬

অকারাদি বর্ণক্রমে ত্রয়োদশ কল্পের তৃতীয় ভাগের সুচীপত্র

অশোকের অনুশাসন (শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস)	৬০২—১১০, ৬০৪—১৫৫, ৬০৮—২৩৩		
আকারমাত্রিক স্বরলিপি (যদেমি প্রস্ফুরব্)	৫৯৭	...	১৩
আকবরের স্বপ্ন (শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	৫৯৮	...	২১
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (শ্রীশঙ্করনাথ পণ্ডিত)	৫৯৯	...	৪৩
ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরলাভ (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী)	৬০২	...	৯৯
উপদেশ (শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী)	৬০০	...	৭২
উপদেশ (পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ স্বামী)	৫৯৯	...	৩৯
উপদেশ (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী)	৬০১	...	৭৯
উপদেশ (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী)	৬০৩	...	১২০
কল্প সৃষ্টি—বৈদিক মত (শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর)	৫৯৮—৩২, ৬০২—১১৪		
খর্জুর বৃক্ষ (শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ)	৫৯৭	...	১৫
গৌরীদান (শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর)	৬০০	...	৬০
গুরু শিষ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রমত (শ্রীশঙ্করনাথ পণ্ডিত)	৬০১—৮৬, ৬০২—১০১		
চতুঃষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ	৬০৭	...	১৯৫
চতুঃষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৬০৭	...	১৯৬
—বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান (শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)		...	১৯৬
—উদ্বোধন (শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন)		...	১৯৬
—বক্তৃতা (শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী)		...	২০০
—ভারতের ব্রহ্মবিদ্যা (শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন)		...	২০২
—প্রার্থনা (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)		...	২০৪
—ঋগ্বেদ		...	২০৬
—পদ্যানুবাদ (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)		...	২০৬
—বক্তৃতা (শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)		...	২০৭
—উদ্বোধন (শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)		...	২১৩
—উপদেশ (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী)		...	২১৪
—প্রার্থনা (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)		...	২১৭
জগৎগ্রন্থ (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী)	৬০০	...	৫৯
তামাকের অপকারিতা (শ্রীমথুরানাথ মৈত্রেয়)	৬০০—৬৩, ৬০১—৮১		
ধনুর্ব্বেদ (শ্রীকালিবর বেদান্তবাগীশ)	৬০৩	...	১২২
ধর্ম্মসাধন (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	৬০৪	...	১৩৯
নববর্ষ ব্রাহ্মসমাজ (আচার্য্যের উপদেশ)	৫৯৭	...	১
নববর্ষ (পদ্য) (শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	৫৯৭	...	১২
নূতন জগৎ, প্রকাশ (কুমারী শ্রীমতী লজ্জাবতী)	৫৯৯	...	৫৪
পত্র	৫৯৯—৫৭, ৬০০—৭৫, ৬০৩—১৩৫		
পাপ পরিহার (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি)	৫৯৭	...	৩
পিপীলিকা তত্ত্ব (শ্রীহরনাথ বসু)	৬০৫	...	১৬৫
পুরাণ ও বেদব্যাস (শ্রীশঙ্করনাথ পণ্ডিত)	৫৯৮	...	২৩
বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের কবলা পত্র	৬০২	...	১১৬
বর্ষশেষ ব্রাহ্মসমাজ (আচার্য্যের বক্তৃতা)	৫৯৮	...	১৯
বর্ষাকালে আমেরিকাস্থ প্রদেশ বিশেষের দৃশ্য (শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ)	৫৯৮	...	৩১

বাবী সম্প্রদায় (শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস) ৫৯৮ ... ২৯
বারমুখী চরিত (শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়) ৬০১ ... ৯৩
ব্যাখ্যান-মঞ্জরী (শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ৬০৪ ... ১৫৫
ব্যাকুলতা ও বৈরাগ্য (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি) ৬০৫ ... ১৫৭
বিহঙ্গম বার্ত্তা (শ্রীহরনাথ বসু) ৬০৪ ... ১৪৯
বেদব্যাখ্যা (শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর) ৫৯৯ ... ৫০
বেদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম (শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী) ৬০২ ... ১০৭
বৈদিক যুগ (শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর) ৫৯৭—৫, ৬০২—১১১
বৌদ্ধেরা কি নাস্তিক (শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ৬০৮ ... ২২৮
ব্রহ্মদর্শনের উপায় (শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী) ৬০৩ ... ১৩১
ব্রহ্মদর্শন (শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ৬০৮ ... ২২১
ব্রহ্মসঙ্গীত ৬০৭ ... ২১৭
ভর্তৃহরির ধর্ম্ম বিশ্বাস (শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস) ৬০০ ... ৭১
মার্জ্জার-সংবাদ (শ্রীহরনাথ বসু) ৬০৮ ... ২২৯
যোগ ও ব্রাহ্মসমাজ (শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ) ৬০৪—১৪২, ৬০৫—১৫৯, ৬০৬—১৮৯
রাজা শশাঙ্ক (শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস) ৫৯৯ .. ৫৩
শান্তি নিকেতন ৬০৬ ... ১৭৫
—বক্তৃতা (শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ... ১৭৫
—উদ্বোধন (শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন) ... ১৮০
—উপদেশ (শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন) ... ১৮০
—উপদেশ (শ্রীচিন্তামণি চটোপাধ্যায়) ... ১৮২
—উপদেশ (শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী) ... ১৮৫
—প্রার্থনা (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী) ... ১৮৭
ষড়দর্শন ভূমিকা (শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ) ৬০১ ... ৯১
সমালোচনা ৫৯৭—৭১, ৬০০—৭৬, ৬০১—৯৭, ৬০৪—১৫৬, ৬০৭—২৩৬
সংবাদ ৬০০—১৮, ৬০১—৭৬, ৫৯৭—৯৬, ৬০৪—১৫৬
সাংখ্য স্বরলিপি—
—জয় জগজ্জীবন জগতপাতা হে ৬০৩ ... ১৩৬
—জয় জয় পরব্রহ্ম অপার তুমি ৫৯৯ ... ৫৬
—জয় পরম শুভ ৬০৫ ... ১৬৯
— দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান ৬০০ ... ৭৭
—পরমেশ্বর এক তুঁহি ৫৯৮ ... ৩৬
—শোকে মগন কেন ৬০১ ... ৯৭
—সব দুঃখ দূর হইল ৬০৬ ... ১৯৩
সত্যযুগে মানবায়ু (শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর) ৬০৩ ... ১২৮
স্ত্রীশূদ্রাদির বেদপাঠ (২) (শ্রীশঙ্করনাথ পণ্ডিত) ৫৯৭ ... ৯
History of the Primitive Aryans. by Rajnarain Bose, ৬০৩—১৩৩, ৬০৫—১৭০, ৬০২—১১৫,
The Religion of love by Rajnarain Bose
Chapter XIII ৫৯৭ ... ১৬
Chapter XIV ৫৯৮ ... ৩৪
Chapter XV ৫৯৯ ... ৫৫

একমেবাদ্বিতীয়ং

ত্রয়োদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
বৈশাখ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

৫৯৭ সংখ্যা

১৮১৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নববর্ষ ব্রাহ্মসমাজ।

সম্বৎসর মাস ঋতু পক্ষ সকল চক্রের ন্যায় আবর্ত্তিত হইতেছে। কোথা হইতে আসিতেছে—কোথায় যাইতেছে—কোথায় তাহাদের প্রতিষ্ঠা, কোথায় তাহাদের পরিণতি!

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি।

আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইতেছে—আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের আশ্রয়ে ইহারা জীবন ধারণ করিয়া বর্ত্তিয়া রহিয়াছে—আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি ইহারা গমন করিতেছে। এ আনন্দ ভূমা ব্রহ্মানন্দ, ইহার সহিত অন্য কোনো আনন্দের তুলনা হয় না। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি—এই আনন্দের কণামাত্রের উপরে ভর করিয়া অন্যান্য জীবেরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। ভূমা ব্রহ্মানন্দের সহিত জীবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষণিক আনন্দের বিশাল ব্যবধান।

আনন্দের জন্য সকলেরই চেষ্টা,—মনুষ্যের সেরূপ চেষ্টা বুদ্ধিমূলক—অন্যান্য জীবের সেরূপ চেষ্টা সংস্কারমূলক। জীবেরা আজীবন যে আনন্দের জন্য সচেষ্ট —সে আনন্দ মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত কালের উপর দিয়াই উদয়াস্ত হয়। অন্নাভাবে যখন জীবের শরীর মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন জীব অবসাদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে, এবং উপায়-চেষ্টায় যতক্ষণ প্রবৃত্ত থাকে ততক্ষণ ভাবি মুহূর্ত্তের সুখের আশায় বর্ত্তমান কষ্টকে কষ্ট মনে করে না। তাহাদের মধ্যে যে প্রকৃতি আছে সেই প্রকৃতির চেষ্টা জীবনের স্ফূর্ত্তি—এবং সেই জীবনের স্ফূর্ত্তিতেই তাহাদের আনন্দ। কিন্তু সে জীবনের স্ফূর্ত্তি কতটুকু? তাহার এক দিকে অবসাদ এবং আর এক দিকে কষ্টকর পরিশ্রম—এই দুয়ের মধ্যস্থলে সেই ক্ষণিক জীবন-স্ফূর্ত্তি এবং তৃপ্তি অবস্থিতি করিতেছে। এইরূপ ক্ষণিক বিষয়-সুখ এবং সেই বিষয়-সুখের জন্য জীবন-ব্যাপী চেষ্টা—ইহা লইয়াই অন্যান্য জীবেরা কালযাপন করিতেছে। কিন্তু মনুষ্য সে সুখে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। মনুষ্যের আত্মা যাহার জন্য লালায়িত

তাহা আর এক প্রকার আনন্দ—সে আনন্দ মুহূর্তে মুহূর্তে হয় মুহূর্তে মুহূর্তে যায় এরূপ আনন্দ নহে—তাহা ভূমা ব্রহ্মানন্দ। তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য জীবনের স্ফূর্ত্তি নহে—তাহা অসীম জীবনের মহান্ স্ফূর্ত্তি। মর্ত্ত্য জীবনের ক্ষণস্থায়ী স্ফূর্ত্তির সহিত বিশ্ব-ব্যাপী এবং বিশ্বাতীত মহান্ জীবনের চিরন্তন স্ফূর্ত্তির তুলনা করিলে—দুয়ের মধ্যে কি বিশাল ব্যবধান! যাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের উপরে আপনার আনন্দের গোড়া পত্তন করেন তাঁহাদের জ্ঞানে মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত কালের ক্ষণস্থায়ী জীবনই স্ফূর্ত্তি পায়—এবং সেই টুকু স্ফূর্ত্তির উপরেই তাঁহাদের সমস্ত জীবনের সুখ নির্ভর করে। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের নির্ম্মল জ্ঞানে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল ভাব স্ফূর্ত্তি পায়; ভূমা ব্রহ্মানন্দ স্ফূর্ত্তি পায়। ক্ষণিক মর্ত্ত্য জীবন-টুকু নহে কিন্তু সমগ্র বিশ্বের অন্তরতম জীবন তাঁহার আত্মাতে স্ফূর্ত্তি পায়—তাই তিনি বলেন

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।"

যিনি ভূমা তিনিই সুখ, অল্পেতে সুখ নাই ভূমাই সুখ, ভূমাকে জানিতে ইচ্ছা কর।

সমস্ত জগতের যিনি জীবন সেই জীবন আমাদের আত্মার জীবন;—তিনি প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা। সেই অন্তরতম মহান্ প্রাণের সহিত আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণ যোগযুক্ত হইলেই আমাদের মনুষ্যজন্মের সার্থকতা হয়; এবং সেই মহান্ প্রাণের স্ফূর্ত্তি হইতে আমরা যে আনন্দ লাভ করি তাহা ভূমানন্দ, অটল আনন্দ, চিরন্তন আনন্দ—বিষয়-ভোগ-জনিত ক্ষণিক আনন্দ নহে। মনুষ্যের আত্মা অন্তরতম পরমাত্মার সহিত জ্ঞান-প্রেমে মিলিত হইয়া এই প্রকার মহান্ আনন্দ উপভোগ করিবার অধিকারী।

মনুষ্যের আত্মা প্রশান্ত এবং পরিশুদ্ধ হইলে পরমাত্মাতে সংযোজিত হয় এবং তাহারই গুণে অদৃশ্য-ভাবে সমস্ত সাধু সজ্জনের আত্মার সহিত যোগ-যুক্ত হয়। ভগবদ্ভক্ত সাধু-সজ্জনেরা এইরূপ যোগ-সূত্রে মিলিত হইয়া যখন প্রীতি-সহকারে পরস্পরের সৎকার্য্যে সহায়তা করেন—তখন ব্রহ্মানন্দের আলোকে সংসারের সমস্ত অন্ধকার তিরোহিত হইয়া যায়; সে আনন্দ স্থির আনন্দ—মহান্ আনন্দ—তাহা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয় না। এই-রূপ আনন্দ হইতেই এইরূপ বাক্য বাহির হইয়াছে যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে; আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি।

হে পরমাত্মন্! বৎসরের এই প্রথম দিনে আমরা সকলে তোমার চরণে প্রণিপাত করিতেছি। তুমি আমাদের প্রতি কল্যাণ বিতরণ কর। মোহ-অন্ধকার ভেদ করিয়া আমাদের অন্তঃকরণে প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় সমুদিত হও। সূর্য্য যেমন মাস পক্ষ ঋতু সম্বৎসরের নেতা তেমনি তুমি আমাদের সকল কার্য্যের নেতা হইয়া আমাদিগকে মঙ্গল হইতে মঙ্গলে—আনন্দ হইতে আনন্দে লইয়া যাও। এই ভয়াবহ সংসারে তুমিই আমাদের অন্ধকারের আলো—আবিরাবি র্মএধি—আমাদের নিকট প্রকাশিত হও। আমাদের সম্মুখে সম্বৎসরের পর সম্বৎসর অনন্ত ভবিষ্যতে প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে তাহার কূল দেখিতে না পাইয়া আমরা প্রাণপণে তোমার অভয় ক্রোড় আশ্রয় করিতেছি—তুমি এক মুহূর্ত্তও আমাদিগকে একাকী ফেলিয়া রাখিও না—আমাদের সঙ্গের

সঙ্গী হইয়া আমাদিগকে অন্ধকারের পর পারে উত্তীর্ণ করিয়া দেও! তোমার প্রসাদ-বারিই আমাদের জীবনের একমাত্র সম্বল।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পাপ পরিহার।*

যাঁর উপাসনার জন্য অদ্য আমরা এই পবিত্র উৎসব-ক্ষেত্রে উৎসাহের সহিত অবতরণ করিয়াছি, তিনি জীবন্ত জাগ্রত দেবতা। সেই জাগ্রত দেবতার উপাসক হইতে হইলে আমাদিগকেও জাগিয়া থাকিতে হইবে, নিদ্রিত থাকিলে চলিবে না। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" এই মহা মন্ত্র সাধন করিতে হইবে।

আমরা যদি কেবল মাত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বিশুদ্ধ মত অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীবন সামাজিক উপাসনায় যোগদান করি, এবং এক সমাজ হইতে অন্য সমাজে যাতায়াত করি, তাহাতে অতি অল্পই ফল লাভ হইতে পারে। ঈশ্বরলাভের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে, অন্তরে জাগ্রত থাকিয়া পাপচিন্তা—পাপ আলাপ—ও পাপ অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হয়। সাধনীয় বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া তেমনিই প্রাণ-গত যত্ন করিতে হয়। তবেই সিদ্ধি লাভ হইতে পারে। নচেৎ হইতে পারে না। পরমেশ্বর আমাদিগকে যে আত্মা দিয়াছেন, ইহাকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার আদেশ, আর ইহাই আমাদের জীবনের ব্রত। এই ব্রত পালন করিতে হইলে, আমাদিগকে সুচতুর প্রহরীর ন্যায় কার্য্য করিতে হইবে।

নিশীথে যখন সকলে নিদ্রিত তখন এক সুচতুর প্রহরী যাঁর উপর দুর্গ রক্ষার ভার, তিনি আর নিদ্রিত নহেন। কোন ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়াও যদি শত্রুর দুর্গে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানেও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিপতিত হয়। আমাদেরও ঠিক্ তেমনি হইতে হইবে। আমরা সর্ব্বদা সতর্ক ও সাবধান হইয়া দেখিব, যেন পাপচিন্তা পাপ আলাপ ও পাপানুষ্ঠান আত্মাকে কোন রূপে স্পর্শ করিতে না পারে। পাপচিন্তাই মনুষ্যকে পাপালাপে আর পাপ আলাপই মনুষ্যকে পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করে। সুতরাং এই পাপ চিন্তাকে প্রথমে কখনই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। পাপচিন্তা সর্পের ন্যায়। ইহাকে যদি প্রথমেই অনাদরের অগ্নিতে ফেলিয়া দেওয়া যায়, তবে ইহা সহজে মরিয়া যায়। কিন্তু আদরে রাখিলে, ইহা বল প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়কে বিষ-জর্জ্জরিত করে।

আরো দেখা যায় নবজাত অশ্বত্থ বৃক্ষকে কেমন সহজে অট্টালিকা হইতে উৎপাটন করা যায় কিন্তু সময় দিলে, ইহার শিকড় সকল অট্টালিকায় এমন প্রবিষ্ট হয়, যে কার সাধ্য ঐ বৃক্ষকে অট্টালিকা না ভাঙ্গিয়া উৎপাটন করিতে পারে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই পাপ-চিন্তাকে প্রশ্রয় দিলে পাপ আলাপ আসিয়া জিহ্বাকে কলঙ্কিত করে। তখন অস্থিহীন সুকোমল রসনা অসত্য ও অশ্লীল কথা বলিতে পরনিন্দা করিতে কোন বাধাই মানে না। পৈশাচিক হাস্য তখন জিহ্বার নিত্য সহচর হয়। তখন কিসে পাপবিষয় সকল হস্তগত হইবে সেই সকল কথারই আলোচনা হয়। এই আলোচনা প্রবল

* বিগত ১৬ই ফাল্গুন বর্দ্ধমান সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি কর্ত্তৃক বিবৃত।

হইলেই পাপানুষ্ঠান মূর্ত্তিমান্ হইয়া উপস্থিত হয়।

এই পাপানুষ্ঠান মহাব্যাধির ন্যায়। শরীর মহাব্যাধিগ্রস্ত হইলে যেমন তাহার প্রতি চক্ষু রাখা যায় না আত্মার বিষয়েও ঠিক্ সেইরূপ। ইহা পাপরূপ মহাব্যাধিগ্রস্ত হইলে ইহার উপরও অন্তশ্চক্ষু রাখা যায় না। নূতন পাপ না আসিতে পারে ইহার জন্য যেমন সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য পূর্ব্বকৃত পাপ সকল আত্মায় কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহার অনুসন্ধান লওয়াও উচিত। তাহাদিগকে হৃদয় হইতে এককালে উন্মূলন করিবার জন্যই অনুসন্ধান, ইহাকেই আত্মানুসন্ধান বলে। ধর্ম্মার্থী মাত্রেই আত্মানুসন্ধান করিয়া থাকেন, ইহাতে তিনি কিছুমাত্র পক্ষপাত করেন না। কোন মতেই আপনাকে মার্জ্জনা করেন না। তন্ন তন্ন করিয়া হৃদয় চিরিয়া আত্মপরীক্ষা করেন।

সুনিপুণ অস্ত্রচিকিৎসক ক্ষত স্থান পরীক্ষার জন্য যেমন প্রথমে উহাকে শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া দেখেন যে, কতদূর রক্ত মাংস দূষিত হইয়াছে, তিনিও তেমনি গভীর রূপে স্বীয় অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখেন আত্মা কতদূর পাপ-দোষে দূষিত হইয়াছে। এরূপ আত্মপরীক্ষা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ পরীক্ষার সময় আত্মা যে প্রজ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ হইবে তাহাতে আর সংশয় কি? কিন্তু সেই অনলেই—সেই অনুতাপানলেই ইহা বিশুদ্ধ হয়। কেনা দেখিয়াছেন যে মলিন স্বর্ণ দগ্ধ হইয়া কেমন উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে! এইরূপ আত্মা পাপমলা হইতে মুক্ত হইয়া রাহুমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে থাকে। দেবতারাও সে শোভা দেখিতে ইচ্ছা করেন। এইরূপ আত্মা যত ক্রমে ক্রমে মুক্ত হইতে থাকে, তত সে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হয়। ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়া যে কি সুখ কি আনন্দ জানি না কি বাক্যে তাহা আমি প্রকাশ করিব। দূরস্থিত কুসুমকাননের মনোহর সুগন্ধ—বা হৃদয়প্রফুল্লকর সংগীত লক্ষ্য করিয়া পথিক যতই তাহাদের নিকটবর্ত্তী হয় ততই তাহার মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। সেই প্রকার যিনি প্রতি দিন স্বীয় পাপরাশিকে নিজ যত্ন ও ঈশ্বরের প্রসাদবারি দ্বারা প্রক্ষালিত করিয়া পবিত্র ঈশ্বরের অভিমুখে গমন করেন, অতুল ব্রহ্মানন্দে তাঁহার আত্মা পূর্ণ হইতে থাকে।

কি অসুখী সেই মনুষ্য, যিনি মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া অভিমানের দাস হইয়া, আপনার ত্রুটি—দোষ—ও পাপের পরিচয় লন না। যিনি আপনাকে সংশোধন করিতে চান্ না। যিনি আমোদ প্রমোদের আবরণে পাপের অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে যান। বিলাসরূপ ঘৃত দ্বারা স্বকৃত পাপ-হুতাশনকে নির্ব্বাণ করিতে প্রবৃত্ত হন। কি ভ্রান্তি! যে সুশীতল জলে এ অনল নির্ব্বাণ হইবে, তাহাকে সে বিষবৎ পরিত্যাগ করিল।

হে করুণাময় পরমেশ্বর! তুমি অনুকূল হইয়া তাহার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দাও। তোমার পবিত্র কার্য্যে তাহার মনকে নিয়োগ কর। হে মুক্তিদাতা—স্নেহময়ী মাতা। আমরা সকলেই সংসারের দৃঢ় পাশে আবদ্ধ হইয়াছি তুমি তোমার মঙ্গল হস্তে এ বন্ধন খুলিয়া দাও। আমরা কতবার খুলিবার চেষ্টা করিতেছি, কিছুতেই কিছু করিতে পারিতেছি না। "আমাদের চেষ্টা যেখানে নিরর্থক তোমার প্রসাদই সেখানে সর্ব্বস্ব" পিঞ্জররুদ্ধ

পক্ষী পিঞ্জর কাটিয়া অনন্ত আকাশে বিহার করিতে পাইলে, যেমন সুখী হয়, কতদিনে আমরা সংসার আসক্তি রূপ পাশ হইতে মুক্ত হইয়া তেমনি আনন্দে তোমাতে সঞ্চরণ করিব। আর সংসারযন্ত্রণা সহ্য হয় না, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার অনুমোদিত পথে মুক্তির পথে চলিতে শিক্ষা দেও, এই তোমার নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বৈদিক যুগ।

(৩)

বিগত পৌষ মাসের পত্রিকায় আমরা বৈদিক যুগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ঋক্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের অন্তর্গত কাল-বোধক যুগ-শব্দবিশিষ্ট মন্ত্রসমূহের অধিকাংশের আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, বৈদিক কালে সত্য ত্রেতাদি যুগ চতুষ্টয়ের অস্তিত্ব ছিল না। তৎপ্রসঙ্গে বৈদিক-কালে প্রচলিত পঞ্চবর্ষাত্মক যুগের (১) সম্বন্ধেও (চৈত্রমাসের পত্রিকায়) সংক্ষেপে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সম্প্রতি অবশিষ্ট বৈদিক মন্ত্রসমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

১ম মণ্ডলের ১৬৬ সূক্তের ১৩শ মন্ত্র এই (অগস্ত্য ঋষি – মরুদ্‌গণ দেবতা),—

"তদ্বোজামিত্বং মরুতঃ পরে যুগে পুরু যচ্ছংসমমৃতাস আবত।"

সায়ণ ভাষ্য,—"পরেযুগে"। যুগশব্দো কালোপলক্ষকঃ। উৎকৃষ্টে মহতি কালে অতীতেঽপি বর্ত্তত ইতি শেষঃ।"

অর্থ—হে মরণধর্ম্মরহিত মরুদ্‌গণ! আমাদের প্রতি তোমাদিগের প্রেমাধিক্য পরযুগে অর্থাৎ সুসময় অতীত হইলেও (বিপদের সময়েও) বর্ত্তমান থাকে।

১। ১৮৪। ৩ (অগস্ত্য ঋষি, দেবতা অশ্বিনী কুমার দ্বয়)—

"বচ্যস্তে বাং ককুহা অপ্সু জাতা জাতা যুগা জূর্ণেব বরুণস্য ভূরেঃ।"

সায়ণ—'যুগা জূর্ণেব' জীর্ণানি যুগানীব। ইব শব্দঃ সম্প্রত্যর্থঃ। পুরাতনা যাগকালা যথা তদ্বদদ্যতনা অপীত্যর্থঃ। পূর্ব্বকালে যথা যুবামেব স্তবন্তী তদ্বদিদানীমপীতি তাৎপর্য্যং।"

অর্থাৎ হে মরুদ্‌গণ! যজ্ঞকালে হোতৃগণ (হইতে জাত) কর্ত্তৃক উৎপাদিত স্তুতিবাক্য সকল পূর্ব্বতন যজ্ঞকালের ন্যায় এখনও (বর্ত্তমান যজ্ঞকালেও) পাপনিবারক যজ্ঞ (২) সিদ্ধির জন্য তোমাদিগকে স্তব করিতেছে। এখানে "যুগা জূর্ণেব" অর্থে সায়ণাচার্য্য "পূর্ব্বতন যজ্ঞকাল" বুঝিয়াছেন। বলা বাহুল্য; এই অর্থই এখানে সুসঙ্গত। পাঠকগণ দেখিবেন, ঋগ্বেদের অনেক স্থানেই 'যজ্ঞকাল' বুঝাইতে 'যুগ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, প্রথম মণ্ডলের আর কোনও মন্ত্রে কালজ্ঞাপক যুগশব্দ ব্যবহৃত হয় নাই।

দ্বিতীয় মণ্ডল।—এই মণ্ডলে দুইটির অধিক যুগ শব্দ দৃষ্ট হয় না। তন্মধ্যে যেটি কাল বোধক সেটি এই,—

২। ২। ২ (ঋষি গৃৎসমদ, দেবতা অগ্নি)

"দিবইবেদরতির্ম্মানুষাযুগা ভাসি পুরুবার সংযতঃ।"

সায়ণ—"× × 'মানুষা' মনুষ্যানাং যজমানানাং সম্বন্ধিনি 'যুগা' যুগানি। যুগ শব্দো কালোপলক্ষকঃ। প্রাতরাদিসবনানি। সর্ব্বেষু সবনেষু।"

অর্থ—হে বহুজনের বরণীয় অগ্নি!

(১) বিগত চৈত্র মাসের সংখ্যা দেখুন।

(২) ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন, "—মহান্ বরুণের তুষ্টির জন্য—"। বরুণের তুষ্টির জন্য মরুদ্‌গণের স্তব কেন? আমরা সায়ণাচার্য্যের মতানুসরণ করিয়া "পাপ নিবারক যজ্ঞের সিদ্ধির জন্য" এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

তুমি দেবতাগণকে হবি প্রদান জন্য দ্যুলোকের ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ও সংযত হইয়া মনুষ্যগণের (যজমানগণের) সর্ব্বকালীন যজ্ঞে বর্ত্তমান রহিয়াছ। তুমি রাত্রি কালেও প্রদীপ্ত হও।” এখানেও “যুগ” শব্দে “যজ্ঞকাল” বুঝাইতেছে *।

তৃতীয় মণ্ডলে তিন স্থলে যুগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটি কালবোধক। যথা—

৩। ২৬। ৩ (বিশ্বামিত্র ঋষি, অগ্নির্দ্দেবতা)

“অশ্বো ন ক্রন্দন্ জনিভিঃ সমিধ্যতে বৈশ্বানরঃ কুশিকেভির্যুগে যুগে।”

সায়ণ—“যুগে যুগে” প্রতিদিনং। নিত্যবীপ্সয়োরিতি দ্বিবচনং।”

হ্রেষারবকারী অশ্বশাবক যেমন জননীর স্তন্যপান করিয়া দিনে দিনে বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ অগ্নি প্রতিদিন (যুগে যুগে) কুশিকগণের (৩) আজ্যাহুতির দ্বারা প্রদীপ্ত হইতেছেন।

দ্বিতীয় মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে মহামতি সায়ণাচার্য্য এতৎ সম্বন্ধে যে বৈদিক আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের গোচর করিতেছি। পুরাকালে গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র (পঞ্চনদ প্রদেশীয়) সুদাস নরপতির যজ্ঞে পৌরোহিত্যে বৃত হইয়া শকটারোহণে তথায় গমন করিয়াছিলেন। গমনকালে (সায়ণ বলেন, আগমনকালে) পথিমধ্যে অগাধতোয়া বিপাশা (Beas) ও শতদ্রু (Sutlej) নদীর সঙ্গম স্থলে উপস্থিত হইয়া উক্ত নদীদ্বয় উত্তীর্ণ হইবার মানসে কতিপয় মন্ত্র দ্বারা তাঁহাদের স্তুতি করিয়াছিলেন। তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া নদীদ্বয় তাঁহাকে উত্তীর্ণ হইতে অনুমতি প্রদান করত বলিলেন,—(৩। ৩৩। ৮)

“————উত্তরা যুগানি।
উক্থেষু কারো প্রতি নো যুজস্ব——॥”

অর্থাৎ ভবিষ্যৎ যজ্ঞ কালে তুমি উক্থের (স্তোত্রের) দ্বারা আমাদিগকে সেবা করিও (৪)। সায়ণ ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

“উত্তরা যুগান্যুত্তরেষু যাজ্ঞিকেষু যুগেষু।”

ফল কথা, এখানেও যুগ শব্দ যজ্ঞকাল বোধক।

চতুর্থ মণ্ডলের কোনও স্থলে যুগ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না।

পঞ্চম মণ্ডলের কেবল দুইস্থলে যুগ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। দুইটিই কালবোধক। প্রথমটি এই—

৫। ৫২। ৪ (অত্রিপুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষি, মরুদগণ দেবতা)

“বিশ্বে যে মানুষা যুগা পান্তি মর্ত্ত্যং রিষঃ।”

সায়ণ—‘যুগা’ যুগানি। সর্ব্বেষু কালেম্বিত্যর্থঃ।

অর্থাৎ তাঁহারা (মরুদগণ) মনুষ্যগণের সর্ব্ব (যুগে) কালে † মরণধর্ম্মশীল উপাসককে হিংসকগণের হস্ত হইতে রক্ষা করেন।

---

* “In II. 2, 2, V. 52, 4; vi, I6, 23; vii, 9. 4; viii 46, I2; IX. 12. 7. *yuga* seems to denote “generations” of men, or rather in some places “tribes of men”—J. Muir.

(৩) “কুশিকেভিঃ” অর্থে সায়ণ “স্তুতিকারী হোতৃগণ কর্ত্তৃক” করিয়াছেন। এই মন্ত্রের ঋষি ‘কুশিক’ বংশীয় ছিলেন।

(৪) ইহার পরেই ঋষি বলিতেছেন, “আমি দূরদেশ হইতে রথ ও অশ্ব লইয়া আসিতেছি। তোমরা অবনত হও, সুখে পার হওয়া যাইবে।” ইহার উত্তরে নদীগণ বলিলেন, “তুমি দূরদেশ হইতে আসিয়াছ, অতএব রথ ও শকটসহ গমন কর।” ইহাতে বোধ হয়, বিশ্বামিত্র শতদ্রুতীরবাসী ছিলেন না।—তাঁহার বাসস্থান বিপাশা ও শতদ্রু নদী-তীর হইতে বহুদূরে অবস্থিত ছিল। মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ, সি, এস, মহোদয় বলেন, মগধের পশ্চিম সীমান্তর্ব্বর্ত্তী ভোজপুর নামক স্থানে বিশ্বামিত্রের বাসস্থান ছিল। (সাহিত্য, (১২৯৯ সাল ৪র্থ সংখ্যা—“মধুচ্ছন্দার সোম যাগ” প্রস্তাব দেখুন) তাঁহার এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না।

† নক্ষত্র চিহ্নিত পাদটীকা দেখুন।

দ্বিতীয় উল্লেখ—৫।৭৩।৩ অত্রিপুত্র পৌর ঋষি, দেবতা অশ্বিনীকুমার দ্বয়)—

"ঈর্মান্যদ্বপুষে বপুশ্চক্রং রথস্য যেমথুঃ।
পর্যান্যা নাহুষা যুগা মহ্না রজাংসি দীয়থঃ॥"

সায়ণ—'নাহুষা' মনুষ্যাঃ তেষাং 'যুগা' যুগোপলক্ষিতান্ কালান্ প্রাতরাদিসবনান্ অহোরাত্রাদিকালান্ বা।"

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সূর্য্যের মূর্ত্তি প্রদীপ্ত করিবার জন্য তোমাদিগের রথের একখানি দীপ্তিমান্ চক্র নিয়মিত করিয়াছ; অন্য চক্রের দ্বারা স্বীয় প্রভাবে মনুষ্যগণের (৫) যজ্ঞকাল বা অহোরাত্রাদি (যুগ) নিরূপিত করিবার নিমিত্ত ভুবন সকল পরিভ্রমণ করিয়া থাক।" এখানে 'যুগ' অর্থে যজ্ঞকাল বা অহোরাত্রাদি।

ষষ্ঠ মণ্ডলে চারি স্থলে যুগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সকলগুলিই কালবোধক। এই নিমিত্ত এস্থলে সেগুলি ক্রমান্বয়ে উদ্ধৃত হইল!

৬।৮।৫—(ভরদ্বাজ ঋষি, অগ্নির্দেবতা)

"যুগে যুগে বিদথ্যং গৃণদ্ভ্যোঽগ্নে রয়িং যশসং ধেহি নব্যসীং।"

সায়ণ—"যুগে যুগে" কালে কালে।

হে অগ্নে! তুমি সর্ব্বকালে যজ্ঞার্হ। তোমার উদ্দেশে আমরা নবনব স্তুতি উচ্চারণ করিতেছি। তুমি আমাদিগকে ধন ও যশস্বী পুত্র প্রদান কর।"

৬।১৫।৮ (ঋষি ভরদ্বাজ, দেবতা অগ্নি)

"ত্বাং দূতমগ্নে অমৃতং যুগে যুগে হব্যবাহং দধিরে পায়ুমীড্যং। দেবাসশ্চ মর্ত্তাসশ্চ——॥"

সায়ণ—'যুগে যুগে' কালে কালে। তৎ তৎ যাগানুষ্ঠান সময়ে।"

হে অগ্নে! দেবগণ ও মনুষ্যগণ মরণধর্ম্মরহিত, হব্যবাহক ও পালয়িতা তোমাকে যাগানুষ্ঠান সময়ে (যুগে যুগে) দূতরূপে নিয়োজিত করিয়াছেন।" এখানেও 'যুগ' অর্থে যাগানুষ্ঠান কাল।

৬।১৬।২৩ (ঋষি ভরদ্বাজ, দেবতা অগ্নি)

"সহি নো মানুষাযুগা সীদদ্ধোতা কবিক্রতুঃ। দূতশ্চ হব্যবাহনঃ॥"

সায়ণ—'মানুষা যুগা' মানুষাণি যুগানি। মনুষ্যসম্বন্ধিনো যজ্ঞার্হান্ কালবিশেষান্; যেষু যাগা অনুষ্ঠীয়ন্তে। এতাবন্তং কালং দেবানাং দূতঃ।"

অর্থাৎ যিনি মানবগণের প্রত্যেক যাগানুষ্ঠান সময়ে (যুগে) দেবতাগণের আহ্বানকারী, দূতস্বরূপ ও হব্যবাহক, যিনি প্রকৃষ্ট-প্রজ্ঞ সেই অগ্নি আমাদিগের যজ্ঞে উপবেশন করুন।" এখানেও যজ্ঞার্হকাল বুঝাইতে 'যুগ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে §।

৬।৩৬।৫ (নর ঋষি, ইন্দ্র দেবতা)

"অসো যথানঃ শবসা চকানো যুগে যুগে বয়সা চেকিতানঃ।"

সায়ণ—'যুগে যুগে' কালে কালে।

হে ইন্দ্র! তুমি সর্ব্বকালে (যুগে যুগে) স্তূয়মান ও হব্যরূপ অন্ন দ্বারা সম্যক্‌রূপে জ্ঞায়মান হইয়া আমাদিগের নিকট যেরূপ আছ, সেইরূপই থাক।

সপ্তম মণ্ডলের ৯ম সূক্তের ৪র্থ ঋকে যজ্ঞকাল বোধক অর্থে যুগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দৃষ্ট হয়। যথা,—"ঈড়েন্যো বো মনুষো যুগেষু"—এই মন্ত্রের দেবতা অগ্নি ও ঋষি বশিষ্ঠ। ইহার সায়ণ ভাষ্য এই,—

"মনুষো' মনুষ্যস্য যুগেষু যাগকালেষু সর্ব্বেষ্বপি দিবসেষু।"

হে অগ্নি! তুমি মনুষ্যের সকল দিবসেই যজ্ঞকালে ‡ স্তুতিযোগ্য। এই মণ্ডলের আরও দুই স্থানে (৭।৭০।৪ ও ৭।৮৪।৪ ঋকে) যুগ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; কিন্তু সে গুলি (৬) কাল বাচক নহে।

(৫) "In V. 73, 3, the phrase *nahusha yuga* must have a similar (generations or tribes of men.)meaning."—J. Muir.

§ নক্ষত্র চিহ্নিত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

‡ নক্ষত্র চিহ্নিত পাদটীকা দেখুন।

(৬) ঋগ্বেদের ৭।৭০।৪ ঋকে "পূর্ব্বাণি যুগানি" এইরূপ উল্লেখ আছে। সায়ণাচার্য্য "যুগানি" অর্থে

অষ্টম মণ্ডলের স্থানত্রয়ে যুগ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটি কাল বোধক যথা,—৮।৪৬।১২ (বশ-ঋষি, দেবতা —ইন্দ্র)

"তংবিশ্বে মানুষা যুগেন্দ্রং হবন্তে তবিষং যতস্রুচঃ।"

সায়ণ—'যুগা' যুগানি, কালান্ সর্ব্বেষু কালেষু।

সমস্ত মনুষ্যগণ হব্যগ্রহণ করত সেই বলবান্ ইন্দ্রকে সর্ব্বকালে ॥ স্তব করে।

৮।৬২।৯ (এই মন্ত্রটি একবার পৌষ মাসের পত্রিকায় উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।)

নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের ৭ম মন্ত্রে কালবোধক যুগ শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মন্ত্রটি এই,—(কশ্যপ পুত্র অসিত ঋষি, পবমান সোম দেবতা)—

"নিত্যস্তোত্রো বনস্পতির্ধীনামন্তঃ সবর্দুঘঃ হিন্বানো মানুষো যুগা।"

এই মন্ত্রের ভাষ্য ও অনুবাদাদি প্রদান করিবার পূর্ব্বে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, এই প্রস্তাবে আমরা বৈদিক মন্ত্র সমূহের যে অনুবাদ প্রদান করিয়াছি, তৎসমস্তই সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যসম্মত। মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঋগ্বেদের যে বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র সায়ণভাষ্যের অনুগত হয় নাই। সুতরাং আমাদের প্রদত্ত অনুবাদের সহিত সকল স্থলে ঐক্য নাই। এ পর্য্যন্ত যে সকল মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মৎকৃত অনুবাদের সহিত দত্ত মহাশয়ের অনুবাদের তাদৃশ মারাত্মক পার্থক্য নাই বলিয়া তৎসমস্ত যথাস্থলে প্রদর্শন করিতে বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। কিন্তু সমালোচ্য মন্ত্রের অনুবাদে তাঁহার সহিত আমাদের এত অধিক পার্থক্য দাড়াইয়াছে যে, তৎ সম্বন্ধে কোনও কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

উক্ত মন্ত্রের দত্ত মহাশয় কৃত অনুবাদ এই,—"নিত্য স্তোত্রবিশিষ্ট, ক্ষীর প্রসবকারী বনস্পতি (সোম) মনুষ্যগণের জন্য একদিন কর্ম্ম মধ্যে প্রীতভাবে (বাস করেন)।"

এই অনুবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশের পূর্ব্বে মহামতি সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"নিত্য স্তোত্রঃ' সন্ততস্তোত্রঃ, 'সবর্দুঘঃ' অমৃতস্য দোগ্ধা, 'বনস্পতিঃ' বনানাং পালয়িতা, সোমঃ, 'মানুষা' মানুষানি, 'যুগা' যুগানি অহীনৈকাহাত্মকানি, 'হিন্বানঃ' প্রীণয়ন্, 'ধীনাং' কর্ম্মনাং 'অন্তঃ' মধ্যে, নিবসতীত্যর্থঃ।" (১)

এই সায়ণীয় ব্যাখ্যার সহিত মিলাইয়া দেখিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে দত্ত মহাশয়ের অনুবাদ কীদৃশ ভ্রমপরিপূর্ণ হইয়াছে। মূলে আছে 'মানুষা'—'মনুষ্য সম্বন্ধীয়'। রমেশ বাবু করিয়াছেন,—'মনুষ্যদিগের জন্য'। দত্ত মহাশয় "জন্য" পাইলেন কোথায়? 'একদিন' ইহাও মূলে বা ভাষ্যে আদৌ নাই। 'হিন্বানঃ' অর্থে 'প্রীণয়ন্' অর্থাৎ 'প্রীতি যুক্ত করিয়া'। রমেশ বাবু করিয়াছেন, 'প্রীত ভাবে,; বলা বাহুল্য, ইহাও মূলে নাই।

মূলে আছে, 'যুগা'; সায়ণ বুঝিয়াছেন, 'যুগানি, অহীনৈকাহাত্মকানি'। ইহার অর্থ 'অহীনা ও একাহাত্মক যুগ'। যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতার প্রথম কাণ্ডের দ্বিতীয় প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকের

"মিথুনানি, জায়াপতিরূপাণি" বুঝিয়াছেন। কিন্তু Muir বলেন " Former ages."

॥ নক্ষত্র চিহ্নিত পাদটীকা দেখুন।

(১) মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল, এম, এ; সি, এস মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই ভাষ্যটুকু উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহার পরবর্ত্তী (ক) চিহ্নিত প্যারাগ্রাফটিও তাঁহারই প্রেরিত। এ জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য স্বয়ং 'অহীনা' ও 'একাহ' কি পদার্থ তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই,—

(ক) "ত্রিবিধঃ সোমযাগঃ। একাহাহীনসত্র নামকঃ একস্মিন্নেবাহনি সবনত্রয়েন নিষ্পাদ্যঃ 'একাহঃ'। দ্বিরাত্রমারভ্য একাদশ রাত্র পর্য্যন্তা 'অহীনা'। ত্রয়োদশ রাত্রমারভ্য সহস্র সংবৎসর পর্য্যন্তানি সত্রাণি।"

"সোম যাগ ত্রিবিধ। যথা,—একাহ, অহীনা ও সত্র। এক দিবসে সবনত্রয়ে যে যজ্ঞ সমাপন হয় তাহার নাম একাহ। দ্বিরাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ রাত্রি পর্য্যন্ত কালব্যাপী যাগের নাম অহীনা। ত্রয়োদশ রাত্রি হইতে সহস্র সম্বৎসর কাল ব্যাপী যজ্ঞকে সত্র বলে।"

এতাবতা সায়ণাচার্য্য প্রোক্ত "মনুষ্যাণি যুগানি, অহীনৈকাহাত্মকানি" বাক্যাংশের অর্থ এই হয় যে, মনুষ্য সম্পর্কীয় অহীনা ও একাহ সংজ্ঞক যজ্ঞ কাল সমূহ।

দত্ত মহাশয় এই সায়ণবাক্যের অর্থ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া অনুবাদে তাদৃশ গোলযোগ করিয়াছেন। বোধ হয়, রমেশ বাবু 'অহীন একাহ' এইরূপ পদ গ্রহণ করত "পূর্ণ এক দিন" অর্থ বুঝিয়া সোম মনুষ্যগণের "জন্য একদিন" কর্ম্ম মধ্যে বাস করেন এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই অনুবাদ অশুদ্ধ ও অর্থহীন।

পাঠক! রমেশ বাবুর অনুবাদ দেখিলেন, এখন এই মন্ত্রের সায়ণ ভাষ্যানুগত অনুবাদ দেখুন।

"নিত্যস্তোত্র বিশিষ্ট অর্থাৎ যাঁহার স্তোত্র নিরন্তর উচ্চারিত হয়, যিনি অমৃত প্রসব করেন, যিনি বনের (বনস্থিত ঔষধি ও তরুলতার) পালনকর্ত্তা, ঈদৃশ সোম (পরমেশ্বর) মনুষ্যগণের 'অহীনা' ও 'একাহ' সংজ্ঞক যজ্ঞকাল সকলকে আনন্দময় করিয়া, তাহাদের (মনুষ্যগণের) কর্ম্ম (যজ্ঞক্রিয়া) সমূহের মধ্যে অবস্থান করেন।" সায়ণাচার্য্যের এই প্রকৃতার্থপূর্ণ ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া, রমেশ বাবুর বিকৃত ও অর্থহীন ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে আমরা অক্ষম। সে যাহা হউক, এই মন্ত্রেও যুগ শব্দে যজ্ঞ কাল বুঝাইতেছে।

এতদ্ব্যতীত নবম মণ্ডলের আর কুত্রাপি কালবাচক যুগ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। বারান্তরে আমরা দশম মণ্ডলান্তর্গত মন্ত্র সমূহের সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

স্ত্রীশূদ্রাদির বেদপাঠ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

হিন্দুশাস্ত্র বলেন বেদশাস্ত্র সর্ব্বোপরি প্রামাণিক। শ্রুতির প্রমাণের বিরুদ্ধে অসংখ্য শাস্ত্রীয় প্রমাণকে কদাপি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বেদের পরই বেদের অন্তর্গত ঐতরেয়, শতপথ, সাম, গোপথাদি ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ও ঈশ, কেন, কঠআদি দশ উপনিষদ সূত্রগ্রন্থ ও বেদান্ত সকল বেদানুকূল বলিয়া প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য। এই সমস্ত ও এতদতিরিক্ত কোন গ্রন্থে যদি কোন বেদবিরুদ্ধ বাক্য পাওয়া যায় তবে তাহা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। অর্থাৎ যাহা কিছু বেদানুকূল তাহাই গ্রাহ্য ও যাহা বেদবিরুদ্ধ তাহা অগ্রাহ্য। মনুসংহিতাও একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। কিন্তু তাহার স্থানে স্থানে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক সন্নিবেশিত হইয়াছে। মনুসংহিতায় যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক মিশ্রিত আছে তাহা উক্ত গ্রন্থের সর্ব্বপ্রাচীন টীকাকার মেধাতিথি ও স্বীকার করিয়াছেন, যথা নবম অধ্যায়ের ৯৩ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে মেধাতিথি

"অমানবোঽয়ং শ্লোকঃ" অর্থাৎ এই শ্লোক মনুকৃত নহে এইরূপ লিখিয়াছেন। এ-স্থলে পুনরায় বক্তব্য এই মনুসংহিতা-তেও যদি কোন স্থলে বেদবিরুদ্ধ বাক্য পাওয়া যায় তবে তাহা কদাপি গ্রাহ্য হইতে পারে না। মনুসংহিতাতেই স্পষ্ট লিখিত আছে যে "নাস্তিকো বেদ-নিন্দকঃ" অর্থাৎ যিনি বেদকে অবমাননা করেন তিনি নাস্তিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। পুনশ্চ ভগবান্ মনুর মতে বেদই যে সর্ব্বোপরি প্রামাণ্য গ্রন্থ তথা বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র যে কদাপি গ্রহ্য নহে তাহা স্পষ্ট লেখা আছে যথা—

"সর্ব্বন্ত সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা"
"শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ" ॥
"অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে"
"ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ ॥"

মনু অধ্যায় ২ শ্লোক ৮ ও ১৩

"পিতৃদেব মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনম্"
"অশক্যঞ্চাপ্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥"
"যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ"
"সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ ॥"
"উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ"
তান্যর্ব্বাক্কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানিচ ॥

মনু অধ্যায় ১২ শ্লোক ৯৪, ৯৫, ৯৬

অর্থাৎ জগতে যত প্রকার শাস্ত্র আছে বিদ্বানগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তাহা বিশেষ বিচার করিয়া বেদপ্রমাণক ধর্ম্মকে এক মাত্র অবলম্বন করণের উপযুক্ত বোধে স্বধর্ম্মে নিবিষ্ট হইয়া থাকেন। মনুষ্যগণ অন্তর হইতে অর্থ ও কামনায় আসক্তিশূন্য না হইলে ধর্ম্মসঞ্চয় করিতে কদাচ সমর্থ হন না এবং ধর্ম্মজিজ্ঞাসু পক্ষে বেদ শাস্ত্রই সর্ব্বপ্রধান উপায় ও প্রমাণ। বেদ শাস্ত্রই পিতৃ দেব ও মনুষ্যের সনাতন চক্ষুস্বরূপ, ইহা অপ্রমেয় ইহা স্থির মীমাংসা। যে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বেদবহির্ভূত এবং যে সকল শাস্ত্র কুদৃষ্টিপ্রেরিত, পরকাল সম্বন্ধে সেই সকল শাস্ত্রকে নিষ্ফল বলিয়া জানা কর্ত্তব্য, কারণ সেই সমস্ত শাস্ত্র তমোগুণকল্পিত, যথার্থ হইতে পারে না। যে সকল শাস্ত্র বেদমূলক নহে তাহা তো হইতেছে ও যাইতেছে সুতরাং আধুনি-কতা হেতু তাহাদিগকে নিস্ফল ও মিথ্যা বলিয়া জানা উচিত। এখন মনুসংহিতার প্রমাণ দ্বারা বেদ যে সর্ব্বোপরি প্রামাণ্য গ্রন্থ ও বেদবিরুদ্ধ বাক্য বা গ্রন্থ যে অগ্রাহ্য বা অসত্য তাহা প্রমাণিত হইল। এখানে আরও বক্তব্য এই যে যদিচ মনু-বচন বেদবিরুদ্ধ হইলে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না সত্য, তথাপি ইহার প্রমাণ যে অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণা-পেক্ষা গ্রহণীয় তাহাই দেখাইতেছি।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন—

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে ॥

অর্থাৎ মনু স্বীয় সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন ; অতএব তিনি প্রধান। মনুর বিপরীত স্মৃতি প্রশস্ত নহে। উপ-রোক্ত বৃহস্পতির বচন দ্বারা বেদ যে সর্ব্বোপরি গ্রাহ্য ও মনু ভিন্ন অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্রে যে বেদবহির্ভূত বাক্য আছে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখন আমার বক্তব্য এই যে পৌরা-ণিক প্রমাণ দ্বারা যদি কেহ উপনিষদ ও বেদের সংহিতা ভাগের উদ্ধৃত বাক্যের খণ্ডন করিতে চাহেন তাহা যে কতদূর সঙ্গত বুঝিতে পারি না। আমি প্রথম প্রস্তাবে ঋক্, যজু ও অথর্ববেদের সংহিতা ভাগ হইতে চারটী মন্ত্র দ্বারা দ্বিজ ব্যতীত অপর বর্ণের এমন কি স্ত্রী শূদ্র ভৃত্য ও অতি শূদ্রাদিরও বেদপাঠের অধিকার সপ্রমাণ করিয়াছি। এখন যদি চারিবেদ মধ্যে একটীও তদ্বিষয়ক নিষেধ বাক্য বা-

স্থির হয় তবেই তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে; পরন্তু যে বস্তু যাহাতে নাই তাহা কাহারও দেখাইবার সাধ্য নাই। যাজ্ঞবল্ক্যাদি ব্রহ্মর্ষিরা যে মহান বেদজ্ঞ ছিলেন তদ্বিষয়ে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদি বাস্তবিকই বেদাদি শাস্ত্রে স্ত্রী জাতির প্রতি বেদ বা ব্রহ্ম বিষয়ের উপদেশ দিবার নিষেধ থাকিত তবে শতপথ ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গী ও মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ঋষিপত্নিদিগকে যাজ্ঞবল্ক্য কদাপি ব্রহ্মোপদেশ দিতেন না। আর যদি স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্র উচ্চারণের বিধি না থাকিত তবে বেদের গৃহ্য সূত্রে ইহার প্রমাণ থাকিত না*। শ্রৌতসূত্রে লিখিত আছে—

"ইমং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ।
বেদং পত্ন্যৈ প্রদায় বাচয়েৎ॥"

অর্থাৎ স্ত্রী যজ্ঞে এই বেদ মন্ত্রপাঠ করিবে। পত্নীর হস্তে বেদ শাস্ত্র দিয়া বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করাইবে। এখন বক্তব্য এই যে যদি বেদাদি শাস্ত্রে স্ত্রী জাতির বেদমন্ত্র উচ্চারণের বিধি না থাকিত তবে গৃহ্যসূত্রে যজমানের স্ত্রীকে বেদমন্ত্র পাঠ করাইতে হইবে এরূপ বিধিসূত্র কদাপি থাকিত না।*

পুনশ্চ বেদের ষড়ঙ্গের মধ্যে গৃহীত ব্যাকরণের মহাভাষ্যে লিখিত আছে

"কাশকৃৎস্নেন প্রোক্তা মীমাংসা কাশকৃৎস্নী, কাশকৃৎস্নীং মীমাংসামধীতে হ্যসৌ কাশকৃৎস্না ব্রাহ্মণী"।

অর্থাৎ পাতঞ্জলকৃত ব্যাকরণের মহাভাষ্যে (অনুপসর্জনাৎ) সূত্রের পর লেখা আছে যে কাশকৃৎস্ন ঋষি যাহাকে মীমাংসা শাস্ত্রপাঠ করাইয়া ছিলেন সেই ব্রাহ্মণীকে কাশকৃৎস্না বলা যায়। পুনরায় অষ্টাধ্যায়ী কৃদন্তে (ইঙশ্চ) সূত্রের পর বার্ত্তিকে লেখা আছে—

"স্ত্রিয়ামপাদান উপসংখ্যানম্।
উপেত্যাধীয়তেঽস্যাঃ সা উপাধ্যায়ী।"

অর্থাৎ যাহার সমীপে যাইয়া পড়া যায় সেই স্ত্রীকে উপাধ্যায়ী বলে। এখন বিচার করুন যে যদি স্ত্রীগণ মধ্যে পাঠ নিষেধ থাকিত তবে কাশকৃৎস্না সংজ্ঞা বা উপাধ্যায়ী সংজ্ঞা বেদাঙ্গরূপ অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ ও মহাভাষ্যে কদাপি থাকিতে পারিত না।

পুনশ্চ মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে

"অত্র শর্ম্মা শিবা নাম ব্রাহ্মণী বেদপারগা।" ইত্যাদি

ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন যে এই আশ্রমে শিবা নাম যুক্তা বেদপারগা এক ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। উপরোক্ত প্রকার প্রমাণ আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। ফল কথা স্ত্রীলোকের যে বেদাধিকার আছে তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পুরাকালে স্ত্রীগণ মধ্যে বড় বড় বিদুষী ও ঋষিকা ছিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ১৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে এক সময় রাজর্ষি জনক সন্ন্যাস গ্রহণে উদ্যত হন। তখন তাঁহার ধর্ম্মপত্নী বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রানুযায়ী উপদেশে গৃহস্থ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া পতিকে সন্ন্যাসগ্রহণে নিরস্ত করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের সহিত মণ্ডনমিশ্রের বিচারের সময় মিশ্রের স্ত্রী মধ্যস্থা ছিলেন।

দেবহুতিকে কপিলাচার্য্য ব্রহ্মোপদেশ দিয়াছিলেন ইহার প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

* এখনও ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে দেখা যায় যে, যে মন্ত্র স্ত্রীলোকের উচ্চারণ করা আবশ্যক এখন তাহা করান হয় না কিন্তু একখানি মার্কণ্ডেয় চণ্ডী তাহার ক্রোড়ে রাখা হয় ইহা দ্বারাই তাহার মন্ত্রপাঠ সাব্যস্ত হইয়া থাকে।

মন্দালসা নাম্নী একজন ব্রহ্মবাদিনী তাঁহার পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা দেন। সুলভা নাম্নী স্ত্রী সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গোধা, ঘোষা, বিশ্ববরা, ব্রজায়া, জুহুও দেবশুনি আদি স্ত্রীলোকেরা ঋষিকাছিলেন বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালে কালিদাস কর্ণাট রাজপত্নীকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। অধিক কি লিখিব ব্যাকরণে বিদ্যা শব্দ ও সরস্বতী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

আমি যজুর্ব্বেদের ২৬ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রের বচন দ্বারা বেদপাঠে যে শূদ্র ও অতিশূদ্রাদিরও অধিকার আছে তাহা প্রমাণ করিয়াছি। এখন যুক্তি মতেও যে বেদে সকলের অধিকার আছে তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারেন। যখন বেদ সদুপদেশে পরিপূর্ণ তখন যে শূদ্র সদুপদেশ পাইবার জন্য সেই বেদ হইতে বঞ্চিত ইহা হইতে পারে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত কেবল স্বার্থপর মনুষ্যদিগের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। দেখ স্বার্থের বশীভূত হইয়া পরাশর—

"পতিতোপি দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠঃ ন চ শূদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।"

ইত্যাদি বেদবিরুদ্ধ বাক্য লিখিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

শূদ্রে যে বেদ পাঠ করিত তাহার প্রমাণ কবস ঋষি। ইনি শূদ্রকুলোদ্ভব হইয়াও বেদাদি পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। চাণ্ডালকুলোদ্ভব মাতঙ্গ ঋষি মহান্ বেদজ্ঞ ও চারি বর্ণের পূজনীয় হইয়াছিলেন। নারদঋষি দাসী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া মহা বেদজ্ঞ হইয়াছিলেন। ছান্দোগ্যপনিষদে লিখিত আছে যে জাবাল ঋষি অজ্ঞাতকুলশীল হইয়াও মহান্ বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। এরূপ প্রমাণ আমাদিগের শাস্ত্রে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। যাহা হউক উপরোক্ত প্রমাণগুলি দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে বেদ যে পড়িতে ইচ্ছা করে সেই অধিকারী তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নববর্ষ।

১

দেখিতে দেখিতে ধীরে
হ'য়ে গেল বর্ষ শেষ
নূতন বরষ এল
ধরিয়া নূতন বেশ।

২

ঝরা পাতা তরুতলে
গজিয়েছে নবদল
ডাকিছে পাপিয়া পিক
ক্ষেত হ'য়েছে শ্যামল।

৩

দক্ষিণদিকেতে বয়
সমীরণ সুবিমল
চারিদিকে বহে নানা
কুসুমের পরিমল।

৪

গাছে গাছে ফুটে ওঠে
কত ফুল কত ফল
ফল ফুলে উপবন
হ'য়ে যায় ধরাতল।

৫

মেঘবাষ্প সাগরের
উড়ে যায় মহাকাশে
তায় তপন শশীর
নূতন কিরণ হাসে।

৬

নূতন প্রভাত ল'য়ে
আসিয়াছে নববর্ষ
দশদিকে নবরাগ
জেগে ওঠে নবহর্ষ।

৭

কৃষকেরা করে গান
নেচে নেচে গ্রামে ফিরে *
মহোল্লাস জাগে যেন
নীলাকাশে তীরে নীরে

৮

পুরাতন বরষের
স্বপ্নরাশি টুটে যায়
নূতন বিকাশ এবে
নব প্রাণ নব কায়।

৯

কত দুঃখ পাপ তাপ
বর্ষসাথে গেছে চ'লে
প্রভাতিছে নব আশা
নব বরষের কোলে।

* পল্লীগ্রামে এইরূপ রীতি প্রচলিত আছে।

আকারমাত্রিক স্বরলিপি।

ভূপালী—তাল ফেরতা।

৪|৪
সা॥ রা -া -পা -া। গা -া -া -া। গা -া ধা পা। -া গা রা সা। সা -া সা -া। ধ্‌া -া সা -া।
ব ॥ দে — ——। মি ———। প্রস্ — ফু রণ্। — নি ব দৃ। তির্‌— নধ্ —। মা — তো —।

॥
। ন্‌া -া রা সা। সা -া -া -া। সা -া র্সা -া। না -া ধা -া। পা -া ক্ষা ধা। পা -া -া সা॥
। অ — দ্রি ব। হ — — —। মৃ — ড়া —। সুক্ — ষ —। ত্র — মৃ ড়। য় — — (য)॥

। {গা -া গা -া। গা গা গা গা। -া রা সা -া। ন্‌া সা -া ন্‌া। -া সা রা গা। (-া রা সা -রা)}।
। {ঋ — ত্বঃ —। স ম হ দী। — ন তা —। প্র তী — পং। — জ গ মা। (— শু চে —)}।

। -া রা সা -া। সা -া র্সা -া। -া -া -া -া। না -া ধা -া। পা -া ক্ষা ধা। পা -া -া সা॥
। — শু চে —। মৃ — ড়া —। — — — —। সুক্ — ষ —। ত্র — মৃ ড়। য় — —(য)॥

৩—৪|২
। গা পা -া। পা -া ধা -া। পা -া ধা। পা -া ধা -া। পা -া ধা। -া -া -র্সা র্সা।
। অ পাং —। ম — ধ্যে —। ত — স্থি। বাং — সং —। তৃ — ষ্ণা। — — — বি।

৪|৪
। র্সা -া র্সা। র্সা র্সা -না -র্রা। র্সা া -া। -া -া -া -া। গা -া গা -া। -া -া -া -া।
। দ্‌জ — জ। রি তা — —। রং — —। — — — —। মৃ — ড়া —। — — — —।

। গা -া রা -া। সা -া ন্‌া রা। সা -া -া -া। সা -া র্সা -া। -া -া -া -া। না -া ধা -া।
। সুক্ — ষ —। ত্র — মৃ ড়। য় — — —। মৃ — ড়া —। — — — —। সুক্ — ষ —।

। পা -া ক্ষা ধা। পা -া -া সা॥ গা -া গা -া। পা -া পা -া। ক্ষা পা -া ক্ষা। গা -া ধা -া।
। ত্র — মৃ ড়। য় — —(য)॥ যৎ — কিন্ —। চে — দং —। ব ন্ধ — ণ। দৈ — ব্যে —।

। পা ক্ষা -া গা। -া রা -া সা। -া সা সা -া। সা -া -া সা। সা -া সা সা। -া -া -া সা।
। জ নে — ভি। — দ্রো — হং। — ম নু —। ষ্যা — — শ্চ। বা — ম সি। — — — অ।

। ধ্‌া -া সা -া। ন্‌া -া গা রা। সা -া সা সা। সা -া সা সা। রা -া গা -া। গা -া পা -া।
। চি — ন্তী —। যৎ — ত ব। ধ — র্ম্মা যু। ষ্মো — পি ম। মা — নম্ —। তম্ — মা —।

। পা -া ধা ধা। -া ধা -া র্সা। র্সা -না র্রা র্সা। র্সা -া -া সা॥ সা সা -া -া। সা -া সা -া।
। দে — না সো। — দে — ব। রী — রি ষ। হ — — (ষ)॥ অ পো — —। সু — ম্যক্ —।

। সা সা সা -া। সা সা সা সা। -া সা -া সা। -া সা -া রা। গা -া -া -া। রা -া -া সা।
। য ব রূ –। ণ ভি য় সং। — মৎ – সম্। –রাড়্– খ। তা– – –। বো – – হু।

। ন্া -া -া রা। সা -া সা -া। {গা -া গা -া। গা গা -া গা। -া -গমা -মগা -রা। রগা রা -সা সা।
। মা – – গৃ। ভা – র –। {দা – মে –। ব বৎ – সা। — — — দ্। বিমু মু — খ্যং।

। (-া সরা -সরা -গা)}। -া সা -া -া। সা রা -া গা। পা -া ধা -া। পা র্সা ধা -া।
। (– হো — —)}। — হো– –। ন হি— ত্ব। দা — রে —। নি মি ষ —।

। পা পা -া গা। -া -া -া -পপা। গা -া গা -া। গা গা -া গা। -া -গমা -মগা -রা।
। শ্চ নে — শে। — — — —। দা — মে —। ব বৎ — সা। — — — দ্।

। রগা রা -া সা। -া সা -া -া। সা রা -া গা। পা -া ধা -া। পা র্সা ধা -া। পা পা -া গা।
। বিমু মু –খ্যং। — হো – –। ন হি – ত্ব। দা — রে —। নি মি ষশ্ –। চ নে – শে।

। -া -া -া -া। গা -া পা -া। পা ধা -া পা। ধা -া পা ধা। -া পা ধা -া। র্সা -া র্সা -া।
। – – – –। মা — নো –। ব ধৈ — ব। রূ — ণ যে। — ত ইষ্ —। টা — বে —।

। র্সা -া র্সা -া। র্সা -া র্সা র্সা। র্সা র্সা -া র্সা। -া -না র্রা -া। র্সা -া -া -া। র্গা -া -া -া।
। নঃ — কৃণ্–। পূন্– ত ম। সু র — ভী। — — নন্ —। তী — — –। মা — — –।

। র্রা -া র্সা র্সা। -া না র্রা র্সা। র্সা -া র্সা র্সা। -া ধা ধা ধা। পা পা -া গা। -া পা গা -া।
। জ্যো — তি ষঃ। — প্র ব স। থা — নি গন্। — ম বি বু। মূ ধঃ — শি। – শ্র থো –

। রা -া সা রা। -া রা গা -া। -া -া -া -া। গা গা -া গা। গা -া গা -া। গা গা -া গা।
। জী — ব সে। — ন হ —। — — – –। ন মঃ – পু। রা — তে —। ব রূ — ণো।

। -া গা গা -া। গা -া গা পা। -া পা পা -া। পা পা পা -া। পা -া পা পা।
। — ত ণূ —। নম্ — উ তা। — প রং —। তু বি জা —। ত – ব্র বা।

। -া -া পা পা। -া ধা ধা -া। ধা -া র্সা র্সা। -া র্সা -া র্সা। র্সা -া সা -া। -া সা -া রা।
। – – ম ন্থে। — হি কম্ —। পর্ — ব তে। — ন — শ্রি। তা — ন্য —। — প্র — চ্যু।

। গা -া গা -া। ধা -া পা পা। -া সা রা -া। গা -া -া -া। সা সা সা সা। -া -া -া -া।
। তা — নি –। হু — ল ভ। — ব্র তা –। নি — — —। প র ম ণা। — — — —।

। সা -া সা -া। সা সা সা -া। সা সা -া সা। সা -া সা -া। সা -া রা -া। রা -া গা গা।
। সা — বী –। র ধ মৎ –। কৃ তা – নি। মা — হং –। রা — জন্ –। ন — স্ত কৃ।

। গা -া রা ন্া। -রা সা -া -া। সা -া রা -া। পা -া -ম্া -পা। গা -া রা রা।
। তে — ন ভো। — জং – –। অ –ব্যুষ্–। টা — — —। ইন্ – দু ভূ।

। -গা রা সা -া। গা রা -া সা। সা -া সা -া। গা -া রা -া। সা সা -া সা। ধ্া -া সা -া।
। — য সী —। কৃ যা — স। আ – নো –। জী – বান্ –। ব রূ — ণ। তা – সু —।

। ন্া -া -রা -সা। -া -গা -রা -া। -পা -ম্া -া -ধা। -পা -া -র্সা -া। -ধা -া -পা -া।
। শা — — —। — — — —। — — — —। — — — —। — — — —।

। -গা -া -রা -া। -া -া ন্া -া। -রা -া -া -সা। সা -া -া সা॥ ॥
। — — — —। — — — —। — — — —। ধি — — (ম)॥ ॥

খর্জুর বৃক্ষ।

খর্জুর বৃক্ষের মাহাত্ম্য প্রাচ্য ভূভাগের কবিদের দ্বারা স্মরণাতীত কাল হইতে উদ্গীত হইতেছে। উত্তর আফ্রিকা ও আরবদেশের মরুভূমির অধিবাসীদিগের পক্ষে উষ্ট্র যেরূপ আবশ্যক খর্জুরও সেইরূপ আবশ্যক। উষ্ট্রের অব্যবহিত পরেই খর্জুর বৃক্ষ আরবদিগের বিশেষ উপযোগী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ঈশ্বরভক্ত মুসলমানেরা ইহাকে ঈশ্বরের প্রধান দান বলিয়া মনে করে। পারস্য উপসাগর হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত খর্জুর বৃক্ষের বিস্তীর্ণ উদ্যান সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। খর্জুর বৃক্ষের কুঞ্জবন স্পেনদেশস্থ ভ্যালেনসিয়া নামক প্রদেশের সমুদ্র তীরকে সুশোভিত করে। ইটালিস্থ জেনোয়া নামক নগরের নিকটে খর্জুর বৃক্ষের উদ্যান হইতে পামসণ্ডে নামক উৎসরের কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য খর্জুর বৃক্ষের পাতা রোমান ক্যাথলিকেরা হস্তে ধারণ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করে। দক্ষিণ ফ্রান্সের বাগানে কমলালেবু ও জলপাই ফলের গাছের মধ্যে খর্জুর বৃক্ষ জন্মে। কিন্তু খর্জুর বৃক্ষের রাজ্যের এই সকল উত্তর সীমায় উহা কখনও ফলবান হয় না। বালুকাময় মরুভূমির মধ্যে মধ্যে যে সকল তৃণাচ্ছাদিত জলপ্রস্রবণশালী শ্যামল ভূমিখণ্ড দৃষ্ট হয় ও যাহাকে এজ বলে তাহাতে খর্জুর উত্তমরূপে জন্মে। * * সেলাবী নামক খর্জুর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, ইহা চামড়ায় মুড়িয়া কাগজে আচ্ছাদিত গোল চেপটা বাক্সে রক্ষিত হয়। ঐ সকল বাক্স মুসলমান প্রদেশের দূরতম স্থান স্থিত লোকদিগকে উপহার স্বরূপ প্রেরিত হয়। মুসলমানদিগের মক্কা নামক পরম পবিত্র নগরের যাত্রী সকল গৃহে প্রত্যাগমন সময়ে পরিবারের জন্য যদি কয়েক বাক্স খর্জুর ফল না লইয়া আইসে তাহা হইলে তাহারা তাহাদিগের দ্বারা উত্তম রূপে অভ্যর্থিত হয় না। উক্ত সেলিবী নামক সর্ব্বোত্তম খর্জুর বৃক্ষ সম্বন্ধে কতকগুলি উপন্যাস রচিত হইয়াছে। আজুরা নামক খর্জুর এত উত্তম যে লোকে তাহা খায় কিন্তু তাহা কখনও বিক্রয় করে না। প্রবাদ আছে যে, যে ব্যক্তি প্রত্যূষে অন্য কিছু না খাইয়া ছয়টা কিম্বা সাতটা আজুরা খর্জুর খায় তাহা হইলে তাহাকে বিষ খাওয়াইলেও মরে না। হালুয়া নামক খর্জুর বৃক্ষ অতি বৃহৎ এবং উহার ফল অত্যন্ত মিষ্ট এজন্য উহা এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বৃক্ষের সম্বন্ধে মুসলমানেরা বলে যে ধর্ম্মবক্তা মহম্মদ ভূমিতে একটা পাথর বপন করিয়াছিলেন। সেই পাথর কয়েক মিনিটে বৃক্ষ রূপে পরিণত হইয়া ফলবান হইল। মুসলমানেরা বলে যে ওয়াস্কি নামক খর্জুর বৃক্ষের ফল যখন মহম্মদ খাইয়াছিলেন তখন সেই বৃক্ষ তাঁহাকে সেলাম করিয়াছিল। সে জন্য এখনও ইহার মস্তকের উচ্চ ঝোঁটন ভূমির দিকে অবনত দেখা যায়। সেহানি নামক খর্জুর বৃক্ষ সম্বন্ধে এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, যখন মুসলমান ধর্ম্মের সংস্থাপক তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র আলির হস্ত ধারণ করিয়া খর্জুর বৃক্ষের নিচে দিয়া যাইতেছিলেন তখন সেই বৃক্ষ চেঁচাইয়া বলিল "মহম্মদ ধর্ম্মবক্তাদিগের এবং আলি ধার্ম্মিকদিগের রাজা। এই সচেতন বুদ্ধিমান বৃক্ষের বংশধরেরা এজন্য খর্জুর বৃক্ষের রাজ্যে অতি উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছে।

THE RELIGION OF LOVE

Intended For All Sects And Churches,

By A Hindu.

(Contiuued from page 241.)

CHAPTER XIII.

Of Hell and Heaven and the Life Eternal

1. Love is Heaven and hatred Hell.

2. All men are agreed on the point that there is a future life containing states of rewards and punishments but about what those states in particular are, all men are not agreed; but of this there can be no doubt that the state of reward for piety and virtue, or, in other words, Heaven, whatever that state in particular may be, must be a state of love, and joy and of light in the mind, and that the state of punishment for vice,or in other words, Hell,whatever that state may be in particular, must be a state of mutual hatred, mutual distrust, deep remorse for past deeds and constant mental gloom. There can be no sectarian diversity of opinion on this point.

3. If we ennoble our nature we shall attain a noblar state than that on earth. If we debase our nature, we shall do so an inferior one.

4. All men are agreed on the point that the pious and virtuous shall attain a state of pure aud eternal happiness. The Bible, speaking of this state in one place, saith, "God shall wipe away all tears from their eyes and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain" and in another plece,"The sun and moon shall no longer light them, but the Lord Himself shall be their light." The Upanishad, the principal scripture of the Hindus, saith, "There is neither sun nor moon in the highest heaven. It shineth of itself." The Bhagabat Gita, or the Song Celestial, the favorite scripture of the Hindus, saith, "The pious man gaineth the station subject to no decay which the sun doth not light nor the moon nor fire and after gaining which a man doth not return. That is the great mansion of God." The Hindi song representeth a lady as telling her companion: "Friend! I wish to go to that place of which there is no name or special locality, where there is not this heaven and earth, where all religious doubts are dispelled, where *Rama* and *Rahim* are one, (i e where there are no sectarian distinctions) * where there is no Veda or Koran, where the sun or the moon doth not shine, where there are no sin and misery." Quotations can be made from the religious books or songs of the followers of other religions to that effect. The state of pure and eternal happiness for which all men sigh is the Life Eternal. There must be a state of existence for the gratification of this deep and craving appetite for pure and eternal happiness. Nature must have made a provision for the gratification of this appetite as of other appetites.

5. Life eternal beginneth here on earth if a man be united to God, in spite of antagonitic environ ments. Those environments will be made better and better in better worlds as his nature becometh better and better suited for them until he he placed beyond the limitations of time and space, until God be his sole environment. The Being Eternal shall be his sole environment in the Life Eternal. He shall be his eternal environment.

6. For gaining Life Eternal, open correspondence with the Eternal Environment from this terrestrial condition by means of communion and the practice of virtue. The Life eternal or the kingdom of Heaven is within thee. It only wanteth developing. The development must commence from this state.

7. The All-merciful God's punishment for sin is remedial. He doth not punish for revenge. God's punishment is remedy for the soul.

8. By means of the above remedy, sinful men will be cured wholly of sin, which is but spiritual disease and made fit for the state of Life Eternal.

9. All our misery proceedeth from want of power or want of knowledge. The Being, infinitely powerful and infinitety knowing, must enjoy perfect felicity, or more correctly, must be felicity itself.

10. From the Being who is felicity itself, these beings proceed; in the Being who is

* *Rama* of the Hindus, is an incarnation of Vishnu or God in his capacity of Preserver of the world. *Rahim* or the Merciful, is the name by which the Mahommedans adore the One True God.

felicity itself they live; and the Being who is felicity itself they proceed towards and finally enter.

11. Through the mystery of time and trouble the Being, who is infinitily good, is leading forth all beings to a state of pure and eternal happiness. That is the only end of creation.

12. Be it Heaven or Life Eternal, it is not worth having, if we do not have with it the companionship of God the perfect attainment of which is the purpose of existence. We obtain this blessing, the Kohinur of all spiritual blessings, in the state of Life Eternal. A Hindu poet says, "I no not want heaven or the supremacy exercised by Indra (king of the Gods) over the heavenly regions. I want only thee." Another Hindu poet says: "O Hari (God) who delivereth man from hell! whether I live in earth, heaven or hell, may I not forget thy feet, exceeding in glory the full moon of autumn."

13. Communion with the Beloved here on earth giveth rise to a desire for perfect communion with Him which cannot be attained in this state of existence. Will he not satisfy this desire?

14. The soul panteth for strong and indissoluble union with its Beloved for all eternity. The lover, human soul, wanteth the closest and deepest union with her only beloved for ever and ever. Nothing less than such union with the Infinite can satisfy her infinite aspirations God is our native country. He is our home. We are strangers and distressed wanderers here on earth.

সমালোচনা।

The Kinship between Hinduism and Buddhism, By Col. H. S. Olcott P. T. S—A lecture delivered in the Town Hall, Calcutta. Oct. 24th, 1892 বর্ত্তমানকালে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের পরস্পরের মধ্যে যে বিদ্বেষভাব রহিয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য বক্তা শ্রীযুক্ত কর্ণেল অলকট্ মহোদয় চেষ্টা পাইয়াছেন। বক্তা বলেন যে, যখন হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ সাদৃশ্য আছে এমনকি, হিন্দুধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্মের জননী বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তখন পরস্পরের মধ্যে এরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করা নিতান্তই অন্যায়। তিনি এই সূত্রে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে হিন্দুশাস্ত্রে অথবা শঙ্করবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে বৌদ্ধদিগের বিপক্ষে যে সকল উক্তি আছে, তাহা গৌতম বুদ্ধের শিষ্যদিগের সম্বন্ধে উল্লিখিত হয় নাই; জৈন সন্ন্যাসীদিগের প্রতি চৌক্, সেই সকল কটূক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছিল। যাই হউক শ্রীযুক্ত অলকট্ মহোদয়ের হিন্দুবৌদ্ধদিগের মধ্য হইতে বিদ্বেষ ভাব দূরীকরণরূপ মহান্ উদ্দেশ্যের সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। যেদিন মনুষ্য মনুষ্যের প্রতি কপটতা অসাধু ব্যবহার পরিহার পূর্ব্বক সাধু ব্যবহার অবলম্বন করিবে; সহস্র মত বিরোধ সত্ত্বেও যেদিন মনুষ্য মনুষ্যকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবে, সেই দিন এই মর্ত্ত্যলোক দেবলোক হইবে, ইহাতে সংশয়মাত্র নাই।

আর্য্য প্রতিভা—শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত এবং শ্রীহীরালাল ঢোল সম্পাদিত (প্রথম বিকাশ)। গ্রন্থের নামই কতক পরিমাণে ইহার আভ্যন্তরীণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। ভারতীয় আর্য্যগণ বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে কতদূর অগ্রসর ছিলেন, তাহাই প্রমাণাদির দ্বারা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। বিষয় যেমন গুরুতর, ইহার ভার তেমনি উপযুক্ত লোকের উপরেই ন্যস্ত হইয়াছে। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানে অধ্যবসায় ও পারদর্শিতা সর্ব্বজন বিদিত, সুতরাং তদ্বিষয়ে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এই গ্রন্থেও তিনি শাস্ত্রসম্বন্ধে স্বীয় অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন—পাঠকগণ তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে বুঝিতে পারিবেন না। তবে এই গ্রন্থের মধ্যে যে সকল তত্ত্ব সমর্থিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুএকটী সম্বন্ধে আমাদের গুরুতর সংশয় আসিয়াছে—তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আমরা দুইটী মাত্র উল্লেখ করিব। একটী এই যে, পৃথিবী অচলা। গ্রন্থকার স্বয়ং আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন যে তিনি এই বিষয়ে একটী পৃথক প্রস্তাব লিখিবেন; আমরাও এখন এই বিষয় আলোচনা করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম।

দ্বিতীয় সংশয় এই যে, আকাশ একটী বাস্তব পদার্থ কি না। গ্রন্থকার আকাশকে একটী পৃথক্ পদার্থ বলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি ছায়াকেও একটী পদার্থ বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয় যে ইহাদের কোনটীই বাস্তব পদার্থ নহে। ছায়াকে আমরা আলোকের অভাব বলিতে পারি। ফোটোগ্রাফিতে যে ছায়ার কার্য্য গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে আলোকের কার্য্যের অভাব মাত্র। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানমতে বাস্তব পদার্থের দুই জিনিস থাকা নিতান্ত আবশ্যক—বিস্তৃতি ও বাধকতা (extension and resistance) এই কারণে আমরা আকাশকেও পদার্থ বলিতে পারি না—কারণ আকাশের উক্ত দুই গুণ নাই।

বাহুল্যভয়ে অপর সংশয়গুলি কিম্বা দ্বিতীয় সংশয় সম্বন্ধে আরো কতকগুলি বক্তব্য বলিতে পারিলাম না। যাই হৌক, পাঠকগণ এই গ্রন্থপাঠে প্রচুর জ্ঞানলাভ করিয়া যথেষ্ট উপকৃত ও পরম পরিতৃপ্ত হইবেন।

আশা করি, ইহার দ্বিতীয় বিকাশ শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রশ্নোত্তর। থিওসফিকাল সোসাইটির সংস্থাপক ও সভাপতি শ্রীযুক্ত কর্ণেল এইচ্ এস্ অলকট্ প্রণীত ইংরাজি গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত ও প্রকাশিত।

বৌদ্ধধর্ম্মের চারিটী মহা সত্য ও আটটী মহা মার্গ কি, নির্ব্বাণ কি, সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্মের মর্ম্ম কি, মনুষ্যের পরিত্রাণ কিরূপে নিজ কর্ম্মসাপেক্ষ, নির্দ্দোষ ও পবিত্র জীবনের প্রতি বুদ্ধের অনুশাসন, ইত্যাদি বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়গুলি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সরল ভাষায় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে।

The Journal of the Buddhistic Text Society Vol. I, No. 1.

বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত এই মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। ইহাতে বুদ্ধ ঘোষ কর্ত্তৃক মাগধ ভাষায় রচিত "বিশুদ্ধি মার্গ" গ্রন্থের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিমোহন বিদ্যাভূষণের সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ তথা তিব্বত দেশীয় ভাষায় লিখিত "বোধি পাঠ প্রদীপ" গ্রন্থের শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ইংরাজি পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তিব্বত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস ইহার সম্পাদক ও কয়েক জন সদ্‌বিদ্বান্ পণ্ডিত ব্যক্তি তাহার সহযোগী আছেন। আমরা ভরসা করি পত্রখানির দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

গীত গোবিন্দ। জয়দেব বিরচিত শ্রীযুক্ত হরিমোহন বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক বাঙ্গলাভাষায় অনুবাদিত। মূল্য ৷৷৹ আনা। কবি জয়দেবের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। বিদ্যাভূষণের অনুবাদটী বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল হইয়াছে।

সংবাদ।

আমরা শোকসন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী বড়াল মহাশয়ের পিতা পরলোক গমন করিয়াছেন। পরমেশ্বর তাঁহার আত্মাকে নিজক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান এবং পরিবারস্থ অপর ব্যক্তিগণের প্রতি শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে ঝান্সি সহরে আদি ব্রাহ্মসমাজের শাখাস্বরূপে "ঝান্সি প্রার্থনা সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্‌যোক্তা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস প্রভৃতি মহাশয়দিগের উদ্যম ও উৎসাহ দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। প্রার্থনা করি যে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরমেশ্বর এই সমাজকে উন্নতি হইতে উন্নতিতে লইয়া যাউন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩, ফাল্গুন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৪১৫৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩২১৩।/ ৫
সমষ্টি	৩৬২৮৷৷ ১৫
ব্যয় ...	৫৫০৶১০
স্থিত	৩০৭৮৷৵ ৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	২০৲
সাম্বৎসরিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু মণিলাল মল্লিক	৪৲
,, ,, আশুতোষ ধর	৪৲
,, ,, ক্ষেত্রমোহন ধর	২৲
এককালীন দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু বলাইচাঁদ পাইন	৮৲
,, ,, ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস	২৲
	২০৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৬৵০
পুস্তকালয় ...	৫৪৷০
যন্ত্রালয় ..	১৮০৸৶০
গচ্ছিত ...	২০।৵১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৬৸৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...	১১৬৷৷৵০
সমষ্টি	৪১৫৶১০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৩০ ৎ১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৫৬৶১০
পুস্তকালয়	২১।৶১০
যন্ত্রালয়	৩২০৸৵৫
গচ্ছিত	৪৸৶১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...	১১৬৷৷৵০
সমষ্টি	৫৫০৶১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ত্রয়োদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

৫১৮ সংখ্যা   ১৮১৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বর্ষশেষ ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা।

মৃত্যুর কি ভয়ানক দৃশ্য! যখন কোন মানুষের মৃত শরীর আমাদের সম্মুখে পতিত দেখি, যখন দেখি যে কোন পুরুষের নাভিশ্বাস উপস্থিত এবং সে ইহলোকের সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া পরলোকে যাত্রা করিতেছে তখন আমাদের শরীর ও মন ভয়ে কম্পিত হইতে থাকে। এখানকার কৃত কার্য্য সকলের ফলভোগের স্থান পরলোক। অতএব যখন দেখি যে এক জন এখানকার স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু বান্ধব, ধন, মান, সুখৈশ্বর্য্য, সকলি এখানে রাখিয়া সেই বিশ্বনিয়ন্তার আহ্বানে দণ্ড পুরস্কার গ্রহণের নিমিত্ত সেখানে চলিয়া যাইতেছে, তখনি আমাদের আপনার দিকে দৃষ্টি পতিত হয়—তখনি মনে করি যে ইহ জীবনে আমি কোন্ দিন কি পাপ করিয়াছি, কোন্ দিন কোন্ পুণ্য করিয়াছি। এই যে বৎসর চলিয়া যাইতেছে, যাহার শেষ নিশ্বাস বহির্গত হইতে আর অল্পই অবশিষ্ট আছে, ঐ দেখ সেই বৎসর ত্রয়োদশ শতাব্দীর অঙ্কে নিদ্রিত হইয়া অনন্ত কালসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। কালের সঙ্গে বহির্বিষয়ের এমনি যোগ যে বহির্জ্জগতে যখন যাহা কৃত হয় এবং মানব মনে যখন যাহা সঙ্কল্পিত হয় তখনি কালে তাহার মানচিত্র পড়ে এবং বিধাতার দৃষ্টির সম্মুখে গিয়া তাহা উদ্ঘাটিত হয়। এই সম্বৎসর কালের মধ্যে আমরা যাহা কিছু দুষ্কৃতি করিয়াছি তাহা অদ্য কালের সহিত চলিয়া যাইতেছে। যাহা অদ্য চলিয়া যাইতেছে তাহা আর সংশোধনের জন্য শত চেষ্টাতেও আমাদের নিকট ফিরিবে না। আমরা যে পুণ্য পাপ করিয়াছি পরলোকে আমরা যখন যাইব তখন তাহার জন্য আমরা দণ্ড পুরস্কার অবশ্যই পাইব। দেখ এখন এখানে যিনি পুণ্য করিয়াছেন তাঁহার মন কত আনন্দে নৃত্য করিতেছে এবং যিনি পাপ করিয়াছেন তাঁহার মন ভয়ে কত কম্পিত হইতেছে। আমরা এখানে কেহ পাপী, কেহ পুণ্যবান্, কেহ বীর্য্যবান্, কেহ ভীরু দুর্ব্বল, কেহ জয়ী, কেহ পরাভূত। কিন্তু যিনি

শূরের অর্চ্চনীয় এবং ভীরুরও অর্চ্চনীয়; জয়শীল পুরুষ যাঁহাকে বন্দনা করে এবং পরাজিত দুর্ব্বল পলায়মান ব্যক্তিও যাঁহাকে বন্দনা করে, সমস্ত বিশ্ব-সংসার যে রাজাধিরাজ পরম পুরুষকে সম্মুখে করিয়া স্থিতি করিতেছে, এই সন্ধিক্ষণে—বৎসরের শেষ বেলায় সেই সকলের প্রাণ স্বরূপের বন্ধুত্ব লাভের নিমিত্ত যদি তাঁহাকে একবার হৃদয় ভরিয়া আমরা ডাকিতে পারি এবং স্বীয় দুষ্কৃতি সকলের জন্য যথার্থ অনুতাপাশ্রু দ্বারা তাঁহার সিংহাসন ধৌত করিতে পারি তবে তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া স্বীয় প্রসন্ন মুখ প্রদর্শন করিবেন।

মনই মানুষের সকল প্রকার সুকৃতি ও দুষ্কৃতির উৎপত্তিস্থান। অতএব আমাদের নিরন্তর এই প্রার্থনা হউক যে, জাগ্রৎকালে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের গতিকে অতিক্রম করিয়া যে দূরে চলিয়া যায়, এবং নিদ্রাকালে বিষয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া যে আপনাতে স্থিতি করে, যাহা দৈব, অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান বিষয়েই যাহার গতি, যে ইন্দ্রিয়জ্যোতির প্রথম জ্যোতি, আমাদের সেই মন পাপ হইতে নিরাকৃত হউক—তাহা মঙ্গলসঙ্কল্প হউক।

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরংগমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিব
সঙ্কল্পমস্তু॥

আর যাহা সকল বহির্বিজ্ঞানের প্রকাশক, যাহা চিত্ত এবং ধৃতির মূর্ত্তি, মনুষ্যগণের অন্তরে থাকিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে আপনার স্বরূপের দ্বারা যে প্রকাশ করে এবং যাহাকে ছাড়িয়া আমরা কোন কর্ম্মই করিতে পারি না আমাদের সেই মন শিবসঙ্কল্পবিশিষ্ট হউক।

যৎ প্রজ্ঞানমুত চেতোধৃতিশ্চ যজ্জ্যোতিরন্তরমৃতং
প্রজাসু।
যস্মান্ন ঋতে কিঞ্চন কর্ম্ম ক্রিয়তে তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্প
মস্তু॥

এখনি আমরা যাঁহার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইলাম, আমাদের এই প্রার্থনা তাঁহার দিকে উত্থিত হউক। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে দিব্য চক্ষু দিয়া তাঁহার জ্ঞান স্বরূপ ও মঙ্গল স্বভাব প্রত্যক্ষ করাইতেছে। এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি আমাদের হৃদয়ের তাবৎ অনুরাগ অর্পণ করা বিধেয়—তাহাতে আমাদের অশেষ শ্রেয় লাভ হইবে। মন পরিশুদ্ধ করিয়া এবং পূর্ব্ব পাপ স্মরণ করিয়া যদি আমরা একবার ঈশ্বরের চরণে আমাদের দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে পারি, তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং নিষ্কলঙ্ক পবিত্র করিয়া আমাদিগকে তিনি স্বীয় পুণ্যধামে আশ্রয় প্রদান করিবেন—যেখানে আনন্দ-বারি নিত্যকালের সুখদ পানীয়। যাঁহার সংশয় আছে—যাঁহার জ্ঞান অপরিস্ফুট ও বিশ্বাস অদৃঢ়, এখনো ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করুন, যে বীজ অরণ্যবাসী আর্য্যঋষিপ্রণীত বেদকে মন্থন করিয়া প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই বীজে প্রতিষ্ঠিত যে ধর্ম্ম তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই বীজকে যিনি মর্ম্মস্থ করিতে পারেন তিনি ইহলোক ও পরলোকের গতিপ্রাপ্তির হেতু উপলব্ধি করিতে পারেন। ইহলোকে পুণ্য এবং পরলোকে সুগতি যাঁহার লাভ হইল তিনিই কৃতাত্মা হইতে পারিলেন। নান্যঃ-পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। আমি তোমাদের নিকট সেই বীজ পাঠ করিতেছি, তাহা এই—

ওঁ ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চ নাসীৎ।
তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং

স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ-সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ-সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়-কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আকবরের স্বপ্ন।

কাশ্মীরের কোনও মন্দিরের জন্য রচিত আবুল ফজলের একটী প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে ঃ—

হে ঈশ্বর, প্রত্যেক মন্দিরেই আমি সেই সাধুগণের দর্শন লাভ করি যাঁহারা তোমাকে দর্শন করেন, এবং যত ভাষা আমার শ্রুতিগোচর হয় সকল ভাষাতেই ভক্তগণ তোমারই যশোগান করিয়া থাকেন।

পৌত্তলিকতা এবং একেশ্বরবাদী ইস্‌লাম তোমাকেই অনুভব করিতে ব্যাকুল।

সকল ধর্ম্মই বলে, তুমি এক এবং অদ্বিতীয়।

মস্‌জিদে ভক্তগণ তোমারই পুণ্যস্তুতি উচ্চারণ করেন, এবং খৃষ্টান ভজনালয়ে তোমার প্রতি প্রেম হইতেই মধুর ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হয়।

আমি কখনও বা খৃষ্টানদিগের সাধনালয়ে যাই, কখনও বা মসজিদে বিচরণ করি।

কিন্তু মন্দির হইতে মন্দিরে আমি কেবল তোমার সন্ধান করিয়াই ফিরি।

তোমার অন্তরঙ্গেরা নূতন বা পুরাতন ধর্ম্মপন্থা লইয়া কালক্ষয় করেন না; কারণ, তোমার সত্যের পর্দ্দার অন্তরালে উভয়ের কোনটিই স্থান পায় না।

নব্যপন্থীর জন্য নব্য মত আছে এবং প্রাচীনপন্থীর জন্য পিতৃধর্ম্ম আছে;

কিন্তু গোলাপপুষ্পের রেণু সে কেবল গন্ধব্যবসায়ীর হৃদয়ের ধন।

এই প্রস্তরলিপি অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন "আকবরের স্বপ্ন" নামে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সম্প্রতি উক্ত কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।

আবুল ফজল আকবরের প্রিয় সুহৃৎ ও প্রধান সভাসদ। অবসর পাইলেই দুই জনে বিজনে বসিয়া ধর্ম্মালাপ করিতেন। দুই জনের হৃদয় এক ছিল, ধর্ম্ম এক ছিল, লক্ষ্য এক ছিল এবং ভারতবর্ষের ঐক্যসাধনেই উভয়ে দেহপাত করিয়াছেন। সম্রাটের প্রিয় বলিয়া গোঁড়া মৌলবীরা আবুল ফজলের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন, এই হতভাগ্য সভাসদ্ মৌলবীদিগের সনাতন পদমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া সম্রাটকে নিরন্তর বিপথে লইয়া যাইতেছে। ফতেপুর-শিকরীর ইবাদতখানায় প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে নানা সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা একত্র হইয়া বাদ্‌শাহের সম্মুখে ধর্ম্মবিষয়ক প্রসঙ্গ লইয়া নানা আলোচনা করিতেন; পণ্ডিতে পণ্ডিতে তুমুল তর্ক বিতর্ক হইত; পরাস্ত হইলে মৌলবীরা আবুল ফজলকে অভিশাপ দিতেন এবং সুবিধামত সেলিমের হৃদয়ে পিতৃদ্রোহ উদ্রেক করিয়া দিতে ক্রটি করিতেন না।

এই সঙ্কীর্ণ স্বদেশীয় পাণ্ডিত্যের জ্বালায় আবুল ফজল অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। অজ্ঞ গোঁড়ামির দম্ভ তাঁহার যেমন অসহ্য বোধ হইত, এখানে তেমনি তাহারই মহাধিপত্য। তিনি নিজমুখেই বলিয়াছেন যে, মঙ্গোলিয়ার জ্ঞানীগণ কিম্বা লেবাননের সাধুদিগের দর্শন লাভের জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত, তিব্ব-

তের লামা কিম্বা পর্ত্তুগালের পাদ্রীর সাক্ষাৎ পাইলে তিনি আপনাকে ধন্য মনে করিতেন, এবং জেন্দাবেস্তা পণ্ডিতগণের সহিত একত্র বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ বোধ হইত; কিন্তু এই স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের প্রসঙ্গ শুনিলে তাঁহার গায়ে জ্বর আসিত।

আবুল ফজলকে বুঝিয়াছিলেন কেবল আকবর, এবং আকবরকে যদি কেহ সম্পূর্ণ বুঝিয়া থাকেন ত পণ্ডিত আবুল ফজল। কবি টেনিসন দুই মহৎ হৃদয়ের এই নিভৃত সমবেদনাটুকু দিয়াই তাঁহার "আকবরের স্বপ্ন" রচনা করিয়াছেন।

দৃশ্য ফতেপুর-শিকরী। রাত্রিকাল। প্রাসাদসম্মুখে বিষণ্ণ-মুখ সম্রাট্ আকবর, পার্শ্বে বিশ্বস্ত মন্ত্রী আবুল ফজল। ফজল জিজ্ঞাসা করিলেন "হে পৃথিবীপতি, আজ আপনাকে এত বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?" আকবর একবার দূর নক্ষত্রালোকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে আবুল ফজলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ঠিক বুঝিয়াছ ফজল, যে দারুণ দুঃস্বপ্ন আমার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে মুখে তাহারই কাল ছায়া। জানি স্বপ্ন শুধু বিম্বের মত ক্ষণিক বিড়ম্বনা, কিন্তু তবু প্রার্থনা করি, হে ঈশ্বর, এ স্বপ্ন যেন সত্য না হয়। প্রার্থনা এবং সাধনা—জীবনে প্রার্থনার অবিচলিত অনুসরণ—ইহাই উপাসনা। যে প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম না থাকে, মৃতবৎসা প্রসূতির ন্যায় ঈশ্বরের চক্ষে তাহা নিষ্ফল। তাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, স্বপ্ন যাহাই বলুক, আমি ন্যায়াচরণ করিতে বিরত থাকিব না—যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে এই বাহু শাণিত অসি ধরিয়া বিপুল সাম্রাজ্য জয় করিয়াছে, বিজয়লব্ধ বসুন্ধরায় অক্ষয় শান্তি স্থাপন করিয়া সে সেই উদ্দেশ্য সফল করিবে। ঈশ্বর সহায় হউন্!

"আর তুমি যতক্ষণ আমার সহিত একহৃদয়, আমি এখানেও একক নহি; এবং এমন ভরসা রাখি যে, কেবল রাজ-মুকুট রচনা না করিয়া তোমার সাহায্যে এমন একটি সুন্দর মুকুট রচনা করিতে পারিব যাহা বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, পারসী, সকলেরই শিরোভূষণ হইবে।

"কিন্তু হায়, ঈশ্বরের প্রেমের অক্ষর কেহ বুঝে না। অজ্ঞ নর না তাঁহাকে বুঝে, না আপনাকে জানে। সকলেই সম্প্রদায় বাঁধিয়া চীৎকার করে, 'আমিই একমাত্র সত্যের পথ পাইয়াছি, আর সকলেই জাহান্নমে চলিয়াছে।'

"গোলাপ তবে পদ্মকে ডাকিয়া বলুক, 'তুমি ফুল নহ—ফুল একমাত্র আমি।' মাধবী তরুলতাকে বলুক, 'আমিই সুন্দর—তুমি বিড়ম্বনা।' আম্র অন্য ফলকে বলুক, 'পরমেশ্বর আমাকেই মানবের ভোগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন—তোমরা কে হে বাপু?' প্রত্যেক তারা বলিতে থাকুক, 'স্বর্গে আমিই একা।'

"পিঞ্জর যতই সঙ্কীর্ণ হয় গোঁড়ামির গর্জ্জন ততই গুরুতর। আমাদের পণ্ডিতেরা তাই পালঙ্কে শয্যা রচনা করিয়া অহর্নিশি অন্যের নরক-যন্ত্রণাই দেখিতে পান। যত বলি ঈশ্বরের রাজ্যে অশুচি কেহ নাই, ভ্রূকুটিকুটিলমুখ ততই আমার প্রতি তীব্র অভিসম্পাৎ বর্ষণ করে। সিংহাসনতলে বসিয়া পাণ্ডিত্য আস্ফালন করিয়া মরে, আমি দেখি যেখানে জল অল্প সেইখানেই তোড় প্রবল। মহাসমুদ্রের গম্ভীর উচ্ছ্বাস এখানে শুনা যায় না।

"যখন মনে করি, এই দিল্লীর সিংহাসন

পরধর্ম্মের উচ্ছেদমানসে বলপ্রয়োগ করিয়া আপনাকে কলঙ্কিত করিতে লজ্জাবোধ করে নাই, তখন লজ্জায় আমার শির নত হইয়া পড়ে। কাফের শব্দই আমার কর্ণে বজ্রধ্বনি। যে যেরূপ বুঝে আপন আপন ধর্ম্ম পালন করুক্। আমি বিধর্ম্মকে রাজস্বরৃদ্ধির কারণ করিতে চাহি না।' ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ—সেই প্রেমস্বরূপের মঙ্গল-ইচ্ছা সম্পাদনই আমার জীবনের কার্য্য। ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান লইয়া বিবাদ করা বালকেরই শোভা পায়। বাহ্যানুষ্ঠান ত বেশভূষার মত। কেহ বা ঢিলা কাপড় পরে, কেহ বা আঁটসাঁট ভালবাসে। প্রেমেই আমি মানবে মানবে একতা সম্পাদন করিতে চাহি।

"স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া আমি যেন সেই প্রেমের মিলন-মন্দির গঠন করিয়া তুলিয়াছি। সেখানে সত্য এবং প্রেম এবং ন্যায় এবং শান্তি বিরাজ করিতেছে।

"কিন্তু এ কি! আমারই প্রাণের পুত্র সেলিম একটির পর একটি করিয়া পিতৃমন্দিরের সমস্ত পাষাণ খসাইয়া ফেলিতেছে! যেন শুনিতে পাইতেছি, সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে সহস্র কাতর ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইয়া মর্ম্মভেদী স্বরে বিলাপ করিতেছে।

"হায় মন্ত্রি, এই দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অবধি আমার চিত্ত বড় অধীর।—কিন্তু এই দুঃস্বপ্নের শেষে একটু যেন আশার আভাস ছিল। দেখিলাম, দূর হইতে কোন্ এক অপরিচিত জাতি আসিয়া আমার সেই জীর্ণ-মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিল এবং যে কার্য্য আমি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই ধীরে ধীরে তাহা সুসম্পন্ন করিল।

"পরমেশ্বর ধন্য—তিনি কাহার দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধন করেন কে জানে!"

দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইয়া আসিল। আকবর ও আবুল ফজল পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্ব প্রাসাদে গমন করিলেন। টেনিসনের কাব্য সমাপ্ত হইল।

পুরাণ ও বেদব্যাস।

আমাদিগের দেশে সাধারণ লোকের এমন কি আধুনিক অনেকানেক পণ্ডিতগণেরও সরল বিশ্বাস যে অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ পরাশরপুত্র মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্ত্তৃক প্রণীত। কিন্তু এই বিশ্বাস নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। সমগ্র পুরাণ কেন যে বেদব্যাসের রচনা নহে আমরা নিম্নে তাহার কএকটী প্রমাণ দর্শাইতেছি।

প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে মহর্ষি বেদব্যাস মহারাজ যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্রের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। অধিক কি তিনি ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের পিতা বলিয়া বিখ্যাত। মহারাজ যুধিষ্ঠির কলিযুগের প্রারম্ভেই অর্থাৎ প্রায় ৪৯৯৪ বৎসর গত হইল রাজত্ব করেন। সুতরাং ব্যাসদেব পাঁচ হাজার বৎসরেরও কিছু পূর্ব্বে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

১। যাঁহারা পুরাণ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে অষ্টাদশ পুরাণই বুদ্ধদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ও পুরাণে যেস্থানে বুদ্ধদেবের কথার অবতারণা করা হইয়াছে, তথায় অতীত কালের ক্রিয়া ব্যতীত ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার উল্লেখ নাই।

অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাবের পরে অবশ্যই পুরাণ সকল লিখিত হইয়াছে। শিব পুরাণের পূর্ব্বার্দ্ধে পঞ্চম কাণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় হইতে নবম অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে বুদ্ধদেবের পরে পুরাণ শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে।

এখন অনেকে বৌদ্ধ রাজাদিগের জয়-স্তম্ভ, মন্দির, স্তূপাদি তথা আর্য্যাবর্ত্ত, লঙ্কাদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ ও তিব্বতীয় গ্রন্থাদির প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন যে বুদ্ধদেব বিক্রমাদিত্যের ছয় শত চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে গোরক্ষপুরের নিকট কপি-লাবস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করেন ও অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোক প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ প্রায় ২৫৬৩ দুই হাজার পাঁচ শত ত্রিষষ্টি বৎসর গত হইল বুদ্ধদেবের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পাঁচ হাজার বৎসরেরও কিছু পূর্ব্বে ব্যাস-দেবের জন্ম হয়। সুতরাং বুদ্ধদেব সেই ব্যাসের প্রায় দুই হাজার চারি শত কয়েক বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই বুদ্ধদেবের সময় ব্যাসদেবের থাকা সম্ভবে না। কোন কোন পৌরাণিক মহাশয় বলিতে পারেন যে পুরাণের মতে ব্যাস অমর অতএব তিনি যে বুদ্ধ-দেবের পরে পুরাণ প্রণয়ন করিবেন তা-হাতে আর বিচিত্রতা কি? নীরবতাই এ বাক্যের প্রকৃত প্রত্যুত্তর। তথাচ আমাদের বক্তব্য এই যে ব্যাসদেব বেদশাস্ত্রের বিভাগকর্ত্তা ও পূর্ণ বেদজ্ঞ। তিনি যদি বুদ্ধদেবের সময় জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে দেশমধ্যে অবশ্যই বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার প্রতিরোধ করিতেন। কিন্তু কোন স্থানেই অর্থাৎ কি বৌদ্ধ গ্রন্থে ও পুরাণে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যাসের কোন বিরোধি তর্ক দেখা যায় না। অতএব পুরাণ প্রচারের সময় ব্যাসদেব যে জীবিত ছিলেন ইহা অসম্ভব।

২। রামানুজ স্বামী যে বিক্রম ১২০০ বারশত সম্বতে আর্য্য ভূমিতে আবির্ভূত হন ইহা সকল ইতিহাসবেত্তা এক বাক্যে স্বীকার করেন। রামানুজ স্বামীই প্রথমে বৈষ্ণবদিগের দেহ বিষ্ণুচক্রে অঙ্কিত করি-বার প্রথা প্রচলিত করেন। এই প্রথার বিরুদ্ধে লিঙ্গপুরাণ বলিয়াছেন

"শঙ্খচক্রে তাপয়িত্বা যস্য দেহঃ প্রদহ্যতে।
সজীবন্ কুণপস্ত্যাজ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥

যে মনুষ্যের শরীর অগ্নিদগ্ধ শঙ্খ চক্রাদি দ্বারা চিহ্নিত করা হয় তাহাকে সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত জানিয়া জীবিতাবস্থাতেই ত্যাগ করিবে। উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে রামানুজ স্বামীর বৈষ্ণব মত প্রচারের পরে লিঙ্গপুরাণ লিখিত হইয়াছে। কারণ "প্রাপ্তিসত্যাং নিষেধঃ" অর্থাৎ নিষেধ বাক্য পূর্ব্বে কোন একটী ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেই প্রয়োগ করা যায়, নচেৎ নহে। এই লিঙ্গপুরাণের নাম প্রায় সমস্ত পুরাণেই পাওয়া যায়। সুতরাং লিঙ্গ পুরাণের পরেই যে অন্যান্য পুরাণ রচিত হইয়াছে তাহা একপ্রকার সপ্রমাণ হয়। আরও রামানুজ স্বামী প্রায় ৭৫০ সাতশত পঞ্চাশ বৎসর হইল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং লিঙ্গ ও অন্যান্য পুরাণ যে ৭৫০ বৎসরেরও ন্যূন কাল হইল রচিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ব্যাসদেব পাঁচ হাজার বৎসরেরও অধিক হইল জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব ব্যাসদেব রামানুজ স্বামীরও পরে কখনই জীবিত থাকিতে পারেন না। এই জন্য ব্যাস-দেবের পুরাণকর্ত্তা হওয়া অসম্ভব।

৩। অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ মধ্যে বহুসংখ্য পরস্পরবিরোধী বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যদি সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণ ব্যাসদেবের রচিত হইত তবে কখনই এরূপ পরস্পরবিরোধী বাক্য থাকিতে পারিত না। অতএব সমস্ত পুরাণ যে ব্যাসের রচিত নয় ইহাও তাহার অন্যতর প্রমাণ।

৪। আরও দেখা যায় জাহাঙ্গীর বাদসাহ তোজুকে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে গোল আলু, তামাক ও কোপী এই তিন দ্রব্য তাঁহার পিতা আকবর সাহার সময়ে জনৈক পাদরী কর্ত্তৃক মার্কিন দেশ হইতে আনীত হইয়া ভারতে রোপিত হয়। ইংরাজ ইতিহাসবেত্তারাও একবাক্যে একথা স্বীকার করেন। এখন ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে তামাক সেবনের বিরুদ্ধেও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে * * *।
তমালং ভক্ষিতং যেন স গচ্ছেন্নরকার্ণবে ॥"

অর্থাৎ এই ঘোর কলিযুগে চাতুর্বর্ণের লোক ও অপরে যে কেহ তামাক সেবন করিবে সে নরকে যাইবে।

পুনশ্চ পদ্ম পুরাণে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রাপ্ত হই—

"ধূমপানরতং বিপ্রমিত্যাদি ॥"

ইহাতেও তামাক সেবনের কথা আছে।

উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও পদ্ম পুরাণ অবশ্যই এদেশে তামাক প্রচলিত হইবার পরে রচিত হইয়াছে। কিন্তু আর্য্যদিগের কোন প্রাচীন গ্রন্থে তামাকের বিষয়ে কিছু লিখিত নাই। আরও তমাল বা তামাক এই শব্দটী দেশীয় আদিনিবাসীদিগের ভাষা হইতে গৃহীত। অতএব তামাক শব্দ কোন আর্য্য গ্রন্থে থাকিতে পারে না। শিখ্ গুরুদিগের মধ্যে মহাত্মা নানক হইতে নবম গুরু পর্য্যন্ত কেহই তামাক সেবন বিষয়ে নিষেধ বাক্য কিছুই বলেন নাই, কারণ তাঁহাদিগের সময়ে তামাক তত অধিক পরিমাণে প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের সময়ে পঞ্জাবে অতিরিক্ত পরিমাণ তামাকের ব্যবহার প্রচলিত হওয়াতেই তিনি তামাক সেবন নিষেধ করেন। এখন আক্বর সাহা প্রায় তিন শত বৎসর হইল পরলোকগত হইয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও পদ্মপুরাণে যখন তামাকের কথা আছে তখন তাহা যে কত নবীন গ্রন্থ তাহা ইহাতেই প্রমাণ হয়। এই জন্য বলা যাইতে পারে ব্রহ্মাণ্ড ও পদ্মপুরাণাদি ব্যাসের রচিত নহে।

৫।—শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজক ভগবান শঙ্করাচার্য্য বুদ্ধদেবের পরে ও রামানুজ স্বামীর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ শঙ্কর স্বামী বৌদ্ধ ও জৈন মত খণ্ডন করেন ও রামানুজ শঙ্কর স্বামীর মতে প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছেন। প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে সর্ব্বপ্রথমে শঙ্কর স্বামীই মায়াবাদ এই ভারতবর্ষে প্রচার করেন। এখন পদ্মপুরাণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে লিখিত আছে,

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেবতং।
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা ।"

অর্থাৎ হে পার্ব্বতি! কলিযুগে আমি ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া মায়াবাদরূপ মিথ্যাবেদান্ত শাস্ত্র যাহা বাস্তবিক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত তাহা প্রচার করিয়াছি। এখন বুঝিয়া দেখ যে পদ্মপুরাণ বুদ্ধদেব ও শঙ্কর স্বামীর পরে রচিত হইয়াছে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

৬।—পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এক-

মত হইয়া স্বীকার করেন যে উড়িষ্যা দেশে জগন্নাথের মন্দির ও দারুময়ী মূর্ত্তি বিক্রমী ২২৩১ সম্বতে রাজা অনঙ্গ ভীমদেব কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে নির্ম্মিত হয়। ইহার পূর্ব্বে জগন্নাথের মন্দিরাদি কিছু ছিল না। আমরা স্কন্দপুরাণে এই জগন্নাথ ও মন্দিরাদি দর্শনেরও মাহাত্ম্য দেখিতে পাই। মন্দিরের গায়ে সম্বৎ লেখা আছে তাহাও পুরাতত্ত্ববিৎদিগের মতের সহিত ঐক্য হয়। অতএব স্কন্দপুরাণ যে জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণের পর লিখিত হইয়াছে তাহা প্রমাণিত হইল। সুতরাং এত নবীন পুরাণ কদাপি ব্যাসদেব কর্ত্তৃক লিখিত হইতে পারে না। পুনশ্চ মহাভারত গ্রন্থ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রচিত। এই গ্রন্থ যে পুরাণ সকলের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে তাহার মুখ্য প্রমাণ এই যে সমগ্র মহাভারতে কোন পুরাণের নাম উল্লেখ নাই কিন্তু পুরাণের ভূরি ভূরি স্থানে মহাভারতের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

৭। এখন ভাগবত পুরাণ যে ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত নহে তাহাই প্রমাণ করা আবশ্যক। সকলেই অবগত আছেন যে ভাগবত শাস্ত্র শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে গঙ্গাতীরে শ্রবণ করাইয়া ছিলেন। ইতিহাস ও মহাভারত গ্রন্থে স্পষ্টই আছে যে কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির ৩৬ বৎসর ৮ মাস ২৫ দিবস রাজ্য করেন ও তৎপরে মহারাজ পরীক্ষিৎ ৬০ ষাট বৎসর রাজ্য করেন। এই ভাগবত শাস্ত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে শ্রবণ করেন। অতএব মহাভারতের যুদ্ধের প্রায় ৯৬ বৎসর পরে ভাগবত শাস্ত্র শুকদেব কর্ত্তৃক কথিত হয়। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ের ৩৩২ ও ৩৩৩ অধ্যায়ে স্পষ্টই লিখিত আছে যে যখন পিতামহ ভীষ্মের নিকট যুধিষ্ঠির মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ লন তখন ভীষ্মদেব শুকদেবের জন্ম ও মরণবৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরকে শ্রবণ করান। অর্থাৎ সেই বৃত্তান্তে শুকদেব যে যুধিষ্ঠিরের অনেক পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট লেখা আছে। যথা—

"অন্তর্হিতঃ প্রভাবন্তু দর্শয়িত্বা শুকস্তদা।"
"গুণান্ সন্ত্যজ্য শব্দাদীন্ পদমভ্যগমৎ পরম্" ॥

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব

ইহার তাৎপর্য্য এই যে শুকদেব অন্তর্হিত হইয়া আপনার প্রভাব দেখাইয়া এইরূপে শব্দাদি গুণ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই পরম পদ লাভ করিলেন। এই ঘটনার পরে মহর্ষি বেদব্যাস অত্যন্ত পুত্রশোকাতুর হইয়া ভয়ানক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময় পিনাকপাণি মহাদেব ব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে সান্ত্বনা করেন যথা—

"তং দেবগন্ধর্ব্ববৃতো মহর্ষিগণপূজিতঃ"
"পিনাকহস্তো ভগবানভ্যাগচ্ছত শঙ্করঃ ॥
তমুবাচ মহাদেবঃ সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বচঃ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং তদা ॥
অগ্নের্ভূমেরপাং বায়োরন্তরীক্ষস্য চৈবহ।
বীর্য্যেন সদৃশঃ পুত্রঃ পুরা মত্তস্ত্বয়া বৃতঃ ॥
স তথালক্ষণো জাতস্তপসা তব সম্ভবঃ।
মম চৈব প্রসাদেন ব্রহ্মতেজোময়ঃ শুচিঃ ॥
সগতিং পরমাং প্রাপ্তো দুষ্প্রাপামজিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
দৈবতৈরপি বিপ্রর্ষে তং ত্বং কিমনুশোচসি ॥
যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ো যাবৎ স্থাস্যন্তি সাগরাঃ।
তাবত্তবাক্ষয়া কীর্ত্তিঃ সপুত্রস্য ভবিষ্যতি ॥"

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

মহর্ষিগণপূজিত ভগবান পিনাকপাণি দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুত্রশোকার্ত্ত মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট আগমন পূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহারে

কহিলেন মহর্ষে! পূর্ব্বে তুমি আমার নিকট অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের ন্যায় বীর্য্যসম্পন্ন পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে। আমিও তোমার প্রার্থনানুযায়ী পুত্র প্রদান করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার সেই পুত্র দেবদুর্লভ পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব কি জন্য তুমি অনুতাপ করিতেছ। নগর ও পর্ব্বত সমুদায় যে পর্য্যন্ত এই ভূমণ্ডলে বর্ত্তমান থাকিবে সেই পর্য্যন্ত তোমার ও তোমার পুত্রের অক্ষয় কীর্ত্তির ঘোষণা হইবে।

উপরোক্ত মহাভারতের বচন দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে শুকদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনেক পূর্ব্বেই পরলোকগত হইয়াছিলেন। অতএব যুধিষ্ঠিরের এই শুকদেবের জন্ম ও মরণ সংবাদ শুনিবার প্রায় এক শত বর্ষ পরে পরীক্ষিৎকে কিরূপে শুকাচার্য্য কর্ত্তৃক ভাগবত গ্রন্থ শ্রবণ করান সম্ভব হইতে পারে। যে লোক, পরীক্ষিৎ এমন কি যুধিষ্ঠিরেরও জন্মাইবার পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন তিনি কিরূপে পরীক্ষিতের মৃত্যুর সময় ভাগবত শুনাইতে সক্ষম হইবেন।

অতএব যদি ভাগবত ব্যাসদেব কর্ত্তৃক লিখিত হইত তবে কখনই মহাভারতের সহিত এইরূপ বিরোধী হইতে পারিত না।

পুনশ্চ ভাগবতে আছে যখন শুকদেব ভাগবত শ্রবণ করান তখন তাহার বয়ঃক্রম মোট ১৬ বৎসর ছিল। যথা—

"তত্রাভবদ্ভগবান্ ব্যাসপুত্রো যদৃচ্ছয়াগামটমানোঽনপেক্ষঃ"

"অলক্ষ্যলিঙ্গো নিজলাভতুষ্টো বৃতশ্চ বালৈরবধূত বেশঃ॥"

"তং দ্ব্যষ্টবর্ষং সুকুমারপাদং করোরুবাহ্বংসকপোল গাত্রং"

ভাগবত ১।১৯।২৪।১৪।

অর্থাৎ সেই সময় ভগবান ব্যাসপুত্র শুকদেব যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেহে কোন আশ্রমের চিহ্ন ছিল না ও কতকগুলা বালক চারিদিকে বেষ্টন করিয়া কৌতুক করিতেছিল এবং বেশ দ্বারা এই প্রকার বোধ হইতেছিল যেন লোকেরা অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ মাত্র, কর চরণ উরু বাহু স্কন্ধ কপোল এবং গাত্র অতিশয় কোমল ইত্যাদি—

এখন বুঝিয়া দেখুন যে যদি ভাগবত ব্যাখ্যা কালে শুকদেবের বয়ঃক্রম মোটে ষোল বৎসর হয় তবে তিনি যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বে কদাচ জীবিত থাকিতে পারেন না। অতএব ইহা মহাভারতের সহিত সম্পূর্ণ বিরোধী। যদি মহাভারত ও ভাগবত এক ব্যাসদেবেরই লেখা হইত তাহা হইলে কখন এরূপ অসঙ্গত বাক্য ভাগবতে থাকিতে পারিত না।

দেবী ভাগবতের টীকাকার স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন যে ভাগবত গ্রন্থ বোপদেব কর্ত্তৃক রচিত।

ভাগবত গ্রন্থে এত অসম্ভব বাক্য লিখিত আছে যে তাহাকে কদাচ ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ বলা যাইতে পারে না। দুই একটী উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া প্রহ্লাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। তখন প্রহ্লাদ বলিলেন—

"বরং বরয় এতৎতে বরদেশান্মহেশ্বরাৎ।
যদনিন্দৎ পিতা মে ত্বামবিদ্বাংস্তেজ ঐশ্বরম্॥"

... ...

"তস্মাৎ পিতা মে পূয়েত দুরন্তাদ্দুস্তরাদঘাৎ।
পূতস্তে ঽপাঙ্গসংদৃষ্টস্তদা কৃপণবৎসল॥"

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিঃ সপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ।
যৎ সাধো ঽস্য কুলেজাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ॥

ভাগবত ৭ স্কন্ধ।

প্রহ্লাদ বলিলেন হে মহেশ্বর! আপনি বর দিতে চাহিতেছেন অতএব আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে আমার পিতা আপনার ঐশ্বরিক তেজঃ না জানিয়া যে নিন্দা করিয়াছেন তত্তৎ ক্রিয়া জন্য দুরন্ত ও দুস্তর পাপ হইতে তিনি মুক্ত ও পূত হউন। ভগবন্! যদিও আপনার নেত্রপথবর্ত্তী হওয়াতেই আমার পিতা পবিত্র হইয়া গিয়াছেন তথাপি কৃপণতাপ্রযুক্ত আমি এই প্রার্থনা করিলাম। ভগবান বলিলেন হে অনঘ! কেবল তোমার পিতা পবিত্রীকৃত হয় নাই তাহার পূর্ব্বতন একবিংশতি পুরুষও পবিত্র হইয়াছে যেহেতু তুমি তাহার কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে সাধু! তুমি তোমার পিতার কুলপাবন পুত্র। এখন যে গ্রন্থ ভগবানের বাক্যকে অযথা করে সে গ্রন্থ কতদূর গ্রহনীয় আপনারা বুঝিয়া লউন। ভাগবতের মতে ব্রহ্মা হইতে প্রহ্লাদ পর্য্যন্ত মোটে চারি পুরুষ। যথা ব্রহ্মা প্রজাপতি, কশ্যপ, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু এই তিন পুরুষ ও চতুর্থ প্রহ্লাদ। অতএব কিরূপে প্রহ্লাদের পূর্ব্বতন একুশ পুরুষ উদ্ধার হইয়া গেলেন। এই জন্য এরূপ বাক্য ভগবানের মুখ দিয়া বাহির করান ভাল হয় নাই। পুনশ্চ ভগবানের এই কথায় আরও একটী মহান দোষ উপস্থিত হয়। যদি হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু বাস্তবিকই মুক্ত হইবে তবে কিজন্য জন্মান্তরে তাহাদিগকে রাবণ কুম্ভকর্ণ ও শিশুপাল দন্তবক্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইল। ভাগবতে এরূপ অনেক পরস্পর বিরোধী বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু প্রসঙ্গ বাড়িয়া যাইবার ভয়ে নিরস্ত হইলাম। এখন যে ভাগবত মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচিত নহে তাহা একপ্রকার সিদ্ধ হইল।*

৮। কোন একটী নবীন পুরাণে লিখিত আছে যে এক সময় মহর্ষি নারদ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বদরিকাশ্রমে বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। তখন বিষ্ণু সেখানে তপস্যা করিতেছিলেন। নারদ যাইবা মাত্রই সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বলিলেন যে ম্লেচ্ছেরা মহাদেবের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে ও মহাদেব জ্ঞানবাপী কূপে ঝাঁপ দিয়াছেন। এই পুরাণটী যে মুসলমানদিগের ভারত আক্রমণের পরে লিখা হইয়াছে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব এরূপ গ্রন্থের প্রণেতা কদাচ ব্যাসদেব হইতে পারেন না।

৯। গরুড়পুরাণ যে ভাগবতের পরে রচিত হইয়াছে তাহা নিম্ন লিখিত শ্লোক দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। যথা—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভাবতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥"

অর্থাৎ ইহা (শ্রীমদ্ভাগবৎ) ব্রহ্মসূত্রের অর্থ এবং ভাবতার্থ-নির্ণায়ক ও গায়ত্রীর ভাষ্য স্বরূপ। ইহাতে বেদার্থ পরিবর্দ্ধিত রূপে কথিত হইয়াছে। যখন গরুড় পুরাণে ভাগবতের বিষয় এরূপ লেখা

* এখন কেহ কেহ এরূপ শঙ্কা করিতে পারেন যে যদি পুরাণ এত নবীন গ্রন্থ হয় তবে কিজন্য বেদের গৃহ্য সূত্রাদিতে পুরাণ শব্দ দেখিত পাওয়া যায়। ইহার উত্তর এই যে গৃহ্য সূত্রাদি গ্রন্থে পুরাণ শব্দে আধুনিক অনার্ষ গ্রন্থ বুঝায় না, যথা "ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীরিতি" গৃহ্যসূত্র। ইহার অর্থ এই যে ঐতরেয় শতপথ, গোপথ, সাম ইত্যাদি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ইতিহাস পুরাণ কল্প গাথা ও নারাশংসী এই পাঁচটা নাম আছে। এখন যে আধুনিক পুরাণ পুরাণ নহে বাস্তবিক ইহা নূতন তাহা প্রমাণিত হইল।

আছে তখন যে গরুড় পুরাণ ভাগবৎ রচনার পর লিখিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব গরুড়পুরাণ ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত নহে।

১০। স্কন্দপুরাণ যে শ্রীমদ্ভাগবৎ ও কালীপুরাণ অপেক্ষা নবীন গ্রন্থ তাহা স্কন্দ পুরাণের নিম্ন লিখিত শ্লোক দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যথা

"ভগবত্যাঃ কালিকায়া মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে।
নানা দৈত্যবধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥
কলৌ কেচিদ্দুরাত্মানো ধূর্ত্তা বৈষ্ণবমানিনঃ।
অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥"

যে শাস্ত্রে দৈত্যগণের বধ তথা ভগবতী কালীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে সেই শাস্ত্রকেই ভাগবত বলিয়া জানিবে। কলিযুগে কোন কোন দুরাত্মা বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত্তেরা ভাগবৎ গ্রন্থকে যথার্থ ভাগবৎ না বলিয়া অন্য গ্রন্থকে ভাগবত কল্পনা করিবেক। এখন যদি স্কন্দ পুরাণকে বিশ্বাস করা যায় তবে ভাগবৎগ্রন্থ ব্যাসরচিত নহে, কারণ স্কন্দ পুরাণকে পৌরানিকেরা ব্যাস কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া স্বীকার করেন। পুনশ্চ যদি ভাগবৎ গ্রন্থকে ব্যাস কর্ত্তৃক রচিত স্বীকার করা যায় তবে স্কন্দ পুরাণ যে ব্যাস কর্ত্তৃক রচিত নহে তাহা সিদ্ধ হয়। আমি পূর্ব্বেই স্কন্দ পুরাণ ও ভাগবৎ উভয় গ্রন্থই ব্যাস কর্ত্তৃক রচিত নহে তাহা স্পষ্টই প্রমাণ করিয়াছি। অতএব পুরাণাদি যে ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত নহে তাহা প্রমাণিত হইল।

বাবী সম্প্রদায়।

বর্ত্তমান খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে পারস্য দেশের রাজধানী তিহারাণ নগরীতে সায়দ মহম্মদ আলী নামে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে ইহাঁর ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরে উল্কাপাত হয়। পারস্যবাসীদিগের মধ্যে জগতের ভাবী উদ্ধারকর্ত্তার আবির্ভাব সম্বন্ধে এক প্রবাদ প্রচলিত ছিল। এখন তাহারা সায়দ মহম্মদের জন্মকালে উল্কাপাতরূপ অস্বাভাবিক ঘটনা দেখিয়া স্থির করিল যে ইনিই সেই উদ্ধারকর্ত্তা (পেয়গম্বর)। তকো উল্লা নামক এক ব্যক্তি এই বিশ্বাস প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করাতে রাজা তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। এবং সায়দ মহম্মদ আলি কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আকা নামক জনশূন্য স্থানে নির্ব্বাসিত হইল। এই ঘটনার ৯।১০ বৎসর পরে মহম্মদ আলী শিরাজ নগরে স্বীয় অভিনব ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবর্ত্তিত হন। ইনি এই সময় 'বাব' (ঈশ্বর-কৃপা ও ঈশ্বর-জ্ঞানের দ্বার) নাম পরিগ্রহ করেন। এই কারণে ইহাঁর শিষ্যমণ্ডলী 'বাবী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উক্ত বাব (সায়দ মহম্মদ আলি) সুকবি সুবক্তা ও সুতার্কিক ছিলেন। এই গুণ সকল থাকাতে ইনি অনতিবিলম্বে শ্রোতৃবর্গের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত পণ্ডিতবর মোল্লা হোসেন খোরাসান হইতে আগমন করেন। কিন্তু নিজে বাবের নিকট তর্কে পরাস্ত হন ও পরিণামে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তৎপরে মহম্মদ বল ফোরশি নামে অপর এক সাধু ব্যক্তি ও জারিথ তাজ নাম্নী একটী বিদুষী স্ত্রী ইহাঁর মতাবলম্বন করেন। ইনি যখন স্বীয় মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন প্রথম প্রথম সাধারণের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। পারস্যের মোল্লা ও সিয়াসম্প্রদায় পারস্যরাজের সাহায্য

লইয়া অভিনব বাবী সম্প্রদায়কে নির্ম্মূল করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। বাবীরা আত্মরক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। মেজেন্দারণে মোল্লা হোসেন দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া শত্রুগণের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন। কিন্তু তিনি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে নিহত হইলেন। ক্রমে স্বয়ং বাব ধৃত হইয়া বন্দী হইলেন। তিনি কোনরূপ প্রলোভনে না ভুলিয়া দৃঢ়ভাবে স্বীয় মত সমর্থন করাতে তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হইল। এইরূপ নানা প্রকার উৎপীড়ন সত্ত্বেও ইহাঁর মতাবলম্বিগণ কখনও ভগ্নোৎসাহ হন নাই। মির্জা ফহিয়া নামে জনৈক ভদ্র যুবক বাগদাদ্ নগরে বাবের স্থলাভিষিক্ত হন। ইহাঁর অধীনে বাবিগণ পুনরায় নব বলে বলীয়ান হইয়া উঠে। এই সময়ে বাবীদিগের নামে এই এক অপবাদ উঠিল যে তাহারা তদানীন্তন পারস্য সম্রাটকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। তখন তাহারা দ্বিতীয়বার পারস্যরাজ কর্ত্তৃক নিহত হইতে লাগিল। জা রিনভাজও এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে নিহত হয়েন। ইহার পর আর কেহই প্রকাশ্য ভাবে বাবী বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস পাইত না। এই মতাবলম্বিগণ আপনাদিগের মত ও বিশ্বাস অতি সংগোপনে রাখিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতেন। প্রকাশ্যভাবে তাঁহারা মহম্মদীয় ক্রিয়াকলাপের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করিতেন। এই প্রকারে তাঁহারা গোপনে গোপনে অবাধে স্ব স্ব মত প্রচার করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে তাঁহাদিগের দল পুনর্ব্বার প্রবল হইয়া উঠিল। এই সময় অনেক বাবী বাগদাদ, তুরস্ক (য়ুরোপীয়) মিশর ও ভারতবর্ষে গমন করেন। গত ৫০ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইহাঁদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে পারস্যরাজ্যে ন্যূনাধিক এক লক্ষ হইয়াছে। রাজ্যে কোনও প্রকার হাঙ্গামা উপস্থিত হইলে পারস্যরাজ বাবীদিগকেই শাস্তি দিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের প্রতি রাজপুরুষদিগের অতিশয় তীব্র দৃষ্টি।

এখন বাবীদিগের মতের কিছু আলোচনা করা যাউক। ইহাঁরা বলেন যে, সাম্য স্বাধীনতায় স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার। বহুবিবাহের কথা দূরে থাকুক দুইটী বিবাহ ও পরস্ত্রীগমন বাবের বিশেষ নিষিদ্ধ। ইহাঁর মতে উদারতা পরম গুণ। ইনি সন্ন্যাসী ফকিরদিগকে ঘৃণা করিতেন এবং এই উপদেশ দিতেন যে, সকলের সৎপথে থাকিয়া পরিশ্রম করিয়া স্বস্ব জীবিকা অর্জ্জন করা উচিত। মৃত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে কোন ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই। মোল্লা ও অন্যান্য যাজকদিগকে অর্থ দ্বারা সুকৃতি ক্রয় করা নিষিদ্ধ। বাবের মতে খৃষ্টীয় মহম্মদীয় প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মের স্থাপয়িতৃগণ, যাঁহাদিগের এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, তাঁহারাই যথার্থ মহাপুরুষ, পরিত্রাতা। তিনি বলেন যে, দেশ কাল পাত্র ভেদে ইহাঁরা তখনকার উপস্থিত অভাব ও প্রয়োজনমত ধর্ম্মশিক্ষা দেন ও সত্যে সাধারণকে দীক্ষিত করেন। তখনকার লোক সকল অনভিজ্ঞ থাকাতে ইহাঁদিগের ধর্ম্মোপদেশ প্রচ্ছন্ন ছিল। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, সকলধর্ম্মের প্রতি উদারভাব প্রদর্শন, মানব-জাতির পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব, সকলের প্রতি সদ্ভাব বৃদ্ধির চেষ্টা, পাপ-চিন্তা ও পাপ কার্য্যে বিরাগ এইগুলি এই সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষণ। উপাসক যে ভাষা বুঝেন, তাঁহাতেই ঈশ্বরোপাসনা করা উচিত। অদৃষ্ট নরক

ও স্বর্গ বলিয়া কোনও কিছুই নাই; এই পৃথিবীতেই পাপ পুণ্যের ফল ভুগিতে হয়।

কাউন্ট গবিনো বাবীদিগকে য়ুরোপীয়দিগের নিকট সুপরিচিত করিয়া দেন। সম্প্রতি ইহাঁদিগের ধর্ম্মপুস্তক য়ুরোপে প্রকাশিত হইয়াছে। বোম্বাই নগরে অনেক বাবী আছেন। ইহাঁরা প্রতি রবিবারে এক বৃহৎ বাটীতে সমবেত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করেন। ইহাঁদিগের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যালয় পারস্যদেশে। জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তথা হইতে তৎসমুদায়ের উত্তর পৌছিলে ব্যাখ্যাত ও পঠিত হয়। ইহাঁদিগের উচ্চ নীচ জ্ঞান নাই—সকলই সমান। দীন দুঃখী ধনী মানী বলিয়াও কোনও প্রভেদ লক্ষিত হয় না। সকলই সমান। ইহাঁদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে কালক্রমে ইহাঁদিগের প্রবর্ত্তিত মতসকল প্রবল হইয়া জগতের অধিকাংশ স্থানে অধিকার স্থাপন করিবে।

বর্ষাকালে আমেরিকাস্থ প্রদেশ বিশেষের দৃশ্য।

বর্ষাকালে আমেরিকাস্থ উষ্ণকটিবন্ধস্থিত দেশের বন সকল এরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় যে পৃথিবীর অন্য কোন স্থান সেরূপ হয় না। প্রগাঢ় কুজ্‌ঝটিকা বনের আর্দ্র অথচ উত্তপ্ত বায়ুকে তমসাবৃত করিয়া ফেলে, এবং কৃষ্ণমেঘাকার মষক দল কুজ্‌ঝটিকার মধ্যে উড়িয়া বেড়ায়। আর্দ্র বৃক্ষ হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে থাকে। পুষ্পবৃক্ষ সকল দিবসের উত্তাপে কয়েক ঘণ্টামাত্র স্বীয় পত্র সকল প্রসারিত রাখে পরে একেবারে সঙ্কুচিত হয়। প্রত্যেক জন্তু বনে আশ্রয় অন্বেষণ করিতে থাকে। কোন পক্ষী কিম্বা প্রজাপতি মধু অন্বেষণে বহির্গত হয় না, কেবল ক্যাপীব্যারাস নামক পক্ষীর নাসিকার শব্দ এবং ভেকরব চতুর্দ্দিকের নির্জীব নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। এই সকল নির্জন স্থান মান মনে ক্রমশ বর্দ্ধমান বিষাদের ভাব জন্মাইয়া রাত্রিতে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে থাকে। একটীও তারা দেখিতে পাওয়া যায় না। চন্দ্র নিবিড় মেঘজালের পশ্চাতে অন্তর্হিত হয়। জ্যাগুয়ার নামক ব্যাঘ্রসদৃশ জন্তুর কিম্বা ষ্টেণ্টার বানরের ভয়ানক চীৎকার নির্জন বনের অন্তরতম প্রদেশ হইতে নিতান্ত কাতর মানবের আর্ত্তনাদের ন্যায় বহির্গত হয়। বহুকালের এই সকল বন হইতে প্রচণ্ড ঝড় যখন দিবসে উত্থিত হয় তখন প্রকৃতি এক অতি ভয়ানক দৃশ্য ধারণ করে। সন্ সন্ শব্দ করিতে করিতে ঝড় ভূমির দিকে যখন নামে তখন গাছের বৃহৎ শাখা সকল পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করে, সুদীর্ঘ বিদ্যুৎছটা রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে ঝকমক করিতে থাকে। শত শত প্রতিধ্বনির সহিত বনের মধ্যে বজ্রাঘাতের অনির্বচনীয় ভীষণ শব্দ হইতে থাকে। ঘোররবে বৃক্ষ শাখা সকল মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, হিংস্র জন্তু সকলের চীৎকার এবং বিলাপধ্বনি ঝড়ের সঙ্গী হয়।

বর্ষাকালের পর বন সকল অতি সুন্দর দেখায়। প্রথম বর্ষা পড়িবার অগ্রে অনেক দিন বৃষ্টি না হওয়াতে বৃক্ষের পত্র সকল এবং অনেক কোমল লতা শুকাইয়া যায়। বর্ষাগমে তাহা পুনরায় গজাইয়া উঠে। যখন বর্ষার মেঘ অন্তর্হিত হয় তখন জন্তু সকল গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া

সূর্য্যকিরণে আইসে। বর্ষাকালে আমেরিকাস্থিত গায়েনা নামক দেশের নদী বহুকালের এই সমস্ত বনের মধ্যদিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া চিত্তবিমোহন সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করে। বড় বড় বৃক্ষশ্রেণীর শাখা নদীর অনাবৃত স্থানে তলস্থ ক্ষুদ্র বনের উপর ঝুলিয়া থাকে। কমব্রেসিয়া নামক বৃক্ষের গাঢ় লাল ঝোঁটন ইঙ্গানামক বৃহৎ সাদা ফুলের মুকুলের সহিত মিলিত হইয়া দীপ্তি পায়। সুন্দর সুন্দর খর্জুর বৃক্ষ সকল শোভন কণ্টক সজ্জায় সজ্জিত এবং প্রচুর লাল ফলে শোভিত হয়। দূরে বনের বৃক্ষ সকল অসংখ্য লতারূপ মালায় সুসজ্জিত হইয়া দৃষ্ট হয়।

দেবকন্যার বিচরণের উপযুক্ত কমনীয় কুঞ্জবন সকল দিনে বিশেষত প্রত্যূষে সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট পক্ষীর গমনাগমন দ্বারা অত্যন্ত সজীব ভাব ধারণ করে। প্রত্যূষে গাঢ় সবুজ বর্ণের পত্রবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ কিম্বা জ্বলন্ত হরিত বর্ণের লিপলডিনিয়াস নামক বৃক্ষ প্রথম সূর্য্যকিরণে সংস্পৃষ্ট হইয়া হঠাৎ চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ পাইলে মনে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হয় তাহা বর্ণনাতীত। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য রচনা। তিনি কোথায় কিরূপ সৌন্দর্য্য কোথায় কিরূপ ভীষণ ভাব যোজনা করিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে। যিনি এই সমস্ত স্থানে বিচরণ করেন তিনি তত্রত্য প্রত্যেক পদার্থে তাঁহারই রচনা নৈপুণ্য দেখিতে পাইয়া তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করেন।

কল্পসৃষ্টি—বৈদিক মত।

এ দেশের পুরাণাদি শাস্ত্রে সৃষ্টি প্রবাহের নিত্যত্ব স্বীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে। পৌরাণিকগণ বলেন, এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট ও পুনঃ পুনঃ লয় প্রাপ্ত হইতেছে। সৃষ্টির আদি নাই, অন্তও হইবে না। বর্ত্তমান সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ বহুবার সৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহার পরেও বহুবার সৃষ্ট হইবে। কেবল তাহাই নহে, বর্ত্তমান সৃষ্টিতে যে সকল পদার্থ বিদ্যমান আছে, ও তৎসমুদায় যেরূপ ভাবে নির্ম্মিত, যে আকৃতি ও যে নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টিতেও সেই সকল পদার্থই বিদ্যমান ছিল ও প্রায় অবিকল সেই রূপেই নির্ম্মিত, সেই আকৃতিবিশিষ্ট ও সেই নামযুক্ত ছিল, এবং ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতেও তৎসমূহ সেইরূপেই, সেই আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া সৃষ্ট ও সেই নামেই পরিচিত হইবে। নিম্নোদ্ধৃত বচনাবলীতে এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। সৃষ্টি বর্ণনা প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণকার বলেন,—

"প্রাক্‌সর্গদগ্ধানখিলান্ পর্ব্বতান্ পৃথিবীতলে।
অমোঘেন প্রভাবেন সসর্জ্জামোঘবাঞ্ছিতঃ॥
ভূবিভাগং ততঃ কৃত্বা সপ্তদ্বীপং যথাতথং।
ভূবাদ্যাশ্চতুরো লোকান্ পূর্ব্ববৎ সমকল্পয়ৎ॥"

১ম অংশ ৪র্থ অধ্যায়।

পূর্ব্বসৃষ্টি বিনাশকালে যে সকল পর্ব্বত দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, ভগবানের অমোঘ প্রভাববলে বর্ত্তমান কল্পে (সৃষ্টিতে) তাহারা পুনঃ সৃষ্ট হইল। ভগবান্ পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপে বিভক্ত ও ভূবাদি লোক চতুষ্টয় সৃষ্টি করিলেন।

"তৎ সসর্জ তদা ব্রহ্মা ভগবানাদিকৃদ্ বিভুঃ।
তেষাং তে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্‌সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে।
তানেবৈতে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ॥"

বিঃ পুঃ ১।৫।৫৯।

ভগবান্ এই স্থাবর জঙ্গমাদি সৃষ্টি করিলেন। পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যে জীব যে কর্ম্ম করিত, তাহারা প্রতিকল্পে পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হইয়াও সেই সকল কর্ম্মেই নিযুক্ত হইল।

যথার্ত্তবৃতুলিঙ্গানি নানা রূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানিতান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু॥
করোত্যেবংবিধাং সৃষ্টিং কল্পাদৌ সপুনঃ পুনঃ॥
বিঃ পুঃ ১। ৫। ৬৪।

ঋতুর পুনরাবৃত্তি হইলে, যেমন পূর্ব্ববৎ ঋতু চিহ্ন সকল দেখিতে পাওয়া যায়, যুগমন্বন্তর কল্পাদিতে দেবাদি ভাবের উৎপত্তিও সেইরূপ। ভগবান্ পুনঃ পুনঃ প্রত্যেক কল্পের আদিতে এই প্রকার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বায়ু পুরাণকার বলেন,—

"কল্পেষ্বাসন্ ব্যতীতেষু রূপনামানি যানি চ।
তান্যেবানাগতে কালে প্রায়শঃ প্রতিপেদিরে॥
তস্মাত্তু নামরূপাণি তান্যেব প্রতিপেদিরে।
পুনঃ পুনস্তে কল্পেষু জায়ন্তে নামরূপতঃ॥"
অষ্টম অধ্যায়।

পূর্ব্ব কল্পে যাহার যে নাম ও যেরূপ ছিল, পরবর্ত্তী কল্পে সে প্রায়ই সেই নাম ও রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন কল্পে পুনঃ পুনঃ সেই নাম ও রূপ ধারণ করত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

পৌরাণিকগণ আরও বলেন, প্রতি কল্পে (সৃষ্টিতে) এইরূপ সূর্য্যচন্দ্রবংশে মনু, মান্ধাতা, পৃথু, দিলীপ, পুরুরবা, যযাতি, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন পাণ্ডবাদি ও বুদ্ধ নানক চৈতন্যাদি জন্মগ্রহণ করেন; প্রতিকল্পে রাবণবধ ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়! এমন কি, (প্রতিকল্পে) চানক্য কর্ত্তৃক নন্দবংশ ধ্বংশ ও মৌর্য্য বংশ স্থাপিত হয়; মৌর্য্য বংশের শুঙ্গ, কাম্ব, আন্ধ্র ও গুপ্তাদিবংশ যথাক্রমে রাজত্ব করে ও তৎ পরে পৃথিবী যবনময়ী হয়। এক কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, পৌরাণিক মতে, এই পৃথিবী পুনঃ পুনঃ একই প্রকারে সৃষ্ট হইয়া প্রতিকল্পে পূর্ব্বকল্প সংঘটিত ঘটনা নিচয়ের প্রায় অবিকল পুনরভিনয় হইয়া থাকে।

এই পৌরাণিক মত কতদূর যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত, জানি না। কিন্তু ঋগ্বেদীয় ষষ্ঠ মণ্ডলে এই পুরাণ বর্ণিত মতের বিরোধী উক্তি দৃষ্ট হয়। পাঠকগণের অবগতির জন্য এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি যথা,—

৬। ৪৮।২২ (ঋষি বৃহস্পতিপুত্র শংযু। দেবতা পৃশ্নি বা দ্যাবাভূমি।)—

"সকৃদ্ধ দ্যৌরজায়ত সকৃদ্ভূমিরজায়ত।
পৃশ্ন্যাদুগ্ধং সকৃৎ পয়স্তদন্যো নানুজায়তে॥"

সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য—'সকৃদ্ধ' সকৃদেব 'দ্যৌরজায়ত' উদপদ্যত। সকৃদুৎপন্নৈব স্থিতা ভবতি। ন পুনস্তস্যাং নষ্টায়াং অন্যা তৎসদৃশী দ্যৌর্জায়তে। 'ভূমিঃ'চ 'সকৃৎ' এব 'অজায়ত'। 'পৃশ্ন্যা' মরুতাং মাতুর্গোঃ 'পয়'শ্চ 'সকৃৎ' একবারমেব 'দুগ্ধং' যস্মাৎ পয়সো যজ্ঞিরে। 'পৃশ্নিয়ৈ বৈ পয়সো মরুতো জাতা' ইতি তৈত্তিরীয়কং। যথা দ্যাবাপৃথিব্যো সকৃদেবোৎপদ্যতে তথা পৃশ্নিরপি সকৃৎ দুগ্ধেনৈব পয়সা মরুতোহজীজনৎ। 'ততঃ' পরমন্যঃ পদার্থো 'নানুজায়তে' তৎসদৃশো নোৎপদ্যতে॥"

ভাষ্যানুবাদ। দ্যৌঃ (আকাশ) একবার মাত্র উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান আছে। উহা বিনষ্ট হইয়া পুনরায় তৎসদৃশী অন্যা দ্যৌঃ উৎপন্ন হয় না। পৃথিবীও একবার মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে। পৃশ্নির দুগ্ধ হইতে একবার মাত্র মরুদ্গণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আর তৎসদৃশ উৎপাদিত হয় নাই।"

এই উক্তি দ্বারা সৃষ্টি প্রবাহের নিত্যত্ব নিরাকৃত হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঋগ্বেদের স্থানান্তরে লিখিত আছে,—

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথোস্বঃ॥" ১০। ১৯০। ৩

অনুবাদ—"সৃষ্টিকর্ত্তা চন্দ্র, সূর্য্য, দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্লোক

"পূর্ব্ববৎ" সৃষ্টি করিলেন।" বলা বাহুল্য, এই মন্ত্রটি পূর্ব্বোদ্ধৃত ষষ্ঠমণ্ডলীয় মন্ত্রোক্তির বিরোধী। এইরূপে বেদ মধ্যে ব্যাঘাত-দোষ দৃষ্ট হয়।

এই ব্যাঘাত দোষ নিরাকরণার্থ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় "যথা পূর্ব্বং" অর্থে "যথা সময়ে" করিয়াছেন। এই অর্থ অতি অদ্ভুত ও পরিত্যজ্য সন্দেহ নাই। সায়ণাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য ও হলায়ুধ প্রভৃতি সকলেই "যথা পূর্ব্বং" এর "পূর্ব্বকল্পানুসারে" অর্থ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, ৬।৪।২২ ঋকের সায়ণ ভাষ্য বিশুদ্ধ নহে। তাঁহারা বলেন সায়ণ সকল স্থলে মন্ত্রের ভাবার্থ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। ব্রাহ্মণ ও নিরুক্তাদি সম্মত অর্থই সুধীসমাজে বিশেষ গ্রাহ্য। এই নিমিত্ত আমরা ব্রাহ্মণ ও নিরুক্ত অনুসন্ধান করিতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাস্ককৃত নিরক্তে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই মন্ত্রটি (অতি সরল বলিয়া) ব্যাখ্যাত হয় নাই। কৌষিতকী ব্রাহ্মণ সম্প্রতি আমার নিকটে নাই; সুতরাং তাহাতে এই মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে কি না, বলিতে পারিলাম না। সুতরাং এক্ষণে (যতদিন অন্য কোনও সুসঙ্গত ব্যাখ্যা না পাওয়া যায়) সায়ণাচার্য্যের উপর নির্ভর করিতে হইল।

পাঠক বিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বেদ এরূপ ব্যাঘাত দোষে দুষ্ট কেন? ইহার উত্তর এই যে, সমস্ত বেদ একজন ঋষির দৃষ্ট বা প্রোক্ত নহে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন সূক্ত ভিন্ন ভিন্ন ঋষি কর্ত্তৃক দৃষ্ট, প্রোক্ত বা কৃত * হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রাদুর্ভূত ঋষিগণের দৃষ্ট, কৃত বা প্রোক্ত মন্ত্র ও সূক্ত সমূহ একত্র সংগৃহীত হইয়া বেদ সংহিতা (সংহিতা অর্থাৎ মন্ত্র সংগ্রহ) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। নিরুক্তকার যাস্ক বলেন (৮)। (৩) বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন সূক্ত দর্শন, কথন ও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সূক্ত মধ্যে তৎ দ্রষ্টা বক্তা বা কর্ত্তার জ্ঞান ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। যে গ্রন্থে এইরূপ ভিন্নভিন্ন সময়ে প্রাদুর্ভূত মনীষীগণের স্বীয় স্বীয় জ্ঞান ও বিশ্বাস দ্যোতক ভিন্ন ভিন্ন ভাবপূর্ণ সূক্ত সমূহ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে ব্যাঘাত দোষ দৃষ্ট হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা উচিত, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল উহার ষষ্ঠ মণ্ডলের পরভাবিক। অতএব বলা যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ন্যায় প্রাচীনতম অংশে পূর্ব্ব কল্প বিষয়ক বিশ্বাসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

THE RELIGION OF LOVE

INTENDED FOR ALL SECTS AND CHURCHES,

By A Hindu.

(Continued from page 241.)

CHAPTER XIV.

Of Sectarianism, Religious Bigotry and Spiritual Arrogance.

1. Man is finite. God is infinite. Man's idea of God, even if he be the most knowing of men, must on account of the limitations of his faculties, be necessarily narrow compared with the knowledge, which God has of Himself. Can the eye of a man, standing on the sea-shore, grasp the whole ocean in its immensity? His view must be bounded by the horizon. Owing to the limitations imposed

---

* তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন, মন্ত্রকৃতো ঋষয়ঃ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও "ঋষির্ম্মন্ত্রকৃৎ" ইত্যাদি উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদেও ঋষিগণকে "মন্ত্রকৃৎ" বলা হইয়াছে। কালিদাস বশিষ্ঠকে "মন্ত্রকৃৎ" বলিয়াছেন। ইহার টীকায় মল্লিনাথ বলেন "মন্ত্রের স্রষ্টা"।

on our intellect, the conceptions formed of God by the Theist and the idolator are of a finite character though that of the former is far superior to that of the latter. The conceptions, formed by men of God, are all of a finite character but each man should act according to his own light. If a man disbelieve in what is called idolatry i. e. the worship of God who has no image by means of images or symbols or of any created object as the creator, he should not worship idols for such worship is hypocrisy and hypocrisy is the worst form of irreligion. But not worshipping idols himself he should still exercise toleration towards idolators for the latter worship the same Being as himself though ignorantly. Idolatry is not a sin but a mistake.

2. The difference between the most advanced religionist's idea of God and that of the most unenlightened savage is almost imperceptible when the knowledge of God, possessed by the former, is compared with that which God has of Himself. Why then so much intolerance and pride?

3. Every religion has truth and error mixed in it, even the most advanced. What seemeth to be certain truth to the followers of the most advanced religion now may turn out to be untrue a century afterwards. Religion is a progressive thing. What absurdity is it then for any sect in the world to set itself up as the sole judge, arbiter and custodian of religious truth? Spiritual arrogance can go no further.

4. God seeth the heart of man. He doth not look to the idea which man in his ignorance (with reference to the Infinite, the wisest man is not excluded from the category of the ignorant) hath of Him. He therefore accepteth a leaf or a flower, a fruit or water offered by any man to Him with love though through ignorance of the fact that the flowers of love and veneration and the fruit of good action are the offerings most acceptable to Him. To him who taketh refuge any where in the universe in Him in any manner or mode, He doth devote himself. Not only the devotee devoteth himself to God but God also devoteth Himself to the devotee.

5. But He doth so sooner to a devotee who adopteth a straighter path to Him than another. A form of religion may be a straigh-r path to God tethan another because truer.

6. LIFE is better than dogma. Dogmas do not save a man. They are stone, not bread. Be good and do good and be God-united and thou art sure to be accepted by God though thou mayst entertain some particular erroneous notions about His nature as no man can be entirely free from such notions.

7. The religious opinions of one man do not exactly coincide with those of another. As the principle of variety prevaileth every where in nature so there must be variety in the religious opinions of individuals. Though religion is one, there are as many theologies as faces. "So many faces so many theologies." saith Parker.

8. It is impossible to prevent the existence of sects in the world. A man must attach himself to others with whose opinions his individual religious opinions may mainly correspond and they would form a sect. But belonging to a particular sect, he should still look upon all other sects as God Himself doth, i. e. with eyes of toleration and love. There is some truth in the doctrine of every sect. A man may be really more spiritually advanced than another though belonging to a sect inferior to that to which the latter belongeth. God discerneth His true servants under what ever strange guise or colour they may be concealed. Lord! enable us to do likewise.

9. God overlooketh the mistakes of man in religion provided they do not tend to immorality. He knoweth that we are dust and will have compassion on us for our errors. We should imitate God in this respect.

10. The followers of a *creed*, erroneously thinking it to be the only true *religion* in the world and therefore fit to be the universal one, begin with an attempt to convert the whole world to that creed but end with degenerating into a mere sect, thus adding one sect more to the thousand and one sects already existing in the world; but this should not prevent a man from propagating what he thinketh to be the truth in religion, considering that it is his duty to do so.

11. What is the cause of the deep and burning animosity between one sect and another, afterwards resulting in the grossest mutual railing and virtuperation, sometimes ending in bloodshed? Arrogance. Every sect believeth its own creed to be the only true religion in the world. Had there not been

such exclusiveness there would have been no animosity. Man is fallible. There must be errors in every creed.

12. A sect is like the bed of Procrustes A sectarian wanteth a man to agree with him completely in opinion. He should be neither shorter nor longer than the said bed.

13. When life is better than dogma, be not bigotted. Bigotry is irreligion. Even the followers of every liberal religion sometimes turn bigots with respect to their own faith. Bigotry is odious in the sight of God. The livers of God-life will go to heaven and not the mere bigot. His intolerance will lead him to hell. He is already suffering the tortures of hell in his mind. The ill feeling which he beareth towards the holders of different religious opinions from himself is hell-fire burning day and night in his bosom. Be therefore tolerant towards all religions and all forms of belief. As a man waxeth in divine wisdom and loveth God and man more and more, he becometh less and less bigotted. But what I say doth not preclude a man from bringing another to what he considereth to be a straighter path to God by gentle persuasion and love, showing the truth of his own faith and the falsity of that of the latter in the most disspassionate and loving language or from holding religious discussion in the politest and calmest manner imaginable. It is strange men observe the rules of civility in every other matter than religious discussion.

14. Beware of spiritual arrogance. The pious and virtuous man is apt to consider himself as the most pious and virtuous man in the world. Spiritual arrogance is the most insidious of the enemies of spirituality. It has already stolen a march over thy soul when thou art least conscious of its approach. The state of the spiritually delivered man, who alloweth spiritual arrigance to steal over his soul, is like that of the captain of a vessel which has already crossed the sea but is foundered near the shore before its place of destination. Perhaps whom thou thinkest to be spiritually inferior to thee may occupy a higher seat than thou in heaven.

15. The man of works beareth ill feeling towards a man who loveth communion more than works. The man of communion beareth ill feeling towards a man of works. These are forms of spiritual pride. Ill feeling should not exist between the two but each should respect the other and try to harmonize both work and communion in himself.

16. The lover is always humble before the beloved. The lover of God is always humble before Him and when the Beloved insisteth on thy being humble towards all men on the ground that a man may possess some merit unknown to thee which thou dost not possess, be humble towards all men. A certain wise man saith "I am astonished at the badness of the good and the goodness of the bad."

17. Be therefore humbler than grass.

18. Be humbler than even dust before thou art reduced to dust.

সাংখ্য স্বরলিপি।

সংক্ষেপ।

আবৃত্তি=আ৷=৷=আ: —৷: ৷

গানের কোন অংশ এ আ অথবা আরও সংক্ষেপ (৷ দ্বারা কিঞ্চিৎ উপরদিকে বা কিঞ্চিৎ নিম্নের দিকে বেষ্টিত হইলে তাহার অর্থ:—

এ অর্থাৎ এটা অথবা এ অংশটা একবার আবৃত্তি করিতে হইবে। ঐরূপ এটা দুইবার আবৃত্তি=এ আ আ=এ ২আ=(৷৷। এটা তিনবার আবৃত্তি=এ আ আ আ=এ ৩আ—(৷৷৷ ইত্যাদি।

একবার আবৃত্তি হইলে এ আ অথবা (৷ লিখিবার তেমন আবশ্যক নাই। ইচ্ছা করিলে লিখিতেও পারি, না লিখিতেও পারি। যেহেতু এ আ অথবা (৷ না লিখিলেও একবার

আবৃত্তি বুঝাইবে। "এক"বিষয়টী অনাহুত আসিয়া পড়ে। অ-
চিহ্নিত হইলেও চিহ্নিত রূপে বিরাজ করে।

তালিবিভাগ ও আরম্ভ সঙ্কেত একত্রে।

তালিবিভাগ-সঙ্কেতের মধ্যে আরম্ভ-সঙ্কেত লিখিতে গেলে, আস্থাই অন্তরা প্রভৃতি যে তালি কিম্বা তদন্তর্গত যে মাত্রাতে আরম্ভ হইবে সেই তালি বা তদন্তর্গত মাত্রার ডান পার্শ্বে আস্থাই অন্তরা প্রভৃতি কথা অথবা তাহাদের সংক্ষেপ বন্ধনীদ্বারা বেষ্টিত করিয়া লিখিতে হইবে। এবং ইচ্ছা করিলে তাহাদের সহিত 'আরম্ভ' কথাটীও যোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

যথা,

তালি। ১ (স্থা, অ, ভো)। ২। ৩।
মাত্রা। ৪ । ৪। ৪।

বা

তালি। ১ (স্থা, অ, ভো আরম্ভ)। ২। ৩
মাত্রা। ৪ । ৪। ৪।

সমের চিহ্ন।

সমের চিহ্ন = ঃ বিসর্গ।

দেশ—কাওয়ালি।

পরমেশ্বর এক তুহি ভজরে প্রাণ। আওর কহাঁভি নেহি ওয়াকে কোহি সমান।
শ্বেত ন পীত ন রক্ত ন আকার
সকল সৃষ্টি রচো সো প্রভু হামারা একব্রহ্মকো হৃদে রাখরে ধ্যান।

তালি। ২ঃ। ৩ । ০ । ১।
মাত্রা। ৪ । ২, ১ (স্থা), ১ । ১, ১ (অ), ২ । ৪।

২
(স্থা) গ্মা গা। গ্রে গা সা সা। রে রে মা পা। প্সা র্নি ধা পা। পা রে গ্পা মা।
(স্থা) প র। মে — শ্ব র। এ ক তু হি। ভ জো রে প্রা। — ণ প র।

২
। গা¼ -রে¼ গা সা সা। রে রে মা পা। প্সা র্নি ধা পা। পা পা মা মা। মা পা নি নি।
। মে — — শ্ব র। এ ক তুঁ হি। ভ জো রে প্রা। — -ণ্ আ ওর্। ক হাঁ ভি নে।

২...... ... ২..........................
। সা সা সা¼ নি¼ -সা। সুরে½ -সা½ -সুরে½ -র্নি½ র্নি½ র্নি½ ধা½ পা½। পা রে (স্থা-পু) গ্মা মা।
। হিঁ — ওয়া — —। কে — — — কো হি স মা। — ন্ (স্থা-পু) প র।

ে ২ ... ... ২...... ... ॥
। ১ (অ) মা পা পা। পুনি নি নি নি। নুসা সা সা সা। সা½ -নি½ সা সা সা।
ে ॥
। (অ) শ্বে ত ন। পী — ত ন। র — ক্ত ন। কা — — রো —।

২...... ২ ....
। র্নি র্নি র্নি র্নি। -র্নি র্নি ধা র্নি। ধা র্নি সা সা। ধ্র্নি ধা পা পা½ পা½। পা পুরে½ -সা½ রে রে।
। স ক ল সৃ। — ষ্টি র চো। সো প্র ভু হ। মা — রা এ ক। ব্র হ্ম — কো হৃ।

.... ২...... ......
। র্গা রে সা সা। সা½ -র্নি½ নুঁরে -সা½ সুরে -র্নি½ র্নি। -ধা পা (স্থা-পু) মা গা। গ্রে গা সা সা।
। দ -য়্ মে —। রা — খো — রে — ধ্যা। — ন (স্থা-পু) প র। মে — শ্ব র।

২
। রে রে মা পা। প্সাঃ ॥
। এ ক তুঁ হি। ভ ॥

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী নিয়োগ।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু।

অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা)
„ শ্রীনাথ মিত্র।
„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
„ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

ধনাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩, চৈত্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৬৮৬.৶/১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৩০৭৮।/ ৫
সমষ্টি	৩৭৬৪॥/০
ব্যয় ...	৪৯৬৮৶/১৫
স্থিত	৩২৬৭॥/ ৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ৪৩। ১০

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রধান আচার্য্য মহাশয়
ব্রহ্মসঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্য।
১৮১৪ শকের কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত ২৫৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী বড়াল	১৭॥৵০
দানাধারে প্রাপ্ত	॥৵১০
	৪৩।১০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৬৬ /১০
পুস্তকালয় ...	৫৮॥ ১৫
যন্ত্রালয় ..	৫০৩।৶০
গচ্ছিত ...	১১॥৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৩ ৶০
সমষ্টি	৬৮৬ ৶/১৫

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৭৪॥ ১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৫৬॥৶০
পুস্তকালয়	২৫।০
যন্ত্রালয়	২১০। ৫
গচ্ছিত	১৩০ ৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	/০
সমষ্টি	৪৯৬৮৶/১৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ত্রয়োদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
আষাঢ় ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

৫৯০ সংখ্যা। ১৮১৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

উপদেশ। *

হে ভ্রাতৃগণ! আমি আদি ব্রাহ্ম-সমাজের একজন সভ্য। অদ্য আপনাদিগের সেবার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মদিগের উপাস্য দেবতার বিষয় সামান্যরূপে কিঞ্চিৎ বলিব। ব্রাহ্ম বলিলেই সাধারণ লোকে মনে করেন যে ইহা একটী নবীন খৃষ্টীয় সম্প্রদায় এবং এই সম্প্রদায়ের সভ্যগণ কেবল যথেচ্ছ পানাহার করিবার জন্য এই সমাজভুক্ত হন। এইরূপ মনে করা যে নিতান্ত ভ্রম তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে ভ্রাতৃগণ! আপনারা এরূপ বৃথা ভ্রমে কদাপি পতিত হইবেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহারও নূতন কল্পিত ধর্ম্ম নহে। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্ম জগতে আর নাই বা হইতে পারে না। আর্য্যাবর্ত্তের পুরাতন ঋষিরা এই সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়া জগতে আজ পর্য্যন্ত সকলের স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। এই সত্যধর্ম্মই বেদ ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও উপনিষদাদিতে ব্যক্ত আছে। এই সত্যধর্ম্মই ব্যাসদেব ভগবদ্গীতায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই সনাতন সার্ব্বভৌম ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহারও নিজস্ব নহে। ইহাতে মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে। ঈশ্বর মনুষ্যজাতির পিতা। তিনি স্বয়ং এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। সুতরাং পিতার ধনে সকল পুত্রের অধিকার আছে। পুত্র স্বইচ্ছায় ও নিজ দোষে হয়ত সেই ধন না লইতে পারে নচেৎ শাস্ত্রানুসারে কেহ তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে না। অতএব শূদ্রাদি জাতি বেদ ও উপনিষদাদি পাঠে ও তন্নিরূপিত সত্যধর্ম্মে বঞ্চিত, তথা দ্বিজ ব্যতীত অপর জাতি মাত্রেই ওঙ্কারাদি উচ্চারণ করিলে ও তাহার অর্থ জ্ঞাত হইতে চেষ্টা করিলে পাতকী হয়, এইরূপ উপদেশপূর্ণ মনুষ্যের মহান্ অনিষ্টকর শাস্ত্রগুলি যে গুটীকত নবীন আচার্য্য মহাশয়দিগের প্রণীত তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মগণ এইরূপ শাস্ত্রকেই অশাস্ত্র বলিয়া ত্যাগ করেন, তথা সত্যধর্ম্মের প্রস্রবণরূপ প্রাচীন বেদ, উপনিষদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিকেই সৎশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করেন।

* স্বামী অচ্যুতানন্দ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে বহির্গত হইয়া মধুবনী ও দ্বারবঙ্গে যে উপদেশ দেন তাহার সারাংশ।

ব্রাহ্মেরা বলেন যে সকলেই এক কারণ হইতে নির্গত ও সকলেরই গন্তব্য স্থান সেই একই। এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মন্ত্র সেই ব্রহ্মপ্রতিপাদক ওঁকার। সেই ওঁঙ্কারপ্রতিপাদ্য যে পরমদেবতা তাহাই ব্রাহ্মদিগের আরাধ্য ও তাহাই তাঁহাদিগের সেব্য। যোগ শাস্ত্রে লিখিত আছে

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং। স এষ পূর্ব্বেষামপিগুরুঃ। কালেনানবচ্ছেদাৎ। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্॥ পাতঞ্জল দর্শন ১ পাদ ২৪—২৮ সূত্র।

অর্থাৎ যে পরম পুরুষ সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ কর্ম্মফল তথা সংস্কার সম্বন্ধ রহিত ও যিনি জীব হইতে বিশেষ অর্থাৎ ভিন্ন তিনিই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর সম্পূর্ণ জ্ঞানের কারণ স্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত পরমেশ্বরই পূর্ব্ব মহর্ষিগণের উপদেষ্টা এবং কাল বা সময় কর্ত্তৃক তিনি খণ্ডিত হন না। অর্থাৎ তিনি পূর্ব্বতন ঋষিগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সত্যধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। এখন ও যদি কেহ তাঁহার শরণাপন্ন হয় তাহা হইলেও তিনি কৃপা পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হন। সেই পরমেশ্বরের বাচক প্রণব বা ওঁকার। প্রণব বাচক ও ঈশ্বর বাচ্য। এই সাঙ্কেতিক বাচকরূপ ওঁকারে ঈশ্বরের অনেক নাম একত্রে প্রকাশ পায়। এই জন্যই পুরাতন ঋষিদিগের ইহা এত আদরের ধন। এই প্রণবের অর্থ বিচার পূর্ব্বক সেই প্রণববাচ্য ঈশ্বরকে চিন্তা করিলে যোগী সাধক বা ভক্তের চিত্ত একাগ্র হয় এবং ইহাকেই প্রকৃত উপাসনা কহে। উপনিষদে লিখিত আছে—

স্বাধ্যায়াদ্‌যোগমাসীৎ যোগাৎস্বাধ্যায়মামনেৎ।
স্বধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশ্যতে॥

স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ বা প্রণবের জপ দ্বারা লোকে যোগাভ্যাস করে তথা যোগ বা সমাধিস্থ হইয়া লোকে জপ বা পরমাত্মার স্বরূপ ধ্যান করে। স্বাধ্যায় ও যোগবলে পরমাত্মা হৃদয়ে প্রকাশিত হন অর্থাৎ যোগী বা ভক্ত পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"ওমিতিব্রহ্ম সর্ব্বেহস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবাউপাসতে॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম ওঁকারপ্রতিপাদ্য, সমস্ত দেবতা অর্থাৎ বিদ্বান্‌গণ ইহাঁরই পূজা করিয়া থাকেন। জগতের মধ্যস্থিত পূজনীয় পরমাত্মাকেই নিয়ত সমস্ত বিদ্বান সাধু ঋষি যোগীরা উপাসনা করিয়া থাকেন। এখন দেখুন ব্রাহ্মেরা কেবল একমাত্র সার পদার্থ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা বৃথা আশায় বাগাড়ম্বরে কালক্ষেপ করিতে চাহেন না। তাঁহারা সর্ব্বদাই সেই পরমপিতার অনুগত থাকিয়া হৃদয়ের সর্ব্বস্বধন যে পরম প্রেম তাহাই তাঁহাকে উপহার দিয়া শান্তি সুখে কাল যাপন করিতে বাসনা করেন। ব্রাহ্মেরা সর্ব্বদাই ঈশ্বরের অধীনে থাকিতে ভালবাসেন। তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে পরমাত্মার কৃপা ব্যতীত কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না এই জন্যই তাঁহারা ঈশ্বরকে অনন্যগতি জানিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। হে মিত্রগণ! এই ব্রাহ্মধর্ম্মই সাধুদিগের হৃদয়ের ধন। যাহা সত্য তাহা অবশ্যই নিত্য। ব্রহ্ম যে সত্য স্বরূপ তাহা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই একবাক্যে স্বীকার করেন। এই পরব্রহ্ম-উপাসনাই সকল ধর্ম্মের সারাংশ। এখন কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে যদি সমস্ত ধর্ম্মের সারাংশ এক হয় তবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম হইবার কারণ কি? ইহার উত্তরে আমি এইমাত্র বলিতে চাই যে, সমস্ত ধর্ম্মের বহিরঙ্গ

এক নহে। সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম মধ্যে যে সত্য বা সারাংশ আছে তাহাই এক ও তাহাই সত্য ধর্ম্ম বা ব্রাহ্মধর্ম্ম। যে আচরণ ও ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মবস্তু নিরূপণ বা ধারণ করা যায় তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিপাদ্য। ধর্ম্ম বলিতে গেলেই তাহার সহিত পরব্রহ্মের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকা বুঝায় তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে ধর্ম্মের সহিত পরব্রহ্মের সম্পর্ক নাই তাহা ধর্ম্ম নহে তাহা বাস্তবিক উপধর্ম্ম। অতএব ভ্রাতৃগণ আপনারা যে ধর্ম্মবলে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন তাহারই অনুসরণ করুন। এই বেদ উপনিষদাদি লিখিত সত্যধর্ম্মের আলোক দ্বারা পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিরা সেই অনাদি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই পরম আলোকই ব্রাহ্মধর্ম্মের পথপ্রদর্শক। সেই

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং।"

ব্রাহ্মদিগের একমাত্র আরাধ্য দেবতা ও তিনিই তাঁহাদিগের একমাত্র বাঞ্ছনীয় পরম বস্তু ও হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন। এখন জিজ্ঞাসা করি যদি সেই পরম দেবতা ব্রাহ্মদিগের উপাস্য হন ও সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ই ইহাঁদিগের ধর্ম্ম হয়, তবে কি এই ব্রাহ্মধর্ম্ম নবীন! কখনই নহে। তবে কি ব্রাহ্মধর্ম্ম খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অঙ্গ? কখনই নহে। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কস্মিন কালে কোন ধর্ম্মের অঙ্গ নহে। ইহা স্বতঃই সত্যধর্ম্ম স্বরূপ। বলিতে কি, এই ব্রাহ্মধর্ম্মবলেই ভারতসন্তান উপধর্ম্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। যে সময় ভারত সন্তানেরা আপনাদিগের সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া জড়োপাসক হইয়া জড়বুদ্ধি প্রাপ্ত হন, সে সময় যদি ঈশ্বর কৃপা পূর্ব্বক জগতের কল্যাণার্থে প্রাতঃস্মরণীয় রামমোহন রায়কে প্রেরণ পূর্ব্বক সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার না করিতেন, আর যাঁহাকে আমি পিতার ন্যায় সম্মান করি ও গুরুর ন্যায় ভক্তি করি, যিনি বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্তম্ভ স্বরূপ, যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও অষ্ট প্রহর সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহাতে শিশুর সরলতা, বৃদ্ধের গাম্ভীর্য্য, সত্যের প্রতাপ, ভক্তের ভক্তি, সাধুর মিষ্টালাপ ও বিদ্বানের অভিমানশূন্যতা একত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা সেই ধর্ম্মকে রক্ষা না করিতেন, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি এত দিনে খৃষ্টধর্ম্মের স্রোত এদেশে কেহই নিবারণ করিতে পারিত না। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম খৃষ্টের উৎপত্তির বহুকাল পূর্ব্বে জগতে বিশেষতঃ আর্য্যভূমিতে প্রচলিত ছিল।

সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন ও ধর্ম্ম যাজন ঈশ্বরপ্রাপ্তির সাধন। আহারাদি ধর্ম্মের সাক্ষাৎ অঙ্গ না হইলেও সাত্ত্বিক আহার করা ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য। সাত্ত্বিক আহারে মনুষ্যের সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পক্ষে কিঞ্চিৎ সহায়তা করে কিন্তু তা বলিয়া সাত্ত্বিক আহার করিয়া অধর্ম্মাচরণ করিলে ধর্ম্ম সঞ্চয় হয় না। আজ কাল এদেশের অনেক মনুষ্য হিংসা দ্বেষ ঘৃণা অসন্তোষ আদি সমস্ত মন্দ গুণ পোষণ করিয়া বাহ্য স্নান ও নিরামিষ ভোজনকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন। ইহাঁরা আপনাদিগকে মহান পুণ্যাত্মা জ্ঞান করিয়া অহঙ্কারে মত্ত হন। বাস্তবিক ধর্ম্ম সাধনে আন্তরিক শুদ্ধতা চাই, বাহ্য শুদ্ধি তত আবশ্যক করে না। ইহাতে এরূপ মনে করিবেন না যে আমি বাহিরের সাধনগুলিকে একবারেই অকর্ম্মণ্য বলিয়া ত্যাগ করিতে বলি। বাহিরের শুদ্ধি অন্তর

শুদ্ধির সহায়তা করে এ জন্যই গ্রহণীয়। ভগবান মনু বলিয়াছেন।

"যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
যমান্ পতত্যকুর্ব্বাণো নিয়মান্ কেবলান ভজন্॥
অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥"

অর্থাৎ সর্ব্বদা যমই অবলম্বন করিবে কেবল নিয়ম অবলম্বন করিবে না এরূপ নহে, যমাচরণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিয়মাচরণ করিলে পতিত হইতে হয়। জল দ্বারা বাহিরের স্থূল শরীর সত্যাচার দ্বারা মন, ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জীবাত্মা ও বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা শুদ্ধ হয়। উপরোক্ত মতে ব্রাহ্মেরা কার্য্য করিয়া থাকেন। পুনশ্চ মদ্য পানকরা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী। অতএব ব্রাহ্মদিগের বিরুদ্ধে যে লোকেরা অন্যায় দোষারোপ করেন তাহা সম্পূর্ণ অলীক তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমাদিগের দেশে অনেকের আর একটী সংস্কার আছে যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম স্থষ্টিকর্ত্তা। আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি যে এই ধর্ম্ম পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিগণ যাজন করিতেন। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে একটীও নূতন মত প্রচার করেন নাই। জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে যখন স্থষ্টিতে ধর্ম্মের লোপ ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয় তখনই মহাত্মারা জগতে আবির্ভূত হইয়া সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে "পরোপকারায় সতাং বিভূতয়ঃ" অর্থাৎ পরোপকার জন্যই সাধু পুরুষেরা তনমন ও ধন হইয়া থাকেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু এই জন্যই অত্যন্ত দুঃখের সময় এরূপ মহাত্মাদিগকে জগতে প্রেরণ করিয়া সত্য ধর্ম্মের উদ্ধার করেন। এই ভারতভূমিতে যদি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, সাধু নানক, কবিরদাস, দাদু, রাজা রামমোহন রায়ও শ্রীদয়ানন্দ সরস্বতীর আবির্ভাব না হইত তবে কখনই সেই সনাতন ধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারিত না। আমি এই সমস্ত মহাত্মাদিগকে অবতার বলি না। ইহাঁরা সাধুপুরুষ। ঈশ্বর কখন অবতার রূপে আবির্ভূত হন না। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপীও অনন্ত। তিনি কখনই অন্তযুক্ত শরীরী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। তিনি শরীররহিত অতএব তাঁহাকে শরীরযুক্ত কল্পনা করা অজ্ঞানের কার্য্য। বেদাদি সত্য শাস্ত্রের মতেও যে ঈশ্বরের অবতার নাই তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়—যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

অর্থাৎ সেই সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম নির্ম্মল, অবয়ব বা শরীর রহিত, শিরা ও ব্রণ রহিত শুদ্ধ ও পাপরহিত হয়েন। তিনি সর্ব্বদর্শী ও মনের নিয়ন্তা। তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ। তিনি সর্ব্বদা প্রজাগণের যথোপযুক্ত সমস্ত অর্থ বিধান করিয়া থাকেন। ফল কথা মনুষ্যরূপে ঈশ্বর যে অবতীর্ণ হন না তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে মনুষ্যকে সংসার অর্থাৎ স্ত্রী পুত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হয় না। প্রকৃত ব্রাহ্মকে কর্ত্তব্যের অনুরোধে সমস্ত কার্য্যই করিতে হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন। পূর্ব্বকালে আর্য্য ঋষিগণ স্ত্রী পুত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মযাজন করিতেন না। বড় বড় ঋষিদিগের স্ত্রী পুত্রাদি সমস্তই ছিল।

তাঁহারা পরিবারবর্গের সহিত একত্রে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। মহাত্মা জনক রাজা হইয়াও ঋষিশ্রেষ্ঠ রূপে খ্যাত হয়েন। অতএব যদি লোকে ইচ্ছা করেন তবে তিনি এখনও ব্রাহ্মধর্ম্ম সেইরূপে যাজন করিতে পারেন।

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যোগশাস্ত্রে উভয় প্রকার যোগেরই উল্লেখ আছে। সাংখ্যদর্শনে লিখিত আছে যে যদিচ অষ্টাঙ্গ যোগ অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি জ্ঞানের সাধন স্বরূপ তথাপি মুখ্যাধিকারীর পক্ষে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পঞ্চাঙ্গ যোগ তত আবশ্যক হয় না, কারণ তাঁহারা কেবল ধারণা ধ্যান ও সমাধি দ্বারাই জ্ঞান ও যোগ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন অর্থাৎ যাঁহারা উত্তমাধিকারী তাঁহারা কেবল বৈরাগ্য সহিত ধ্যান হইতেই জ্ঞানসাধন যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে বলে "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" অর্থাৎ মনের বৃত্তি সকলকে নিরোধ বা রুদ্ধ করার নাম যোগ। এই মনোবৃত্তি আবার পাঁচ প্রকার, যথা

> বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ।
> প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ॥
>
> যোগ শাস্ত্র সমাধিপাদ ৫। ৬।

বৃত্তি পাঁচ প্রকার, এবং এই পঞ্চধা বৃত্তি আবার ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট এই দুই ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ রাগ দ্বেষ মোহ আদি বৃত্তি সংসার-দুঃখের কারণ এজন্য ক্লিষ্ট বলা যায় এবং অপর মৈত্রী করুণা বৈরাগ্যাদি সংসার-দুঃখের নাশক বলিয়া অক্লিষ্ট সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ প্রমাণ বিপর্য্যয় বিকল্প নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচ প্রকার মনের বৃত্তি। প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ প্রমাণকে প্রমাণ বৃত্তি বলে। যে জ্ঞান মিথ্যা অর্থাৎ যাহা পদার্থদর্শনের পর অন্যথা হইয়া যায় এই মিথ্যা জ্ঞানকে বিপর্য্যয়-বৃত্তি বলে। বাস্তবিক পদার্থ নাই অথচ কোন শব্দ প্রয়োগ জন্য যে একপ্রকার আকাশ-কুসুমবৎ মনোবৃত্তি জন্মে তাহাকে বিকল্প-বৃত্তি কহে। যে অজ্ঞানে সমস্ত মনোবৃত্তি লীন হয় তাহার আশ্রয় লইয়া যে মনোবৃত্তি উদিত থাকে তাহাকে অর্থাৎ তৎকালের তমোবৃত্তিকে নিদ্রাবৃত্তি বলে। প্রমাণবৃত্তির সংস্কারকে স্মৃতিবৃত্তি বলে। যোগকালে এই পাঁচ প্রকার মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ করিলে যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে। মহর্ষি কপিলও এবিষয় স্বীকার করেন। কারণ সাংখ্য দর্শনে লিখিত আছে "বৃত্তিনিরোধাত্তৎসিদ্ধিঃ" অর্থাৎ মনোবৃত্তি নিরোধ দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয়। এখন এই মন কিরূপে নিগৃহীত হয় তদ্বিষয়ে কিছু বলিতেছি। কোন কোন নবীন আচার্য্যের মত এই যে মনকে যথেচ্ছ কাম্য বস্তু উপভোগ করিতে দিবে। যখন মন উক্ত বিষয় ভোগ করিতে করিতে স্পৃহাশূন্য হইবে তখনই আপনা আপনি নিগৃহীত হইবে। অন্য কোন এক আচার্য্যের মত যে বল পূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। এই দুই আচার্য্যের মত তাদৃশ প্রশস্ত নহে। কারণ প্রথমতঃ কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা বাসনা নিবৃত্তি হয় না। ভগবান মনু বলিয়াছেন,

> "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

অর্থাৎ কাম্য বিষয় উপভোগ দ্বারা কামনার কদাচ শান্তি হইতে পারে না, পরন্তু অগ্নিতে যেরূপ ঘৃতাহুতি দিলে তাহা নির্ব্বাণ না হইয়া বরং আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে তদ্রূপ বিষয়-উপভোগের দ্বারা কামনার নাশ না হইয়া আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই জন্যই মহাত্মা ভর্ত্তৃহরি দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে "তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ॥" তৃষ্ণাকে ভোগ দ্বারা জীর্ণা করিতে পারিলাম না অর্থাৎ তৃষ্ণা সমভাবে রহিল কিন্তু আমরা নিজেই জীর্ণ হইলাম। দ্বিতীয়তঃ কেবল বাহ্য বল প্রয়োগ পূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করিলে যে কার্য্যসিদ্ধি হয় না তদ্বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। যথা

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

গীতা।

অর্থাৎ যে মূঢ় ব্যক্তি বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া মনে মনে শব্দ স্পর্শাদি স্মরণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করে সে মিথ্যাচারী। এখন যে বিষয়ভোগ করিলে এবং কেবল বাহ্য বল প্রয়োগ পূর্ব্বক বাহ্যেন্দ্রিয়কে নিরোধ করিবার চেষ্টা করিলে যে বাস্তবিক ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হয় না তাহা একপ্রকার প্রমাণিত হইল। এই মনোবৃত্তি নিগ্রহ সাধনের আমাদিগের আধ্যাত্মিক শাস্ত্রমতে দুইটী প্রধান উপায় আছে। প্রথম বিচার ও বৈরাগ্য, দ্বিতীয় অষ্টাঙ্গ যোগসাধন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রশ্নোত্তরে লিখিয়াছেন,

"কো দীর্ঘরোগো ভব এব সাধো।
কিমৌষধং তস্য বিচার এব॥"

অর্থাৎ শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছে যে দীর্ঘরোগ কাহাকে বলে, গুরু উত্তর করিলেন হে সাধো এই সংসারই মনুষ্যের দীর্ঘ রোগ। পুনরায় শিষ্য প্রশ্ন করিতেছে সেই দীর্ঘ রোগের ঔষধ কি, গুরু বলিতেছেন যে বিচারই তাহার ঔষধ অর্থাৎ যথার্থ শাস্ত্রানুযায়ী বিচার দ্বারা বিবেক জন্মে এবং ঐ বিবেক জন্যই সংসার-রোগের নিবৃত্তি হয়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও লিখিত আছে যে "দীর্ঘসংসাররোগস্য বিচারোহি মহৌষধং" অর্থাৎ সদসৎ বস্তুর বিচারের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে এবং তদ্দারাই জীব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। বাস্তবিক ব্রহ্মবিচার দীর্ঘকাল সংসারস্থিতি-রূপ রোগশান্তির পক্ষে মহৌষধ। গীতাশাস্ত্রে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মনোনিগ্রহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

"অসংশয়ং মহাবাহো মনোদুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেনতু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেনচ গৃহ্যতে॥"

হে মহাবাহো অর্জ্জুন! মন যে দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহা নিগৃহীত হইয়া থাকে। যোগশাস্ত্রও এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন, যথা—"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ॥" অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সমুদায় মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। যোগীর এই সময় একাগ্র ও নিরুদ্ধাবস্থা উদয় হইবার লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতএব এই দুই অবস্থাকে স্থায়ী রাখিবার জন্য অভ্যাস আবশ্যক করে, কারণ একমাত্র অভ্যাস দ্বারাই উহা দৃঢ় রূপ স্থায়ী হয়, অন্য উপায় দ্বারা তাহা হয় না। বৈরাগ্যাপেক্ষা অভ্যাসের ক্ষমতা অধিক; এমন কি, দৃঢ় অভ্যাসকে দ্বিতীয় স্বভাব বলা যায় ইহা সকলেই অবগত আছেন। যোগশাস্ত্র বলেন "তত্রস্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ" অর্থাৎ শুদ্ধ চিদাত্মাতে

শান্তভাবে চিত্তবৃত্তিকে স্থির রাখিবার জন্য অর্থাৎ মানসিক উৎসাহরূপ যত্ন দৃঢ় করিবার জন্য বারংবার চেষ্টার নাম অভ্যাস। অথবা চিত্তে যাহাতে রাজস ও তামস বৃত্তি উদিত না হয় তদ্রূপ যত্নবিশেষকে অভ্যাস বলা যায়। এই অভ্যাস কিরূপে করিতে হয় তদ্বিষয়ে গীতা শাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রের মত লিখিতেছি। এই অভ্যাসকেই কেহ কেহ অষ্টাঙ্গ যোগসাধন বলিয়া উল্লেখ করেন। পরন্তু এই অভ্যাস মধ্যে অষ্টাঙ্গ যোগের সমস্ত অঙ্গ সাধন না হউক ইহার মধ্যে গুটি কত সাধন আবশ্যক। যথা—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে—

"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরং ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে।
সমং কায়ং শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বংদিশশ্চানবলোকয়ন॥"

ইত্যাদি গীতা।

"যোগারূঢ় ব্যক্তি নিরন্তর নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া দেহ ও অন্তঃকরণের সংযম এবং আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তকে সমাহিত করিবেন। শুচি বা পবিত্র প্রদেশে নিজ আসন স্থির রাখিবে। এই আসন অতি উচ্চ অথবা অতি নিম্ন না হয়। প্রথমে কুশাসন তদুপরি মৃগাজিন তাহার উপর বস্ত্র আচ্ছাদিত করিতে হয়। এইরূপ আসনে বসিয়া জিতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় মনুষ্য আপন মনকে একাগ্র করিয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য সমাধি অভ্যাস করিবেন। যোগাভ্যাসী ব্যক্তি যত্ন পূর্ব্বক কায়, শির ও গ্রীবা সমান ও অচল ভাবে রাখিয়া নাসাগ্র দর্শন করিবে, অন্য কোন দিকে দৃষ্টি করিবে না। দেখুন উপরোক্ত গীতা শাস্ত্রের যোগাভ্যাসের যেরূপ নিয়ম লেখা আছে তাহার সহিত অষ্টাঙ্গ যোগের অনেকাংশে সাদৃশ্য দেখা যায়। যাহা হউক এই বিষয় অষ্টাঙ্গ যোগ বুঝাইবার কালে লিখিব। পুনশ্চ এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনোবৃত্তি নিরোধ সম্বন্ধে পাতঞ্জল দর্শন কিরূপ লিখিয়াছেন তাহাও জানা আবশ্যক।

পাতঞ্জল দর্শনে লিখিত আছে "তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ" অর্থাৎ মনোবৃত্তিনিরোধবিঘ্নকর দোষ সকল নিবারণের জন্য একতত্ত্ব অভ্যাস করিবে। একতত্ত্বাভ্যাসের দ্বারা যোগীর চিত্তে একাগ্রতাশক্তি প্রাদুর্ভূত হইবে। একাগ্রতাশক্তি প্রাদুর্ভূত হইলে বিক্ষেপ কি বিক্ষেপের উপদ্রব দুঃখাদি কিছুই থাকিবে না। এতদ্ভিন্ন আরও অভ্যাসের উপায় আছে যথা—

"মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্॥"

যোগশাস্ত্রসমাধিপাদ। ৩৩ সূত্র।

অর্থাৎ সুখ দুঃখ পুণ্য ও পাপবিষয়ে যথাক্রমে যোগী মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিবে। কেননা ইহার দ্বারাই চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে। পরের সুখে সুখী হইবে, পরের সুখে ঈর্ষা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পরের সুখে সুখী হইতে অভ্যাস করিলে যোগীর মনের ঈর্ষা-দোষ নষ্ট হয়। পরের দুঃখে দুঃখিত হইতে শিখিলে যোগীর মনের বিদ্বেষ ভাব নষ্ট হয়।

আপনার পুণ্যে বা আপনার শুভানুষ্ঠানে যেমন হৃষ্ট হওয়া যায় অপরের পুণ্যে অপরের শুভানুষ্ঠানেও সেইরূপ

হৃষ্ট হওয়া উচিত,এইরূপে মুদিতা অভ্যাস করিতে শিখিলে মনের অসূয়ানল নষ্ট হয়। অপরে নিন্দা করিলে তাহাতে উপেক্ষা করিবে, এই উপেক্ষা করিতে শিখিলে মনে ক্ষমাগুণ বৃদ্ধি হয়। চিত্ত নির্ম্মল হইয়া একাগ্রযোগ্য হইলে তাহাকে স্থির করিবার আর একটী উপায় আছে। যথা—

"প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং প্রাণস্য ॥"

যোগশাস্ত্র সমাধিপাদ ৩৪ সূত্র।

প্রাণকে সম্যক্ সংযত অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ নিরোধ করিবে, প্রাণের গতি যদি ইচ্ছাধীন হয় তাহা হইলে চিত্তকে সহজে অনুকূল অর্থাৎ স্থির করা যায়। প্রাণবায়ুর চলনে মনের চলন, প্রাণের নিরোধে মনের নিরোধ, প্রাণের স্থিরতায় মনের স্থিরতা হয়। কাম ক্রোধ লোভ ও মোহ প্রভৃতি যে কিছু মনোদোষ তাহা সমস্তই প্রাণগতির দোষে উৎপন্ন হয়। প্রাণগতি যদি বিশুদ্ধ হয় তবে মনোদোষও নিরারিত হয়। পুনশ্চ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে চিত্তকে একাগ্র করিতে হইলে বৈরাগ্যের দ্বারা চালিত হইয়া অভ্যাস করিতে হয়। পাতঞ্জল বলিয়াছেন

"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্॥"

যোগশাস্ত্র ! ১৫।

অর্থাৎ দৃষ্টবিষয় ও শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বিষয় এই দুই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ হইতে পারিলে বশীকার নামক বৈরাগ্যের উদয় হয় অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগস্পৃহা বর্জ্জনের নাম বৈরাগ্য। বিচার দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ের ক্ষণভঙ্গুরত্ব দোষ দৃষ্ট হয় এবং তাহা হইতে বৈরাগ্য জন্মে। এই বৈরাগ্য আবার শাস্ত্রানুসারে চারি ভাগে বিভক্ত ; যথা যতমান, ব্যতিরেক একেন্দ্রিয় ও বশীকার। বিচার আদি দ্বারা যখন মনে বাসনা ত্যাগের চেষ্টা জন্মে সেই প্রথম বৈরাগ্যের নাম যতমান। প্রথম বৈরাগ্য উদয়ের পরে যখন বুঝিতে পারা যায় যে, কোন এক বিষয়ের অনুরাগ মনে প্রবল ভাবে আছে তখন বৈরাগ্যবান ব্যক্তি উপায় দ্বারা তাহা ত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন, ইহাকেই ব্যতিরেক বৈরাগ্য বলে। যখন মনে আর বিশেষ কোন বিষয়ের অনুরাগ থাকে না অথচ পূর্ব্বসংস্কার বশত অতি সামান্যরূপে কখন কদাচ ঔৎসুক্য উপস্থিত হয় তাহাকে একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য বলে এবং যখন সেই ঔৎসুক্য পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া বিষয়ানুরাগের সংস্কার গুলিরও লয় হয় তাহাকে বশীকার বৈরাগ্য বলে। এখন বৈরাগ্যের বিষয় সামান্যরূপে কথিত হইল। কোন কোন ঋষির মতে মন শাসন করিতে হইলে আধ্যাত্মবিদ্যালাভ, সজ্জন-সমাগম, বাসনা ত্যাগ ও প্রাণ স্পন্দন নিরোধ এই চারিটি উৎকৃষ্ট উপায়। মনঃসংযম করিতে হইলে সর্ব্বাবস্থাতেই জ্ঞান ও বিচারের আবশ্যক। বাস্তবিক অষ্টাঙ্গ যোগেও সমাধি ও জ্ঞান প্রাপ্তির জন্যই সমস্ত ক্রিয়াযোগ সাধন এই অষ্টাঙ্গ যোগেও বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গের সহায়ক বলিয়াই গ্রহণীয় নচেৎ বহিরঙ্গ সাধন জন্য বহিরঙ্গের আবশ্যক নাই। যদি কেহ বহিরঙ্গ সাধন না করিয়া অন্তরঙ্গ সাধন করিতে পারেন তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না ও অনেক স্থলে উত্তমাধিকারিগণ যোগের বহিরঙ্গ অর্থাৎ যম নিয়ম, আসন প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার ও বিশেষতঃ প্রাণায়াম সাধন না করিয়াও কেবল বিচার ও বিবেক দ্বারা মন নিগ্রহ করণে সমর্থ হইয়াছেন এরূপও দেখা যায়। যাহা হউক আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে যে

মনুষ্য বাস্তবিক ইন্দ্রিয়নিগ্রহে ইচ্ছুক তিনি যেন কদাচ বৈরাগ্যকে ত্যাগ করিয়া কেবল প্রাণায়ামের দিকে ধাবিত না হন, কারণ তাহাতে তিনি কদাচ সিদ্ধি লাভে সমর্থ হইবেন না। কেবল বিচার বৈরাগ্য দ্বারা কার্য্য হইতে পারে কিন্তু বিচার বৈরাগ্য বিহীন প্রাণায়ামের দ্বারা কদাচ কার্য্যসিদ্ধি হয় না এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন,

"অর্থস্য নিশ্চয়োদৃষ্টো বিচারেণ হিতোক্তিতঃ।
ন স্নানেন ন দানেন প্রাণায়ামশতেন বা॥"

বিবেক চূড়ামণিঃ।

অর্থাৎ সদসদ্ বস্তুর বিচার ও গুরু-বাক্য দ্বারা পদার্থের নিশ্চয় দৃষ্ট হয় কিন্তু স্নান দান ও শত শত প্রাণায়াম দ্বারা উহা কখন হয় না। এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক যে যোগের বহিরঙ্গ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইলে অভ্যাস-কর্ত্তার নীরোগ শরীর হওয়া আবশ্যক নচেৎ রুগ্ন শরীরে প্রাণায়াম দ্বারা অনেক সময়ে বিঘ্ন ঘটিতে দেখা যায়।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে মন নিগ্রহ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ লিখিত আছে। তন্মধ্যে দুই চারিটি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি যথা :—

"শাস্ত্রসঙ্গমতীক্ষ্ণেণ চিন্তাতপ্তমতাপিনা।
ছিন্ধি স্বময়সেবায়ো মনসৈব মুনে মনঃ।
তস্য চঞ্চলতাযৈষা ত্ববিদ্যা রাম সোচ্যতে।
তামেব বাসনানাম্নীং বিচারেণ বিনাশয়॥
মন এব সমর্থং স্যাৎ মনসো দৃঢ়নিগ্রহে।
অরাজা কঃ সমর্থঃ স্যাদ্রাজ্ঞো রাঘব নিগ্রহে॥
সমতা শান্তনেনাশু ন দ্রাগিতি শনৈঃ শনৈঃ।
পৌরুষেণ প্রযত্নেন লালয়েচ্চিত্তবালকম্॥"

অর্থাৎ হে মুনে! যেমন একটি লৌহ দ্বারা অপর লৌহ ছিন্ন হইয়া থাকে তাহার ন্যায় তুমি শাস্ত্রচর্চ্চার সাহায্যে তীক্ষ্ণ তাপবিরহিত মন দ্বারা মনের ছেদ বিধান করিবে। হে রাম, মনের যে চঞ্চল শক্তি তাহাকেই পণ্ডিতেরা অবিদ্যা সংজ্ঞা প্রদান করেন, তুমি বাসনা নাম্নী সেই অবিদ্যাকে বিচার দ্বারা বিনাশ কর। হে রাঘব, মনই কেবল মনের নিগ্রহ-কারণ, যিনি রাজা নহেন তিনি কি কখন অন্য রাজাকে নিগ্রহ করিতে পারেন? মন রূপ শিশুকে যত্ন পূর্ব্বক পৌরুষ দ্বারা অল্পে অল্পে শান্ত করিয়া লালন পালন করা উচিত, এককালে বাধ্য করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। এই জন্যই মনুসংহিতাতে স্পষ্ট লিখিত আছে,

"ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ॥"

অর্থাৎ জ্ঞানালোচনা দ্বারা যেরূপ ইন্দ্রিয়গণ ক্রমে ক্রমে উপশান্ত হয় বিষয় উপভোগ করিতে না দিয়া কেবল বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবৃত্তি করিবার প্রয়াস পাইলে তদ্রূপ হয় না। মনঃসংযমী পুরুষ যে আনন্দ উপভোগ করেন তাহা অবিবেকী ব্যক্তি কদাচ প্রাপ্ত হইতে পারে না, কারণ অবিবেকী ব্যক্তির আপন অবশীভূত ইন্দ্রিয়গণই তাহার দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। উপনিষদে লিখিত আছে যে,

"যস্ত্ব বিজ্ঞানবান ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ" ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অবিবেকী ও যাহার মন অবশীভূত তাহার ইন্দ্রিয়গণ সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশে না থাকিয়া বিপদগ্রস্ত করে। যে ব্যক্তি জ্ঞানবান্ এবং স্ববশচিত্ত তাহার ইন্দ্রিয়গণ সারথির বশীভূত অশ্বের ন্যায় বশীভূত থাকে। এই জন্যই শাস্ত্রে লিখিত আছে,

"ধর্ম্মার্থৌ যঃ পরিত্যজ্য স্যাদিন্দ্রিয়বশানুগঃ।
শ্রীপ্রাণধনদারেভ্যঃ ক্ষিপ্রং স পরিহীয়তে॥
দান্তঃ শমপরঃ শশ্বৎ পরিক্লেশং ন বিন্দতি।
ন চ তপ্যতি দান্তাত্মা দৃষ্ট্বা পরগতাং শ্রিয়ং॥"

অর্থাৎ যিনি ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণের অধীন হন তিনি শ্রী প্রাণ ধন ইত্যাদি পদার্থ হইতে পরিচ্যুত হইয়া থাকেন। যিনি ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করিয়াছেন তাঁহাকে বারংবার ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় না। শান্তচিত্ত ব্যক্তি পরশ্রী দেখিয়া কদাচ কাতর হন না। উপরোক্ত মর্ম্মের শ্লোক আমাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে যথেষ্ট পাওয়া যায় উদাহরণ স্বরূপ দুই একটী এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম মাত্র। এখন ইন্দ্রিয়নিগ্রহ জন্য অষ্টাঙ্গ যোগ সামান্য রূপে কহিতেছি, যথা—

পাতঞ্জল দর্শনের সাধন পাদে লিখিত আছে,

"যমনিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহারধারণাধ্যান সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।"

অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি যোগের এই আট অঙ্গ। তন্মধ্যে যম কাহাকে বলে শুন,

"অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।"

যোগশাস্ত্র ২।৩০।

অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচ প্রকার কার্য্যের নাম যম। শাস্ত্রে লিখিত আছে "মনোবাক্‌কায়ৈঃ সর্ব্বভূতানামপীড়নং অহিংসা" অর্থাৎ কায়, মন, বাক্য দ্বারা সমস্ত প্রাণীর প্রতি অপীড়নকে অহিংসা বলে। যোগ শাস্ত্রে লিখিত আছে "অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" অর্থাৎ চিত্ত হিংসাশূন্য হইলে তাহার সমীপে বৈরত্যাগ হয় অর্থাৎ হিংসা ত্যাগ করিলে শত্রুরও বৈরভাব থাকে না। সত্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে "পরহিতার্থং বাঙ্‌মনসোর্যথার্থত্বং সত্যম্" অর্থাৎ পরের অকপট হিতজন্য বাক্য এবং মনকে যথাদৃষ্ট, যথাশ্রুত ও যথানুভূত বিষয় ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত করাকে সত্য বলে। অস্তেয় সম্বন্ধে লিখিত আছে "অন্যায়েন পরধনাদিগ্রহণং স্তেয়ং তদ্ভিন্নমস্তেয়ম্" অর্থাৎ অন্যায় উপায় দ্বারা পরদ্রব্য গ্রহণ করাকে স্তেয় বলে, ইহার বিপরীত ভাবকে অস্তেয় বলে অর্থাৎ স্বামীর অসমক্ষে বা ছল, বল, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা বা বেদবিরুদ্ধ উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার কোন বস্তু গ্রহণ করাকে স্তেয় বলে এবং এই স্তেয় বৃত্তিকে মন বাক্য ও কার্য্য দ্বারা ত্যাগ করাকে অস্তেয় বলে। চৌর্য্য বৃত্তিকে কায়িক স্তেয় বলে, বাক্যের অপলাপকে বাচনিক স্তেয় বলে ও দম্ভাদিকে মানসিক স্তেয় বলে। এই তিন প্রকার বৃত্তি ত্যাগকে অস্তেয় বলা যায়। যখন যোগীরা পরস্বাপহরণ স্বপ্নেও জানেন না তখন তাঁহারা সর্ব্বরত্ন লাভের তৃপ্তি অনুভব করেন, এই জন্যই যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে "অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্" অর্থাৎ অস্তেয় বৃত্তি সুসিদ্ধ হইলে সর্ব্বরত্নলাভ হয়। ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ শুক্রধারণ ও বেদাদি শাস্ত্রের পঠন পাঠন। শরীরে যদি শুক্র ধাতু প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি অর্থাৎ প্রকাশ শক্তি বাড়িয়া যায়। যিনি অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন করিতে ইচ্ছুক তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য অত্যাবশ্যক। মনুর মতে যদি গৃহস্থ কেবল পুত্রার্থে ঋতুকালগামী হন তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না। যোগীর পক্ষে অষ্ট মৈথুন অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তন কেলি

রক্ষণ ইত্যাদি ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এখন অপরিগ্রহ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার কিরূপ কহিয়াছেন তাহা বলিতেছি। আমার এই হউক, উহা হউক ইত্যাদি তৃষ্ণাকে পরিগ্রহ বলা যায়। অতএব যাহা দেহ রক্ষার্থে একান্ত আবশ্যক তাহা ভিন্ন অন্য সমস্ত ত্যাগ করাকে অপরিগ্রহ কহে। শাস্ত্রে লিখিত আছে "দেহরক্ষাতিরিক্তভোগসাধনাস্বীকরণং অপরিগ্রহং"। অর্থাৎ দেহরক্ষার অতিরিক্ত ভোগ সাধন দ্রব্য অস্বীকার করাকেই অপরিগ্রহ বলা যায়।

এখন যম কাহাকে বলে সামান্য রূপে কথিত হইল। সম্প্রতি নিয়ম কাহাকে বলে বলিতেছি। পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রে লিখিত আছে "শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।" অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই পাঁচটী ক্রিয়ানুষ্ঠানকে নিয়ম বলে। শৌচ শব্দে পবিত্রতা বুঝায়। এই শৌচ বাহ্য ও আভ্যন্তর রূপ দুই ভাগে বিভক্ত। বাহ্য শৌচে বাহিরের বস্তু যথা গৃহ বস্ত্র শয্যাদি তথা স্থূল শরীরের পবিত্রতা বা শুদ্ধি বুঝায়। যোগীর পক্ষে রাগদ্বেষ পক্ষপাতাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর তথা জল মৃত্তিকা আদি দ্বারা স্থূল শরীর ও অপরাপর আবশ্যক পদার্থ গুলিকে পবিত্র রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাকেই শৌচ কহে। সন্তোষ শব্দে তৃপ্তি বুঝায় অর্থাৎ যাহা অনায়াসে লভ্য তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিবে। এইরূপ সন্তোষ অভ্যাস করিয়া সিদ্ধ হইলে যোগী এক প্রকার উপমারহিত মহৎ সুখ প্রাপ্ত হন যাহা অপরে প্রাপ্ত হইতে পারে না। অর্থযুক্ত প্রণব মন্ত্রের ধ্যানকে তপস্যা কহে। যোগী তপোনিষ্ঠ হইলে অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত তপস্যায় রত হইলে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের আবরণ নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উপর যোগীর সম্পূর্ণ ক্ষমতা জন্মে। স্বাধ্যায় অর্থে বেদাদি শাস্ত্রের পাঠ ও সৎবিচার বুঝায়। ঈশ্বরে চিত্ত নিবেশ করাকে ঈশ্বরপ্রণিধান বলে। এই ঈশ্বরপ্রণিধান যখন যোগীর পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয় তখন তিনি অন্য সাধন না করিলেও উৎকৃষ্টতর সমাধিলাভ করিতে পারেন। এই ঈশ্বরপ্রণিধাণকেই ভক্তিযোগ বলে। কাষ্ঠলোষ্ঠাদিকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করিলে তাহাকে ঈশ্বরপ্রণিধান বা ভক্তিযোগ বলে না।

এখন নিযম কাহাকে বলে তাহা সামান্যরূপে কথিত হইল। অষ্টাঙ্গ যোগের তৃতীয় অঙ্গ আসন। পাতঞ্জল দর্শনে লিখিত আছে "স্থিরসুখমাসনম্।" অর্থাৎ চিত্তে কোন রূপ উদ্বেগ বা বিঘ্ন না জন্মে এরূপ ভাবে উপবেশন করার নাম আসন। অভ্যাস দৃঢ় হইলে আসন করিতে কোনরূপ ক্লেশ হয় না। এখন প্রাণায়াম কাহাকে বলে বলিতেছি। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে,

'তস্মিন সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।'

অর্থাৎ আসন স্থির হইলে যে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি অবরোধ হয় তাহাকে প্রাণায়াম বলে। অথবা শ্বাস প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে অধীন করা বা স্থান বিশেষে বিধৃত করাকে প্রাণায়াম বলে। এই প্রাণায়াম তিন প্রকার, যথা বাহ্যবৃত্তি, অভ্যন্তর বৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি। অর্থাৎ শরীরস্থ বায়ুকে বাহিরে স্থাপন করার নাম বাহ্য বৃত্তি বা রেচক। বাহিরের বায়ু নিশ্বাস দ্বারা আকর্ষণ করিয়া শরীর মধ্যে পূর্ণ করাকে অভ্যন্তর বৃত্তি বা পূরক

কহে। রেচক ও পূরক কোন কার্য্যই না করিয়া অন্তরস্থ প্রপূরিত বায়ুকে শরীর মধ্যে অবরোধ করাকে অভ্যন্তর বৃত্তি বা কুম্ভক বলে। এই তিন প্রকার প্রাণায়াম দেশ কাল ও সংখ্যার দ্বারা দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম-রূপে সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ ইহাকেই চতুর্থ প্রাণায়াম বলে। প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলেই চিত্তকে যথেচ্ছ নিয়োগ করা যায়। তখন চিত্তের যথার্থ স্বভাব, স্বরূপ অথবা পূর্ণ প্রকাশ শক্তি আবিষ্কৃত হয় এবং এই জন্যই প্রাণায়াম সিদ্ধি দ্বারা ধারণা শক্তি জন্মে।

এখন প্রত্যাহার কি তাহা বলিতেছি। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে "স্ব স্ব বিষয়-সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইতীন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ। ততঃ পরমবপাতেন্দ্রিয়াণাম্" অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রূপাদির প্রতি ধাবিত হয় অর্থাৎ তাহাতে আসক্ত হয়, সেই ইন্দ্রিয়াদির আপন আপন বাহ্য-গতি (মুখ) ফিরাইয়া আনা অর্থাৎ তাহা-দিগের সেই আসক্তি নষ্ট করাকে প্রত্যা-হার বলে। অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন কার্য্য অর্থাৎ পদার্থ গ্রহণ বিমুখ হইয়া চিত্তের অনুযায়ী হইয়া চলে তাহাকেই প্রত্যাহার বলে। উপরোক্ত পাঁচটী যোগাঙ্গ যোগের বহিরঙ্গ অর্থাৎ ধ্যান ধারণা ও সমাধিরূপ অন্তরঙ্গের প্রধান সহায়। এখন ধারণা কি তাহা বলিতেছি। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে "দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।" অর্থাৎ চিত্তকে নাসাগ্র হৃদয়াদি দেশ বিশেষে বন্ধন করার নাম ধারণা। রাগ দ্বেষাদিশূন্য হইয়া মৈত্র্যাদি ভাবনার দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া, যম নিয়মাদি সিদ্ধ হইয়া, তৎপরে আসন আয়ত্ত করিয়া, প্রাণগতি বশীভূত করিয়া যোগী পদ্মাসন আদি যোগাসনে উপবেশন করেন। তৎপরে ইন্দ্রিয়গণকে আপন আপন বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া যোগী মনের সহিত মিশাইয়া দেন। তৎ পরে নাসাগ্র ভ্রূমধ্যে হৃদ্‌পদ্মাদি আধ্যাত্মিক প্রদেশে চিত্তকে স্থির রাখেন। ফলতঃ ধারণ করার নাম ধারণা। সেই ধারণা যদি স্থায়ী হয় তবে ক্রমে তাহাই ধ্যান হইয়া দাঁড়ায়। এখন ধ্যান কাহাকে বলে বলিতেছি। "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্॥" অর্থাৎ হৃদয় আদি আধ্যাত্মিক প্রদেশে যে ধ্যেয় বস্তুর জ্ঞান হয় তাহাকে ধ্যান বলে। অথবা ধারণীয় পদার্থে যখন চিত্তবৃত্তির এক-তানতা জন্মে তাহাকেই ধ্যান বলে। অর্থাৎ ধারণা যদি প্রবাহাকারে প্রবাহিত হয় তবে তাহাকেই ধ্যান বলা যায়। এখন সমাধি কাহাকে বলে তাহা বলিতেছি। যথা—

"তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ॥"

অর্থাৎ যখন ধ্যানকালীন অর্থ বা ধ্যেয় বস্তুর সংস্কার মাত্র থাকে ও আপনার স্বরূপশূন্য হইয়া যায় তাহাকেই সমাধি বলে। যখন ধ্যান কেবল ধ্যেয় বস্তুকেই প্রকাশ করে যোগী তৎকালে এরূপ আ-নন্দ উপভোগ করেন যে তাঁহার বাহ্য বিষয়ের দিকে আদৌ দৃষ্টি থাকে না, এমন কি তিনি আপনাকেও ভুলিয়া যান এবং সমাধি সুখ লাভ করেন।

বেদব্যাখ্যা।

(শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী-স্বামীকৃত।)

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি এই ঃ—

"ওঁ। অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্ন ধাতমম্" ॥১॥

এই মন্ত্রে ও এ সূক্তের অন্তর্গত সমুদায় মন্ত্রেই অগ্নি নামে অভিহিত পরব্রহ্মের স্তুতি করা হইয়াছে বলিয়া এই সূক্তকে "আগ্নেয় সূক্ত" বলে। উদ্ধৃত মন্ত্রে ৮টি পদ আছে; যথা,—"অগ্নিম্ ১। ঈলে ২। পুরঃ হিতম্ ৩। যজ্ঞস্য ৪। দেবম্ ৫। ঋত্বিজম্ ৬॥ হোতারম্ ৭। রত্নধাতমম্ ৮।" ইতি পদপাঠঃ।

ভাষ্য।

১ অগ্নিম্। অগ্নি দ্বিবিধ। ১ম, উপাস্য দেবতা, ২য়, দাহ্যাদিগুণ বিশিষ্ট ভৌতিক অগ্নি। সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর বৈদিক ঋষিগণ কর্তৃক অগ্নি নামে উপাসিত হইয়াছেন। নিম্ন লিখিত মন্ত্রটি এই কথার প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধৃত হইতে পারে। যথা,—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথোদিব্যঃ স সুপর্ণো-গরুত্মান্।
একম্ সদ্বিপ্রাবহুধা বদন্ত্যগ্নিযমংমাতরিশ্বানমাহুঃ॥"
ঋগেদ ১।১৬৪।৪৬।

নিরুক্তসম্মত অর্থ,——দেবতাতত্ত্ববিৎ মেধাবীগণ এক অগ্নিকে ইন্দ্র (ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট), মিত্র (মৃত্যু ভয় পরিত্রাতা) বরুণ (পাপনিবারক), দিব্য, সুপর্ণ (জগতের সুপালক) গরুত্মান্ (আদিত্য) প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। অগ্নিকেই যম (নিয়ন্তা) ও মাতরিশ্বা (অন্তরীক্ষে প্রবহমান বায়ু) বলে (ক)।" অর্থাৎ এক পরব্রহ্ম ইন্দ্র চন্দ্রাদি বিবিধ নামে বাচ্য ও তিনিই অগ্নি। যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতাতেও ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া যায় যথা,—

"তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্ বায়ুস্তদু চন্দ্রমা।
তদেব শুক্রস্তদ্ ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ" ॥ ৩২।১

অর্থাৎ তিনি অগ্নি, তিনি আদিত্য, তিনি বায়ু, তিনি চন্দ্রমা, তিনি শুক্র (তেজঃ), তিনি জল, তিনি প্রজাপতি, তিনিই ব্রহ্ম।" এতাবতা অগ্নি যে ব্রহ্মের নামান্তর তাহাই প্রমাণিত হইল। এই প্রথম সূক্তের ৫ম মন্ত্রে অগ্নি সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা দ্বারা অগ্নি ও পরব্রহ্মের অভিন্নতা দৃঢ়ীভূত হয়। ৫ম মন্ত্রটি এই,

"অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রঃশ্রবস্তমঃ।
দেবো দেবেভিরাগমৎ" ॥ ১।১।৫।

এই মন্ত্রে অগ্নিকে হোতা (হু-দানে) অর্থাৎ দাতা, কবিক্রতুঃ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বজগৎকর্ত্তা, সত্য অর্থাৎ অবিনাশী, চিত্রঃশ্রবস্তমঃ অর্থাৎ অত্যাশ্চর্য্য যশোযুক্ত বলা হইয়াছে। এই সকল গুণ এক পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কাহাতে সম্ভব? এই নিমিত্ত শতপথ ব্রাহ্মণে (খ) স্পষ্টতঃই কথিত হইয়াছে যে,—

'ব্রহ্মহ্যগ্নিঃ'। শতপথ ব্রাহ্মণ ১কাণ্ড ৫ম অঃ। ব্রহ্মই অগ্নি অর্থাৎ ব্রহ্ম অগ্নি নামে অভিহিত হয়েন।

"আত্মা বা অগ্নিঃ" শতপথ ৭ কাণ্ড ২ অধ্যায়। আত্মার অপর এক নাম অগ্নি।

"অয়ং বা অগ্নিঃপ্রজাশ্চ প্রজাপতিশ্চ।"
শতপথ ৯কাণ্ড ১অঃ।

অথবা এই অগ্নি প্রজা ও তিনিই প্রজাপতি। এখানে প্রজা অর্থে ভৌতিক

(ক) এই অনুবাদটি মৎকৃত হইলেও নিরুক্ত সম্মত। যাঁহারা মনে করেন, ঋগ্বেদে একেশ্বরবাদ নাই তাঁহাদিগকে আমরা এই মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিতে অনুরোধ করি।

(খ) ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি বেদের সুপ্রাচীন বিস্তীর্ণ ব্যাখ্যা পুস্তক। এই নিমিত্ত পাণিনী বলিয়াছেন,— "ব্রাহ্মণো বেদস্য ব্যাখ্যানং।"

অগ্নি ও প্রজাপতি অর্থে ঈশ্বর। এতাবতা অগ্নিই ঈশ্বর।

"সংবৎসরো বা অগ্নির্বৈশ্বানরঃ।"

শতপথ ৬ কাণ্ড ৬অঃ।

অগ্নি সংবৎসর স্বরূপ। তিনি বৈশ্বানর (গ) অর্থাৎ বিশ্বের নেতা।

"অগ্নির্বৈ দেবানাং ব্রতপতিঃ।"

শত পথ ব্রাহ্মণ ১কাঃ ১অঃ।

অগ্নিই দেবতাগণের অর্থাৎ বিদ্বান্ উপাসকগণের (ঘ) ব্রতপতি অর্থাৎ সত্যাচার নিয়ম পালনাদি ব্রতের পতি (ঙ) ঈশ্বর।

"এষবৈ দেবা ননু বিদ্বান্যদগ্নিঃ।"

শতপথ ১।৫।

এখানে অগ্নিকে বিদ্বান্ বলা হইতেছে। বিদ্যাবত্তা কখনই ভৌতিক অগ্নিতে সম্ভব নহে। সুতরাং এখানে অগ্নি অর্থে পরমেশ্বর। আবার অগ্নিকে "অমৃত" বলা হইয়াছে। যথা

"তেষু ভয়েষু মর্ত্তেষু অগ্নিরেবাঽমৃত আস।"

শতপথ ২।২

ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাতে অমৃতত্বের সম্ভাবনা আছে? উপনিষদাদিতেও অগ্নির পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা,—

"প্রাণোগ্নিঃ পরমাত্মেতি।"

মৈত্র্যুপনিষদ্ ৬ প্রপা ৯ খণ্ড।

অগ্নি প্রাণস্বরূপ; তিনি পরমাত্মা।

"এষহি খল্বাত্মেশানঃ শম্ভুর্ভবো রুদ্রঃ। প্রজাপতির্বিশ্বসৃক্ হিরণ্যগর্ভঃ সত্যং প্রাণো হংসঃ শাস্তা বিষ্ণুর্নারায়ণোঽর্কঃ সবিতা ধাতা বিধাতা সম্রাড্ ইন্দ্রইন্দুরিতি। য এষ তপত্যগ্নিরিব অগ্নিনাপিহিতঃ সহস্রাক্ষেণ হিরণ্ময়েণাণ্ডেণ এষ বা জিজ্ঞাসিতব্যোঽন্বেষ্টব্যঃ।"

মৈত্র্যুপনিষদ্ ৬ প্রপা ৮ খণ্ড।

অর্থাৎ অগ্নিই আত্মা, তিনিই ঈশান শম্ভু, ভব ও রুদ্র। তিনিই প্রজাপতি, বিশ্বসৃক, হিরণ্যগর্ভ, সত্য, প্রাণ, হংস, শাস্তা বিষ্ণু, নারায়ণ, অর্ক, সবিতা, ধাতা, বিধাতা, সম্রাট, ইন্দ্র, চন্দ্র ইত্যাদি। তিনি জিজ্ঞাসিতব্য ও অনুসন্ধেয়।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহের মধ্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণই সুপ্রাচীন। এই ব্রাহ্মণে লিখিত আছে,

"অগ্নির্বৈ সর্ব্বাদেবতাঃ" ইত্যাদি ১ পঞ্চিকা ১ অঃ।

ভাবার্থ এই যে, অগ্নির উপাসনা করিলে সকল দেবতার উপাসনা করা হয়। এই সকল প্রমাণে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ কি ভাবে অগ্নির উপাসনা করিতেন? পরব্রহ্ম জ্ঞানে অগ্নির অথবা পর ব্রহ্মকে অগ্নি নামে অভিহিত করিয়া উপাসনা করিতেন? না— আগুনে হাত পুড়িয়া যায়, গৃহদাহ হয় দেখিয়া ভয় বিস্মিত চিত্তে অগ্নির স্তবস্তুতি করিতেন? এক্ষণে পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাতা গণের মত প্রদর্শিত হইতেছে।

নিরুক্তকার যাস্ক বলেন—

অগ্নিঃ কস্মাৎ অগ্রণী ভবতি। অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে।,

'অগ্নি' নাম কোথা হইতে আসিল? তিনি সকলের অগ্রণী অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম বলিয়া তাঁহাকে অগ্নি বলে। যজ্ঞকালে অগ্রে তাঁহাকে প্রীত করিতে হয়। ইহাও অগ্নি নামের এক কারণ।" পূর্ব্ব প্রদর্শিত প্রমাণাবলীর সহিত একবাক্যতা করিলে এই যাস্কীয় উক্তির দ্বারাও অগ্নির ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়। ইহার পর যাস্ক স্থৌলাষ্ঠীবি ও শাকপূণি প্রভৃতির ব্যাখ্যা সম্মত ব্যুৎপত্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ সকল ব্যুৎপত্তি ভৌতিক অগ্নির পক্ষে প্রয়োজ্য। দ্বিতীয় প্রস্তাবে এই মন্ত্রের

(গ) বিশ্বানর শব্দের 'বিশ্বের নেতা' এই অর্থ নিরুক্ত সম্মত।

(ঘ) সায়ণ কোনও কোন স্থলে "দেব" অর্থে "দেবনশীল আর্য্য" গ্রহণ করিয়াছেন।

(ঙ) "দেবানাং বিদুষাং ব্রতং এতদ্ধবৈ দেবাব্রতং চরন্তি যৎসত্যং।" শতপথ ১।১।

দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা স্থলে আবশ্যক হইলে তৎসমস্ত উদ্ধৃত হইবে।

মনুসংহিতায় কথিত হইয়াছে,—

"প্রশাসিতারং সর্ব্বেষাং অণীয়াংসমণোরপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরং॥
এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিং।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতং॥"

১২ শ অঃ ১২২। ২৩ শ্লোক।

পূজনার্থক অঞ্চধাতু হইতে অগ্নি শব্দ সিদ্ধ হয়। এই সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এখানে অগ্নি অর্থে "পরমাত্মা" গ্রহণ করিয়াছেন।

২। "ঈলে" স্তুতি করিতেছি। অতএব "অগ্নিমীলে" অর্থে "সর্ব্বজ্ঞ, শুদ্ধ সনাতন, অজ, অনাদ্যন্ত, সর্ব্বব্যাপক, জগদাদি কারণ, স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর অগ্নিকে স্তুতি করিতেছি।"

ক্রমশঃ।

রাজা শশাঙ্ক।

অনেকে মনে করেন যে, বৌদ্ধ রাজা অশোকের রাজধানী পাটলীপুত্র এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে। ডাক্তার ওয়াডেল বলেন তাহা অমূলক। তিনি তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, সোন নদীর অন্যতম শাখা পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান পাটনা নগরের পশ্চিমে যেস্থানে গঙ্গার সহিত মিলিয়াছিল সেই সঙ্গম স্থানে পাটলীপুত্র অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধ রাজধানীর অনেক ভগ্নাবশেষ চিহ্ন এখনও তথায় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একখানি বৃহৎ শিলাখণ্ডে ধর্ম্মবীর বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন ছিল। কথিত আছে রাজা শশাঙ্ক এই পদাঙ্কিত প্রস্তর ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য রাজা শশাঙ্ক কে ও ইহাঁর রাজধানী বা কোথায় ছিল? ইনি এক জন মহা প্রতাপশালী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বঙ্গীয় রাজা ছিলেন। ইহাঁরই উপদ্রবে বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গালা ও বিহার হইতে উৎপীড়িত হইয়া তিব্বত, চীনপ্রভৃতি দেশে চিরকালের জন্য আশ্রয় পাইয়াছে। সুবিখ্যাত চীন পর্য্যটক হুএন সাং ইহাঁর সম্বন্ধে বলেন যে রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধ মঠ আশ্রমাদি বিনষ্ট করেন, বোধি বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করেন ও অন্যান্য অনেক প্রকারে বৌদ্ধদিগকে নির্য্যাতন করেন। এখন জিজ্ঞাস্য শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কি ছিল, ও ইহা কোথায় ছিল। ইহাঁর রাজধানীর নাম কর্ণ সুবর্ণ ছিল। কর্ণ অর্থে 'কান' ও সুবর্ণ অর্থে 'সোণা' বলে। হুএনসাং বলেন যে, 'তান-মো-লি-টি (তাম্রলিপ্তি—তমলুক) হইতে এই কর্ণ সুবর্ণ ৭০০ শত লি। ছয় লিতে যদি এক মাইল বা অর্দ্ধ ক্রোশ হয়, তাহা হইলে ৭০০ শত লিতে ১১৬⅔ মাইল। ফলত এই কর্ণ সুবর্ণ এক সময়ে অত্যন্ত জনাকীর্ণ স্থান ছিল। মিষ্টার বি বি এন ডিসেণ্ট মার্টিন ও জেনারেল কনিংহ্যাম্ অনুমান করেন যে কর্ণ সুবর্ণ সিংভূম বা মানভূম জেলায় ছিল। অন্যতম পুরাতত্ত্ববিৎ ফারগুসন বিবেচনা করেন যে, প্রাকৃতিক দৃশ্য সমস্ত লইয়া বিবেচনা করিলে বীরভূম জেলার অন্তর্গত সুরি তখনকার কর্ণ সুবর্ণ। কিন্তু ডাক্তার ওয়াডেল্ বিবেচনা করেন যে, হুএনসাংএর প্রদত্ত বিবরণের সহিত বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঞ্চন নগরের বিশিষ্টরূপ সৌসাদৃশ্য আছে। কেবল দূরতায় যা কিছু প্রভেদ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে বর্দ্ধমান জেলার কোন্ অংশে এই নগর ছিল। এই প্রশ্নের

উত্তরে বলা হইয়াছে যে বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে দামোদর অতি বেগবতী নদী। ইংরাজীতে ইহাকে 'দামুদা' বলে। ওয়াডেল বলেন যে এই দামুদা একটি সাঁওতালী বা মুণ্ডা কথা। ইহার অর্থ 'কাণ সোণা'। যেমন অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় নদীর নাম হইতে তন্নিকটস্থ নগর বা উপনগরের নাম হইয়া থাকে, যথা হুগলী নদী হইতে হুগলী সহর হইয়াছে; সেইরূপ কান সোণা (দামোদর) হইতে কান সোণা নগর কানসোন নগর (কাঞ্চন নগর) হইয়াছে। শশাঙ্কের সময়ে ইহা অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল; কালের বিচিত্র গতিতে ইহা এক্ষণে এক সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে। ইহা বর্দ্ধমান নগর অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। এখানে বৎসরে দুইবার মেলা হইয়া থাকে। কাঞ্চন নগরের থালা প্রভৃতি কাঁসা পিতলের তৈজসাদি অতি বিখ্যাত। এখানকার ধুতিও বিখ্যাত। ছুরি কাঁচি এই স্থান হইতে বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। বর্দ্ধমানের ভূত পূর্ব্ব কোনও এক রাজা কাঞ্চন নগর হইতে পিতল কাঁশাদির ব্যবসায় নূতনগঞ্জ নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে কাঞ্চন নগরেরর প্রতিষ্ঠার হ্রাস হইয়াছিল, কিন্তু একবারে তিরোহিত হয় নাই।

নূতন জগৎ।

পদতলে প্রজ্বলন্ত অনন্ত বালুকা রাশি,
দিগন্তে হাসিতেছিল মরীচিকা ছল-হাসি।
মরুমাঝে প্রবাহিত প্রবল অনল বায়,
হতেছিল অবসন্ন পরাণ মুমূর্ষু প্রায়।
বাসনা মরিয়াছিল ফুরাইয়াছিল খেলা,
শুকায়ে গিয়াছিল আশার মোহন মালা।
দূরে শুধু শুনিতাম শমনের পদধ্বনি,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তার ভীম আগমন গণি।
অবশেষে মরুমাঝে হইত সমাধি মোর
কেহ নাহি ফেলিতো গো এক বিন্দু অশ্রু লোর।
আজ কেগো সেথা হতে হেথায় আনিল মোরে,
নূতন জগৎ কেগো খুলিল এ আঁখি পরে।
হেথায় গাহিছে পাখী, বহিছে মলয় বায়,
চঞ্চলা তটিনী রাণী কূলে কূলে উছলায়।
নূতন বসন্ত হেথা শ্যাম ধরণীর প্রাণে,
জাগায় স্বপন শত চির হরষের গানে।
চির পূর্ণিমার নিশি হেথা নাহি হয় ভোর,
চির নিদ্রিতের মত ঘুমায় আঁধার ঘোর।
হেথায় প্রাণের মাঝে অনন্ত বাসনা জাগে,
মহান উল্লাস ভরে অধীর পরাণ মাঝে
শত প্রেম শত স্নেহ ঢালিতে এ বিশ্বপরে।
হেথা করুণার স্রোতে দ্রবিত হৃদয় ভরে,
কি এক আনন্দ বার্ত্তা পশে পরাণের পরে!
অসীম অনন্ত প্রেমে হৃদি উঠে উথলিয়া
আজ যবে হৃদি মাঝে সখা দাঁড়ালে আসিয়া।
ঐ পদস্পর্শে শত মোহের বন্ধন টুটে
শত মায়া মেঘ কাটি নূতন তপন উঠে।

প্রকাশ।

কার সুধা বাণী পশিতেছে প্রাণে?
কে আনিল অশ্রু এ শুষ্ক নয়নে?
মৃত প্রাণ আজ হলো সঞ্জীবিত,
আঁধার হৃদয় হলো আলোকিত,
ব্যাকুল পরাণ, লুঠাইছে আজ কাঁহার চরণে?
কার প্রেম হাস্যে ভরেছে জগত,
বহিতেছে বিশ্বে করুণার স্রোত?
কার প্রেম মূর্ত্তি প্রকাশিছে আজ এঅন্ধ নয়নে?
বদ্ধ হয়ে এই মায়া কারাগারে,
ভাবিতাম যাঁরে কত দুরান্তরে,

সব বিশ্বে হেরি তাঁর প্রেমানন
ভেসে যায় জলে এদীন নয়ন।

THE RELIGION OF LOVE

Intended For All Sects And Churches,

By A Hindu.

(Continued from page 241.)

CHAPTER XV.

Of Inspiration and its Universal Language.

1. Inspiration is elevation above our ordinary selves caused by divine influence, leading us to think, speak or act in an extraordinary manner for good. Belief in inspiration is common to all ages and countries. The phoenomenon itself is as universal as the belief. That God inspireth man is as much a truth as that God liveth. It is a part and parcel of our belief in God. There can be inspiration in every sphere of action. We shall speak in this chapter of religious inspiration only.

2. In moments of inspiration, an inspired religious man is raised above himself but at other times, he is a poor, shrunken, weak mortal, liable to error and sin. The principal characteristic of an inspired utterance is its utter freedom from error and its coming home to the intellect and the heart of men of all ages and countries.

3. Sometimes poets speak on the subject of religion as well as, or rather better than, prophets and religious preachers for they are as much inspired as prophets and religious preachers are. They give expression to inspired utterances on every other subject also.

4. There is a language in which inspired religious men of all ages and countries speak and that language is the same every where. There is a strange agreement between the inspired of all ages and countries.

5. The inspired of all ages and countries give every where the same instruction to affiction-stricken mankind and that instruction can be summed up in the following words:

(a) Be sinless.

(b) Be constantly conscious of the presence of God in all things.

(c) Love God with all your heart, all your mind, and all your strength.

(d) Be constantly united with God.

(e) Love all beings.

(f) Do good to all beings.

The above principles constitute the Religion of Love. The Religion of Love is no other.

We may deduce as a corollary from (e)

(g) Allow liberty of opinion in religion and tolerate all and every form of religious belief if it do not encourage immorality, considering that the first right of private judgment is to draw nearer to God in its own way. True love is always tolerant.

6. It is characteristic of inspired religious men that they do not dwell on dogmas and metaphysical reasoning about the nature of God, the nature of the soul, and the origin of morality but on love of God and love of man. One of them saith. "Iam the servant of love. I do not know creed or dogma." Another saith "My ears are stunned with the din of the noisy wrangle of the seventy two sects. My only religion is Love". The inspired men, quoted above, say this with reference to dispute about doctrine. As for metaphysical reasoning, the man, who intendeth not to follow religion before he has discovered its source by means of the metaphysics, acteth like the fool who, though thirsty, resolveth not to drink the water of a river before he has discovered its source. The inspired religious man appealeth to this deep instinctive craving of man for religion more than any thing else.

Whether a man conscientiously chooseth to stick to the venerable faith of his ancestors or as conscientiously changeth it for a better one, the Religion of Love, sketched above, can be availed of by him in any case. The Religion of Love doth not admit of church organization or sectarian movement but all churches and sects can partake of its benefits.

It hath been my endeavour to keep my sketch as free from sectarian tinge as possible Let this little book go among mankind and perform its sacred work of healing up animosities and dissensions between followers of different religions and promote concord and harmony among the nations of the earth. May Love reign over the whole earth! May it bless all mankind! *Om! Santi! Santi! Santi!* In the name of the Creator and Preserver of the universe, let there be Peace! Peace! Peace! *

---

* We can not better conclude a religious work than with an invocation of Peace according to the custom of the old Hindu writers.

সাংখ্য স্বরলিপি।

রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল।

জয় জয় পরব্রহ্ম অপার তুমি অগম্য পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর ভূমি, মঙ্গলের তুমি মূলাধার।
নানা-রস-যুত ভব, গভীর রচনা তব, উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়।
মহাকবি! আদি কবি! ছন্দে উঠে শশি রবি, ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়।
তারকা কনক-কুচি, জলদ-অক্ষর-রুচি, গীত লেখা নীলাম্বর পাতে।
ছয় ঋতু সম্বৎসরে, মহিমা কীর্ত্তন করে, সুখ-পূর্ণ চরাচর সাথে।
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি, বজ্ররবে রুদ্র তুমি ভীম।
তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি, ধ্যায় যুগ যুগান্ত অসীম।
আনন্দে সবে আনন্দে তোমার চরণ বন্দে, কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র তারা।
তোমারি এ রচনারি ভাব লয়ে নর-নারী হা হা করে নেত্রে বহে ধারা।
মিলি' সুর-নর-ঋভু প্রণমি' তোমায় বিভু, তুমি সর্ব্ব-মঙ্গল-আলয়।
দেও জ্ঞান দেও প্রেম, দেও ভক্তি দেও ক্ষেম দেও দেও ও-পদ-আশ্রয়।

তালি। ২ঃ (স্থা, অ, ভো আরম্ভ)।৩।০।১।
মাত্রা। ২ ।৩।৩।৩।

C ২... ... ...
স্থা। সা ধা½ -পা½। ধা ধা ধা। পা ধা। ধ্সা সা সা। ধা ধা। পা ম্পা½ -গা½ গ্পা।
স্থা। জ য় —। জ — য়। প র। ব্র — হ্ম। অ পা। র — — তু।

২... ... ...
।গা রে। র্গা রে সা। সা ধা½ পা½। ধা ধা ধা। পা ধা। ধ্সা সা সা। পা ধা।
।মি অ। গ — ম্য। প রা —ৎ। প — র। তু মি। সা — রাৎ। সা —।

২ ২ ।। ২ ২.. .. ..
।পা প্সা¾ -নি¼ -সা। ধা পা। গা রে সা। (অ)। পা ধা। ধ্সা¼ -নি¼ রে½ -সা½ সা।
।— — — —। — —। — — র্। (অ)। স ত্যে। র — — — আ।

.... ২.............. ....,.....,........... .... ২
।সা সা। সা½ -র্নি½ সা সা। সা রে। সা½ -রে½ -গা গা½ -রে½। রে সা। ন্সা নি ধা।
।লো ক। তু — — মি। প্রে মে। র — — আ —। ক র। ভূ — মি।

২ ... ... ২ ২
।পা ধা। ধা ধা ধা। পা ধা। ধ্সা সা সা। পা ধা। পা প্সা¾ -নি¼ -সা। ধা পা।
।ম ঙ্গ। লে — র। তু মি। মূ — লা। ধা —। — — — —। — —।

।গা রে সা। (স্থা-পু-আ করণান্তর)। (প্র-ভো)। গা গা। গা গা গা। গা গা।
।— — র্। (স্থা-পু-আ করণান্তর)। (প্র-ভো)। না না। র — স। যু ত।

।গ্মা¾ -গা¼ মা গা। র্গা রে। গা½ -মা½ পা পা। গা গা½ -রে½। "র্গা রে সা"।
। ভ — — ব। গ ভী। র — — র। চ না —। "ত — ব"।

অথবা "র্গা গা½ -রে½ সা"। সা ধা। ধা ধা ধা। পা পা। গা গা গ্পা। গা গা। গা গা রে।
অথবা "ত — — ব"। উ চ্ছ্ব। সি — ত। শো ভা। য় — শো। ভা —। — — —।

২ ২... ... ... ২ ... ...
।র্গা রে। সা সা সা। পা ধা। ধ্সা¾ -নি⅓ -রে½ -সা½ সা। সা সা। সা¾ -নি¼ সা সা।
। — —। — — য়্। ম হা। ক — — — বি। আ দি। ক — — বি।

... .
।সা রে। স½ -রে½ -গা গা½ -রে½। রে সা। ন্সা নি ধা। পা ধা। ধা ধা ধা। পা ধা।
।ছ ন্দে। উ — — ঠে —। শ শী। র — বি। ছ ন্দে। পু — ন। অ স্তা।

২... ... ... ২ ২
।ধ্সা সা সা। পা ধা। পা প্সা¾ -নি¼ সা। ধা পা। গা রে সা। (স্থা) সাঃ॥॥
। চ — লে। যা —। — — — —। — —। — — য়্। (স্থা) জ ॥॥

"জয় জয় পরব্রহ্ম" গানটীর অন্যান্য অভোগ সকল ঠিক প্রথম অভোগের ন্যায় গাহিতে হইবে।

পত্র।

বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনের আশ্রমধারী পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ স্বামী মধুবনী দ্বারবঙ্গ প্রভৃতি স্থানে বিশেষ উৎসাহের সহিত পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়া ছাপড়া গমনপথে আমাদিগের সমস্তিপুরে অবতরণ করিয়াছিলেন। ইনি এখানে বিগত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার অবস্থান করিয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন। শুক্রবারের কার্য্য সাধারণের যার পর নাই প্রীতিজনক হইয়াছিল। ঐদিন প্রাতঃকালে শ্রদ্ধেয় স্বামী মদীয় বাসভবনস্থ প্রার্থনা কুটীরে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং ২। ১ টী বিশ্বাসী বন্ধুও ইহাতে যোগদান করিয়া ছিলেন। কয়েকটী ধর্ম্মপিপাসু বন্ধুর অভিপ্রায়ানুসারে অত্রত্য বঙ্গ-নাট্য-গৃহে অপরাহ্নে স্বামীজীর ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সাধারণ-বিজ্ঞাপনের দ্বারা এই সুসংবাদ জনসাধারণকে জানান হইয়াছিল। ঐদিন অপরাহ্নে উপরোক্ত নাট্য গৃহে প্রায় শতাধিক বাঙ্গালী ও বিহারী ভদ্রলোকের সমাগম হয় এবং সকলেই স্বামীজীর বেদোক্ত শ্লোক ব্যাখ্যান ও বক্তৃতাদি শ্রবণ করেন। স্বামীজী ধর্ম্ম জীবন-লাভার্থ চরিত্র গঠন, নিরাকার পূজা, বেদে সাধারণের অধিকার, কর্ম্ম ও জ্ঞানোৎকর্ষে চণ্ডালের ব্রাহ্মণত্বাধিকার প্রভৃতি বিষয় শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ দ্বারা সকলকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া-দিয়াছেন। স্বামীজীর ন্যায় বেদবিশারদ সুপণ্ডিত প্রচারকের পক্ষে ত্রিহুতের ন্যায় স্থান যে একটী উপযুক্ত প্রচার ক্ষেত্র তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

সমস্তিপুর ১লা জুন ১৮৯৩। — শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী নিয়োগ।

১০ই বৈশাখ, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু।

অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা)
„ শ্রীনাথ মিত্র।
„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
„ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

ধনাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীজানকীনাথ ঘোষাল।
শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ট্রষ্টী।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় বৃহস্পতিবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর এক চত্বারিংশত্তম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক। সকলে যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্ম উপাসনা করিবেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪, বৈশাখ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩৩১ ৻১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৩২৬৭॥৵ ৫
সমষ্টি	৩৫৯৮॥৶৹
ব্যয় ...	৫৩৯। ৫
স্থিত	৩০৫৯।৴১৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ১১৭৲

নববর্ষের দান।

প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের পারিবারিক দান ১৯৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৲
" " ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৲
" " ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৲
" " প্রসন্নকুমার রায়চৌধুরী ১৲
শ্রীমতী ত্রৈলোক্য তারিণী দেবী ২৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৲
হাওলাত ৮৫৲

১১৭৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৬২॥৶৹

শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী চুঁচড়া ১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩।৶৹
" " মহিমচন্দ্র নন্দী শিলচর ১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩।৶৹
বৈশাখ মাসের পত্রিকা ১খণ্ড নগদ বিক্রয় ।৶৹
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, কুমারখালি ১৮১৫ শকের মাশুল ।৶৹
শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী সেরপুর ১৮১৩ নাং ১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ১০৶৹
" " রায় ললিতমোহন সিংহ চুঁচুড়া পত্রিকার মূল্য ও মাশুল হিসাবে ৭৲
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ শিলং ১৮১৩—১৪ শকের মূল্য ও মাশুল ৬৸৹
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ ত্রিপুরা ১৮১৪ শকের মাশুল ।৶৹
প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১খণ্ড নগদবিক্রয় ৪৲
শ্রীযুক্ত বাবু শশীমোহন দাস, সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, গৌহাটী ১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩।৶৹
" " চক্রধর সাহা আমতা ১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩।৶৹
" " প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী ১৮১৪ শকের বাকী মূল্য শোধ ১॥৹
১৮১৪ শকের আষাঢ় নাং আশ্বিন পর্য্যন্ত ৪ খণ্ড পত্রিকার নগদ বিক্রয় ৸৹
শ্রীযুক্ত রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮১৩ শকের ফাল্গুন নাং ১৮১৪ শকের মাঘ পর্য্যন্ত পত্রিকার সাহায্য ১২৲
১৮১৩ শকের বৈশাখ নাং পৌষ পর্য্যন্ত ৯ খণ্ড পত্রিকা নগদ বিক্রয় ২।৹
মাশুল ও ফিঃ আদায় ।৴৹
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, রাউলপিণ্ডি ১৮১৪ শকের মূল্য ও মাশুল ৩৶৹

৬২॥৶৹

১৭৯॥৶৹

পুস্তকালয় ...	৪ ৻১০
যন্ত্রালয় ..	১২৯৸৵ ৫
গচ্ছিত ...	৭॥৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১০৲
সমষ্টি	৩৩১ ৻১৫

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১০৬॥৴১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১০৩ ৴১০
পুস্তকালয়	৪৩ ৻১৫
যন্ত্রালয়	২০৪॥৴১০
গচ্ছিত	৬৭৸৶১৫
দাতব্য	১৪৲
সমষ্টি	৫৩৯। ৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ত্রয়োদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

শ্রাবণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

৫৮১ সংখ্যা | ১৮১৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

জগৎগ্রন্থ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

"কবির্ম্মনীষী" পরমেশ্বরই কবি—তিনি আদি কবি। তিনি মনের নিয়ন্তা—আদি গুরু। তাঁহার কবিত্ব কোথায় না দেখা যায়? এই জগৎই তাঁহার কাব্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে কি সুন্দর উপদেশ সকল বিবৃত রহিয়াছে! যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি ইহা পাঠ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করুন। এই গ্রন্থ জীবিত গ্রন্থ। ইহা মনুষ্যের মত কথা না কহিয়াও শিক্ষা দানে ক্ষমবান। এই যে সম্মুখস্থ অনন্ত আকাশ—ইহা কেমন নির্ম্মল—কেমন জ্যোতিখচিত। কি আশ্চর্য্য ইহার আকর্ষণী শক্তি! এই নির্ম্মল আকাশ কি আমাদিগকে নির্ম্মল ও পবিত্র থাকিতে ইঙ্গিত করিতেছে না? উজ্জ্বল নক্ষত্র সকল কি আমাদের হৃদয়-আকাশকে জ্ঞান ও প্রেমের জ্যোতিতে আলোকিত রাখিতে শিক্ষা দিতেছে না? আমরা এ আকাশ পাতখানি পড়িতে জানি না, জানিলে এই অমূল্য উপদেশ লাভ করিতে পারিতাম। সমীরণ উৎসাহের সহিত বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়া সঞ্চরণ করিয়া, কি অপূর্ব্ব ভাষাতেই ভগবানের স্তব স্তুতি করে। সে শব্দ কি মনোহর! ইহাই মনুষ্যকে ঈশ্বরের প্রেমগান করিবার জন্য আহ্বান করিয়া থাকে।

উন্নত পাদপ সকল যখন পুরাতন পত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন পত্র ধারণ করে—জটাজূটধারী খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ সকল তপস্বীবেশ ধারণ করিয়া যখন দণ্ডায়মান থাকে, তখন তাহাদিগকে দেখিলে, মনে কি অপূর্ব্ব ভাবেরই আবির্ভাব হয়! তাহারা যেন আপনাদের ভাষাতেই বলিয়া দেয় "বিবেক ও বৈরাগ্যের শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রকৃত তপস্বী হইয়া ঈশ্বরের সম্মুখে পূজার জন্য দণ্ডায়মান হও।" কি সুস্পষ্ট তাহাদের কথা। যাঁহার আধ্যাত্মিক কর্ণ আছে, নিশ্চয়ই তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। ফুল সকল হৃদয় খুলিয়া তাঁহার চরণে কেমন সুগন্ধ দান করিতেছে—আর আমরা মানুষ হইয়া হৃদয়-কমল দ্বারা—প্রেমভরা হৃদয়-কমল দ্বারা কি তাঁহার চরণপূজা করিতে তাহাদের নিকট শিক্ষা করিব না? কো-

কিল মধুর স্বরে জগৎকে কেমন ভুলাইয়া রাখে, এক স্বরের গুণে সে কেমন জগতের প্রিয়! আমরা তার দেখাদেখি কি মিষ্ট কথা কহিতে শিখিব না? মিষ্ট সংগীত করিয়া মিষ্ট ব্রহ্মসংগীত গাইয়া আকাশকে কি অমৃত রসাভিষিক্ত করিব না? প্রেমে মগ্ন হইয়া গাইবার সময় দেখিব—নিশ্চয়ই দেখিব স্বর্গের দেবতারা আমাদের গানে যোগ দিয়া ইহাকে স্ফীত করিতেছেন। প্রেমে দ্যুলোক ও ভূলোক এক হইয়া যাইবে। ঐ দেখ চাতক পক্ষী প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে স্ফটিক জলের নিমিত্ত স্বর্গের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিতেছে। আর আমরা ত পৃথিবীর পঙ্কিল জলে কত বারই তৃষ্ণা নিবারণ করিতে গিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছি, তবুও কি আমরা তাঁহার নিকটে স্বর্গের পবিত্র বারি—তাঁহার পবিত্র প্রসাদ ভিক্ষা করিতে শিক্ষা করিব না? মধুকর প্রফুল্ল কমলে বসিয়া অনন্যমনে কেমন তার মধুপান করে! আমরা কি তেমনি করিয়া তাঁর চরণসরোজে বসিয়া প্রেমামৃত পান করিব না? প্রকৃতি শত শত বীণা বেণু বাদন পূর্ব্বক শত কণ্ঠে তাঁহাকে গাইতেছে এবং আমাদিগকে ব্রহ্মনাম গাইতে শিক্ষা দিতেছে। প্রকৃতি সর্ব্বদা আপনি পবিত্র থাকিয়া আমাদিগকে পবিত্র হইতে শিক্ষা দিতেছে—প্রকৃতি সেই পরম পুরুষের প্রেমে বিভোর হইয়া তাঁহাতে নিমগ্ন রহিয়াছে এবং আমাদিগকেও তাঁহাতে নিমগ্ন হইতে শিক্ষা দিতেছে।

গৌরীদান।

ভারতের দুই একটি প্রদেশ ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্রই বাল্যবিবাহ প্রচলিত। কি কারণে ইহা ভারতের সর্ব্বত্র এত অধিক পরিমাণে প্রচলিত তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া যায় না। বোধ হয়, গৌরীদানের ফল লাভের জন্যই সকলে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিতে এত সমুৎসুক। মহারাষ্ট্র দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলনের ইহাই কারণ। বাঙ্গলা দেশের সামাজিক অবস্থার বিষয় লেখক সম্পূর্ণরূপে অবগত নহেন। তবে বাঙ্গলা কাব্য নাটক ও উপন্যাসাদি পাঠে বোধ হয়, বাঙ্গালীগণও গৌরীদানের ফল লাভের আকাঙ্ক্ষায় অল্পবয়স্কা বালিকার বিবাহ দিয়া থাকেন। বোধ হয় তাঁহারাও মহারাষ্ট্রীয়গণের ন্যায় গৌরীদানের ফল লাভের জন্য লালায়িত। কিন্তু গৌরীদানের ফললাভাকাঙ্ক্ষায় অষ্টম বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিতে উদ্যুক্ত হইবার পূর্ব্বে দেখা আবশ্যক যে, গৌরীদানের ফল কি? সেই সঙ্গে ইহাও দেখা কর্ত্তব্য অধিকবয়স্কা অনৃতুকা কন্যাদান অপেক্ষা অল্পবয়স্কা গৌরীর দান সমধিক ফলপ্রদ কি না?

এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি মরীচি স্বকৃত সংহিতায় যাহা বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

> "গৌরীং দদন্নাকপৃষ্ঠং বৈকুণ্ঠং রোহিনীং দদৎ।
> কন্যাং দদৎ ব্রহ্মলোকং রৌরবন্তু রজস্বলাম্॥"

গৌরীদানে নাকপৃষ্ঠ অর্থাৎ স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়; রোহিনী দানে বৈকুণ্ঠ লাভ ও কন্যা দানে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। রজস্বলা দানে রৌরব নরকে গতি হয়।

সম্বর্ত্ত সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

> "অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষাতু রোহিনী।
> দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অতঊর্দ্ধং রজস্বলা।"

অর্থাৎ অষ্টবর্ষীয়া বালিকা গৌরী ও নববর্ষীয়া রোহিনী নামে অভিহিত হয়। দশমবর্ষে উপনীতা হইলে কন্যাপদবাচ্যা

হইয়া থাকে। কন্যাবস্থা উত্তীর্ণ হইলে ঋতুমতী হয়।

"তস্মাৎ বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ"

অতএব কন্যা যাবৎ ঋতুমতী না হয়, তাবৎ তাহার উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করিবে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত মরীচিবচন স্মরণ করিয়া প্রয়োগপারিজাতকার বলিয়াছেন,—

"গৌর্য্যাদিবিবাহে যথোত্তরফলবিশেষমাহ।
মরীচিঃ—গৌরীং দদন্নিত্যাদি।"

অর্থ—গৌর্য্যাদি বিবাহে উত্তরোত্তর অধিক ফল শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ গোরীদান অপেক্ষা রোহিনী দানে অধিকতর ফল লাভ হয় এবং রোহিনী দান অপেক্ষা কন্যাদানে বিশেষ ফল প্রাপ্তি হয়। এই কথার প্রমাণ স্বরূপ মরীচিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অতএব শাস্ত্রানুসারে কন্যাদানই সমধিক ফলপ্রদ ও প্রশস্ত। বিবাহকালেও কন্যাদাতা বলিয়া থাকেন—

"ব্রহ্মলোকাবাপ্তয়ে তুভ্যং কন্যাং সম্প্রদদে *।"

অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির জন্য তোমাকে কন্যা (গৌরী নহে) দান করিতেছি। এই উক্তিও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই পোষকতা করিতেছে।

মহর্ষি মনু বলেন,—

"উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাৎ যথাবিধি।

অর্থাৎ যদি উৎকৃষ্ট বর পাওয়া যায় তবে কন্যা (১) অপ্রাপ্তবয়স্কা হইলেও (অর্থাৎ বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত না হইলেও) তাহার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। এখানে মূলে আছে, "অপ্রাপ্তাম্"; প্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি ইহার অর্থ করিয়াছেন, .

"কামস্পৃহা যস্যা নোৎপন্না সা চাষ্টবর্ষা ষড়্বর্ষা বা নতু অত্যন্তবালৈব।

"যাহার কামস্পৃহা উৎপন্ন হয় নাই এরূপ ছয়বর্ষবয়স্কা অথবা অষ্টবর্ষীয়া—অথচ নিতান্ত বালিকা নহে—কন্যা।" ইহাতে জানা গেল, মেধাতিথির মতে অষ্টবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ নিকৃষ্ট, যদি নিতান্তই খুব ভাল বর পাওয়া যায়, তবে অষ্টবর্ষীয়া কন্যারই বিবাহ দিবে। কেন না অপাত্রে কন্যাদান নিষেধ। মহর্ষি মনুর মতে দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমই কন্যাদানের উপযুক্ত ও প্রশস্ত কাল। তাই মেধাতিথি বলিয়াছেন, যাহার ঈষৎকামস্পৃহা উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ কন্যাকে দান করাই প্রশস্ত। কলিধর্ম্মবক্তা মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন,

"প্রাপ্তেতু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ং।"

অর্থাৎ কন্যা দ্বাদশবর্ষীয়া হইলেও যদি তাহার বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন না হয়, তবে কন্যার পিতৃগণ মাসে মাসে কন্যার রজঃশোণিত পান করেন। অতএব কলিকালে দ্বাদশবর্ষীয়া অনৃতুকা কন্যাদান নিষিদ্ধ নহে। পরাশরসংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্যও "প্রাপ্তেতু দ্বাদশে বর্ষে" ইত্যাদি বচনের টীকায় বলিয়াছেন,

"অসতি ঋতুদর্শনে দ্বাদশেঽপি কন্যাদানপ্রতিগ্রহৌ ন নিষিদ্ধৌ। অতএব মনুঃ, ত্রিংশৎবর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।"

অর্থাৎ দশাধিক বর্ষবয়স্কা অনৃতুকা কন্যাকে গান্ধারী বলে। দীর্ঘায়ুষ্কামী ব্যক্তিগণ এইরূপ গান্ধারী কন্যাকে বিবাহ করিবেন। এই আচার্য্য বচন প্রয়োগপারিজাতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

মহাভারতে দেখা যায়—

"ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শাব্দাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।"

* মহারাষ্ট্রদেশে এই বচন প্রসিদ্ধ আছে। বঙ্গদেশে ইহা আছে কিনা জানি না।

(১) এখানে কন্যা অর্থে সামান্যতঃ বালিকা মাত্র। মনু কোনও স্থলেই পূর্ব্বোক্ত পারিভাষিক অর্থে কন্যা শব্দ ব্যবহার করেন নাই।

এখানে ষোড়শবর্ষীয়া অনৃতুকা কন্যার বিবাহের বিধি দৃষ্ট হইতেছে।

এই সকল বচনের দ্বারা জানাগেল, দশাধিক বর্ষবয়স্কা অনৃতুকা কন্যার বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে। বরং দীর্ঘায়ুষ্কামী জনগণকে দশাধিক বর্ষবয়স্কা গান্ধারী নাম্নী অনৃতুকা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

সম্বর্ত্ত বলিয়াছেন,

"তস্মাৎ বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
বিবাহোঽষ্টমবর্ষায়াঃ কন্যায়াস্তু প্রশস্যতে।"

এই বচনটি বাল্যবিবাহের পক্ষ-সমর্থনকারীগণের প্রধান অবলম্বন। ইহার সাধারণ প্রচলিত অর্থ এই—"অতএব কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবে। কিন্তু অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার বিবাহই সমধিক প্রশস্ত!" এই অর্থ ভ্রমাত্মক। ইতি পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, মরীচির মতে গোরীদান অপেক্ষা কন্যাদান সমধিক ফলপ্রদ। এখানে দেখিতেছি, সম্বর্ত্ত অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার অর্থাৎ গৌরীদানেরই প্রশংসা করিতেছেন। অতএব মরীচির সহিত সম্বর্ত্তের বিরোধ ঘটিতেছে। এই বিরোধের মীমাংসা কে করিবে?

একটু নিবিষ্ট চিত্তে বিবেচনা করিলে, দৃষ্ট হইবে যে, এই বচনের প্রকৃতার্থ অবগত না হওয়ায় এইরূপ বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। বস্তুত কোনও বিরোধই নাই। এই বচনের পূর্ব্বে মহর্ষি সম্বর্ত্ত "দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা" ইত্যাদি বচনের দ্বারা কন্যা শব্দের পারিভাষিকত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন। এবং উক্ত বচনের ঠিক পরেই যখন "বিবাহোঽষ্টমবর্ষায়াঃ কন্যায়াঃ" ইত্যাদি বচন বলিতেছেন তখন এই বচনোক্ত কন্যা শব্দও পারিভাষিক বুঝিতে হইবে। তাহা যদি হয়, তবে "অষ্টমবর্ষায়া কন্যায়াঃ" একথার অর্থ কি? "অষ্টমবর্ষীয়া দশমবর্ষবয়স্কা কন্যা" একথার অর্থ কি? একথা বলা আর "পুত্রবতী বন্ধ্যা" বা "চতুষ্কোণ গোলক" বলা একই কথা! অতএব উক্ত বচনের নিম্নলিখিতরূপে অর্থ করিলে সকল আপত্তিরই নিরাস হয়।

"অষ্টমবর্ষায়া বিবাহঃ (শক্যঃ); তু কন্যায়াঃ (বিবাহঃ) প্রশস্যতে।"

অর্থাৎ "অষ্টমবর্ষীয়ার বিবাহ হইতে পারে; কিন্তু কন্যার বিবাহই সমধিক প্রশস্ত।" এইরূপ অর্থ করিলে মরীচির সহিত বিরোধ ঘটে না, এবং মনু, মেধাতিথিরও মতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। এই অর্থ কোনও রূপেই অসঙ্গত বোধ হয় না।

আমরা দেখিয়াছি, দশাধিক বা দ্বাদশাধিকবর্ষবয়স্কা অনৃতুকা কন্যার সম্প্রদান বা প্রতিগ্রহ কোনও রূপেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। সেই প্রসঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি, কন্যাদান অপেক্ষা গৌরীদান নিকৃষ্ট ও অল্পফলপ্রদ; কন্যাদানের ফল ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ও গৌরীদনের ফল কেবল মাত্র স্বর্গপ্রাপ্তি। আবার—

"যাষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী পুত্রপৌত্রপ্রবর্দ্ধিনী।
পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়স্তাং কন্যামুদ্বহেৎ দ্বিজঃ॥"

প্রয়োগপারিজাতধৃত এই আচার্য্যবচনানুসারে অষ্টবর্ষীয়া গৌরী কন্যা পুত্রপৌত্রপ্রবর্দ্ধিনী হয়; কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনানুসারে দশাধিক বর্ষবয়স্কা গান্ধারী নাম্নী অনৃতুকা কন্যা পতির পরমায়ু বিবর্দ্ধিনী হয়। দীর্ঘায়ুষ্কাম যদি সকল কাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে প্রয়োগ পারিজাতধৃত বচনের দ্বারা গৌরীদানেরই নিকৃষ্টতা প্রমাণিত হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, শাস্ত্রে

গৌরীদানের নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে এইরূপ স্পষ্টোক্তি সত্ত্বেও সাধারণে কেন উহার জন্য এত উন্মত্ত এবং এই নিকৃষ্ট বিধিকে কেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—সাধারণের শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা। (১)

তামাকের অপকারিতা।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছিল এ কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। একদিকে যেমন সেই নবাবিষ্কৃত দেশে য়ুরোপীয়াদি নানা জাতীয় লোক দলে দলে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক আপন আপন অবস্থা উন্নত করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে তদ্রূপ বাণিজ্যের উপযোগী বিবিধ পদার্থ—যাহা হয় ত সভ্যজন সমীপে চিরদিন অপরিচিত থাকিত, তাহাও তথা হইতে দিগদিগন্তরে প্রেরিত হইয়া বাণিজ্য বিভাগেরও অসাধারণ উন্নতি সাধন করিতে লাগিল। অন্যান্য দ্রব্যের কথায় প্রয়োজন নাই, আমাদের আলোচ্য বিষয় যে তামাক, যাহা বর্ত্তমান সময়ে কি সভ্য কি অসভ্য ভদ্রাভদ্র সকল শ্রেণীর অধিকাংশ নরনারীরই আদরের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমেরিকা আবিষ্কৃত না হইলে সেই তামাকের ব্যবহার কেহ জানিতে পারিতেন না। এই তামাক কোন এক দেশ-বিশেষের বনজাত উদ্ভিদ কি না, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা বড়ই কঠিন; সুতরাং ইহার জন্মস্থান লইয়া মতভেদ হওয়া অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ, এই উদ্ভিদ যে স্থানেই জাত হউক না কেন, ইহার নামকরণ ও ব্যবহার যেন আমেরিকা অঞ্চল হইতেই হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিবার কারণও অনেক আছে।

১৪৯২ খৃঃ অব্দে কলমবস্ যখন প্রথমবার আমেরিকায় গমন করেন, সেই সময় যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গী ছিলেন তাঁহারাই কিউবা উপদ্বীপে বন্যজাত তামাক ও তত্রত্য অসভ্য অধিবাসীদিগকে তাহার ধূমপান করিতে প্রথম দর্শন করেন। তৎপরে কলমবসের ঐ দেশে দ্বিতীয়বার গমনকালে রামনন্ পেইন নামে জনৈক ফরাসী তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনিও আমেরিকার অসভ্য অধিবাসিগণকে নাসিকায় তামাকের নস্য গ্রহণ করিতে প্রথম দেখিতে পান। ১৫০২ খৃঃ অব্দে স্পেনবাসী লোকে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলবাসীদিগকে তামাকের পাতা খাইতে প্রথম দর্শন করেন। ফ্রান্সীস্কোফারণাণ্ডীজ নামে একজন চিকিৎসক স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের আদেশে আমেরিকার অন্তর্গত মেকসীকো প্রদেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি নির্ণয় করিবার জন্য ১৫৫৮ খৃঃ অব্দে তথায় গমন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে য়ুরোপে তামাকের গাছ আনয়ন করেন। সেই প্রদেশে এই উদ্ভিদ্ (Tobacco) নামে পরিচিত। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে (Ovadea) যে ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করেন তৎপাঠেও জানা যায় যে, সেন্‌ডোসিনগোয়ের অধিবাসীগণ ইংরাজী (Y) বর্ণের মত কাষ্ঠের একপ্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার যোগে ধূমসেবন করিত এবং ঐ যন্ত্রের নামও আবার তাহারা (Tobacco) বলিত। যে প্রণালীতে তাহারা তামাকের ধূম গ্রহণ করিত তাহা অতি কৌতুক-জনক। কেন না, উপরোক্ত

১ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত একটি প্রবন্ধের ভাব অবলম্বনে রচিত।

(Y) আকৃতি বিশিষ্ট যন্ত্রের নিম্ন-ভাগস্থ আধারে তামাক রাখিয়া তাহার দুইটী ডানার উপরিভাগের দুই প্রান্তভাগ নাসিকার দুই ছিদ্রে প্রবিষ্ট করিয়া নিশ্বাস-যোগে টানিয়া টানিয়া ধূমপান করিত। ফ্রান্সদেশবাসী জন্ নাইকট্ নামে একজন পোর্ত্তুগিজ রাজদূত ১৫৬০ খৃঃ অব্দে আমেরিকা হইতে তামাকের বীজ স্বদেশে প্রেরণ করেন। সেই নাইকটের নাম হইতেই য়ুরোপের সর্ব্বত্র এই উদ্ভিদের নাম Nicotina Tobaccum হইয়াছে। ইহার প্রায় একশত বৎসর অন্তে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে সর বালটর র‍্যালে (Sir Walter Raleigh) আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে তামাক আনয়ন করেন। * আমেরিকায় ইংরেজজাতির প্রথম অধিকৃত স্থানের নাম বর্জিনিয়া। ঐ স্থানের প্রথম শাসনকর্ত্তা (Ralph Lane) ও (Sir Francis Drake) তামাক খাইবার যন্ত্র আনিয়া র‍্যালেকে উপহার প্রদান করেন। সে যন্ত্র মৃণ্ময় ছিল, র‍্যালে মহোদয় তদ্দৃষ্টে রৌপ্য যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন।

যদিও স্পেনবাসীরা প্রথমতঃ য়ুরোপে তামাক আনয়ন করেন বটে; কিন্তু তথাপি সে দেশের লোকে প্রথমে তামাক ব্যবহার করেন নাই, ইংরেজ জাতিই য়ুরোপে তামাক সেবন শিক্ষার দীক্ষা গুরু। Ralph Lane) আমেরিকার অসভ্য লোকদিগের আদর্শে তামাক খাইতে শিক্ষা করিয়া তথা হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং তাঁহারই দৃষ্টান্ত অবলম্বনে র‍্যালে তামাক খাইতে আরম্ভ করেন। তৎপরে ইহাঁর অনুকরণ করিয়া রাজ্ঞী এলিজেবেতের সভার অন্যান্য অমাত্য-বর্গও তামাক খাইতে অভ্যাস করেন। ইংরেজ জাতির মধ্যে অনেকে তামাক খাইতে লাগিলেন বটে; কিন্তু ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে তাহার অপবিত্র বীজ অনেক কাল পর্য্যন্ত বপন করিতে দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় চারলসের সময় হইতে এতকাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে তামাকের চাস নিষিদ্ধ ছিল, কেবল ইদানীন্তন অর্থাৎ ১৮৮৬ খৃঃ অব্দ হইতে পরীক্ষা স্বরূপে তথায় তাহার চাস হইতেছে। এদিকে ইংরেজ জাতির দেখা দেখি য়ুরোপের অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণ ক্রমান্বয়ে তামাক খাইতে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বলিতে কি, সপ্তদশ শতাব্দীতে এই কুশিক্ষার স্রোতে অন্যান্য দেশও ভাসিতে আরম্ভ করিল। বস্তুতঃ তামাকের যেন কি এক অলৌকিক মোহিনী শক্তি আছে, চিরদিনই লোকে দেখা দেখি উহার পদতলে মস্তক অবনত করিয়া শিষ্য হইয়া পড়ে। উহার মন্ত্রে একবার মুগ্ধ হইলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ অতি সৌভাগ্যের কথা।

তামাক স্বাস্থ্য ও নীতিবিরোধী পদার্থ, এই জন্য উহার ব্যবহার লইয়া প্রথম প্রথম য়ুরোপ অঞ্চলে তুমুল বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ হয় এবং উহার ব্যবহার নিবারণ করিবার জন্য নানা প্রকার রাজ-শাসন ও ধর্ম্মশাসনও প্রচারিত হইয়াছিল। কোন কোন স্থলে প্রাণদণ্ডের আদেশও ভয় প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করে নাই।

এখন অন্যান্য দেশ ছাড়িয়া একবার ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখা যাউক, ভারতবর্ষ তামাকের জন্ম স্থান কিম্বা ইংরেজ জাতির ন্যায় বিদেশস্থ হইয়া ইহা নিজ অধিকার বিস্তারে ভারতবর্ষবাসীদিগকে আয়ত্ত করিয়াছে।

* Pareira. Page 567.

আমরা অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তামাক ভারতের বনজাত উদ্ভিদ বলিয়া বিশেষ কোন পরিচয় পাইতেছি না। আমেরিকায় ও য়ুরোপ অঞ্চলে যাহাকে (Tobacco) বলে, সেই একই উদ্ভিদের আসিয়ারও স্থানে স্থানে অর্থাৎ পারস্য রাজ্যে যেরূপ তুম্বাকি বা তোম্বাক ভারতেও তদ্রূপ তামাক বা তামাকু শব্দে পরিগণিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মহাত্মা এল্‌ফিনস্টন সাহেব উত্তম কথাই বলিয়াছেন যে, আমেরিকাদেশে এই উদ্ভিদ যে শব্দে পরিচিত, অন্যান্য দেশের লোকেও যখন সেই একই ধাতু ব্যবহারে ইহার পরিচয় দিয়া থাকেন, তখন আমেরিকা হইতেই যে, ইহার নামকরণ প্রথম হইয়াছিল, ইহা আশ্চর্য্য বা অসম্ভব নহে। তামাক ভারতবর্ষের বনজাত উদ্ভিদ হইলে অতি প্রাচীন কাল হইতে এ দেশের জনসমাজে ব্যবহৃত হউক বা না হউক, ভোলা মহেশের নিকট অপরিচিত থাকিত না। কেন না, তিনি ত ভাঙ্গ ধুতুরা লইয়াই লীলা খেলা করিয়াছেন, তাঁহার তন্ত্রে মন্ত্রে তামাকের গন্ধও নাই। গাঁজা মদ ও আফিং যে কোন মাদক দ্রব্যই কেন লোকে ব্যবহার না করুক, তামাক এ সকলেরই অগ্রগামী। এমত অবস্থায় শঙ্কর ইহার সন্ধান পাইলে কখনই ছাড়িতেন না, নিতান্ত পক্ষে তাঁহার ঝুলিতে দুই এক ছিলিম তামাকের সন্ধানও পাওয়া যাইত। এদেশীয় লোকের মধ্যে যাঁহারা নিদানাদি শাস্ত্রের ব্যবস্থামতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবীণ ও সুপণ্ডিত অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গিয়াছে যে, নিদানাদি গ্রন্থে তামাকের কোন উল্লেখ নাই। মহাত্মা ভাবমিশ্র বহুতর চিকিৎসাশাস্ত্র মন্থন করিয়া "ভাবপ্রকাশ" নামে যে উৎকৃষ্ট চিকিৎসাতত্ত্বের গ্রন্থ প্রচার করেন, উক্ত গ্রন্থেও তামাকের কোন প্রমাণ নাই। তবে কুলার্ণবতন্ত্রে তাত্রকূট ও কালকূট প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থের যে উল্লেখ আছে, তাহাতেও এই উদ্ভিদের জন্মস্থানের কোন উল্লেখ নাই। আবার উক্ত তন্ত্রখানিও যে প্রাচীন নহে, এ কথাও অনেকে বলিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে সম্রাট্ * জাহাঙ্গির যখন স্বহস্তে তাঁহার স্মরণলিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহার শাসনকালে ভারতের লোকে তামাক খাইতে প্রথম আরম্ভ করিলে তিনি নিষেধ আজ্ঞা প্রচার দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে তাহা খাইতে নিষেধ করেন, তখন প্রাচীনকাল হইতে যে, ভারতে তামাক ব্যবহৃত হইত ইহা প্রত্যয় করিতে অবশ্যই সন্দেহ উপস্থিত হইবে। মহাত্মা এলফিনষ্টোন সাহেবের ইতিহাস পাঠেও এই কথারই সমর্থন হইতেছে। কিন্তু সম্রাট্ জাহাঙ্গিরের সেই নিষেধ আজ্ঞা প্রচারের ফল য়ুরোপের রাজাজ্ঞা প্রচারের ন্যায় সম্পূর্ণ বিফলই হইয়াছিল। কেন না, "চোরা না মানে ধর্ম্মের কাহিনী।" অতএব, নিষেধ করিয়া কেহ কোন দিন তামাক খাওয়া বন্ধ করিতে পারেন নাই। এদেশে ইংরাজ অধিকার বিস্তার হইবার অনেক পূর্ব্বে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম হইতেই যখন য়ুরোপের নানাজাতীয় লোক এদেশে যাতায়াত করিতেন, তখন তাঁহাদের অনুকরণে এদেশীয় আপামরসাধারণ লোক যে, তামাক খাইতে শিক্ষা করিবেন. ইহা অসম্ভব নহে।

---

* Rajasthan Vol Page 548.

ভারতবাসীরা তামাকের ব্যবহার জানিতেন না; প্রাচীনকালে এদেশে তামাক দিয়া সমাদর করার প্রথাও ছিল না। তাঁহারা আগন্তুককে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া যথোচিত সমাদর করিতেন। তামাক ব্যবহার পরবর্ত্তী কালের একটী কুশিক্ষার মধ্যে পরিগণিত, যাহার প্রভাবে এদেশীয় জনসাধারণ দিন দিন নিম্ন হইতে নিম্নতর অবস্থায় উপস্থিত হইতেছেন। আজ কাল এদেশে লোকসমাদরের প্রথম উপকরণই তামাক, আর কিছু দিন পরে যে মদ্য প্রদানে অভ্যর্থনা করা হইবে না এবং এখনও যে কোন কোন স্থানে হইতেছে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? হায় এমন অনুকরণপ্রিয় জাতি কি আর আছে! যে দ্রব্য ঔষধ স্বরূপে ব্যবহার করিতেও সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ অনেক ইতস্ততঃ করিয়া থাকেন, গুণাগুণ বিচার না করিয়া দেশের জনসাধারণে তাহা দিবানিশি উদরস্থ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে।

বিদেশীয় দ্রব্যের প্রতি প্রাচীন ভারতবাসীদিগের ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল না বলিয়াই হউক, অথবা তামাক অতি হেয় পদার্থ বলিয়াই হউক, তামাককে তাঁহারা কখন পবিত্র কার্য্যে ও ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ অধিকার দেন নাই। আজও এদেশে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ও মুসলমান উপবাসের দিনে তামাক স্পর্শ করেন না। বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকে এদেশে তামাক খাইতেছে সত্য; কিন্তু ভদ্রসমাজে পিতা পুত্র, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ও গুরু শিষ্য একাসনে তামাক খায় না। স্থান বিশেষে কেহ কেহ একটু হাস্যজনক লুকোচুরি ভাবে সামান্য আড়াল দিয়া কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের হস্ত হইতে হুঁকা লইয়া তামাক খায় বটে, কিন্তু সেটি ভদ্রসমাজের সাধারণ ব্যবহার নহে। যাহাতে দেহের মঙ্গল হয় এমত কোন পদার্থই গুরুজনের সমক্ষে উদরস্থ করিতে যখন কেহই কখন লজ্জা করেন না,তখন তামাক খাইতেই বা এত লজ্জা কেন? অতএব স্পষ্টই জানা যাইতেছে তামাক মানবের স্বাস্থ্য-সুখনাশকারী এবং ইহা উদরস্থ হইলে মানুষকে ক্রমে ক্রমে অধোগামী করে, এই জন্যই উহার ব্যবহারে এত বিচার ও সতর্কতা।

অসভ্য জাতি কত দিন হইতে তামাক খাইতেছে কে বলিতে পারে? ব্রহ্মরাজ্য ও তুরকী স্থানবাসী অর্দ্ধ অসভ্য লোকেরাই বা কতকাল হইতে তামাক ব্যবহার করিতেছে কে জানে? যাহা হউক, এই তামাক, অসভ্য জাতিরই যে ব্যবহার্য্য ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হায়! হায়! জ্ঞান ও বিজ্ঞানে উন্নত জর্ম্মানি, ফ্রান্স ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ, যাঁহারা সভ্যতার ধ্বজা হস্তে লইয়া পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহারাই আমেরিকার অসভ্য অধিবাসিগণের কুদৃষ্টান্তের নিকট মস্তক অবনমন পূর্ব্বক তামাক খাইতে শিক্ষা করিয়া আত্মকলঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে কত শত দেশের কলঙ্কের কারণ হইয়াছেন!!

তামাকের রাসায়নিক তত্ত্ব।

তামাক একপ্রকার বিষ বিশেষ, যাহার গুণ উত্তেজক ও অবসাদক। তামাকের পাতায়, মূলে ও ধূমে যে বিষ আছে, তাহা হাইড্রোসেনিক য়্যাসিডের প্রায় সমতুল্য, অল্প সময় মধ্যেই প্রাণনাশ করিতে পারে।* এই বিষ অধিক পরিমাণে

* Meteria Medica Pereera Page 567.

তামাকে থাকিলে যে, তাহার মন্দ ফল ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শিত হইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। প্রফেসর জনস্টন বলেন যে, এক শত গ্রেণ তামাকে দুই গ্রেণ বিষ থাকে, ইহা তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ডাক্তার হিপার Dr Hepeir প্রণীত পুস্তক (Rudiments of Sanitation) পাঠে জানা যায় যে, তামাক বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে উপক্ষার (Nicotina) দ্ব্যম্ল অঙ্গারক (Carbonic acid) অঙ্গারক অম্ল (Carbon monoxide) অঙ্গারক (Carbon) এবং য়্যামোনিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় তামাকে আবার এই সকল গুণের অনেক তারতম্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে। Indian Pharmacopia গ্রন্থে লিখিত আছে যে, একই বৈঠকে এক পাইপ তামাক খাইলে তাহার যে বিষ উদরস্থ হয়, তাহাতে অনেককেই সম্পূর্ণ হতচেতন হইতে হয়। এস্থানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, তামাকের ধূম উদরস্থ করিবার সময়ে যে ভাবে তামাক পুড়িতে থাকে, তাহারই উপরে তাহার বিষের ক্রিয়া অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কেন না, তামাক যদি শীঘ্র শীঘ্র পুড়িয়া শেষ হয় অর্থাৎ শুষ্ক যন্ত্রে, শুধু কলিকায়, পাইপে বা জলশূন্য হুঁকায় অথবা তামাকের পাতা জড়াইয়া চুরট আকারে তাহার ধূমপান করা হয়, তাহা হইলে অতি উগ্রভাবে তাহার বিষের ক্রিয়া শরীরে উপলব্ধি হয়। এই জন্য এই উপায়ে কেহই অধিক ক্ষণ তামাক খাইতে পারে না। যাহাতে ধীরে ধীরে তামাক পুড়ে এবং তাহার রাসায়নিক ক্রিয়া গৌণভাবে শরীরে কার্য্য করে, এই জন্য তামাকে গুড় ও অন্যান্য উপকরণ মিশ্রিত করিয়া সুবুদ্ধি-আবিষ্কৃত হুঁকা প্রভৃতি জলপূর্ণ যন্ত্রে তামাক খাওয়ার প্রথা প্রচলিত হওয়াই সম্ভব। জলপূর্ণ যন্ত্রযোগে তামাকের ধূম উদরস্থ করিলে তাহার বিষের তীব্রতা কিছু কমিয়া যায় সত্য বটে; কিন্তু তীব্রতার মাত্রা খর্ব্ব হইলে কি হইবে, শীঘ্র বা বিলম্বে তাহার বিষের ফল অবশ্য ফলিবেই ফলিবে।

তামাকে দ্ব্যম্ল অঙ্গারক থাকায় তাহার প্রভাবে তন্দ্রা অর্থাৎ মোহভাব ও শিরঃপীড়া উৎপন্ন হয়। অঙ্গারক অম্লেও শেষোক্ত ফলের সহিত শরীরস্থ মাংসপেশী ও হৃৎপিণ্ড বিচলিত হইয়া পড়ে। তামাকে য়্যামোনিয়া থাকায় জিহ্বায় তাপপ্রভা অনুভূত হয়, এই জন্য তামাক সেবন করিতে অভ্যাস করিলে প্রথম প্রথম মুখ হইতে লালা নির্গত হয়। কিন্তু অধিকদিনের অভ্যাস হইলে মুখ ও কণ্ঠনলী শুষ্ক হইয়া পড়ে। দুইটী চুরটে যে পরিমাণে উপক্ষার থাকে, রক্তের সহিত তাহার যোগ হইলে প্রাণনাশ করিতে পারে। তামাকে উপক্ষার থাকে বলিয়াই সেবনকারীর গাত্রে ও গাত্রবস্ত্রে এবং হুঁকা আদি তামাক খাওয়ার বিবিধ যন্ত্রের জলে তামাকের কাই পড়িয়া এত দুর্গন্ধ হয়। তামাক খাওয়া যাহার নিয়ত অভ্যাস এমত লোক যে পাত্রে দুগ্ধ বা জলপান করে, সেই পাত্রও দুর্গন্ধময় হইয়া যায়। অধ্যাপক হিলচ কক (Professor Hilch cock বলেন যে, মদ, আফিং ও তামাক একই শ্রেণীর ঘৃণিত পদার্থ, কেন না, ঐ সকল দ্রব্য মাত্রেই বিষ আছে।

শারীরিক যন্ত্রের সহিত তামাকের সম্বন্ধ।

মানুষে আহার করে কেন? না প্রকৃতির প্রয়োজন জন্য। আহার না করিলে শরীরে বল হয় না, তাহা দিন দিন বর্দ্ধিত হয় না ও শারীরিক যন্ত্রের নিয়ত ক্রিয়া

জনিত তাহার যে অপচয় হয়, তাহার পূরণ হয় না এবং পীড়া আদি দুর্দ্দিনে অনাহারের যাতনা সহ্য করিতে যে বলের প্রয়োজন, তাহাও সঞ্চিত হয় না। মানুষে তামাক খায় কেন? প্রকৃতি কি তাহা চায়? না, কখনই নহে, মানবপ্রকৃতির সহিত তামাকের কোনই সম্পর্ক নাই। সুশিক্ষিত ও সুনীতিসম্পন্ন যুবকগণ তামাক না খাইয়াও কেমন সুখে আপন আপন জীবন যাপন করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত যদি কোটি কোটি মনুষ্যের মধ্যে এক জনেরও জীবন তামাক সেবন ব্যতীত সুখে চলিতে পারে, তাহা হইলে ইহাই প্রমাণ হইবে যে, আহারের ন্যায় শরীরের পক্ষে তামাক অত্যাবশ্যক পদার্থ নহে। তবে আবার বলি মানুষ তামাক খায় কেন? না, বিলাসিতার জন্য বিলাসীর দেখাদেখি তামাক খায়, দোষাদোষ বিচার করিয়া কেহই খায় না। অনেকে মরীচিকায় জল ভ্রমের ন্যায় শান্তিসুখের আশায়ও তামাক খায়। কেহ কেহ আবার শূন্যহৃদয়ে কাল কাটাইতে পারে না, এজন্যও তামাকের আশুমত্ততায় আকৃষ্ট হইয়া তামাক টানিয়া টানিয়া সময় অতিবাহিত করে। ফলতঃ তামাক দ্বারা কর্ম্মঠের শ্রমশান্তি কিছুই সাধিত হয় না, বরং উহা নিষ্কর্ম্মার একমাত্র অবলম্বন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তামাক খাইলে আশু কিছু মত্ততা ও মনের উত্তেজনা হয়, কেননা তামাকের উত্তেজক ও অবসাদক দুইটী গুণ আছে। তামাক খাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই যে শরীরের অবসাদ দশা উপস্থিত হয়, ইহা বুঝিবার এক সহজ উপায় আছে। যাঁহার পরিমিত ভাবে সময়ে সময়ে তামাক খাওয়া অভ্যাস আছে, তিনি যদি দশ মিনিট কাল তামাকের ধূমপান করিয়া আপন নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তবে জানিতে পারিবেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁহার নাড়ীর যে গতি ছিল, তামাক সেবনে তাহার বেগ অধিকতর হইয়াছে এবং পরক্ষণেই অস্বাভাবিক অবস্থা অর্থাৎ নিম্নতর গতি হইয়াছে। তামাক খাওয়া অভ্যাস করিলে এই অবসাদ দশা এরূপ ভাবে সকল শারীরিক যন্ত্রের উপর কার্য্য করে যে, প্রতিনিয়তই তাহার উত্তেজনার প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই কারণে তামাকসেবনকারীকে পুনঃ পুনঃ তামাক খাইতে হয়। তাম্বূল চর্ব্বণ করিলে এই শুষ্কতার কথঞ্চিৎ উপশম হয় বলিয়া তামাক সেবকের নিকট তাম্বূলের বড়ই আদর দেখা যায়।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সুবিখ্যাত ডাক্তার ম্যাকনামারা বলিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক অবস্থায় নাড়ীর গতি ৬০ কি ৭০ থাকিলে, তামাক খাইতে খাইতে তাহার ১২০ হইতে ১৩০ বার পর্য্যন্ত স্পন্দন হয়, কিছু কাল পরেই আবার উহার ক্রিয়া ৪০ মাত্রায় পরিণত হয়। একটী চুরট খাইয়া শেষ করিতে করিতে যখন এই অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন প্রতিনিয়ত হৃৎপিণ্ডের এইরূপ অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও অবসাদ হইলে মানবজীবনের জীবনী শক্তি যে কি দুর্দ্দশায় পতিত হয়, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখ।

তামাক ব্যবহারে তাহার বিষ কি প্রকারে মানব শরীরে কার্য্য করে তাহা পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার এডোয়ার্ড এস্‌মিথ ১৮৬৪খৃঃ অব্দে বৃটিশ সভায় যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন মানচেষ্টার সহরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার আসকন (Dr

Ascon) তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন যে, তামাকের ধূম পান করিলে হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক ক্রিয়া অপেক্ষা আরও দেড়গুণ অতিরিক্ত কার্য্য করিতে হয়। সর্ব্বদা এই ভাবে অতিরিক্ত কার্য্য করিতে করিতে উক্ত যন্ত্রের শক্তির যে বিলক্ষণ ক্ষতি হয়, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি-মাত্রেই অস্বীকার করিতে পারেন না। অপর, মনুষ্যের শরীরস্থ মাংসপেশীগুলি স্নায়ুমণ্ডলীকে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা-রাও হৃৎপিণ্ডের সহায়তাতেই বল প্রাপ্ত হয়। এখন একবার বিবেচনা করিয়া দেখ, মূলাধার হৃৎপিণ্ডের দুর্দ্দশায় শারীরিক আর আর যন্ত্রাদির দুর্দ্দশা উপস্থিত হয় কি না?

তামাকের পত্রভক্ষণ অথবা তাহার ধূম পান করিতে প্রথম অভ্যাস করিলে, উহার উপক্ষার অল্প সময় মধ্যেই শরীরের রক্তের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ করে, গা ও মাথা ঘুরিতে ঘুরিতে বমন-হইতে থাকে; কেন না তামাক বমন কারকও বটে; সুতরাং পাকস্থলী প্রথম প্রথম তাদৃশ বিষ কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারে না। ইহার দ্বারা শোণিত-প্রবাহ অবরুদ্ধ ও মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়; বিধাতার কৃপায় মানুষের শরীরে অনেক যন্ত্রণাই সহ্য হয়, তাই নিয়ত অভ্যাস দ্বারা তামাকের বিষের উপদ্রবও মানুষ সহ্য করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইহার পরিণাম ফল অতিশোচনীয়! তামাকের উপক্ষার যে পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করে, শরীরস্থ ত্বক ফুসফুস ও মূত্রাশয়ের সাহায্যে তাহা অনেক পরিমাণে বাহির হইয়া যায় সত্য, কিন্তু যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতেও বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। শ্রমজীবি লোকে যে প্রকার শ্রমসাধ্য ব্যবসায় অবলম্বনে দিনপাত করিয়া থাকে, তামাকের বিষ তাহাদিগকে তাদৃশ ক্ষতিগ্রস্ত করিতে সক্ষম হয় না; কিন্তু যাঁহারা বসিয়া বসিয়া বিনা শারীরিক পরিশ্রমে দিনযাপন করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে তামাক ব্যবহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে কোন প্রকারেই হউক না কেন, তামাক উদরস্থ হইলেই যথা সময়ে অজীর্ণ, অনিদ্রা, হৃৎকম্পন ও স্নায়ুমণ্ডলীর দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়া থাকে, মুখ হইতে নিরন্তর লালা নির্গত হয় এবং পিপাসা বৃদ্ধি হইয়া অন্তঃকরণ মধ্যে উদ্যমশূন্য একপ্রকার অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই শোচনীয় অবস্থা দূর করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকে আবার বাধ্য হইয়া মদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।* অতএব মদ ও তামাকে এক অনির্ব্বচনীয় ঘনিষ্ঠতা আছে। ডাক্তার জাকসন (Dr Jackson) বলিয়াছেন, তামাক খাইতে না দিলে অতি সহজে মদ্যপায়ীকে মদ ছাড়ান যাইতে পারে।

অধিক পরিমাণে তামাক খাইলে দুইটী মন্দ ফল ফলিত হইয়া থাকে। প্রথম, রক্তপ্রবাহ অবরুদ্ধ ও স্নায়ুমণ্ডলীর অচৈতন্যভাব উপস্থিত হইয়া যকৃৎ ও পাকস্থলীর মূল উপকরণ সমস্ত অসাড় ও ঘনীভূত হইয়া যায়। দ্বিতীয়, শরীর ক্ষত-ময় ও সাধারণতঃ অবসাদগ্রস্ত হয়। অতএব, তামাক ব্যবহারে পরিশ্রম-জনিত ক্লান্তি নিবারিত হইয়া শান্তিসুখ উপস্থিত হয় একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।† ডাক্তার কঙ্কোএস্ট (Dr Conquest) জীবনের অধিকাংশ সময়ই চিকিৎসা ব্যবসায়ে অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার মতে দুঃসাধ্য অজীর্ণ

* Indian mirror of 23—Decr 1877.

† Medical Record Vol I P 33.

রোগ, ঔদরিক ও যকৃতের অসাধ্য যাবতীয় ব্যাধি, প্রায়ই তামাক ব্যবহার জন্য উৎপন্ন হয়। ডাক্তার এইচ গিবলন (Dr. H. Giblon) বলিয়াছেন যে, তামাক খাইলে রক্ত দূষিত হইয়া অজীর্ণ রোগ দ্বারা জীবনী শক্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং হস্ত পদের কম্পন ও হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। আর,বি,গ্রিনড্রড্(R. B. Grindrod. M. D. F. R. C. S.)বলেন যে, আফিং, মদ ও তামাকের উপক্ষার মনুষ্যের শরীরে প্রবেশ করিলে তদ্দারা স্নায়ুমণ্ডলীর সমূহ অনিষ্ট সাধিত হয়। (Dr A. R. Bridger M. D. এবং Dr. N. E. Dows. L. R. C. P. এই দুই ডাক্তার বলিয়াছেন যে,অজীর্ণ রোগের অন্যান্য কারণ থাকিলেও অতিরিক্ত তামাক সেবন ও নস্য গ্রহণ যে তাহার প্রধানতম কারণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও মেডিকেল জুরিসপ্রুডেনস গ্রন্থপ্রণেতা নরম্যান চিভার্স যাঁহার বিষের গুণাগুণ বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল, তিনি বলিয়াছেন, একদা তাঁহার একজন আত্মীয় একটী চুরটের অর্দ্ধেক খাইয়া শেষ করিতে না করিতেই তামাকের উপক্ষারে আক্রান্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ঐ রোগীর বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসর বা কিছু বেশী হইবে এবং অনেক কাল হইতে তামাক খাওয়া অভ্যাসও ছিল। সেই ব্যক্তি হেবানার প্রসিদ্ধ উগ্রবীর্য্য তামাকের চুরট পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার বিষে মৃত্যুহস্তে পতিত হন। তাঁহাকে রক্ষা করিতে নানা উপায় অবলম্বন করিয়াও তিনি কৃতার্থ হইতে পারেন নাই। অধিক তামাক ব্যবহারে নানা রোগে আক্রান্ত ৬৩টী রোগীকে (Dr Decaisne) পরিদর্শন করেন, তাহাদের ৪৯ জনের বয়ঃক্রম ৫০ বৎসরের অধিক। সেই রোগীদিগের মধ্যে অর্দ্ধাংশেরও অধিক রোগীর অজীর্ণ কোষ্ঠবদ্ধ, অনিদ্রা, হৃৎকম্পন, অপরিমিত ঘর্ম্ম নিঃসরণ ও মূত্র রোগ উপস্থিত হইয়াছিল, অতি দরিদ্র লোকে যেমন আফিংএর উগ্রবীর্য্য আরক খাইয়া ক্ষুধার যাতনা ভুলিতে শিক্ষা করে, ইহাদের মধ্যে ৩৭ জন তদ্রূপ তামাক খাইয়া উপবাস করিতে অভ্যাস করে এবং এইরূপে অভ্যাস করিতে ঘূর্ণী রোগের হস্তে পতিত হয়। *

ঔষধ স্বরূপেও শরীরের কোন স্থানে তামাক প্রয়োগ করা উচিত নহে, ক্ষতস্থানে তামাক প্রয়োগ করিলেও বিষম সঙ্কটই উপস্থিত হয় †। আমরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি একশিরা রোগে কেহ কেহ তামাক পাতা কোষে বাঁধিয়া মহাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। (Weston) সাহেব বলিয়াছেন যে, আট বৎসর বয়স্ক একটী বালকের মস্তকে (Tenia capitics) এক প্রকার ক্ষত হইয়াছিল, সেই ক্ষতস্থানে তামাক প্রয়োগ করায় সাড়ে তিন ঘণ্টা মধ্যে ঐ বালকটীর মৃত্যু হয়। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে (Count de Bcokarimi) আপন সহোদরকে বলপূর্ব্বক তামাক চোয়ান বিষ দিয়া প্রাণ নষ্ট করেন, সেই অপরাধে তাঁহারও প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। একটী কুকুরকে বার ফোঁটা তামাকের বিষ সেবন করিতে দেওয়ায় দশ মিনিটের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়! ডাক্তার দুর্গাদাস কর তাঁহার ভৈষজ্যরত্নাবলীতে লিখিয়াছেন যে, তামাকের বিষের ২।৪ ফোটায় বৃহৎ হস্তী পর্য্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে, সুখসেব্য তামাক অথবা মেলিনা চুরটে ও কালবিলম্বে প্রাণ নাশ

* Bengalee D 23 June 1890.

† Pereera P. 579.

করিতে পারে; কিন্তু শেষোক্ত স্থলে ধীরে ধীরে কার্য্য হয় অথবা আপাততঃ সহ্য করিতে পারে বলিয়া লোকে মনে করে যে, তামাকে অনিষ্ট করে না। (Sir Astley Caspea.) দেখিয়াছেন ২। ১ ড্রাম তামাকের জলে প্রাণ নষ্ট হয় এবং Doctor Copland) বলেন যে, অর্দ্ধড্রাম তামাকের জলেও প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে। একজন নাবিক পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, যে স্থানের অধিবাসী উষ্ণ দ্রব্য পান ও ভোজন করে এবং তামাকের ন্যায় উপক্ষারবিশিষ্ট দ্রব্যের ধূমপান করে, তাহাদের দন্ত কাল ও শিথিল হইয়া অকালে স্খলিত হয়। পক্ষান্তরে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ সমূহে যাহারা বাস করে তাহারা মাংসাদি আহার করে না তজ্জন্য তাহাদের দন্ত সাদা ও শক্ত। *

ক্রমশঃ।

ভর্ত্তৃহরির ধর্ম্ম বিশ্বাস।

সম্প্রতি এসিয়াটিক সোসাইটীর বোম্বাই শাখা সভার একটি অধিবেশন হয়। পণ্ডিতবর পাঠক মহোদয় ভর্ত্তৃহরির ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বোম্বাইএর প্রধানতম বিচারালয়ের অন্যতম বিচারপতি কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং বলেন যে, ভর্ত্তৃহরি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পাঠকের মতে তিনি বৌদ্ধ। তিনি নিজ পক্ষ সমর্থন ও তেলাংএর মত খণ্ডন করিবার নিমিত্ত যে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তৎ বিষয়ে কিছু বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে, ভর্ত্তৃহরি সম্বন্ধে সুবিখ্যাত চীনদেশীয় পর্য্যটক ই-সিং যাহা বলিয়া গিয়াছেন এতদ্দেশীয় গ্রন্থকর্ত্তারাও তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উক্ত পর্য্যটক বলেন, তিনি ধর্ম্মপালের সমকালিক এবং মোক্ষমূলরের মতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। আবার হুএন সাংএর গুরু শিলাভদ্র ধর্ম্মপালের সমকালিক লোক ছিলেন। ইহাতে অবাধে বলা যাইতে পারে যে, ভর্ত্তৃহরি শিলাভদ্রের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। সে যাহা হউক ই-সিং একটি বিশেষ কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার আরও একটু আলোচনা আবশ্যক। তিনি বলেন যে, যে বৈয়াকরণ "বাক্য পদ্য" রচনা করেন, তিনি বৌদ্ধ ছিলেন, তিনি ত্রিরত্ন (বুদ্ধ, ধর্ম্মও সংঘ) প্রভৃতিতে বিশ্বাস করিতেন। তিনি পরম (বৌদ্ধ) ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া ভিক্ষু হন, কিন্তু পার্থিব লালসা তাঁহার হৃদয়ে এত বলবতী হইল যে, তিনি পুনর্ব্বার পাপ-সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলর অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ ই-সিং এস্থলে "শতক" রচয়িতা ভর্ত্তৃহরিকে উল্লেখ করিতেছেন। তিনি ইহাও অনুমান করেন যে, "শতক গ্রন্থে" বৌদ্ধ মতের আভাস পাওয়া যায়, সুতরাং "শতক" রচয়িতা বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু বিচারপতি তেলাং উক্ত মতের পোষকতা করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বলেন যে, কোলব্রুক ও বোলেন বৈয়াকরণও শতক-রচয়িতাকে এক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারও মত তাহাই। পাঠকের মতে তেলাংএর এ সিদ্ধান্ত ভুল, কারণ বৈয়াকরণ ভর্ত্তৃহরি যে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন চীনপর্য্যটক তন্মধ্যে শতক গ্রন্থটী ধরেন নাই। এখন জিজ্ঞাস্য "বাক্য পদ্য" গ্রন্থকার ভর্ত্তৃহরি বৌদ্ধ ছিলেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তর করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের বাচস্পতি মিশ্র কোন্

* Smiths fruits and Farinacoa (page 79.)

শতাব্দীর লোক ছিলেন নিরূপণ করা উচিত। তিনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক। এমন কি তাঁহার অনেক পরে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে হীনবল হয় নাই। তিনি যে সকল বৌদ্ধগ্রন্থকর্ত্তাদিগের বচন ও শ্লোক উদ্ধৃত করিতেন, তন্মধ্যে ভর্ত্তৃহরি একজন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভর্ত্তৃহরি বৌদ্ধ ছিলেন।

ভর্ত্তৃহরি ও ধর্ম্মকীর্ত্তি দুইজনই যে বৌদ্ধ গ্রন্থকার ছিলেন, তাহার আর এক প্রমাণ এস্থলে প্রকটিত হইতেছে। দুই জনেরই বিষয় ই-সিং উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য শেষোক্ত ব্যক্তি বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের তথ্যানুসন্ধানের জন্য ই-সিং ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বৌদ্ধগ্রন্থকর্ত্তাদিগের বিবরণ লেখেন। তিনি যে অন্য মতাবলম্বী গ্রন্থকারের বৃত্তান্ত লিখিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ভ্রমণ বিবরণ লিখিবার চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ভর্ত্তৃহরির মৃত্যু হয়। যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে তিনি অবশ্য এই কথা পাইয়া থাকিবেন, নচেৎ লিখিবেন কেন। সমকালিক প্রমাণ শিরোধার্য্য। এই কারণেই ফাহিএন হুএন সাং ও ই-সিংএর অদ্যাবধি এত আদর। পাঠক মহোদয় ইহাও প্রমাণ করিতে বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন যে, কুমারিল ভট্ট ভর্ত্তৃহরি-রচিত গ্রন্থাবলীর তীব্র সমালোচনা করেন, এরূপ করিবার একটি কারণ যে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন।

উপদেশ।

বিগত ৫ই আষাঢ় আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের দ্বিতীয়তল গৃহে একটি পৃথক উপাসনা সভা স্থাপিত হইয়াছে। ব্রহ্মলাভ ও ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা যাহাতে মনুষ্যের বিশেষ লক্ষ্য হয় ইহার স্থাপনকর্ত্তাদিগের ইহাই উদ্দেশ্য। এখানে অপরাহ্ণ ৫ঘণ্টার সময় ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয় ও সন্ধ্যার সময়ে উপাসনা আরম্ভ হয়। এই উপাসনা সভার প্রথম দিনে ইহার উদ্দেশ্য বর্ণন করিয়া উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

বন্ধুগণ,

যিনি এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্রষ্টা পাতা ও বিধাতা, তাঁহার কৃপায় অদ্য এই যে ক্ষুদ্র উপাসনা সভা আমরা স্থাপন করিলাম, হয়তো অনেকের মনে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজের জন্য যখন এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা মন্দির, এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও প্রণালী প্রচলিত রহিয়াছে; এতগুলি শিক্ষিত গণ্য মান্য ও বক্তা পুরুষ ইহার কার্য্যে আপনার সমস্ত পরমায়ু নিঃশেষ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন, পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যখন ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজের নাম প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন আবার এই একটি পৃথক সমাজ স্থাপন করা কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি সঙ্ক্ষেপে কিছু বলিব। মানুষ দুইটি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে। একটি আত্ম-সম্বন্ধ, অপরটি বিষয়-সম্বন্ধ। আত্ম-সম্বন্ধ কি না, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ, আর বিষয়-সম্বন্ধ কি না, বিষয়ের সঙ্গে জীবাত্মার যোগ। প্রথমটি অপরোক্ষ-যোগ, দ্বিতীয়টি পরোক্ষ-যোগ। অপরোক্ষ-যোগ অতি নিগূঢ় বলিয়া ঈশ্বর জীবের দুর্দ্দর্শ—অনধিকৃত। আর পরোক্ষ-যোগ ইন্দ্রিয়

সংস্কৃত বলিয়া বিষয় জীবের অধিকৃত। জন্মিয়াই মনুষ্য যাহাকে অধিকার করিতে পায় তাহাতেই তাহার ভোগ-লালসা সহজে ধাবিত হয়। সুতরাং এই বৈচিত্র্যময় সংসারে মনুষ্য প্রথম হইতেই সংসক্ত হইয়া ইতস্তত ধাবিত ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিষয়-রস আস্বাদন করিতে থাকে। বিষয় কিন্তু খোভাবা, ইহা আজ আছে কা'ল নাই। ইহা পরিণামে দুঃখপ্রদ। একটু চিন্তার সহিত নিরীক্ষণ করিলেই বুঝা যায় যে এই সংসার তরঙ্গ-সঙ্কুল অপার সমুদ্রের ন্যায় ভীষণ। ভোগ-স্পৃহা ও অতৃপ্তি সংসার-সমুদ্রের এই দুই উত্তাল তরঙ্গ। যেমন ভোগ-স্পৃহা উঠিতেছে, অমনি অতৃপ্তি আসিয়া দেখা দিতেছে, আর এই সমুদ্রে দুঃখশোকে ভাসমান মনুষ্য সন্তাপে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। সংসার-ক্লেশে ক্লিষ্ট মনুষ্য যখন স্বীয় দুঃখ মোচনের জন্য ইচ্ছা করে; চির শান্তির পিপাসা যখন তাহার হৃদয়ে জাগ্রৎ হয়, তখন তাহার সেই আত্ম-সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত তাহার যে নিগূঢ় অপরোক্ষ-যোগ, তাহা স্মৃতিপথে পতিত হয় এবং তখন সে তাহাতে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে যত্ন করে। যে উপায় অবলম্বন করিলে এই নিগূঢ় অপরোক্ষ যোগের বিষয়, ব্রহ্মাত্মার সাক্ষাৎকার, লাভ হয় ও অন্তরে তাঁহার দগ্ধেন্ধনমিবানলং জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ আবির্ভূত হইয়া মানবের সকল পাপ তাপ ও সংসার ক্লেশ ভস্মীভূত করিয়া দেয় তাহাই ধর্ম্ম। এই পৃথিবীতে মনুষ্যসমাজে বিবিধ ধর্ম্ম প্রচারিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহারই একটি ধর্ম্ম। আমরা এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অনুশিষ্ট হইয়াছি। এই ধর্ম্ম অতিপবিত্র ও মহান্। ইহা যেমন পবিত্র ও মহান তেমনি তপঃসাধ্য। সন্ন্যাসীর ধর্ম্মও তপঃসাধ্য বটে, কিন্তু তাহা অরণ্য ও গুহাবাসী। শিশুর কোমল মুখশ্রী, সতীর পবিত্র প্রেম, পিতা মাতার পুত্রবাৎসল্য ও সন্তানের পিতৃমাতৃসেবা হইতে তাঁহাদের ধর্ম্ম অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই ধর্ম্মাবহ পাপনুদ পরমেশ্বরের আদেশে সংসারে স্ত্রীপুত্র পরিবারে আবৃত হইয়া বিষয় ভোগের সঙ্গে সঙ্গে তপঃসাধন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী এই বিনাশশীল দুঃখশোকপ্রদ ঘটনা সকলের মধ্যে থাকিয়াই তাহার অন্যতর রসাস্বাদন করিবেন। বিনাশের মধ্যে অমরত্ব, দুঃখের মধ্যে সুখ ও শোকের মধ্যে শান্তিকে লাভ করিবেন। অতএব ইহা কঠোরতর তপঃসাধ্য ধর্ম্ম। কিন্তু এখন কথা এই যে, আমরা এই ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তৎসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি কি না? যদি এই প্রশ্নের উত্তর লাভের জন্য আপনাদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখি যে আমরা কতকগুলি বহির্বিষয়ক জ্ঞান, অসংযত ইন্দ্রিয়, অসাধিত ধর্ম্ম, মলিন আত্মা, অপবিত্র মন ও অনাত্ম-প্রতিষ্ঠা লইয়া সুখস্বপ্ন দর্শন করিতেছি। উড়ুপে আরোহণ করিয়া মহাসমুদ্র পারে যাত্রা করিতেছি। আমরা যাহা সম্পন্ন করিব তাহার যোগ্য উপকরণ সংগ্রহ না করিয়াই তৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। অতএব দ্বেষ, কলহ, অপ্রীতি, আত্মাভিমান, যথেচ্ছাচার প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তি-সকল আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া পদে পদে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে। আমরা বিষয়-বন্ধনে ব্যথিত হইয়া আত্ম সম্বন্ধ স্মরণ করিতেছি বটে, বহুল শাস্ত্রের অন্বেষণও সমন্বয় করিতেছি বটে, মুক্তির জন্য ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিতেছি বটে, যাগ যজ্ঞ ও পৌত্তলিকতাদি পরিত্যাগ করিয়া গৌরব

প্রচার করিতেছি বটে, কিন্তু এত করিয়াও সেই তৈলকারের আবদ্ধ-চক্ষু বলীবর্দ্দের ন্যায় যেখান হইতে যাত্রা করিতেছি, সংসারচক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই-খানেই আসিয়া উপস্থিত হইতেছি। স্মৃতির বলে পঠিত জ্ঞানের বিষয়কে প্রতি-ক্ষেপ করা, তর্কের বলে বিরুদ্ধবাদীকে পরাস্ত করা, বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে লোকের চিত্তকে আকর্ষণ এবং সকল প্রকার ধর্ম্মের অভিনয় করিয়া আপাততঃ কীর্ত্তি রক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশ্য যে সংসার ক্লেশ নিবারণ ও ব্রহ্মলাভ তাহা তাহাতে সিদ্ধ হয় না। অতএব আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য যে প্রাণের যত্ন দিয়া সেই সকল উপায় অব-লম্বন করিব যাহা এই তপঃসাধ্য ধর্ম্মের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল। গণনার অতীত সময় হইতে ভারতবর্ষের যে সকল আ-র্য্যেরা বংশপরম্পরা অধ্যাত্ম যোগে রত থাকিতেন, শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া আপনাতেই পরমাত্মাকে দর্শন করিতেন; সত্যকে পিতার ন্যায়, ধর্ম্মকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন ও শুভ কর্ম্মকে পুত্রের ন্যায় পালন করি-তেন, শ্রদ্ধার সহিত দান করিতেন, পিতা, মাতা ও আচার্য্যকে দেবতার ন্যায় সম্মান করিতেন, জ্ঞানী ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের আচরিত সাধু কর্ম্ম সকলের আচরণ করি-তেন, আমরা তাঁহাদিগেরই জীবনচরি-ত্রকে আদর্শ করিয়া তদনুসারে জীবন গঠন করিতে শিক্ষা করিব ইহাই আমা-দিগের এই উপাসনা সভা স্থাপনের উ-দ্দেশ্য। যিনি সাধক জ্ঞানী তিনি ভারত-বর্ষীয় হউন বা পারস্যদেশীয়ই হউন তিনিই আমাদের ভক্তির পাত্র। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব সমাজের বা স্বার্থের ভয়ে কদাচ তাহা গোপন করিয়া অন্যথা-চরণ করিব না। কপটতার ন্যায় মহাপাপ আর নাই। আমাদের মধ্যে কোন সভা-পতি বা নিয়মকর্ত্তার সভা হইবে না। আত্মবান সকল মনুষ্যেরই সেই আত্মদা পরমেশ্বরের উপাসনায় অধিকার আছে জানিয়া, পরস্পর পরস্পরকে ধর্ম্মবন্ধু ও ধর্ম্মপথের সহযাত্রী জানিয়া, একত্রে তাঁ-হার উপাসনা ধ্যান ধারণা করিব। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মে জ্ঞানেও সাধনায় উন্নত তাঁহাদিগের সাধু বাক্য সকলের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া তদনু-সারে কার্য্য করিব। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ কবিব কিন্তু তাহা লইয়া অতিবাদ রটনা করিব না। আমাদের পরম ভক্তিভাজন প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মোপাসনা প্রণালীতে আমরা আর্য্য ঋষিদিগের গভীর অধ্যাত্মযোগের উপ-দেশ পাই, অতএব উক্ত প্রণালী আমাদের উপাসনায় অবলম্বন করিব। জাতীয় আ-চার, জাতীয় প্রকৃতি আমাদিগের পরিত্যজ্য নহে। কিন্তু তাহাতে যে সকল মলি-নতা আছে তাহা ক্ষালন করা কর্ত্তব্য মনে করি। মহর্ষির অনুষ্ঠান পদ্ধতি এই জন্যই আমাদের গৃহ্য অনুষ্ঠানে গ্রহণ করিব। আমাদের সার কথা এই যে উদ্দেশ্য নির্ব্বাচন অপেক্ষা উদ্দেশ্য সাধনের প্রতি আমাদের প্রাণ মন অধিক সময় নিযুক্ত থাকিবে। এইক্ষণে আমরা আমাদের সেই বন্ধু জনিতা ও বিধাতা পুরুষের নিকটে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যে কার্য্য সাধনের জন্য তিনি আমাদের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন তৎসাধনের জন্য

আমাদিগের মনে যথেষ্ট বল সঞ্চার করুন। হে পরমাত্মন্ তুমি আমাদিগের সুকৃতি দুষ্কৃতি সকলই জানিতেছ, আমরা যেখানে অন্ধকারে পতিত হই তুমিই সেখানে আলোক দেখাও, আমাদের মনে সত্যের গ্রন্থি আটকাইয়া গেলে তুমিই তাহা খুলিয়া দাও, তুমিই আমাদের সমস্ত জীবনের নেতা ও পাপের মোচয়িতা। অতএব তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে সুপথ দেখাও এবং তোমার আনন্দময় নিকেতনে লইয়া যাও—

ব্রহ্মন্ নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূমিষ্ঠান্তে নম উক্তিং বিধেম।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

বোয়ালিয়া ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম সভ্য ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান হেমচন্দ্র মজুমদারের শুভ উপনয়ন আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে বর্ত্তমান আষাঢ় মাসের ১৫ই তারিখে জগদীশ্বরের কৃপায় সম্পন্ন হইয়াছে। এই শুভ উৎসব উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহোদয় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন—এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্থানীয় বহুতর ভদ্রলোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল—আমিও প্রাতে যথাসময়ে অনুষ্ঠান সভায় উপস্থিত হইয়া ব্যাপারটী আদ্যন্ত দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে এ সম্বন্ধে দুইচারিটী কথা না বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিতেছি না।

ধর্ম্মজীবনের আরম্ভেই যে কোন প্রকার অনুষ্ঠান করিতে হয় একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কেন না, এমন কোন দেশে কোন ধর্ম্ম নাই—যাহাতে কোন না কোন প্রকার অনুষ্ঠান নাই সুতরাং সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মেও যে বিশুদ্ধ অনুষ্ঠান আছে ইহাতে কাহার কোন আপত্তি হইতে পারে না। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী তাঁহারা যদি ঈদৃশ কোন অনুষ্ঠান কালে উপস্থিত থাকেন, ভরসা করি হৃদয়ের সহিত তাহাতে যোগদিতে কুণ্ঠিত হন না। যে আচার ও অনুষ্ঠান পূজনীয় আর্য্য ঋষিগণের অবলম্বনীয় ছিল, যাহা কালক্রমে অজ্ঞান অন্ধকারে নানা কুসংস্কারে জড়িত হইয়া নষ্টপ্রায় হইয়াছিল, শুভক্ষণে ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ে পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় কর্তৃক তাহা সুসংস্কৃত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে পুনঃপ্রচলিত হইয়াছে। বাস্তবিক ইহা এ কালের কাহারও মনগড়া কথামালা নহে। অধিকার বিবেচনায় ও অবস্থাভেদে দেশমধ্যে এই অনুষ্ঠান অবলম্বিত হইলে আশানুরূপ ফল নিশ্চয় ফলিতে পারে। কেন না সিদ্ধ পুরুষদিগের বাক্য বৃথা ও নিষ্ফল হয় না। যদিও বর্ত্তমান কালের ভারতের মাটীরগুণে ব্রাহ্মসমাজ নানাভাবে খণ্ডিত হইয়াছে তথাচ শ্রদ্ধেয় মহর্ষি মহোদয়ের প্রচারিত অনুষ্ঠান গুলি সম্পূর্ণ না হউক, আংশিকভাবে অনেক ব্রাহ্মসম্প্রদায়ই আদর্শরূপে গ্রহণ করিতেছেন। সত্য বটে, স্বাধীনতার অনুচিত ব্যবহারে ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান সময়ে স্ব স্ব প্রাধান্যে পরিপূরিত হইয়াছে। কিন্তু সে অবস্থাটী অতীব দুঃখের সন্দেহ নাই। হায়! গুরুবাদ এড়াইবার ভয়ে ও ব্যস্ততায় পবিত্র ধর্ম্মপথপ্রদর্শকের নিকট অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞ হইতেও অনেকে প্রস্তুত নহেন। যদি এই দশা না হইত, তবে এতদিন ভারতের গৃহে গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতি বিকীর্ণ হইত সন্দেহ নাই।

উত্তর বঙ্গের অন্য স্থানের কথা জানি না, এই বোয়ালিয়া নগরীতে আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান আদর্শস্থলে রাখিয়া অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান পত্র আছে। ইহার প্রত্যেক সভ্যকে তাহা পাঠ করিয়া স্বাক্ষর করিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক পরিবারে যতদিন জীবনের সমুদায় সংস্কারে ঈদৃশ পবিত্র অনুষ্ঠান পদ্ধতির প্রত্যেক অঙ্গ সাদরে গৃহীত না হইবে ততদিন এই ব্রাহ্মসমাজে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতি বিকাশিত হইবে না। গোপালচন্দ্র মজুমদার এই শুভঅনুষ্ঠানের পথপ্রদর্শক হইলেন। দয়াময় দয়া করিয়া ইহাঁর শুভমতি রক্ষা করুন ও ইহাঁর যে বালকটীর উপনয়ন হইল তাহাকেও সকল বিঘ্ন ও বাধা হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহার অভয় পদে আশ্রয় দিন।

ঐ দিবস সন্ধ্যার পরে বিদ্যারত্ন মহাশয় আমার ভবনে বুধবাসরীয় উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রাতের যে অনুষ্ঠানের কথা উপরে লিখিত হইল তিনি

তাহারই তাৎপর্য্য অতিবিশদরূপে উপাসক মণ্ডলির নিকট ব্যাখ্যা করেন।

তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, উক্ত অনুষ্ঠানের জীবন্ত শক্তিতে সকলকে পরিচালিত হইতে হইবে। নিষ্ঠার সহিত ব্রতপরায়ণ না হইয়া অনুষ্ঠানের বাহ্য আড়ম্বর লইয়া দিন কাটাইলে আর চলিবে না। যাহাতে চিত্ত সমাহিত হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়াদি শাসিত হয় ও যাহা সাধন পথে জীবনকে অগ্রসর করে তাহাই হৃদয়ের সহিত অবলম্বন করিতে হইবে—নতুবা অনুষ্ঠানের খোসা ভূষি লইয়া টানাটানি করিলে কি হইবে। নিজের শক্তি বুঝিয়া না দৌড়াইলে অনেক সময়ে খানায় পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়। সম্মুখে অনেক দৌড় দেওয়া হইয়াছে আর প্রয়োজন নাই এক্ষণে একবার পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করিয়া চলিতে থাক—যে অনুষ্ঠানে আত্মশাসন হয় তাহাই করিতে হইবে। ঘরে অনাহারে লোক মরিতেছে বাহিরে অন্নছত্র খোলায় বাহাদুরি কি?

বোয়ালিয়া
২১ আষাঢ়
১৩০০ সাল। } শ্রীমথুরানাথ মৈত্রেয়।
সম্পাদক বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজ।

সংবাদ।

গত ৯ আষাঢ় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবসে আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইয়াছিল তথাচ আশাতীত জনতা হইয়াছিল। এই সমাজে বহুসংখ্য সদ্বিদ্বান ধার্ম্মিক ও উচ্চপদস্থ লোকের সমাগম হয়। অপরাহ্ন ৭॥০ ঘটিকার সময় উপাসনার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা আচার্য্যের কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় যুবাকালেই ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবে এই মর্ম্মে একটী উপদেশ প্রদান করিলেন। উপদেশ সাতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের অন্তর্গত সেণ্টলুই নগরে অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসমাজে (The Nonsectarian Church) নামক এক ধর্ম্মসমাজ কয়েক বৎসর হইতে স্থাপিত হইয়াছে। এই সমাজ হইতে মুখপত্র স্বরূপে "The NonSectarian" নামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্র হইতে আমরা যতদুর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই বোধ হয় যে, ব্রাহ্মসমাজের মতের সহিত এই সমাজের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। এই সমাজের সভ্যেরা যিশু খৃষ্টকে পুত্র ঈশ্বর কিম্বা পরিত্রাতা বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে খৃষ্ট একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারক বটে কিন্তু তিনি স্বয়ং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ত্রাণকর্ত্তা হইতে পারেন না। আবার তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করেন না যে ঈশ্বর স্বর্গের কোনো বিশেষ স্থানে অবস্থিতি করেন। তাঁহারা বলেন ঈশ্বর আমাদের আত্মার আত্মা এবং তাঁহাতে প্রীতি করাও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই আমাদের একমাত্র মুক্তিসাধনের উপায়। আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মধ্যবর্ত্তী কাহাকেও তাঁহারা স্বীকার করেন না।

তত্ত্ববোধিনীর পাঠকগণ অবগত আছেন যে কয়েক বৎসর হইল Dr Spinner এদেশে আসিয়া বলিয়াছিলেন যে জর্ম্মনি প্রদেশে (নামে উদার খৃষ্টীয়মতাবলম্বী) ২০০০০ একেশ্বরবাদী আছেন। এখন একেশ্বরবাদই একমাত্র শান্তির উপায় তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। উক্ত আমেরিকাস্থ অসাম্প্রদায়িক সমাজের সভ্য সংখ্যা প্রায় ৩০০ এবং এই সভ্যগণ সকলেই তথাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি। ইহা ব্যতীত উক্ত রাজ্যের বোষ্টন নগরে পার্কার কর্ত্তৃক স্থাপিত একেশ্বরবাদীদিগের এক সমাজ আছে। এইরূপে চতুর্দ্দিকেই দেখিতেছি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রধূমিত হইতেছে; একদিন দেখিব যে এই স্বর্গীয় অগ্নি সকল দেশে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। তখন সেই অগ্নি সমুদয় সাগরের জলেও নির্ব্বাপিত হইবে না।

সমালোচন।

কৃষকের ছবি। শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় মহাশয় প্রণীত। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। লেখক কৃষকের নিদারুণ শোচনীয় দুঃখের যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে স্থানে স্থানে অশ্রুপাত করিতে হয়। যাহা হউক রাজা প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ লেখকের ন্যায় কৃষকের দুঃখে দুঃখী হ'ন ও তাহার প্রশমনের চেষ্টা করেন ইহাই প্রার্থনীয়।

স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা। আর্য্যমিশন ইনষ্টিটিউশন হইতে প্রকাশিত। লেখকের অভিপ্রায়ের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু

এইরূপ পুস্তিকাতে দার্শনিকতা একটু কম থাকিলে ভাল হইত।

The Chaitanya Library Journal Edited by Rev. Alex Tomory.

কোনো লাইব্রেরী হইতে মাসিকপত্র প্রকাশ বঙ্গদেশে একটী নূতন ঘটনা বলিলেও বলিতে পারি। চৈতন্য লাইব্রেরী এবং তৎপ্রকাশিত এই পত্রিকা হইতে আমরা অনেক আশা করিয়া থাকি। পত্রিকার ২য় সংখ্যার বিষয়গুলি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি।

৺কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিকের জীবনী। আন্দুল আত্মোন্নতি সভা হইতে প্রকাশিত। ইনি চিরজীবন ধর্ম্মপথে থাকিয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়াছেন এবং স্বদেশের উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন; ইঁহার জীবনীপাঠে অনেকের উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

শ্মশান ভস্ম। ২য় মুষ্টি, শ্রীকেদারনাথ রায় প্রণীত। ইহাতে অনেকগুলি ভাল কথা আছে এবং সেগুলি বলিবার ধরণেও কিছু নূতনত্ব আছে। মধ্যে মধ্যে দু-একটী আমাদের বেশ মিষ্ট লাগিয়াছে।

সাংখ্য স্বরলিপি।

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

দেহ জ্ঞান—দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রীতি—শুদ্ধ প্রীতি, তুমি মঙ্গল-আলয়!
ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ, বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদ আশ্রয়।

তালি। ২ঃ (স্থা, স্ত, আরম্ভ)। ৩। ০। ১।
মাত্রা। ৪ । ২। ২। ৪।

C
(স্থা):০— C। প্ধা ধা ধা পা। পা পা। মা পা½ -গা½। মা গা গা½ -রে½ -গা। রে গা গা গা½ -মা½।
(স্থা):০— । দে হ — জ্ঞা। — ন্। দি ব্য —। — জ্ঞা— — ন্। দে হ — প্রী —।

২ ……………… … ২ ২ 1
। পা মা গা গা½ -মা½। রে সা সা সা। স্সা সা সা সা। সা সা। ন্সা নি-। ন্সা ধা ধা½ নিঁ½ -পা।
1
। — তি শু — —। দ্ধ প্রী — তি। তু মি — ম। — ঙ্গ। ল আ। — ল — — য়।

২ ২… … … … … … … .. … … … …
। (স্ত) ঃ০ —। পা পা পা "প্নি" বা "প্সা"। ধা নি। সা সা। সা সা সা সা। সা রে রে সা½ -রে½।
। (স্ত) ঃ০ —। ধৈ — র্য্য দে দে। — হ। বী —। র্য্য দে — হ। তি তি — ক্ষা —

… … … … … … … … .. ……
। গা গা½ -রে½ রে সা। সা ন্সা নি ধা। পা প্ধা পা½ ^মা½ পা। পা½ গা½ -মে।
। — স — স্তো —। ষ দে — হ। বি বে — — —। — ক বৈ।

২ … … … … … … … ২ ২
। পা পা। পা ধা ধা নি। সা স্গা রে রে। সা সা। ন্সা নি। ন্সা ধা ধা½ নিঁ½ -পা।
। রা —। গ্য দে — হ। দে হ — ও। প দ। আ —। — শ্র — — — য়।

। "প্নিঃ" বা "প্ধাঃ" ॥ ॥
। দে দে ॥ ॥

একতালার চলিত তালি বিভাগ—তালি। ২ঃ। ৩। ০। ১। অথবা
মাত্রা। ৩। ৩। ৩। ৩।

একতালা—একতাল অর্থাৎ একটী তালির একভাবে চলন। একতালার যে ছন্দ গানের উপরে দেওয়া হইয়াছে তাহা কাওয়ালী ছন্দ।

নির্দ্দেশক চিহ্ন—ঃ০— অথবা হস্ত চিহ্ন। ইহা আস্থাই অন্তরা আভোগ ইত্যাদির, যে দিকে থাকিবে, সেইদিকস্থিত বিষয়টী বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। যথা (স্থা) ঃ০— এইরূপ থাকিলে বুঝাইবে আস্থাইর বিষয়টী ডানদিকে, বাঁদিকে নয়। যদি সমস্ত আস্থাইটী লিখিয়া তাহার সর্ব্বশেষে স্থা লিখিয়া "স্থা"য়ের বাঁ দিকে নির্দ্দেশকচিহ্ন দেওয়া যায় অর্থাৎ —০ঃ(স্থা) এইরূপ লিখিলে বুঝাইবে যে আস্থাইর বিষয়টী বাঁ দিকে দেখিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের পার্শ্বে যদি কোন প্রকার নির্দ্দেশকচিহ্ন না থাকে তাহা হইলে তাহারা সহজভাবে তাহাদের ডানদিকস্থ বিষয়টীকেই নির্দ্দেশ করিবে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪, জ্যৈষ্ঠ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১৪৪।/০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩০৫৯।/১৫
সমষ্টি	৩২০৩।৵১৫
ব্যয় ...	৮৫। ৫
স্থিত	৩১১৮।৵১০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ১৷৷০

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস ৷৷০

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস ১৲

১৷৷০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৪৭৷৷০

শ্রীযুক্ত বাবু রাইচরণ দাস, শিলং ১৮১৫ শকের অর্দ্ধ মূল্য ও মাশুল ১৸৵০

" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন, কলিকাতা ১৮১৪ শকের মূল্য শোধ ১৲

" " রূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৮১৪ শকের মূল্য ৩৲ টাকা মধ্যে ১৷৷০

সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, কাকিনিয়া, ১৮১৪ শকের মূল্য ও মাশুল ৩৷৵০

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা ১৮১৪ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সাহায্য ১২৲

" " গোপালচন্দ্র দে, কলিকাতা ১৮১৩ শকের মূল্য বাকী ২৲ টাকা মধ্যে ১৲

" " ভুবনমোহন দত্ত, কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲

" " চন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত, সেওড়াফুলি ১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩৷৵০

" " গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৮১৪ শকের মূল্য শোধ ২৲

শ্রীযুক্ত বাবু কীর্ত্তিরাম বড়ুয়া, শিলং, ১৮১৪ শকের মূল্য ও মাশুল ৩৷৵০

" " অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৮১৪ শকের মূল্য শোধ ২৲

" " রঘুনাথ নাথ, গোয়াড়ি ১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩৷৵০

" " দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা) ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲

" " জয়গোপাল সেন, কলিকাতা ১৮১০ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের সাহায্য ১৲

" " কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী, কলিকাতা ১৮১৪ শকের মূল্য শোধ ১৲

" " হরিমোহন দত্ত ও চণ্ডীচরণ লাহিড়ী ১৮১৪ শকের মূল্য শোধ ১৲

" " বিপীনবিহারী ঘোষাল, হড়া ১৮১৪ শকের মূল্য ও মাশুল ৩৷৵০

৪৭৷৷০

৪৮৸০

পুস্তকালয় ...	১১।/০
যন্ত্রালয় ..	৫৮৲
গচ্ছিত ...	২৫।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১৲
সমষ্টি	১৪৪।/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৪/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৬৷৷১০
পুস্তকালয়	৮/১৫
যন্ত্রালয়	১০৸৶০
গচ্ছিত	২২৷৷৵০
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	২৩৲
সমষ্টি	৮৫। ৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ত্রয়োদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

ভাদ্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

৬০১ সংখ্যা

১৮১৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

২২ আষাঢ়, বুধবার।

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।"

এ পৃথিবী নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের স্থান নহে। এখানে সুখও আছে দুঃখও আছে। সুখ দুঃখ পরমেশ্বরের নিয়মে চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সম্পদ ও বিপদ পর্য্যায়ক্রমে মনুষ্যের নিকট যাতায়াত করিতেছে। এদুইই তাঁহার ইচ্ছায় ঘটে—তাঁহার নিয়মে ঘটে। তিনি আমাদিগকে দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিবার জন্য সম্পদের পর বিপদ ও বিপদের পর সম্পদ প্রেরণ করেন। এ দুইয়েতেই তাঁহার হস্ত আছে। এ দুয়েতেই আমাদের মঙ্গল হয়। আমাদের এই দুই অবস্থারই কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। সেই কর্ত্তব্য পালন না করিলে, আমরা ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব বুঝিতে পারি না ও তাঁহার মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারি না।

সম্পদে আপনার প্রতি কর্ত্তব্য আছে ও পরের প্রতিও কর্ত্তব্য আছে। প্রথম কর্ত্তব্য সম্পদ-দাতাকে স্মরণে রাখা। অনেকে তাঁহার হস্ত হইতে সম্পদ পাইয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হন। যে গৃহ ঈশ্বরের কৃপায় ধন ধান্য পুত্র কলত্র বন্ধু বান্ধব দাস দাসীতে পরিপূর্ণ, সে গৃহে যদি ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে সে শূন্য গৃহ—ঘোর অন্ধকারের আলয়। মনুষ্য হইয়া সুখ সম্পদ ভোগের সময়, যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়, ধিক্ তার জীবনে, ধিক্ তার সম্পদে।

এরূপ জীবন ইতর জন্তুদেরও আছে। সম্পদরূপ স্বর্ণ বলয়ে যদি ঈশ্বরের স্মরণরূপ রত্নমণি জড়িত না হয়, তবে সে সম্পদের শোভা কোথায়? সম্পদের চাঞ্চল্য মনুষ্যকে অশেষবিধ পাপাচরণে প্রবৃত্ত করে। তখন মন সহজে নিরঙ্কুশ হইয়া যথেচ্ছাচার করিতে কোন বাধাই মানে না, স্বর্গীয় গাম্ভীর্য্যকে অনায়াসেই অতিক্রম করে। অপবিত্রতাকে অপবিত্রতা বলিয়াই মানে না, এমনই মত্ত এমনই বিকারগ্রস্ত হইয়া উঠে। অতএব সাবধান, সম্পদ্‌কালে সংযত হইয়া থাকিও। ঈশ্বরকে ভুলিও না। তাঁহার আশ্রিত হইয়া থাকিও। যে ধন তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছ,

তাহাকে তোমার মনে করিও না, তাঁহারি মনে করিও। এবং তাঁহার ইঙ্গিত মত ব্যয় করিয়া আত্মপ্রসাদ ও তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া জীবনের ফললাভ করিও। সম্পদে তাঁহার আশ্রিত হইয়া থাকিও। সৌভাগ্য অতীব চঞ্চল। 'সম্পদ তড়িত সমান উন্মীলি নিমীলয়ে।' সৌভাগ্য সময়ে গর্ব্বিত হইও না। বরং পরমেশ্বরকে সকল সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া বিনীত হইও।

কত লোক জঠোর জ্বালায় অস্থির। কত অনাথা—কত লজ্জাশীলা বিধবা নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিতেছে, তুমি তাহাদের অশ্রুমোচন করিও। বস্ত্রহীন ব্যক্তি শীতার্ত্ত হইয়া কত ক্লেশই পাইতেছে—তুমি তাহাদের দুঃখ দূর করিও। আত্মীয় আশ্রিতের ক্লেশে অন্ধ হইয়া থাকিও না। যাহারা তোমাকে জানে না, তাহাদের ক্লেশে উদাসীন থাকিয়া ধর্ম্মহীন হইও না। এই রূপে দানশীল হইও। এই দান ঈশ্বরের চরণে পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ হইয়া রহিবেক। রসনা যে অস্থিহীন তাহা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিও। সকলকেই মিষ্ট কথা কহিও। এই সকল কার্য্যই ঈশ্বর ভাল বাসেন। সেই ভালবাসার কার্য্য সম্পন্ন কর। ইহাই তাঁহার উপাসনা।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।'

বিপদেও আমাদের মঙ্গল লাভ হইতে পারে। কিন্তু বিপদের করাল মূর্ত্তি কেহই দেখিতে চাহে না। বিপদের নাম শ্রবণ মাত্রেই সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইহা কাল সর্পের ন্যায়। কিন্তু ইহার মস্তকে উজ্জ্বল মণি আছে। এই মণি লাভ করা বড় কঠিন ব্যাপার। কিন্তু কঠিন বলিয়া অসাধ্য নহে। বিপদকালে যদি সেই করুণাময়কে ডাকিতে পারি—যদি ডাকিবার মত ডাকিতে পারি, যদি তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র শিক্ষা করিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই সেই মন্ত্রবলে বিপদ রূপ ভুজঙ্গমকে বশীভূত করিতে সমর্থ হই। তখন ইহার মাথার উজ্জ্বল মণি লইয়া মহাসম্পদ লাভ করি। "তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভব সংকটে, কাটি যাবে বিপদ লাখ লাখ।"

ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিপদ আসিয়াছে বলিয়া আমরা যেন হাল্ ছাড়িয়া না দেই। যদি আমরা বিপদের সদ্ব্যবহার করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আত্মার যে সকল শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে, তাহা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। তৃষ্ণার সময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় তৃষ্ণা আসিয়াছে বলিয়া, আমরা যেমন চুপ করিয়া থাকি না, জল অন্বেষণ করি, বিপদের সময়েও ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিপদ আসিয়াছে বলিয়া আমরা যেন নিশ্চেষ্ট না হই। কি উপায়ে প্রতীকার হইবে আমরা যেন তদ্গতচিত্তে তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি। তিনিই তাহা বলিয়া দিবেন। ঘোরতর অর্থকষ্ট—নিদারুণ নির্য্যাতন—বা প্রিয় জনের মৃত্যুই উপস্থিত হউক, তাঁহাকে ছাড়িও না, সকল কালে সকল অবস্থায় তাঁর শরণাপন্ন হইয়া থাকিও। তিনি করুণাময়, তিনি তোমাকে কখন পরিত্যাগ করিবেন না। যদি নিজের মৃত্যুই সম্মুখীন হয়,সে গুরু বিপদেও বিচলিত হইও না। "বিপদ সম্পদ তব পদ লাভে মৃত্যু সে অমৃত সমান।" তখন তাঁহার চরণ-তরীর উপর ভগ্ন হৃদয় ভাল করিয়া স্থাপন করিও। এক মনে ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাকে স্মরণ করিও। ধ্যান যোগে দেখিও তুমি সেই পরম মাতার ক্রোড়ে শয়ান। ভয় তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। আঁধারের মধ্যে আলো জ্বলিয়া উঠিবে। আনন্দে তোমার আত্মা উৎফুল্ল

হইবে, অনায়াসে তুমি ভবার্ণবের পরপারে যাইয়া শোক ইহাতে উত্তীর্ণ হইবে—পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে—এবং ব্রহ্মানন্দের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তামাকের অপকারিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তামাক খাওয়াও বিলাসিতা—সম্ভবতঃ ইহা সেবনে একজনেরও উপকার নাই, কিন্তু অসংশয়িতভাবে অনেকেরই অনিষ্ট হইয়া থাকে। কাহার কাহার পক্ষে তামাক সম্পূর্ণ বিষরূপেই পরিগণিত হইয়া পড়ে; সামান্য পরিমাণে ধূম উদরস্থ হইতে না হইতেই তিনি অসুস্থ হন বা বমন আরম্ভ করেন। বিলাসপ্রিয় হইয়া যদি কেহ তামাক ও মদ্য ব্যবহার করেন এবং তদ্দ্বারা শারীরিক কি মানসিক দুরবস্থা ঘটিতেছে এমত নিশ্চয় লক্ষণ দেখিতে পান, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহা নিজের মনঃপ্রিয় ও সমাজের দশজনের অভিমত, এতাদৃশ আচরণ ত্যাগ করা ত সহজ নহে, অতএব, এমত স্থলে বিশেষ সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। কোন চিকিৎসক বলেন যে, তামাকের ধূমে গলার স্বর নষ্ট হয়, অন্যান্য বহুদর্শী চিকিৎসক ও গায়কগণও একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। তামাক একবার অভ্যস্ত হইলে কালক্রমে তাহার বিষ ও ধূমের তাপ কণ্ঠনলীতেও সহ্য হয় বটে, কিন্তু ক্রমাগত তাহা ব্যবহার করিলে তামাকসেবনকারীর ধাতু কফাশ্রিত হইয়া উঠে, এমন কি সামান্য অনিয়মেই সর্দ্দি আক্রমণ করে। তামাকের বিষে বিষে কণ্ঠমূলের স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম হয়, কিন্তু লোকে বুঝিতে না পারিয়া অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পায়।

তামাকের ধূম সেবনের ন্যায় উহার নস্য গ্রহণেও অনেক পীড়া জন্মে; অধিকন্তু অধিক দিন নস্য ব্যবহার করিলে ঘ্রাণ শ্রবণ-শক্তি উভয়ই ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া যায়। কেহ বলিয়াছেন যে, তামাক বিশেষে শতকরা ছয় হইতে আটভাগ পর্য্যন্ত খাঁটি উপক্ষার থাকে এবং কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তামাকের ধূমেও উক্ত উপক্ষার থাকে সুতরাং তামাকের ধূমের আঘ্রাণ উপলক্ষে আবালবৃদ্ধ নরনারী সকলকেই উহার বিষ উদরস্থ করিতে হয়। যে যে স্থানে দিনরাত্রি অবিশ্রান্তভাবে তামাকসেবন চলিয়া থাকে, সেই সেই স্থানের বায়ু কি পরিমাণে দূষিত হয় ও কেমন অজ্ঞাতভাবে একের পাপ অন্যের স্কন্ধে পড়ে, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

তামাকের ধূমমিশ্রিত বায়ুসেবনে সাধারণের অনিষ্ট হয়, এই জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রসিদ্ধ বোষ্টন নগরের রাজপথে তামাক খাওয়া নিষেধ। কেহ এই বিধি লঙ্ঘন করিলে তজ্জন্য দণ্ডিত হয়। তামাকের ধূম চক্ষে লাগিলে এক প্রকার চক্ষুরোগ হয় অর্থাৎ চক্ষের উপরে জালের মত যে এক প্রকার স্তবক আছে তাহা তামাকের ধূমে উত্তপ্ত ও বিষাক্ত হইলে দর্শন শক্তির হ্রাস হয়।

আমাদের দেশে অল্পবয়সে আজ কাল অধিক লোকে যে হীনদৃষ্টি হইতেছেন ও চশমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, তামাক

ব্যবহার কি তাহার অন্যতম একটী কারণ নহে ?

কোন ডাক্তার বলিয়াছেন যে, তিনি কখন তামাক খান নাই। ঈশ্বর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ঈদৃশ বিষ কখন তাঁহাকে উদরস্থ করিতে না হয়! তামাক সেবনকারীর মুখের দিকে চাহিলে বোধ হয় যেন তাহার জীবনপ্রবাহ সেই মুখখানি হইতে অবিশ্রান্ত বেগে পলাইতেছে।

অল্পবয়সে তামাকসেবনের বিশেষ কুফল।

কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন যে প্রথম বয়সে তামাক খাওয়া লোকে একটী পৌরুষের কার্য্য মনে করে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত অজীর্ণরোগ, হস্তকম্পন, স্নায়ুমণ্ডলীর শিথিলতা, মস্তকঘূর্ণন, রক্তশূন্য মুখশ্রী, হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য ও অন্যান্য কুলক্ষণ উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা জানিতে পারে না যে, তামাকের দ্বারা কি অনিষ্ট সাধিত হয়! তামাকসেবনকারীর স্বাস্থ্যসুখই বা কোথায়? শরীর একেবারে কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া না পড়িলে এই সকল লোকের চৈতন্য উদয় হয় না। একজন জর্ম্মাণ অধ্যাপক তামাক খাইতেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তামাক সেবকগণের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জনের অস্বাস্থ্য দেখিয়া তামাকের অপকারিতা স্বীকার করিয়া অনুতাপিত হইতে হয়। কোন ডাক্তার বলিয়াছেন যে, নব্যবয়সে তামাক খাওয়া অভ্যাস করিলে শারীরিক ও মানসিক যে সকল দুঃখ যন্ত্রণা উপস্থিত হয় তাহার তুলনায় অহিফেন সেবনকারীর যাতনাও অনেকাংশে ন্যূন। রিচার্ড সেন যাঁহার সমতুল্য উপক্ষারের তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত বর্ত্তমান কালে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তিনি বলিয়াছেন যে, ধূমসেবনেই হউক অথবা অন্যরূপেই হউক কোন প্রকারে তামাক উদরস্থ করা উচিত নহে। মনুষ্যের দেহ, তাহার কার্য্য ক্ষেত্রের পবিত্র মন্দির, অতএব তাহা সর্ব্বদা পবিত্র রাখাই কর্ত্তব্য। তামাকের বিষ হইতে যুবকগণের অতিদূরে থাকা প্রয়োজন; কেননা, তামাকজনিত আনন্দ অনিশ্চিত ও অল্পকালস্থায়ী; কিন্তু তাহার দণ্ডভোগ নিশ্চিত অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য। কোন চিকিৎসক বলেন যে, ইদানীন্তন যুবকগণের শীর্ণ মুখশ্রী ও জীর্ণ কলেবর এবং ক্ষয়কারী নানাবিধ ব্যাধি যেমন দৃষ্ট হইতেছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে তাদৃশ দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার বিবেচনায় তামাকসেবনই এই সকল দুরবস্থার প্রধানতম কারণ। অপরিপক্ব বয়সে তামাক খাইলে শারীরিক ও মানসিক উন্নতির মূল চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়।

কোন ব্যক্তি একদা এক সমাধিক্ষেত্রে কোন মৃত ব্যক্তির চিকিৎসককে মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তামাকই ঐ হতভাগ্য যুবার অকালমৃত্যুর কারণ। সেই মৃত ব্যক্তি একজন ইংরাজ বণিক। তাঁহার বয়ঃক্রম ২৮ বৎসর এবং তিনি দেখিতেও হৃষ্ট পুষ্ট। তিনি কার্য্য উপলক্ষে সমস্ত দিন কার্য্যালয়ে থাকিয়া অধিক পরিমাণে চুরট খাইয়াছিলেন। সেই তামাকের বিষে তাঁহার শরীরের রক্ত বিষাক্ত হওয়ায় তিনি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। ডাক্তার বিনয়কৃষ্ণ দত্ত লিখিয়াছেন যে, কোন ভদ্রবংশীয় একটী দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক বালক দুই বৎসর কাল তামাক খাইতে শিক্ষা করায় মৃগী রোগাক্রান্ত হয় এবং নানাবিধ ঔষধ সেবনেও কোন উপকার না হওয়ায় অবশেষে তাহার তামাক খাওয়া বন্ধ করা হয়, কিন্তু খাওয়া বন্দ হওয়ার পর হইতেই সে

সম্পূর্ণ আরোগী হইয়াছিল। কোন সুচিকিৎসকের বাচনিক অবগত হওয়া গিয়াছে যে, কোন স্থানে অল্পবয়স্কা একটী কুলবধূর মৃগীরোগ হইয়াছিল। ঐ চিকিৎসকই তাহার চিকিৎসা করেন। কোন ঔষধ দ্বারাই রোগের প্রতিকার হইল না দেখিয়া তিনি রোগীর জীবনগত নানা তথ্য অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, তাহার তামাক খাওয়া অভ্যাস আছে। ঐ সময় হইতে নানা কৌশলে তামাক খাওয়া বন্ধ করার পর সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। ভদ্র পরিবার মধ্যে রমণীগণের হুঁকা বা ফরশীযোগে তামাক খাওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল সন্দেহ নাই, কিন্তু তামাকের গুল রমণীকুলে আবালবৃদ্ধা যে ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে কুদৃষ্টান্তের সংখ্যা অল্প নহে। আজকাল ভদ্র মহিলারা এমন স্বাধীনভাবে তামাকের গুল ব্যবহার করিতেছেন যে, তাহাতে প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্তাদিগের তামাক ব্যবহারে কোন রূপ প্রশ্রয় দেওয়া নাই বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। কোন ডাক্তার লিখিয়াছেন যে, যে কোন উত্তেজক পদার্থ উদরস্থ হইলেই যে স্নায়ুগুলির অবস্থা অবনত হয়, ইহা বহুদর্শন দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। অতএব মৃগী ও তাহার সমশ্রেণীর অন্যান্য রোগে এই প্রকার উত্তেজক পদার্থ সেবন করিতে দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে।

যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা না বলিয়া থাকিতে পারে না, তাহাকে যেমন মিথ্যাবাদী ও যে মদ না খাইয়া থাকিতে পারে না, তাহাকে যেমন মাতাল বলে, সেইরূপ যে ব্যক্তি তামাক না খাইয়া থাকিতে পারে না তাহাকেও তামাকখোর বলা যাইতে পারে। তামাকখোরগণ এই বলিয়া আত্মপ্রবোধ দেয় যে, বহুদিন অভ্যাস করিলে তামাকে কোন অনিষ্ট করিতে পারে না; কেন না অনেক দিন যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহা দ্বিতীয় স্বভাবের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহাদের একথা ঠিক নহে, তামাকখাওয়ার অভ্যাস কি প্রকারে দ্বিতীয় স্বভাব হইতে পারে? কারণ মানব প্রকৃতির সহিত যখন তামাকের উপকারের কোন রাসায়নিক সম্বন্ধ নাই, তখন প্রথম স্বভাবের সহিত কোন অংশে তাহার সম্বন্ধ না থাকিলে কি প্রকারে তাহা দ্বিতীয় স্বভাবের মধ্যে গণ্য হইবে। অতএব ইহা যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসম্ভব, তাহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। অনেকে আবার বলেন যে, তামাকে ম্যালেরিয়া নাশ করে, এই জন্য তাঁহারা তামাক খাইয়া থাকেন; কিন্তু কোন বহুদর্শী লোক বলিয়াছেন যে, তামাক খাইলে ম্যালেরিয়া নষ্ট হওয়া তো দূরের কথা কোন পীড়াই নিবারিত হয় না এবং ম্যালেরিয়া ঘটিত জ্বরে তামাক ব্যবহারে কোনই উপকার দর্শে না। তাঁহার মতে শীতপ্রধান দেশে তামাক ব্যবহারে যে পরিমাণে লোকের ক্ষতি হয়, ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশে তাহা হইতে সমধিক অহিত হইয়া থাকে; সুতরাং ভারতবাসীদিগের কখনই তামাক খাওয়া উচিত নহে।

এ সম্বন্ধে একজন চিকিৎসক একটী রহস্যজনক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন জাগ্রৎ অপেক্ষা নিদ্রাবস্থায় ম্যালিয়ার বিষ অধিক পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করে; সুতরাং পার্ব্বত্য প্রদেশে ও ম্যালিরিয়াময় স্থানে ভ্রমণ করিতে হইলে অনিদ্রার নিতান্তই প্রয়োজন,সে পক্ষে তামাক যেমন উপযুক্ত পদার্থ এমত আর কিছুই নাই। এখন দেখুন তামাকের সেই স্বভাবে কেমন

আশ্চর্য্য উপায়ে ম্যালেরিয়া দূর করিয়া দেয়।

আবার অনেকে বলেন যে, সংক্রামক ও স্পর্শরোগ যে সময়ে দেশে প্রবল হয়, সে সময়ে তামাক খাইলে বিশেষ ফল দর্শে। তাঁহাদের একথাও সত্য নহে। কেননা এতাদৃশ রোগে তামাকসেবনে কোনই উপকার দেখা যায় না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে,ধৈর্য্যাবলম্বনে অধিক ক্ষণ চিন্তা করিতে হইলে তামাক সেবনে বিশেষ সাহায্য হয় এবং গুরুতর পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হইলে মধ্যে মধ্যে তামাক না খাইলে তাহা সম্পন্ন করা কঠিন। এ কথাও যুক্তিযুক্ত নহে। তবে, তাঁহারা যে তামাক না খাইলে অনেক ক্ষণ চিন্তা ও পরিশ্রম করিতে পারেন না, তাহার কারণ এই যে, তামাক খাইতে খাইতে তাহার বিষে তাঁহাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী এমনই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, মধ্যে মধ্যে তামাকের বিষে উত্তেজিত না হইলে ভগ্ন উদ্যম হইতে উদ্ধার পান না ও কার্য্য করিতেও সমর্থ হয়েন না।

তামাক সেবন অভ্যাস করিলে বীর্য্যবান্ ও স্বাধীনচেতা লোকেও কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পশ্চাৎপদ হইয়া থাকেন। কোন প্রকার মন্দ কার্য্যের প্রতিকূলে অগ্রসর হইতে সাহস থাকে না মতিগতি সকলই হীনদশা প্রাপ্ত হয়। তামাক সেবনে মনুষ্যকে পৌরুষহীন ক্ষীণচরিত্র করিয়া ফেলে এবং জীবন হইতে সুনীতির প্রভা চলিয়া যায় ও একেবারে কর্ম্মের বাহির করিয়া ফেলে! এ সম্বন্ধে কোন চিকিৎসক বলেন যে, তামাক খাইলে সহিষ্ণুতা গুণ নষ্ট হয় এবং রক্ত শীতল হইয়া বীর পুরুষকেও ভীরু করিয়া তুলে। আফিং ও মদ প্রভৃতি অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ন্যায় তামাকও মিতাচারের সীমা অতিক্রম করিলে তৎসেবকের নৈতিক জ্ঞানকে নিম্নগামী করিয়া দেয়।

তামাকে যে কেবল প্রাণ নষ্ট হয়, তাহাও নহে; উহাতে যথেষ্ট অর্থও নষ্ট হইয়া থাকে। দয়ার পাত্রকে দান করিতে হইলে অর্থের অপ্রতুলতা উপস্থিত হয়, এ দিকে তামাকের কল্যাণে অকারণ যে কত অর্থ নষ্ট হইতেছে, তাহার কোন হিসাব দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। অনেকের পক্ষে এমনও দেখা যায় যে, দিনান্তে পেটের অন্ন পাওয়াই ভার, অথচ এক আধ পয়সার তামাক না হইলেই নয়। কি রাজা কি ফকীর সকলেরই তামাক চাই! কথিত আছে জর্ম্মাণি ও ফ্রান্সে তামাক খাওয়া একটী জাতীয় বিলাসিতার মধ্যে পরিগণিত। তথাকার দুই একটী হিসাব দেখান হইতেছে, তাহাতেই জানিতে পারা যাইবে যে, এক এক দেশে তামাকের জন্য কত ব্যয় হইয়া থাকে। বহু পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে ফরাশীরা ৯৯০০ পাউণ্ড ও ১৮৭৫।৭৬খৃঃ অঃ ৮৪০০০০ পাউণ্ড পরিমাণ তামাক খাইয়াছিলেন। আবার ঐ দেশের রাজধানী এক পারিস সহরেই ১৮৭৬ খৃঃ অঃ শুধু চুরট সেবনে ১৭৫০০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইংলণ্ডের লোকের তামাক খাওয়া জাতীয় বিলাসিতা নয় এ কথা অনেকে বলিয়া থাকেন; কিন্তু ১৮২১ হইতে ১৮৮১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত দশ দশ বৎসরের যে হিসাব প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,তাহা এই—উক্ত যুক্ত স্থানে ১৮২১ খৃঃ অঃ—১৫৫৯৮১৫২ পা, ১৮৩১ খৃঃ অঃ—১৯৫৩৩৮৪১ পাঃ, ১৮৪১খৃঃ অঃ—২২৩০৯৩৬০ পাঃ,১৮৫১খৃঃ অঃ—২৮০৬২৯-

৭৮পাঃ, ১৮৭১ খৃঃ—৪২৭৭৫৩৩৪পাঃ ও ১৮৮১ খৃঃ—৪৯৮২০৪৯৩ পাউণ্ড তামাক লোকে খাইয়াছেন। কোন ব্যক্তি এই হিসাব ধরিয়া দেখিয়াছেন ১৮৮৯ খৃঃ অঃ অপেক্ষা ১৮৯০খৃঃ অঃ ইংলণ্ডে ৩৬০০০০০০ পাইপ তামাক অতিরিক্ত খরচ হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রতিবর্ষে তামাকের কল্যাণে প্রায় ৬০ কোটি পাউণ্ড অর্থ নষ্ট হয় এবং মেথডিষ্ট সম্প্রদায় এক দিনেই প্রায় ১২৫০০০ পাউণ্ড মূল্যের তামাক খাইয়া থাকেন।

এখন দেখুন এই ব্যয় ক্রমে ক্রমে এত বৃদ্ধি হইতেছে যে, যে কোন দেশের এক বৎসরের ব্যয়ে সেই দেশের সাধারণ হিতার্থে অনেক মহৎ কার্য্যই অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে; অথচ লোকে সেদিকে মন কেন দেয় না? তাহার কারণ আর কিছুই নহে, লোকের যেখানে মন সেখানেই ধন। তামাকের সঙ্গে প্রাণের যোগ আছে বলিয়া প্রাণের টানে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহার জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

ইংরাজিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে, “যে বাতাসে কাহার কোন উপকার হয় না তাহা অবশ্যই কুবাতাস” আমরাও তাই বলিতেছি—যে অর্থব্যয়ে কাহারও উপকার হয় না, সে অর্থ জলে ফেলা আর ভূতের শ্রাদ্ধে ব্যয় করা সমানই কথা!!

তামাক সম্বন্ধে সুবিখ্যাত পদার্থবিৎ পণ্ডিত ও বিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসকগণের মত সংগ্রহ করিয়া দর্পণস্বরূপ সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। এখন ইহাতে মুখ দেখিলে সকলেই আপন আপন জীবনের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। যাহার দুঃখ সেই বুঝে, যিনি আজীবন তামাক খাইতেছেন তিনি এই সকল মন্তব্যের মর্ম্ম সম্যকরূপে বুঝিতে পারিবেন এবং যাঁহারা এই পাপের হস্তে এখনও পতিত হন নাই তাঁহারাও সাবধান হইবেন, এমত আশা করা যায়।

স্বাস্থ্য সুখই পরম সুখ। যে সুখের ভাণ্ডার বিধাতা দয়া করিয়া এই সংসারের সকল নরনারীকে তুল্যভাবে দিয়াছেন, হায়! পাপাচরণে লোকে কতকাল সেই অমূল্য ধন বিনাশ করিবে? ফলত তামাক সেবন একটী পাপ।

অনেকে হয় ত বলিবেন তামাক খাওয়া কিসে পাপ হইল? এসংসারে যে প্রায় অধিকাংশ লোকেই তামাক খায়। সকলে যাহা করে তাহা কি আবার পাপ? এ কথার সদুত্তর এই যে পাপ হইতে পারে না ইহা আমরা স্বীকার করি না; সংসারে প্রত্যেক লোকের দায়িত্ব পৃথক্ পৃথক্। দেশের দশজনে মিথ্যা কথা বলিলে মিথ্যা কথা ত আর ধর্ম্ম হয় না? কোন দেশের জনসাধারণ দস্যু হইলে সেই দস্যুতা আর পুণ্য কার্য্য নহে। ঈশ্বরের নিয়মলঙ্ঘনেই পাপ। নিয়মিত আহারে শরীর রক্ষা হয়, অতএব তাহা পাপ নহে; কিন্তু অনিয়মিত ভোজনই পাপের কার্য্য, জ্ঞানালোচনা পাপ নহে, কিন্তু যে ব্যবহার দ্বারা জ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখে তাহাই পাপ। মদ গাঁজা আফিং ও তামাক প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনে দিন দিন শরীর ও মনের শক্তি নষ্ট হয় বলিয়াই ঐসকল দ্রব্য ব্যবহার সমূহ পাপজনক। পশুগণ যেমন দুই দিনের জন্য কেবল পাশব জীবন বহন করিতেই এই সংসারে আসিয়াছে, দেহ পতন হইলে তাহাদের যেমন কোনই দায়িত্ব নাই, মনুষ্যের পক্ষে যদি ঠিক তাহাই হইত, তাহা হইলে সে এক স্বতন্ত্র কথা হইত; কিন্তু মানুষ যে দুই দিনই

কেন এ পৃথিবীতে থাকুক না, এই অল্পকালের জন্য তাহার দায়িত্ব আছে। মানবদেহ দুই দিনের জন্য বটে,কিন্তু আত্মা যে চিরস্থায়ী, অমর ও বিকাশশীল। এখানে যে আত্মা যেমন সাধন করিবে পরিণামে সে সেই পরিমাণে ফল লাভ করিবে ইহা সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা। অতএব দেশের মতে মত দিয়া পাপাচরণে মত্ত হওয়া জ্ঞানবিশিষ্ট মানবের কর্ত্তব্য নহে।

যে আমেরিকার তামাকের বিষে আজ পৃথিবীর প্রায় সমগ্র ভাগ পুড়িতেছে, আবার সেই দেশের বর্ত্তমান অবস্থা একবার স্মরণ করিয়া দেখ। তামাক ব্যবহারের কত শাসনবিধিই সে স্থানে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন! ১৮৯০ খৃঃ অব্দের ২ সেপ্টেম্বর হইতে নিউইয়র্ক নগরে যে বিধির প্রচলন হইয়াছে,তাহাতে ষোড়শবর্ষের নিম্নবয়স্ক বালককে সাধারণের সমক্ষে তামাক খাইলে অর্থদণ্ড দিতে হয়। তামাক ব্যবহারের শাসন আরও অনেক দেশে হইতেছে; যথা—ফরাসীদেশের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ক্রমশঃ অনুন্নতদশা উপস্থিত দেখিয়া তত্রত্য বিদ্যাবিভাগের অধ্যক্ষগণ যাহাতে ছাত্রসমূহ তামাক খাইতে না পারে, এমত বিধান প্রচার করিয়াছেন। আমাদের হতভাগ্য ভারতের বিদ্যার্থিগণের অনেকেরই এ সম্বন্ধে শাসন প্রয়োজন, কিন্তু তাহার প্রতি কি কাহারও দৃষ্টি আছে? এ দুর্দ্দিনে আমাদের সহায় কেই বা হইবে?

হায় হায়! যে জাতীয় চরিত্র উন্নত করিবার জন্য দেশীয় কত কত মহানুভব ব্যক্তি কত যত্ন কত অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহার মূল যে কীটদষ্ট তাহা কি একবার কেহ চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন? যে চরিত্রের পত্তনভূমি দোষযুক্ত, তাহার উন্নতি কি সহজে হইবে? প্রকৃত চরিত্র প্রস্তুত করিতে হইলে আমাদিগকে অনেক বিষয় প্রথমে ভুলিতে হইবে। অতএব, যদি চরিত্র চাও তবে আগে জাগ, এ কুশিক্ষা ভুলিয়া যাও, চরিত্রের উপদ্রব গুলিকে দেশছাড়া কর। আর ইতস্ততঃ করিবার সময় নাই। দেশের সাধারণ কোন কুপ্রথা বা কুআচরণ দূর করিতে হইলে, একজনের পক্ষে অসাধ্য না হউক দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু "দশের লড়ি একের বোঝা" এই মন্ত্র শিরোধার্য্য করিয়া যদি আমরা কৃতসংকল্প হই, দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় তবে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবই হইব। সৎ যাহার ইচ্ছা ভগবান্ তাহার সহায়, এই জীবন্ত সত্যে চিরদিন বিশ্বাস করিয়া চল, দেখিবে সত্যের জয় হইবেই হইবে।

গুরু শিষ্য সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্র মত।

অস্মদ্দেশীয় আর্য্য বৌদ্ধ তথা মিসরাদি দেশের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে অনেক স্থানে সাঙ্কেতিক পদ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ ব্যতীত অপরে সহজে বুঝিতে সক্ষম নহেন। আর ব্রহ্মোপদেশ বড় সূক্ষ্ম ও গুপ্ত বিষয় এই জন্যই আমাদিগের সৎশাস্ত্রে সৎগুরুর শরণাপন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক ইহা বারংবার কথিত হইয়াছে! অতএব সৎগুরু কাহাকে বলে ও কি উপায় বা সিদ্ধিবলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অবগত হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। জগতে মনুষ্যের গুরু বলিলেই সর্ব্বপ্রথমে সেই পরম গুরু পরমেশ্বরকেই বুঝায়। পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রে লিখিত আছে

"স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ"।

যোগশাস্ত্র ১ পাদ সূ ২৬।

অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর পূর্ব্ব মহর্ষিগণের গুরু ও উপদেষ্টা, কাল কর্ত্তৃক তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন, অর্থাৎ সকল কালেই তাঁহার বিদ্যমানতা আছে। এই পরমগুরু ব্যতীত মানবের লৌকিক ও পারমার্থিক কার্য্যসিদ্ধির জন্য অপরাপর মনুষ্য গুরুও গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীমচ্ছঙ্কর স্বামী বলেন,

"কোবা গুরুর্যোহি হিতোপদেষ্টা।
শিষ্যস্তু কোবা গুরুভক্ত এব॥"

প্রশ্নোত্তর।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন হে গুরু! যথার্থ গুরু কাহাকে বলা যায়? গুরু বলিলেন যিনি হিতোপদেশ প্রদান করেন তিনিই যথার্থ গুরু। আর যথার্থ শিষ্য কাহাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলিলেন, যে শিষ্য গুরুভক্ত অর্থাৎ সৎগুরু বা আপ্ত ও বেদান্ত বাক্যে যাহার দৃঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস আছে তিনিই যথার্থ শিষ্য। বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে—

"ত্রয়ঃ পুরুষস্যাতিগুরবো ভবন্তি। ১
মাতা পিতা আচার্য্যশ্চ। ২
তেষাং নিত্যমেব শুশ্রূষুণা ভবিতব্যম্। ৩
যত্তে ব্রয়ুস্তৎ কুর্য্যাৎ। ৪
তেষাং প্রিয়হিতমাচরেৎ। ৫

বিষ্ণুসংহিতা ৩১ অধ্যায়।

অর্থাৎ মনুষ্যের পিতা মাতা ও আচার্য্য এই তিন জন মহাগুরু হয়েন। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সেবা করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের প্রিয় ও হিতাচরণ করা উচিত। তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা ব্যতীত মনুষ্যের কোন কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। মাতা পিতা ও আচার্য্য ব্যতীত মনুষ্যের আরও পার্থিব গুরু আছেন, যথা পত্নীর পক্ষে পতি ও গৃহস্থের পক্ষে বিদ্বান ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী অতিথি আদি। শাস্ত্রে লিখিত আছে

"মানোবধোঃ পিতরং মোত মাতরম্"।

যজুর্ব্বেদ সংহিতা।

"আচার্য্য উপনয়নমানো ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে।
অতিথির্গৃহানুপগচ্ছেৎ।"

অথর্ব্ববেদ।

"মাতৃদেবোভব পিতৃদেবোভব আচার্য্যদেবোভব অতিথিদেবোভব।"

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্।

"পূজ্যোহি দেববৎ পতিঃ"। মনুসংহিতা।
"বিদ্বাংসো হি দেবাঃ"। শতপথ ব্রাহ্মণ।
"মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ"॥

মনুসংহিতা।

অর্থাৎ মাতা সাক্ষাৎ পূজনীয় দেবতা ও পিতা পূজনীয় দেব, অতএব ইহাঁকেও মাতার সমান পূজা করা উচিত।

যজুঃ।

আচার্য্য অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ উপনয়ন সংস্কার পূর্ব্বক শিষ্যকে যজ্ঞবিদ্যা উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ও নিরুক্তাদির সহিত সমগ্র বেদাধ্যয়ন করান তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে শিষ্যের সেবা করা কর্ত্তব্য। অতিথি অর্থাৎ বিদ্বান্ ধার্ম্মিক নিষ্কপট ও জগতের কল্যাণকারী ভ্রমণশীল সত্যোপদেশক সাধু মহাত্মাগণের সেবা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

অথর্ব্ববেদ।

মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অতিথি ইহাঁরা দেবতা স্বরূপ।

তৈত্তিরী।

স্ত্রীর পক্ষে পতি দেববৎ পূজনীয়।

মনু।

বিদ্বান মনুষ্যগণ সাক্ষাৎ দেবতা!

শতপথ ব্রাহ্মণ।

গৃহী ব্যক্তি পিতা ও মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব প্রকার

যত্ন সহকারে তাঁহাদিগের সর্ব্বদা সেবা করিবে।

মনু।

ভগবান মনু আরও বলিয়াছেন যে মাতুল পিতৃব্য শ্বশুর পুরোহিত স্বজাতীয় বা শ্রেষ্ঠ জাতীয় বয়ঃজ্যেষ্ঠ পিতৃবৎ পূজনীয়। মাতৃভগিনী, মাতুলানী, পিতৃভগিনী, শ্বশুরপত্নী ইহাঁরা মাতা বা গুরুপত্নীর ন্যায় পূজ্যা। সবর্ণা বয়ঃজ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃপত্নীও মাতৃবৎ পূজনীয়া ইত্যাদি। আমাদিগের আর্য্য ঋষিরা পিতা মাতা ও আচার্য্যকে এরূপ সম্মান ও ভক্তি করিতেন যে তাঁহারা তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ দেবতা, বেদ ও অগ্নি স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

"আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্তু ভ্রাতাস্বোমূর্ত্তিরাত্মনঃ॥
যং মাতা পিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥
তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা।
তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে॥
তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমন্তপ উচ্যতে।
ন তৈরনভ্যনুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ॥
তএবহি ত্রয়োলোকা স্তএব ত্রয়আশ্রমাঃ।
তএবহি ত্রয়ো বেদাস্তএবোক্তাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ॥
পিতা বৈ গার্হপত্যোঽগ্নির্ম্মাতাগ্নির্দক্ষিণঃ স্মৃতঃ।
গুরুরাহবনীয়স্তু সাগ্নিত্রেতা গরীয়সী॥
ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যাতু মধ্যমম্।
গুরুশুশ্রূষয়াত্বেব ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে"॥

মনু অধ্যায় ২।

অর্থাৎ বেদদাতা আচার্য্য ব্রহ্মমূর্ত্তি স্বরূপ এবং তদ্রূপ পূজনীয়। জন্মদাতা পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তিতুল্য ও গর্ভধারিণী মাতা পৃথিবীর মূর্ত্তি-স্বরূপা ও পূজনীয়া, আর সহোদর ভ্রাতা আপনার দ্বিতীয় মূর্ত্তি স্বরূপ হয়েন। সন্তান জন্মিলে পিতা মাতা যেরূপ কষ্ট সহ্য করেন পুত্র শত বর্ষেও তাহার প্রতিশোধ করণে সমর্থ নহেন। নিত্য সেই পিতা মাতা তথা আচার্য্যের প্রিয়ানুষ্ঠান করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য কারণ এই তিন প্রকার গুরুজন তুষ্ট থাকিলে সমুদায় তপস্যা সম্পন্ন হয়। বিদ্বান ব্যক্তিগণ এই তিন মহাগুরুর শুশ্রূষাকেই পরম তপস্যা বলিয়া স্বীকার করেন। ইহাঁদিগের অনুজ্ঞা না লইয়া অন্য ধর্ম্ম যাজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ইহাঁরা তিন জনে তিন আশ্রম লাভের কারণ স্বরূপ, ইহাঁদিগের তিন জনকে তিন বেদ ও তিন অগ্নির ন্যায় সম্মান করা উচিত। পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্নি ও আচার্য্য আহবনীয়াগ্নি। এই তিন অগ্নিই পৃথিবীর মধ্যে গুরু অর্থাৎ গৃহস্থের পক্ষে এই তিন মহাগুরুই প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ। মানবগণ মাতৃভক্তিবলে ভূলোক, পিতৃভক্তিবলে অন্তরীক্ষ লোক ও গুরুভক্তিবলে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। যিনি এই তিন মহাগুরুর আদর করিয়া থাকেন তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মকে আদর করেন এবং ইহাঁদিগকে অনাদর করিলে অধর্ম্মকে আদর করা হয় ও এরূপ লোকের সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মই বিফল হইয়া যায়।

এখন উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হইতেছে যে মানবের গুরুজন মধ্যে মাতা পিতা ও আচার্য্য এই তিনটী সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয় মহাগুরু। এখন বিচার্য্য যে এই তিন গুরুর মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত পূজনীয় মহাগুরু। আর এই তিন মহাগুরুর মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয়। পিতা ও মাতা সন্তানের জন্মদাতা ও পুত্রের জন্য অশেষবিধ কষ্টভোগ তথা সর্ব্বদাই পুত্রের পার্থিব উন্নতির কামনা ও চেষ্টা করেন এই জন্য তাঁহারা সর্ব্ব সময়েই পুত্রগণের পূজনীয়। আচার্য্য

বেদাদি শাস্ত্র তথা পদার্থের প্রকৃত অর্থ বা পরমতত্ত্ব জ্ঞাত করাইয়া শিষ্যকে কৃতার্থ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্তির পথপ্রদর্শক এই জন্য তিনি পিতা ও মাতা অপেক্ষাও গুরুতর ব্যক্তি। বলিতে কি সদ্‌গুরু অপেক্ষা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কেহই গুরুজন জগতে নাই বা হইতে পারে না। মাতা ও পিতা মায়া বশত পুত্রকে স্নেহ করেন ও তাহার কেবল পার্থিব উন্নতির কামনা করিয়া থাকেন এবং তাহার নিকট হইতে স্বার্থেরও প্রত্যাশা করেন। কিন্তু সদ্‌গুরু নিষ্কাম ভাবে বিশুদ্ধ প্রীতি সহকারে কেবলমাত্র শিষ্যের কল্যাণার্থেই তাঁহার সেই হৃদয়ের সর্ব্বস্বধন ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক শিষ্যকে ইহলোকের যন্ত্রণা হইতে ত্রাণ করেন। এই জন্যই তিনি মাতা ও পিতা অপেক্ষাও গুরুতর ব্যক্তি। তবে যে মাতা বা পিতা শাস্ত্রোক্ত সংস্কার-যুক্ত হইয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে পুত্রোৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে যথাবিধি বিদ্যা শিক্ষা দিয়া স্বয়ং ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করেন তাঁহাপেক্ষা আর কেহ জগতে প্রত্যক্ষ গুরু নাই বা হইতে পারে না; কারণ তিনি একাধারে দুই প্রকার মহাগুরু হয়েন। মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

"নিষেকাদীনি কর্ম্মাণি যঃ করোতি যথাবিধি।
সম্ভাবয়তি চান্নেন স বিপ্রো গুরুরুচ্যতে॥
য আবৃণোত্যবিতথং ব্রহ্মণা শ্রবণাবুভৌ।
স মাতা স পিতা জ্ঞেয়স্তং ন দ্রুহ্যেৎ কদাচন॥
উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্মহি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥
কামান্মাতা পিতাচৈনং যদুৎপাদয়তোমিথঃ।
সম্ভূতিং তস্য তাং বিদ্যাদ্যদ্যোনাবভিজায়তে॥
আচার্য্যস্তস্য যাং জাতিং বিধিবদ্বেদপারগঃ।
উৎপাদয়তি সাবিত্র্যা সা সত্যা সা জরামরা॥"

মনু ২ অধ্যায়।

অর্থাৎ যিনি নিষেকাদি বেদোক্ত সংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদনের পর অন্নাদি দ্বারা পুত্রকে প্রতিপালন করেন সেই বিপ্র পিতাকে গুরু বলা যায়। যিনি বেদমন্ত্র দ্বারা যথার্থত কর্ণদ্বয় শীতল করাইয়া শিষ্যকে কৃতার্থ করেন তিনিই যথার্থ মাতা ও তিনিই যথার্থ পিতা। তাঁহার প্রতি কদাচ দ্রোহাচরণ করিতে নাই। জন্মদাতা পিতা ও ব্রহ্মদাতা আচার্য্য ইহাঁরা দুই জনই পিতৃপদবাচ্য; কিন্তু ইহাঁদিগের মধ্যে বেদপ্রদ পিতাই শ্রেষ্ঠ, কারণ দ্বিজদিগের দ্বিতীয় বা ব্রহ্মজন্মই উভয় লোকে নিত্য হয়। পিতা মাতা ইন্দ্রিয়প্রেরিত হইয়া পুত্রের যে জন্ম প্রদান করেন ও মাতৃকুক্ষি হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সহিত যে জন্ম লাভ করা যায় তাহাকে পশ্বাদিসাধারণ জন্ম বলে। এই জন্য বেদপারগ আচার্য্য সাবিত্র্যাদি মন্ত্র দ্বারা সংস্কার পূর্ব্বক যথাবিধি যে জন্ম প্রদান করেন তাহাই প্রকৃত জন্ম, কারণ সেই জন্মের পর আর জরা মরণ নাই। শঙ্কর স্বামীও এরূপ জন্মকেই প্রকৃত জন্ম বলেন। যথা "জাতোঽস্তি কো যস্য পুনর্ন জন্ম"।

প্রশ্নোত্তরমালা।

অর্থাৎ শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন এজগতে কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত জন্মিয়াছে? গুরু বলিলেন যাহার আর জন্ম হইবে না সেই পুরুষই প্রকৃত জাত, কারণ তিনি ভিন্ন অপর সকলেই জন্ম মরণরূপ রথচক্রে পরিভ্রমণ করিতেছেন। এখানে আর একটী বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। আচার্য্য দুই প্রকার, যে আচার্য্যের নিকট ষড়ঙ্গ বেদ চতুষ্টয়ের অর্থ তথা অপর পার্থিব বিষয়ক বিদ্যা জ্ঞাত হওয়া যায় তাঁহাকে অপরা বিদ্যার আচার্য্য বলে ও যে আচার্য্য পরম বিদ্যা দ্বারা অক্ষর পরব্রহ্মের স্বরূপ বিজ্ঞান লাভ করান তাঁহাকে

পরাবিদ্যার আচার্য্য বলে। এই পরাবিদ্যার আচার্য্যই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। যদিচ বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যাপকও পিতৃবৎ ও কোন কোন স্থানে পিতা মাতা অপেক্ষাও মাননীয় বলিয়া স্বীকৃত হন। মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

"ন চানিসৃষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ।"

মনু অধ্যায় ২ শ্লোক ২০৫।

অর্থাৎ শিষ্য যখন গুরুগৃহে থাকিবেন তখন গুরু অনুমতি না দিলে মাতা পিতা পিতৃব্যাদি গুরুজনকে অভিবাদন করিবে না।

মনুষ্যের ধর্ম্মাপেক্ষা পরম সুহৃদ বা উপকারী জগতে আর কেহই নাই। পরলোকে ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র সহায়। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"নামুত্রহি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি" ॥

মনু অধ্যায় ৪।

পরলোকে সহায়তার জন্য পিতা মাতা পুত্র স্ত্রী জ্ঞাতি কেহই উপস্থিত হন না বা সহায়তা করিতে পারেন না, তথায় কেবল একমাত্র ধর্ম্মই সাহায্যকারী হন। কাষ্ঠ ও মৃত্তিকাখণ্ডের ন্যায় মনুষ্যের মৃত দেহকে শ্মশানভূমিতে পরিত্যাগ করিয়া বন্ধু বান্ধবগণ বিমুখ হইয়া যখন স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করেন তখন কেবল মাত্র ধর্ম্মই মনুষ্যের অনুগমন করিয়া থাকে। অতএব যে সকল মহাত্মা এই সনাতন ধর্ম্মের পথপ্রদর্শক ও স্বয়ং ধর্ম্মজ্ঞ তাঁহারাও সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ ও সর্ব্বোপরি মাননীয়। এই জন্যই শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"জন্মহেতূহি পিতরৌ পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ।
গুরুর্বিশেষতঃ পূজ্যো ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রদর্শকঃ॥
শরীরদঃ পিতা দেবি জ্ঞানদোগুরুরেবচ।
গুরো গুরুতরোনাস্তি সংসারে দুঃখসাগরে॥
গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দেবো গুরুর্গতি ইত্যাদি
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"।

পিতা ও মাতা সন্তানের জন্মদাতা এই জন্য তাঁহাদের যত্ন সহকারে পূজা ও সেবা করা কর্ত্তব্য। গুরুদেব ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রদর্শক এই জন্য তিনি সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয়। পিতা শরীর প্রদান করিয়াছেন কিন্তু হে দেবি! গুরু সাক্ষাৎ আত্মতত্ত্ব রূপ সত্য জ্ঞান প্রদান করিয়া দুঃখসাগর হইতে ত্রাণ করিয়া থাকেন এইজন্য সংসার রূপ দুঃখার্ণবে গুরু অপেক্ষা আর গুরুতর ব্যক্তি কেহ হইতে পারেন না কারণ গুরু একাধারে পিতা, মাতা, দেব ও পরম গতি স্বরূপ হইয়া থাকেন।

যে পরব্রহ্ম চরাচরব্যাপ্ত তাঁহার পথপ্রদর্শক গুরুকে নমস্কার করি। অজ্ঞানতিমিরান্ধ ব্যক্তির জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা যিনি চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন সেই পরম দেবতা স্বরূপ সদ্গুরুকে বারংবার নমস্কার করি।

গ্রীস্ দেশীয় সর্ব্ব প্রধান আত্মজ্ঞ মহাত্মা সক্রেটিস্ ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদাই প্রার্থনা করিতেন যে হে গুরু! আপনি কৃপা পূর্ব্বক আমাকে সত্যজ্ঞান প্রদান করুন। তিনি শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেন যে জগতে জ্ঞানাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ পদার্থ নাই বা হইতে পারে না। বেদের শিরঃস্থানীয় গায়ত্রীমন্ত্রেও সত্য জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনার বিষয় লিখিত আছে।

ক্রমশঃ।

ষড়দর্শন ভূমিকা।

প্রাণি মাত্রেরই "সুখ হউক, দুঃখ দূর হউক, দুঃখ যেন না হয়" এইরূপ অব্যভিচরিত অভিনিবেশ আছে। ঐ অভিনিবেশ প্রাণি সাধারণের সহজাত ধর্ম্ম। অন্তর্নিহিত উক্ত প্রাণিধর্ম্ম সামান্যতঃ সুখস্পৃহা নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। প্রাণী-বিশেষ মনুষ্যপ্রাণী উক্ত সুখস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল ও অবিশ্রান্ত চেষ্টিত; কিন্তু কিছুতেই তাহারা তাহার পূরণ বা সমাপ্তি দেখিতে পায় না। তাহারা সহজ জ্ঞানে লোক মধ্যে যে সকল সুখসাধন ও দুঃখ নিবারণ দ্রব্য পায় তাহাতে তাহাদের আশানুরূপ সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। মানুষ যতই চেষ্টা করুক, সুখ চকিতের ন্যায় আইসে ও চলিয়া যায়, দুঃখও ক্ষণকালের নিমিত্ত রুদ্ধ থাকে, আবার আক্রমণ করে। যাহারা সুখ দুঃখের তদ্বিধ-স্বভাব পর্য্যবেক্ষণ করে, জাজ্বল্যমান দেখিতে পায়, তাহারা উক্ত স্বভাবান্বিত সুখ দুঃখের প্রতি বড়ই বিরক্ত। সেই সকল বিরক্ত লোক শাস্ত্রে বিবেকী নামে প্রসিদ্ধ। বিবেকী পুরুষেরা উক্ত-স্বভাবান্বিত সুখ দুঃখের প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া, তাহার মূল বিধ্বস্ত করিয়া, কোন এক লোকোত্তর অবিনাশী সমসুখে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হয়। তদনুসারে তাহারা লৌকিক সুখসাধন পরিত্যাগ করিয়া অলৌকিক সুখসাধনের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিতে কুণ্ঠিত হয় না। সমাধি (একাগ্রতা) ও সুষুপ্তি (নিঃস্বপ্ন নিদ্রা) এই দুই অবস্থা তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করে। ঐ দুই অবস্থা যেন তাহাদিগকে বলিয়া দেয়, তোমরা যত্ন কর, চেষ্টা কর, করিলে তোমরা নিশ্চয়ই আমাদের অপেক্ষা অধিক বিকল্পরহিত নির্দুঃখ ও অস্পর্শ অবস্থা পাইবে। এবং সেই অবস্থাই তোমাদের উপরোক্ত স্পৃহার চরম প্রান্ত।

সংসারে অসংখ্য প্রকার সুখ থাকিলেও সে সকলের শ্রেণী চারের অধিক নহে। বৈষয়িক, মানোরথিক, আভিমানিক ও আভ্যাসিক। দুঃখেরও অনন্ত ভেদ আছে; পরন্তু সে সকলের শ্রেণীবিভাগ দুই অথবা তিন্। শারীর ও মানস অথবা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। সুপ্তি-সমাধিকালে ঐ চার শ্রেণীর সুখ ও তিন্ শ্রেণীর দুঃখ অস্পৃষ্ট থাকে দেখিয়া বিবেকীর আশ্বাস—তিনি চেষ্টা করিলে কোন এক কালে সুপ্তি-সমাধি অপেক্ষা উচ্চতর ও স্থিরতর দুঃখাস্পৃষ্ট অবস্থা পাইতে পারেন। সুপ্তি স্বাভাবিক অর্থাৎ সাধনানিরপেক্ষ কিন্তু সমাধি সাধন-সাপেক্ষ। তাই আরও বিশ্বাস সাধনে সে অবস্থা পাওয়া যায়। এ শরীরে সে অবস্থার দর্শন হউক বা না হউক, সাধনবল অর্জন করিতে পারিলে এ শরীরের অন্তে সে অবস্থার দর্শন হইতে পারে। সেই লোকোত্তরী অবস্থা কাহার নিকট স্বর্গ ও কাহার নিকট অপবর্গ (মোক্ষ) নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যাহা তাহার উপায়, সাধন বা উপকরণ, তাহা সম্যক্রূপে অবধারণ করা ষড়দর্শনের উদ্দেশ্য।

পুরুষ (আত্মা) যাহা চায়, প্রার্থনা করে তাহা পুরুষার্থ। পুরুষ সুখ চায়, দুঃখ দূর করিতে চায়, সে জন্য সুখ ও দুঃখবিঘাত দুই পুরুষার্থ। যেখানে তাহার বিশ্রাম বা শেষ সীমা তাহা পরম পুরুষার্থ নামে গণনীয়। বিবেকীর প্রকৃতিভেদে তাদৃশ পরম পুরুষার্থের আকার বিভিন্ন হইতে দেখা যায়। কোন কোন বিবেকী সুখের

পক্ষপাতী; সে জন্য তাঁহারা সুখের প্রতি যত অনুরক্ত, দুঃখের প্রতি তত বিদ্বিষ্ট নহে। বেদান্তদর্শনপ্রণেতা ব্যাস ও কর্ম্ম-মীমাংসা লেখক জৈমিনি এই শ্রেণীর বিবেকী। সেই জন্যই ব্যাসের দর্শনে নিত্য নিরতিশয়াখণ্ডানন্দপ্রাপ্তি পরম পুরুষার্থ এবং জৈমিনির দর্শনে নিরান্তরিত দুঃখাসম্ভিন্ন সুখভোগ পরমপুরুষার্থ।

কোন কোন বিবেকীর প্রকৃতিতে দুঃখের লেশও অসহনীয়। তাঁহারা সুখ চাহেন না, দুঃখ বিদূরিত হইলেই কৃতার্থ বোধ করেন। দুঃখের প্রতি ইহাঁদের বড়ই বিদ্বেষ। গৌতম কপিল পতঞ্জলি ইহাঁরা সেই শ্রেণীর বিবেকী। কাযেই ইহাঁদের দর্শনে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি পরম পুরুষার্থ। যাঁহাদের দর্শনে যেরূপ পুরুষার্থ তাঁহাদের দর্শনে আত্মাও তাহারই অনুরূপ। গৌতম সুখ চাহেন না, তিনি কেবল দুঃখাভাবই চাহেন, সেই কারণে তাঁহার দর্শনে আত্মা আকাশের ন্যায় অচেতন ও নির্দুঃখস্বভাব। ইহাঁর দর্শনে চেতনা ও জ্ঞান একই পদার্থ এবং দুঃখাভাবই সুখ। জ্ঞান, সুখ ও ইচ্ছা প্রভৃতি আত্ম দ্রব্যের গুণবিশেষ এবং সে সমস্তই মনঃসংযোগাধীন উৎপন্ন হয়। মনঃসংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারিলে আত্মার ঐ সকল গুণ জন্মিবে না, সুতরাং আত্মা তখন স্বীয় নির্দুঃখ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

কপিল ও পতঞ্জলি, ইহাঁদের দর্শনে চেতনা ও জ্ঞান এক নহে, অত্যন্ত পৃথক, এবং সুখও দুঃখাভাবরূপী নহে। তাহাও পৃথক পৃথক মনোবৃত্তি। চেতনা এক সিদ্ধ বস্তু এবং তৎসন্নিধান বা তৎসংশ্রবে জ্ঞান ও সুখ প্রভৃতি মনের বৃত্তি বিশেষ প্রকাশমান। সাধন সামর্থ্য উৎপাদন দ্বারা মনের নিরোধ অবস্থা উৎপাদন করিতে পারিলে চিদ্রূপী আত্মা কেবল হন সুতরাং তখন তিনি স্বীয় বিকারীভূত সুখদুঃখাতীত স্বরূপে অবস্থান করেন।

বেদান্তপ্রণেতা ব্যাসের দর্শনে আত্মা চেতনা, আনন্দ ও অস্তিতা, এই চার নাম মাত্রে বিভিন্ন; পরং বস্তুতঃ এক বা অভিন্ন; সর্ব্বব্যাপিনী অস্তিতার প্রাদেশিক প্রকাশ চেতনা, চেতনার ঔপাধিক প্রকাশ আনন্দ এবং তিনের পূর্ণতায় আত্মা। স্থূল কথা— আনন্দই আত্মা। সচ্চিদানন্দ আত্মা মনোবৃত্তির প্রচ্ছাদনে স্বরূপপ্রচ্যুতের ন্যায় হইয়া আছেন, উপায় প্রয়োগে সে প্রচ্ছন্নতা দূরীকৃত করিতে পারিলে তখন তিনি আনন্দ চিদ্‌ঘনরূপে বিরাজ করিবেন।

জৈমিনির দর্শনে সুখ ও দুঃখধ্বংস উভয়ই পুরুষার্থ,সেই কারণে তদীয় দর্শনে আত্মা দ্বিরূপী। সুখরূপীও বটে,দুঃখরূপীও বটে। এতদীয় মতে আত্মা একপ্রকার দ্রব্য; তাহাতে জ্ঞান অজ্ঞান ও সুখ দুঃখ উভয়েরই অবস্থান আছে। আগে দুঃখ ধ্বংস, তৎপরে সুখের বৃদ্ধি। জৈমিনির দর্শনে আত্মা খদ্যোতের ন্যায় দ্বিরূপী। কর্ম্মের দ্বারা চিদ্ভাগের সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে পারিলেই অনন্তরিত দুঃখাসম্ভিন্ন স্বর্গ সুখে অবস্থান করা যাইতে পারে।

যে আশায় বা যে সুখের প্রত্যাশায় উপরি উক্ত ষড়দর্শনের প্রবৃত্তি, সে আশা এ শরীরে সম্পূর্ণরূপে পর্য্যাপ্ত হইবার নহে। এ সম্পূর্ণরূপ শরীরে তাহার অত্যুত্তম উপকরণ সকল অর্জন করিয়া রাখিতে হয়; পরে শরীরের অন্যথা ভাবে তাহা পাওয়া যাইতে পারে। আত্মা অজর ও অমর।

যে কিছু কার্য্য, সমস্তই ক্রিয়ার ও তত্ত্বজ্ঞানের অধীন। অজর অমর চেতন আত্মা শরীরের ও মনের সাহায্যে, ক্রিয়ার

ও জ্ঞানের কৌশলে, সকল উদ্দেশ্যই সাধন করিতে সক্ষম। জীব ক্রিয়ার নিপুণতায় ও জ্ঞানের কৌশলে যেমন ঐহিক স্পৃহা চরিতার্থ করিতে পারে, তেমনি, পারত্রিক স্পৃহা পূরণ করিতেও সমর্থ। কি ইহলোকে, কি পরলোকে, কুত্রাপি তত্ত্বজ্ঞান ও ক্রিয়া এই দুই ব্যতীত ইষ্ট সাধনের তৃতীয় উপায় নাই। তত্ত্বজ্ঞান, বিষয়ভেদে বিভিন্ন, ক্রিয়াও শাস্ত্রভেদে বা বিষয়ভেদে বিভিন্ন। শয়ন, ভোজন, গমন, অঙ্গপরিচালন এ গুলিও ক্রিয়া এবং যাগ, দান, হোম, তপঃ, জপ, ধ্যান, ধারণা, যোগ, এ গুলিও ক্রিয়া। পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া ঐহিক সুখে ব্যাপৃতা। পরোক্ত ক্রিয়া পারলৌকিক সুখের জননী। ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান প্রভৃতি দৃশ্য বস্তুবিজ্ঞানও তত্ত্বজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞান ঈশ্বরজ্ঞানও তত্ত্বজ্ঞান। প্রথমোক্ত তত্ত্বজ্ঞানেও নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, এবং শেষোক্ত তত্ত্বজ্ঞানেও নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। প্রথমোক্ত তত্ত্বজ্ঞানে যে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, তাহা যৎকিঞ্চিৎ, সাময়িক ও অস্থায়ী। শেষোক্ত তত্ত্বজ্ঞানে যে নিঃশ্রেয়স পাওয়া যায়, তাহা পূর্ণ, অনবধি সুতরাং নিত্য বা স্থায়ী। সেই যে নিঃশ্রেয়স—জীব যাহা ক্রিয়ায় ও তত্ত্বজ্ঞান বিশেষে কাল কালান্তরে লাভ করিয়া স্বীয় সুখস্পৃহাকে পূর্ণ বা সমাপ্তি করিবে, সেই নিঃশ্রেয়স লাভই জীবের "সুখ হউক, দুঃখ দূর হউক" ইত্যাকার স্পৃহার বিশ্রান্তি ভূমি এবং তাহাই ষড়দর্শনের প্রধান প্রদর্শনীয়। ষড়দর্শন কি? ষড়দর্শন কেবল কতকগুলি অলৌকিক শারীর মানস ক্রিয়ার ও তত্ত্বজ্ঞানের শিল্পপ্রদর্শনী। ক্রিয়াংশ জৈমিনির দর্শন যাগ, দান, হোম, তপঃ, জপ, ধ্যান, গ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছে।

পতঞ্জলির দর্শন তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা, ও সমাধি ইত্যাদি ক্রিয়াংশ লইয়া প্রবৃত্ত আছে।

গৌতমের ও কণাদের দর্শন সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণে ও ব্যাসের ও কপিলের দর্শন লোকদিগকে মুখ্যরূপে আত্মতত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত আছে। অল্প ভাবিয়া দেখিলেই প্রতীত হয়, উদ্দেশ্য বিষয়ে সমুদায় দর্শনেরই ঐক্য মত আছে। সকলেই "সুখংমে ভূয়াৎ দুঃখং মাভূৎ" এই অভিনিবেশের দ্বারা পরিচালিত এবং সকলেই সেই সর্ব্ববিশ্রান্তি রূপ মোক্ষের ভিখারী। সকলেরই লোক্ষে, নিরস্ত-সমস্ত-সংসার দর্শনরূপ মোক্ষলক্ষণে ও তৎপ্রাপক শমদমাদি ক্রিয়া কৌশলে ও আত্মযাথার্থ্য বিজ্ঞানাদি তত্ত্বজ্ঞান শিল্পে অবিবাদ দেখা যায়। ষড়দর্শনের মধ্যে যে পরস্পর প্রভেদ আছে সে প্রভেদ প্রণালীগত। সাধ্যগতও নহে, সাধনগতও নহে। যে প্রণালীতে যে দর্শন প্রবৃত্ত বা রচিত তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

বারমুখী চরিত।*

কথিত আছে, স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহও স্বর্ণে পরিণত হয়। ভৌতিক জগতে এরূপ স্পর্শমণি আছে কি না আমরা জানি না। কিন্তু অধ্যাত্ম জগতে সাধুসঙ্গ যে যথার্থ স্পর্শমণি, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,

> "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

ক্ষণকাল সজ্জনের সঙ্গলাভ করিলে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়, ইহা অতি সত্য কথা। চুম্বক যেমন লৌহকে আক-

* ভক্তমাল অবলম্বনে লিখিত।

র্ষণ করে ভগবদ্ভক্ত সাধুরাও সেইরূপ পাপাসক্ত মানবের চিত্তকে পুণ্যের দিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। তাই ভাগবতকার বলিয়াছেন, "মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ" মহৎসেবা সাধুসঙ্গই মুক্তির দ্বারস্বরূপ। ফলতঃ ঈশ্বরপরায়ণ সাধুগণের পুণ্যবারিবিধৌত মুখমণ্ডলে কি এক স্বর্গীয় ভাব নিহিত আছে। তাঁহাদিগের সংস্পর্শে পাপীর পাপলালসা অন্তর্হিত হয়। প্রাণ পুণ্যপ্রভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। লৌহের স্বর্ণে পরিণত হওয়া অপেক্ষা ইহা অধিকতর অশ্চর্য্যজনক তাহাতে আর সন্দেহ কি। কোন পাপপঙ্কনিমগ্না মন্দভাগিনী নারীর আশ্চর্য্য জীবন-পরিবর্ত্তন-বার্ত্তা নিম্নে বর্ণিত হইল।

প্রাচীন কালে বারমুখী নাম্নী একজন রূপলাবণ্যবতী বারাঙ্গনা কোন নগরে বাস করিত। এই হতভাগিনী যৌবনমদে গর্ব্বিতা হইয়া পাপবাণিজ্যে আপনাকে বিক্রয় করত অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়াছিল। রাজার ন্যায় অট্টালিকা, নির্ম্মলতোয়া-সরসী-শোভিত বিবিধ ছায়াতরু-সমন্বিত বিস্তীর্ণ কুসুমোদ্যান, দাসদাসী সহচরী,ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগের যতকিছু আয়োজন, তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। পাপীয়সী এইরূপে আপনার পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছিল। ইত্যবসরে একদিন কতকগুলি ভ্রমণকারী ভক্ত বৈষ্ণব উক্ত বারনারীর প্রমোদকাননে উপনীত হইলেন। ভক্তগণ পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা এইস্থানের সুস্নিগ্ধ রমণীয় ভাবে মুগ্ধ হইয়া ছায়াবৃক্ষতলে বিশ্রাম লাভার্থ উপবেশন করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা সাধুপ্রসঙ্গ ও হরিনাম কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। যেস্থান ইন্দ্রিয়লোলুপ নরনারীর বিনোদক্ষেত্র ছিল, আজ তাহা ভক্তগণের সৎপ্রসঙ্গে ও কীর্ত্তনকোলাহলে পবিত্র ভাব ধারণ করিল, সুগম্ভীর হরিধ্বনিতে তাহার চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

বারমুখী প্রাসাদাভ্যন্তরে স্বীয় কক্ষে একাকী উপবিষ্ট ছিল, তাহার কর্ণকুহরে সেই হরিধ্বনি প্রবেশ করিল। সে উদ্যানের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল, তাহারই উদ্যান মধ্যে ভক্তগণ প্রমত্তভাবে হরিসংকীর্ত্তন করিতেছেন। তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, আপনার পাপময় জীবনের প্রতি তাহার ঘৃণা উপস্থিত হইল। হৃদয়ের মধ্যে অনুতাপের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ছি! ছি! আমাকে শতধিক। কি সুখের আশায় আমি এত দুষ্কর্ম্ম করিয়া এতদিন পাপপথে বিচরণ করিলাম? পাপের দ্বারে দেহমন বিক্রয় করিয়া যে বিপুল অর্থ উপার্জন করিলাম, তাহার কপর্দ্দক মাত্রও আমি ধর্ম্মার্থে দিই নাই। আর এই ভক্তগণ গৃহ পরিজন, বন্ধু-বান্ধব,ধনসম্পদ ধূলির ন্যায় পদদ্বারা দলিত করিয়া আসিয়াছেন! আমিও ইহাঁদের ন্যায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সেই পরম সম্পদ শান্তিদাতা শ্রীহরির চরণ আশ্রয় করি। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই নারী তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, এবং পরিপূর্ণ একথাল সুবর্ণ মুদ্রা লইয়া বৈষ্ণবগণের নিকটে গমন করিতে লাগিল।

পবিত্রমনা বৈষ্ণবগণ কিরূপে জানিবেন যে তাঁহারা বারবিলাসিনীর উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, জানিলে এ পাপপুরীতে তাঁহারা আসিবেনই বা কেন? কিন্তু ধন্য জগদীশ্বরের বিচিত্র লীলা! কোন্ কৌশলে কোন্ ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়া তিনি পাপী সন্তানকে পুণ্যের পথে ফিরাইয়া আনেন, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষ সে বিশ্ব রহস্য

কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে? ভক্তগণ দেখিলেন, একজন বিচিত্ররত্নভূষণে ভূষিতা পরমসুন্দরী রমণী চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে আসিতেছে। উক্ত কামিনী সুবর্ণমুদ্রাপূর্ণ থাল হস্তে মহান্তগণের নিকটস্থা হইয়া বাস্পপূর্ণ লোচনে করুণ কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল, আমি অতি পাপিষ্ঠা, কৃপা করিয়া আমার এই মোহরগুলি গ্রহণ করুন, আমার ভাণ্ডারে আরও বহু অর্থ আছে, তাহা শ্রীহরির সেবাতে ব্যয় করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। তখন মহান্তগণ এই নারীর বাক্যে বিস্মিত হইয়া তাহার পরিচয় জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। রমণী নিজমুখে আত্মপরিচয় দিতে না পারিয়া লজ্জাবনতমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন ভক্তগণ সস্নেহ মধুরস্বরে বলিলেন, মা, তুমি কে, কাহার রমণী, সবিশেষ পরিচয় দাও। যাহাতে তোমার কল্যাণ হয় আমরা প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিব, তোমার কোন ভয় নাই।

তখন বারমুখী অশ্রু মোচন করিতে করিতে আপনার পাপকলঙ্কিত জীবনের পরিচয় প্রদান করিল। মহান্তগণ তাহা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন এবং সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন, মা, ভগবানের চরণে যখন তোমার ঐকান্তিক নিষ্ঠা জন্মিয়াছে, তখন তুমি কৃতার্থ হইয়াছ, বিগত জীবনের পাপ স্মরণ করিয়া আর দুঃখিত হইও না। তুমি এই মোহরগুলি রঙ্গনাথ বিগ্রহের চরণে সমর্পণ করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর, ভগবান অবশ্য তোমাকে কৃপা করিবেন। বারমুখী বুঝিতে পারিল যে, মহান্তগণ তাঁহার প্রদত্ত উপহার উপেক্ষা করিলেন। তখন সে আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে অশ্রুসিক্তলোচনে রঙ্গনাথ মন্দিরে গমন করিল। কিন্তু রঙ্গনাথ দেবের সেবকও বেশ্যার সামগ্রী বলিয়া সে অর্থ গ্রহণ করা বৈধ জ্ঞান করিলেন না। বারমুখীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি পরে বলিলেন তুমি এই অর্থে ঠাকুরের চূড়া প্রস্তুত করিয়া দিও। ইহা শ্রবণ করিয়া বারমুখী গৃহে আগমন করিল, এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রঙ্গনাথের জন্য মণিমুক্তাখচিত নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া লইয়া গেল। কিন্তু সেই সেবক এবারেও তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি স্পষ্ট বলিলেন, তুমি মহা অধর্ম্মাচরণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়াছ, সেই অর্থে এই সকল অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা কখনও দেবসেবার যোগ্য নহে। ইহা শ্রবণ করিয়া বারমুখী দরদরিতধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে মলিনমুখে গৃহে প্রত্যাগমন করিল, এবং অনশনে দেহ ত্যাগ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ভূমিতলে লুঠাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। দয়াময় ভগবানের নিকটে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল লৌকিক পাপপুণ্য, উত্তম অধমের কোন প্রভেদ নাই; একান্ত নিষ্ঠাসহকারে যে তাঁহাকে ভক্তি করে সেই তাঁহার প্রিয় হয়। কথিত আছে, এই বারনারীর দুশ্চর তপস্যাচরণে প্রীত হইয়া রঙ্গনাথদেব সেবক ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে এই আদেশ করিয়াছিলেন যে, তুমি শীঘ্র গিয়া বারমুখীকে লইয়া আইস, সে স্বহস্তে আমায় অলঙ্কার পরাইয়া দিবে, তুমি তাহাকে ঘৃণা না করিয়া মন্ত্রদীক্ষা দিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবে। তদনুসারে সেবক ব্রাহ্মণ বারমুখীকে দীক্ষা প্রদান করেন ও বারমুখী স্বহস্তে বিগ্রহকে অলঙ্কার পরাইয়া কৃতার্থ হয়। দীক্ষা গ্রহণান্তে বারমুখী আপনার অর্থ সম্পত্তি দীনদরিদ্রদিগকে বিতরণ করিল ও যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া মহামহোৎসবের আয়োজন করত ভক্ত সাধকদিগের সেবা করিয়াছিল, বারমুখী এখন পথের ভিখারিণী হইয়া ভগবানের প্রেমসুধা পানে

আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিল। যে নারী ভীষণ নরকের মধ্যে পতিত থাকিয়া লোকের অতিশয় ঘৃণার পাত্রী ছিল, যাহার সহিত বাক্যালাপ করাও লোকে মহা অধর্ম্মাচরণ জ্ঞান করিত ভগবানের কৃপায় সাধুসঙ্গগুণে সে এখন ভক্তিমতী বলিয়া সাধক সমাজের বরণীয়া হইয়া উঠিলেন।

সংবাদ।

আন্দুল আত্মোন্নতি সভা—গত ১৩ই আষাঢ় আন্দুল আত্মোন্নতি সভার ষান্মাসিক ব্রহ্মোৎসব ঈশ্বরের প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তথাকার অনেক ভদ্রলোক উপাসনাতে যোগদান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। বিস্তৃত বিবরণ স্থানাভাবে প্রকাশিত হইল না।

ঝাঁন্সি প্রার্থনা সমাজের কার্য্য বিবরণ—১লা শ্রাবণ। অদ্য আমাদের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্থানান্তরে থাকায়, শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাটীতে সমাজের উপাসনাদি হয়। প্রাতে প্রথমে আমি "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" হইতে "মুক্তি" বিষয়ক উপদেশটী পাঠ করি এবং প্রার্থনা করি। শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংগীত করেন এবং ভক্তি বিষয়ক কিছু উপদেশ দেন। প্রার্থনা ও উপদেশ প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। পরে স্থানীয় "অনাথালয়ে" অনাথ ও রুগ্ন বন্ধুদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য গমন করি। স্থানীয় স্কুলের সেক্রেটরি এবং স্থানীয় মেজিষ্ট্রেট এই দুই মহোদয়ের বিশেষ যত্নে এই "অনাথালয়টী" স্থাপিত হইয়াছে। এখানে প্রায় ২২। ২৩টী অনাথ, রুগ্ন ও অসহায় ব্যক্তি স্থান পাইয়াছেন। এইস্থানে বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য পশুদিগকেও স্থান দেওয়া হয়। রুগ্নদিগের চিকিৎসার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। অনাথগণ আমাকে অত্যন্ত প্রীতি করেন। আমি তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ প্রদান করি এবং ইঁহাদিগকে লইয়া একত্রে প্রার্থনা করি। অদ্যকার প্রার্থনায় এবং উপদেশে সকলেই যোগ দিয়াছিলেন। মঙ্গলময়ের এমনি কৃপা, যে, যে সকল রুগ্ন যন্ত্রণায় ছট ফট্ করিতেছিলেন তাঁহারাও প্রার্থনায় যোগ দিয়াছিলেন এবং ক্ষণকালের জন্য সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া উচ্চৈঃস্বরে পরমব্রহ্মের নাম গান করিয়াছিলেন।

১৫ই শ্রাবণ। অদ্য প্রাতে স্থানীয় আর্য্য সমাজের স্বামী ঈশ্বরানন্দ নামক জনৈক আর্য্যধর্ম্ম প্রচারকের সহিত "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও আর্য্যধর্ম্ম" সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। ইনি এক জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, সম্প্রতি কলিকাতায় গিয়াছিলেন। ইঁহার আদি ব্রাহ্মসমাজের উপর প্রগাঢ় ভক্তি আছে। ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজ একত্রে মিলিত হইয়া কার্য্য করা সম্ভব কি না এবিষয়েও কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়। পরে স্থির হয় যে "যদি উভয় সমাজ কোন রূপে মিলিত হইতে পারে তাহা হইলে জগতে এক মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে অতএব এ বিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।" তিনিও এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হন। আমাদের সমাজের সহিত আর্য্যসমাজের অনেকটা ঐক্য আছে। কেবল ইঁহারা পুনর্জন্ম মানেন এবং বেদকে অভ্রান্ত ঈশ্বরপ্রেরিত পুস্তক জ্ঞান করেন ইত্যাকার দুই একটী বিষয়ে আমাদের সহিত ইহাঁদের পার্থক্য।

সায়ংকালে আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে সামাজিক উপাসনা হয় এবং আমি ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করি।

১৬ই শ্রাবণ। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঈশ্বর সমীপে প্রচারের জন্য শক্তি ভিক্ষা করা হয়; এবং আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করি।

সাংখ্য স্বরলিপি।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

শোকে মগন কেন জর্জ্জর বিষাদে, ভ্রমিছ অরণ্য-মাঝে হ'য়ে শান্তিহারা।
যার প্রীতি-সুধার্ণবে, আনন্দে রয়েছে সবে, তাঁর প্রেম নিরখিয়ে পুঁছ অশ্রুধারা।

তালি। ২ঃ (স্থা, অ, আরম্ভ)। ৩। ০। ১।
মাত্রা। ২ । ৩। ২। ৩।

(স্থা):০— । রে রে। র্মা৩/৪ -গা১/৪ মা রে। রে রে। র্গা৩/৪ -রে১/৪ র্গা রে১/২ -সা১/২। সা সা।
(স্থা):০— । শো —। কে — — ম। গ ন। কে — — ন —। জ র্জ্জ।

। রে১/২ -গা১/২ -মা ম্পা। মা গা। র্গা৩/৪ -সা১/৪ রে রে। র্মা রে। মা মা মা। পা পা।
। র — — বি। ষা —। দে — — —। ভ্র মি। ছ — অ। র ণ্য।

২ ২
। প্সা৩/৪ -নিঁ১/৪ -ন্রেঁ৩/৪ -নিঁ১/৪ নিঁ। "ধা ধা" অথবা "ধ্নিঁ ধা১/২ -নিঁ১/২। পা৩/৪ -মা১/৪ -ধা পা। প্ধা মা১/২ -গা১/২।
। মা — — — ঝে। হ য়ে হ য়ে —। শা — -ন্তি। হা — —।

২………………… …… … … ২… …
। গ্রে গা সা। (অ):০ —। মা পা। নি১/২ -সা১/২ -রে সা। সা সা। সা১/২ -নি১/২ -সা সা।
। রা — —। (অ):০ —। যা র। প্রী — — তি। সু ধা। র্ণ — — বে।

… ২…… … … … … … … … … … … …
। সা৩/৪ -নি১/৪ সা। রে র্গা "রে" বা "রে১/২ -সা১/২"। সা সা১/২ নিঁ১/২। নিঁ১/২ -ধা১/২ -ধ্নিঁ পা। গ্মা রে।
। আ — ন। ন্দে — র র —। য়ে ছে —। স — — বে। তাঁ র।

২ ২
। মা মা মা। মা পা। প্সা৩/৪ -নিঁ১/৪ -ন্রেঁ১/২ -নি১/২ নিঁ। ধ্নিঁ ধা১/২ -নিঁ১/২। পা৩/৪ -মা১/৪ -ম্ধা পা।
। প্রে — ম। নি র। খি — — — য়ে। পুঁ ছ —। অ — — শ্রু।

। প্ধা মা১/২ -গা১/২। "র্গা৩/৪ -রে১/৪ -র্গা" বা "গ্রে গা" সা। রেঃ ॥ ॥
। ধা — —। রা — — রা — —। শো ॥ ॥

সমালোচনা।

The Light of the East. ইহা থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের একখানি মাসিক মুখপত্র বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে নানাবিধ সুপাঠ্য প্রবন্ধ বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু গত জুলাই মাসের সংখ্যায় রামকৃষ্ণ পরমহংসের অবতারত্বের প্রতিবাদ স্থলে লেখক লিখিয়াছেন যে অবতারের পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধ থাকে না। আমরা অবতারবাদ স্বীকার না করিলেও হিন্দুশাস্ত্রের পর্য্যালোচনায় বলিতে পারি যে কৃষ্ণ বুদ্ধাদির বহুজন্ম অপগত হইয়াছে, কাজেই লেখকের মতে ইঁহারা অবতার হইতে পারেন না। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।"

সেবক ২য় খণ্ড—৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা—ইহা পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর কমিটি দ্বারা প্রকাশিত। ইহাতে "সামাজিক উপাসনায় সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার" নামক প্রবন্ধে লেখক উপাসনাকালে সংস্কৃত ভাষায় আরাধনা, স্তোত্র প্রভৃতি পাঠ করিবার সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ১৮১৩ শকের ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কোনো উপদেশে বলিয়াছেন "বলদের সম্মুখে লালবর্ণ কাপড় ধরিলে যেমন সে লাফাইয়া উঠে, সংস্কৃত শ্লোক পাঠে তেমনি তোমরা উদ্দাম হইয়া উঠ।" কথাটী ঠিক্ ত?

বিলাপ লহরী। শ্রীরামনাথ তর্করত্ন প্রণীত। ইহা একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ। আমরা পূর্ব্বে তর্করত্নের বাসুদেব বিজয় নামক মহাকাব্যের সমালোচনা করিয়াছি। এই গ্রন্থখানি সর্ব্বাংশে তাহারই অনুরূপ হইয়াছে। ফলত তর্করত্নের লেখনী অমৃতনিঃস্যন্দিনী। আমাদের দেশের ভাগ্যগুণেই এইরূপ লেখকের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আশাতীত প্রীতিলাভ করিলাম।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪, আষাঢ় মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩২১॥৵১০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩১১৮।৶১০
সমষ্টি	৩৪৪০ ৶০
ব্যয় ...	৩৩১॥ ৫
স্থিত	৩১০৮॥৴১৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৪৮৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মসঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্য।
১৮১৪ শকের চৈত্র হইতে ১৮১৫ শকের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ১৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা) ১৮১৪ শকের পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ২৲
হাওলাত ৩০৲

৪৮৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ২৪৸৶০

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ নন্দী, বগুড়া
১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩৷৶০
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, রামপুরহাট
১৮১৫ শকের অর্দ্ধ মূল্য ও মাশুল ১৸৶০
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র মল্লিক আন্দুল
১৮১৫ শকের অর্দ্ধ মূল্য ১॥০
" " হরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, করিমগঞ্জ
১৮১৫ শকের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের পত্রিকার মূল্য ও মাশুল ৸৵০
" " গৌরীশঙ্কর রায়, কটক,
১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩৷৶০
" " মথুরানাথ মৈত্রেয়, বোয়ালিয়া
প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল ৪৶০
" " জয়গোপাল সেন, কলিকাতা
১৮১০ শকের আষাঢ় মাসের সাহায্য ১৲
শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, নাগপুর
১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩৷৶০
" " শিবদাস লাহিড়ী, কলিকাতা
শ্রাবণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মধ্যে "বিদ্যাকল্পদ্রুমের" বিজ্ঞাপন বিলি করার নিমিত্ত ১৲
" " হরিমোহন নন্দী, কলিকাতা
১৮১৪ শকের কার্ত্তিক হইতে পৌষ পর্য্যন্ত সাহায্য ১৶০
" " মহিমচন্দ্র মজুমদার, রংপুর
১৮০৬ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও ভিঃ, পিঃ, মাশুল ও ফিঃ ৩৷৶০

২৪৸৶০

৭২৸৶০

পুস্তকালয় ...	১৬ ৶১৫
যন্ত্রালয় ..	২১৪৻১০
গচ্ছিত ...	১৩৴৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৫॥০
সমষ্টি	৩২১॥৵১০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৩০৻৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২০৴১৫
পুস্তকালয়	৩৮৸৶১০
যন্ত্রালয়	১২০৵৫
গচ্ছিত	১৬।১০
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	৬৲
সমষ্টি	৩৩১॥৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ভ্রম সংশোধন।

বিগত শ্রাবণ মাসের পত্রিকার ৬১ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৩০ পংক্তির পর নিম্নলিখিত অংশটি সংযোজিত করিয়া পাঠ করিতে হইবে; যথা,—

"আশ্বলায়ন বলেন,—
ঊর্দ্ধং দশাব্দাৎ যা কন্যা প্রাকৃরজোদর্শনাৎ তু সা।
গান্ধারী স্যাৎ সমুদ্বাহ্য চিরংজীবিতুমিচ্ছতা॥

একমেবাদ্বিতীয়ং

ত্রয়োদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
আশ্বিন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

৬০২ সংখ্যা ১৮১৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

২৫এ শ্রাবণ বুধবার।

ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরলাভ।

মহাজ্ঞানী নিউটন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিৎ হইয়াও বলিয়াছিলেন, জ্ঞান-সমুদ্র সম্মুখে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, আমি তাহার বেলাভূমিতে উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি। রত্নরাজি সমুদ্রের ভিতরে রহিয়াছে। কি বিনয়! এমন বিনয়ী না হইলে, তিনি যাহা জানিয়াছিলেন, তাহার কণামাত্রও জানিতে পারিতেন না। অপরা বিদ্যা সম্বন্ধে তিনি যেমন বলিয়াছিলেন, পরা বিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের একজন মহাজ্ঞানী ভারতীয় ঋষি সেইরূপ বলিয়াছেন—"নাহং মন্যে স্ববেদেতি" আমি এমন মনে করি না যে ব্রহ্মকে (সেই জ্ঞানসমুদ্রকে) আমি সুন্দররূপে জানিয়াছি। বহু তপস্যা করিয়া বহুদিন সাধনার পর, যখন তিনি এ কথা বলিলেন,তখন আর অন্য পরের কথা কি!

যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, যিনি অগম্য অপার, যিনি ইচ্ছামাত্রে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন, যিনি অনন্ত আকাশের অনন্ত লোককে শঙ্কু স্বরূপ হইয়া ধারণ করিয়া রহিয়াছেন,—যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান একসঙ্গে জানিতেছেন, যিনি দেবতা হইতে ক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত সকলকেই প্রীতি-দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তাঁর স্বরূপ কে জানিতে পারে?

কিন্তু সেই ঋষিই আবার ঐ শ্লোকের অপরাংশেই বলিতেছেন, "নো ন বেদেতি বেদ চ" "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে"। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে,যে, মনুষ্য যে তাঁর কিছুই জানিতে পারে না তাহা নহে। শরীর যাহা এই আত্মার বাসগৃহ, তাহা রক্ষার জন্য যখন পরমেশ্বর অন্ন পানের ব্যবস্থা করিলেন, তখন আত্মার অন্ন যে তিনি "স্বয়ং" তাহা কি মনুষ্যকে দিয়া, তাহাকে রক্ষা করিবেন না? এমন কখনই হইতে পারে না। এলোকে যতটুকু ঈশ্বরজ্ঞান হইতে পারে ঈশ্বর তাঁহার ভক্তকে ততটুকু জানিতে দেন। তাহা বিন্দুমাত্র পরিমাণ হইলেও এখানকার অন্ধকার বিনাশে সমর্থ। এখানকার

বিপদ ভয়—মৃত্যুভয় হইতেও মনুষ্যকে সম্যক্‌রূপে পরিত্রাণ করিতে পারে। ব্রহ্মানন্দের কণামাত্র দান করিয়াও তাহাকে সদাই প্রফুল্লিত করিতে পারে।

তাঁহার কৃপা সকল দেশে, সকল কালে, সকল মনুষ্যের প্রতি সমান। তিনি মনুষ্য-হৃদয়ে যে সহজ জ্ঞান দিয়াছেন, তাহার প্রভাবে সে তাঁহাকে জানিবার জন্য উন্মুখ হয়। সৃষ্টি কাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে জানিতে অভিলাষী। আমাদের দেশের নিরক্ষর সাঁওতাল ও আফরিকার অসভ্য বর্ব্বর জাতি পর্য্যন্ত সকলেরই আত্মার টান তাঁহার দিকে। এই বজ্র বিদ্যুৎ যাহা তাঁহার শক্তি মাত্র তাহাকেই তাহারা ঈশ্বরবোধে পূজা করিতে প্রবৃত্ত। স্বভাবের বশে মধুমক্ষিকা যেমন নানা ফুল হইতে মধু আহরণ করে—পিপীলিকা যেমন ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে, মনুষ্য তেমনি সহজ জ্ঞানের বশীভূত হইয়া, ঈশ্বরান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়।

এই সহজ জ্ঞান আকরোদ্ধৃত অসংস্কৃত ধাতুর ন্যায়। ঘসিলে মাজিলেই ইহা অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রাপ্ত হয়। সেই দীপ্তিই সেই পরম জ্যোতিকেই প্রকাশ করে। কিন্তু জ্ঞানের অহঙ্কার থাকিলে সেই জ্যোতির্ম্ময় কখনই দেখা দেন না। "তিনি হে অকিঞ্চনগুরু" তিনি প্রণতজন সৌভাগ্য জনন"। সেই মহাকবি হাফেজের কথাতেই বলি, "সূর্য্য যাঁর মহাসভার জ্যোতিষ্মান্ বিন্দুমাত্র, তার মধ্যে আপনাকে বড় করিয়া দেখা অত্যন্ত অবিনয়ের কার্য্য"। তিনি আরও বলিয়াছেন "যে ধূলি সখার স্পর্শে গৌরবান্বিত হইয়াছে, তাহা পাইলে আমি অঞ্জনের ন্যায় চক্ষে ধারণ করি"; বিনয়ী হইয়া এই অঞ্জন যিনি চক্ষে ধারণ করেন, তাঁরই দৃষ্টিশক্তি তেজস্বিনী হয়, তিনিই ঈশ্বরের আভাস ইহলোকেই প্রাপ্ত হন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন অরুণোদয় হয়, সেই পরিপূর্ণ জ্যোতির আভাস তেমনি ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, কিন্তু সেই আভাসমাত্র জ্যোতিরই তুলনা কোথায়! যে তাঁরে কাতর প্রাণে ডাকে—অন্বেষণ করে,—তিনি তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

এই সহজ জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া ঋষিরা যে প্রকারে ঈশ্বরকে বিশেষ রূপে দেখিবার চেষ্টা করিয়া পরিশেষে আপনার অন্তরে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতেন, আমাদেরও সেই প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের উপদেশ এই—শরীর গর্ভে যে আত্মা আছে, তাহাকে ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। সকল প্রকার চাঞ্চল্য হইতে বিরত হইয়া মনের সকল বল এক স্থানে নিয়োগ কর। আত্মচিন্তার সময় অনেক অভ্যস্ত সাংসারিক চিন্তা আসিয়া মনের একাগ্রতাকে ভঙ্গ করিয়া দেয়, অতএব বল পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ঐ সকল চিন্তাকে দূর করিয়া দিও। এক দিনে কৃতকার্য্য না হও, কালে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। যখন ইহাতে সিদ্ধ হইবে, তখন আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে ভক্তি পূর্ব্বক দেখিবার জন্য তাঁহারই নিকট নিতান্ত অনন্যগতি হইয়া প্রার্থনা করিও। একান্তে তাঁহার আশা পথ চাহিয়া থাকিও। যখন তোমার দৃষ্টি তাঁর শুভ দৃষ্টির সহিত মিলিয়া যাইবে, তখন দেখিবে যে তুমি আর তোমার নও—তাঁর—সম্যক রূপে তাঁর। তখন—

"সুবিমল পরশে, হরষে মাতি,
প্রাণ বিহঙ্গ উঠেরে গাহি।
মন অলি পিয়ে অমিয়া"

তখন সেই জগতের মাতাকে আপনার

মাতা বলিয়া দেখিতে পাইবে। দেখিবে যেন এ জগতে কেবল তুমি আছ আর তিনি আছেন। তাঁহার ক্রোড়ে শয়ান থাকিয়া অপূর্ব্ব স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতে পারিবে। তখন যাহা কিছু তোমার পবিত্র প্রার্থনা থাকে,—যাহা কিছু নিবেদন থাকে, তাঁহাকে জানাইও, তিনি তাহা শ্রবণ করিবেন। তিনি বাঞ্ছা-কল্প-তরু, তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তিনি আপনাকে দিয়া তোমার সকল কামনার পর্য্যাপ্তি করিবেন। কখনই শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। মনুষ্যের গণনায় যাহা ঘটিবার নহে, তাহা তাঁহার সাধনার দ্বারা ঘটিয়া থাকে, যাহা দেখিবার নহে তাহা দেখা যায়—যাহা শুনিবার নহে তাহা শুনা যায়। সাধকেরা সাধনা দ্বারা এই সকল সত্য আপন আপন জীবনে মিলাইয়া লইয়াছেন; এই নিমিত্তেই ভক্তেরা বলেন, তাঁহার কৃপা হইলে অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ গিরি লঙ্ঘন করে। অতএব তাঁহার প্রদত্ত সহজ জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া, তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া আমরা যদি ভক্তিযোগে ঈশ্বরকে লাভ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে নিঃসংশয়ে এলোকেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবনের ফল লাভ করিতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

গুরু ও শিষ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রমত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে বুঝাগেল যদ্দারা অন্ধকার বা অজ্ঞান নষ্ট হয় তাঁহাকেই গুরু বলা যায়। ফলত গুরু বলিলেই সর্ব্ব প্রথমে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকেই বুঝায় ও তৎপরে যিনি উপদেশ দ্বারা শিষ্যকে সেই পরব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করেন তিনিও গৌণার্থে গুরুপদ বাচ্য। আমরা এই প্রবন্ধে গুরু-শব্দের গৌণার্থ লইয়াই বিচার করিব। এখন গুরু কাহাকে বলে তাহা সামান্যরূপে কথিত হইল। সম্প্রতি সেই গুরুর লক্ষণ কি তাহা বলা আবশ্যক। যিনি সদ্গুরু তাঁহাতে অবশ্যই সমস্ত উত্তম লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কারণ যে জন সে বিষয়ে পারদর্শী নহেন তিনি কদাচ সে বিষয় উত্তম রূপে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইতে পারেন না। অথর্ব্ববেদে লিখিত আছে "আচার্য্যো ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে আচার্য্য অর্থাৎ যিনি অসত্যাচরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্যাচার গ্রহণ তথা অনর্থ ত্যাগ পূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করেন এরূপ সাধু ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দমন ও সত্যবিদ্যার অনুশীলন করিয়া বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারীদিগকে জ্ঞান প্রদানে সক্ষম হয়েন। গুরুকে গুরুপদে বরণ করিবার পূর্ব্বে শিষ্যের জানা কর্ত্তব্য যে তাঁহার ভাবি গুরু বাস্তবিক গুরুপদের যোগ্য কি না এই জন্য শাস্ত্রোক্ত সদ্গুরুর লক্ষণ শিষ্যের জানা আবশ্যক। গুরুর লক্ষণ বিষয়ে আমাদিগের শাস্ত্রে এত বিস্তারিত লেখা আছে যে তাহা উল্লেখ করিতে হইলে এক প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া পড়ে। অতএব আমি সংক্ষেপেই তাহার দুই চারিটী উদ্ধৃত করিব। যথা—

"শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥
সদাচারঃ কুশলধীঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ।
নিত্যনৈমিত্তিকানাঞ্চ কার্য্যানাং কারকঃ শুচিঃ॥
দয়াবান শীলসম্পন্নঃ সৎকুলীনো মহামতিঃ।
পরদারেষু বিমুখো দৃঢ়সঙ্কল্পকো দ্বিজঃ।" ইত্যাদি—

যিনি শমগুণাবলম্বী যিনি ইন্দ্রিয়

নিগ্রহসাধনে যুক্ত, যিনি আচার, বিনয়, বিদ্যাদি সম্পন্ন যিনি সরল স্বভাব, যিনি শুদ্ধচিত্ত ও শুদ্ধাচার ও যিনি সুপ্রতিষ্ঠ, শুচি, দক্ষ ও সুবুদ্ধিমান তিনিই গুরুপদ বাচ্য। যে মহাত্মা সদাচার সম্পন্ন, কুশল বুদ্ধিযুক্ত ও সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী তথা নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করণে পটু এবং যিনি অন্তর্বাহ্যে শুচি তিনিই গুরুরূপে বরণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। যে মহামতি দয়ালু ও শীলসম্পন্ন ও সদ্বংশজাত তথা স্বয়ংও সর্ব্বগুণে ভূষিত ও যিনি পরস্ত্রীতে সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে বিরত এবং দৃঢ়সংকল্পযুক্ত তিনিই যথার্থ গুরুপদবাচ্য। সদ্গুরু যেরূপ পূজ্য অসদ্গুরু তদ্রূপ বর্জ্জনীয়। যাহাতে সদ্গুরুর লক্ষণ নাই তিনিই অসৎ গুরু। শাস্ত্রানুযায়ী শ্বিত্রী, গলৎকুষ্ঠ রোগী, নেত্ররোগ সম্পন্ন,স্ত্রীবশীকৃত,মূর্খ দুষ্ট ও সংক্রামক রোগসম্পন্ন মনুষ্যকে কদাপি গুরুরূপে বরণ করিবে না। বর্জ্জনীয় গুরুর লক্ষণ বিষয়ে দুই একটী বাক্য এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা—

"হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বহ্বাশী বহুজল্পকঃ।
এতৈর্দোষৈর্বিমুক্তো যঃ সগুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ॥
জলরক্তবিকারঞ্চ বর্জ্জয়েন্মতিমান সদা
সদা মৎসরসংযুক্তং গুরুং তন্ত্রেণ বর্জ্জয়েৎ।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হীনাঙ্গ, কপট, রোগী, বহুভোজী ও যিনি অনর্থক অনেক কথা বলেন, এই সমস্ত দোষ হইতে যিনি মুক্ত তিনিই যথার্থ সদ্গুরু। জলরক্তবিকারদোষ সম্পন্ন তথা মৎসরী গুরুকে মতিমান পুরুষ এককালে ত্যাগ করিবেন। গুরুর নিকট শিষ্যকে সর্ব্বদা থাকিতে হয়, তিনি রক্ত বিকারাদি রোগ সম্পন্ন হইলে পাছে শিষ্যকে সেই সমস্ত রোগ আক্রমণ করে এই জন্য রোগী গুরুকে ত্যাগ করার বিধি শাস্ত্রে লিখিত আছে। গুরু সর্ব্বদাই শিষ্যের কল্যাণ প্রার্থনা করেন ও তৎসঙ্গে গুরুর শারীরিক উষ্মামণ্ডল কতক পরিমাণে শিষ্যের শরীরে প্রবেশ করে, এই জন্য গুরুর কোন রূপ সংক্রামক রোগ থাকিলে তাহাকে গুরুপদে বরণ করা কর্ত্তব্য নহে। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে এই জন্য রোগীকে প্রণাম করিতে নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুর বাহ্য শরীরের লক্ষণ অপেক্ষা অন্তর্লক্ষণের দিকে দৃষ্টি রাখা শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কিন্তু তা বলিয়া বহির্লক্ষণ সকল একবারেই ত্যাগ করিবার নহে।

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

মুণ্ডক।

উপরোক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, অবিদ্যা অর্থাৎ অনিত্য অশুচি দুঃখ ও শরীরাদি অনাত্ম পদার্থকে যথা ক্রমে নিত্য শুচি, সুখ এবং আমি ও আমার ইত্যাকার জ্ঞানকে অবিদ্যা বা বিপরীত বুদ্ধি বলে। এই অবিদ্যার অন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া অর্থাৎ পূর্ণরূপে অবিদ্যাযুক্ত হইয়া যে সকল মূঢ় অবিবেকী ব্যক্তি মনে মনে আপনাকে মহান পণ্ডিত ও সুধীর বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারা আপন আপন প্রতিকূল উপদ্রবে পীড্যমান হইয়া বারংবার সংসারে কষ্টভোগ করিয়া থাকেন। যেরূপ এক অন্ধ ব্যক্তি অন্য অন্ধ কর্ত্তৃক নীত হইলে গর্ত্ত কূপাদিতে পতিত হয় তদ্রূপ মোহান্ধ ব্যক্তি শাস্ত্রসম্মততত্ত্বজ্ঞান-রহিত সৎ-অসৎ-বিবেক-বুদ্ধি-বর্জ্জিত হইয়া, কল্যাণ মার্গ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া,

বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান। অতএব যে ব্যক্তি সাধন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হন নাই তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করা এক অন্ধ ব্যক্তি কর্ত্তৃক অন্য অন্ধ ব্যক্তি নীত হওয়ার ন্যায় কেবল দুর্দ্দশার কারণ হইয়া থাকে। এখন গুরুর লক্ষণ সামান্য রূপ কথিত হইল। সম্প্রতি শিষ্যের লক্ষণ বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে যিনি শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ ন্যায় সত্য এবং মঙ্গলের প্রতি যাঁহার অটল বিশ্বাস তিনিই শাস্ত্রানুমোদিত শিষ্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে

"শান্তোবিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান ধারণাক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো ব্রতী॥
বাঙ্মনঃকায়বসুভি গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
এতাদৃশগুণোপেতঃ শিষ্যোভবতি নারদ॥
দেবতাচার্য্যশুশ্রূষাং মনোবাক্‌কায়কর্ম্মভিঃ।
শুদ্ধভাবো মহোৎসাহো বোদ্ধা শিষ্য ইতি স্মৃতঃ॥
যস্বাচার্য্যপরাধীনস্তদ্বাক্যং শাস্যতে হৃদি।
শাসনে স্থিরবৃত্তিশ্চ শিষ্যঃ সদ্ভিরুদাহৃতঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শান্ত,বিনীত,শুদ্ধচিত্ত, শ্রদ্ধাবান, সত্যোপদেশ ধারণে সক্ষম ও সমর্থ, তথা যিনি কুলীন, প্রাজ্ঞ, সচ্চরিত্র ও জিতেন্দ্রিয় তিনিই যথার্থ শিষ্যের উপযুক্ত। হে নারদ, যে শিষ্য কায় মন বাক্যে দেবতা অর্থাৎ বিদ্বান ও আচার্য্যাদির সেবায় রত থাকেন তথা যিনি শুদ্ধ স্বভাবযুক্ত উৎসাহী ও ধারণাক্ষম তিনিই শাস্ত্রসম্মত শিষ্য।

যে শিষ্য আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করেন ও যিনি শাসনের অন্যথাচরণ করেন না তিনিই সাধুসম্মত শিষ্য।

এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে কেবল গুরুরই বিশিষ্ট গুণ থাকা আবশ্যক তাহা নহে শিষ্যেরও নানা রূপে সুযোগ্য হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। উর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়, মরুভূমিতে বীজ বপন করিলে শস্য উৎপন্ন হওয়া দূরে থাকুক বীজই নষ্ট হইয়া যায়। অসৎ পাত্রে বস্তু প্রদান করিলে দাতাকে নরকগ্রস্ত হইতে হয় ইহা শাস্ত্রের বিধি। মন্দলোকে সদ্বস্তুর অসৎ ব্যবহার করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। গীতাশাস্ত্রে লিখিত আছে—

"ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাংযোঽভ্যসূয়তি"॥

গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লো ৬৯।

হে অর্জ্জুন! তুমি এই গীতা শাস্ত্র তপস্যাহীন ভক্তিবর্জ্জিত গুরুসেবাহীন এবং আমার বিদ্বেষী ব্যক্তিকে কদাচ উপদেশ করিও না। অধিকারী না হইলে কেহই কোন কর্ম্ম করিতে সমর্থ নহেন। বেদান্তাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রের উপদেশ অধিকারী ব্যতীত অন্য লোককে দিবার বিধি নাই ও দিলেও তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। অনধিকারী ব্যক্তিকে প্রকৃত গূঢ়তত্ত্বের উপদেশ দিলে পাছে বিপদ ঘটে এই আশঙ্কায় গীতা শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্"।

গীতা অধ্যায় ৩।

অর্থাৎ অজ্ঞান সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ করাইবে না। যেমন জ্ঞান-শিক্ষা চাই তেমনি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান চাই; দুয়ের একতমের অভাবে অন্যটি অঙ্গহীন হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি"॥

গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ৪।

অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে কদাচ নিষ্ক্রিয় ভাবের উৎপত্তি বা

জ্ঞান লাভ হয় না। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেবলমাত্র সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্তি বা জ্ঞানোদয় হয় না। অতএব যে ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় নাই ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার করায়ত্ত হইতে পারে না। যিনি প্রকৃত অধিকারী না হইয়া সেই পরমসূক্ষ্ম অধ্যাত্ম বিদ্যার সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছি মনে করিয়া তদনুযায়ী বাক্যমাত্র মুখে প্রয়োগ করেন অথচ কার্য্যে কিছুই সম্পন্ন করিতে সমর্থ নহেন এইরূপ জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি জ্ঞান হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করেন। এই জন্য সাধক ও ধার্ম্মিক মনুষ্যদিগের সম্বন্ধে শুষ্ক জ্ঞানালোচনায় কালক্ষেপ না করিয়া ব্রহ্মোপাসনা শমদমাদি এবং যথাক্রমে মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা এই চারিটী সাধন তথা অভ্যাস বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার উপদেশ সৎশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে হইলে অধর্ম্ম, অবিদ্যা, কুসঙ্গ, কুসংস্কার ও দুষ্ট ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া সত্যভাষণ পরোপকার, বিদ্যা প্রভৃতি গুণ অবলম্বন করিতে হয়। অপক্ষপাত তথা বিবেক দ্বারা সত্যাসত্য ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিশ্চয় পূর্ব্বক শরীর ও পঞ্চকোষস্থিত আত্মা বিচার করিতে হয়। পরে পৃথিবী হইতে পরব্রহ্ম পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব বিচার পূর্ব্বক ঐহিক ইন্দ্রিয়জনিত সুখ অনিত্য জানিয়া, অসত্যাচরণ পরিত্যাগ করত, দশ ইন্দ্রিয় তথা মনকে নিগ্রহ করণানন্তর দুষ্টকর্ম্ম ও দুষ্টব্যক্তির সঙ্গাদি হইতে দূরে থাকিয়া, নিন্দাস্তুতি হানি ও লাভ আদিতে হর্ষযুক্ত বা শোকান্বিত না হইয়া চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ সাধনযুক্ত মনুষ্যেরা মুক্তির জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন। যেরূপ ক্ষুধাতুর বা তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির অন্ন ও জল ব্যতীত সুবর্ণাদি কিছু ভাল লাগে না তদ্রূপ মুমুক্ষু ব্যক্তির ঈশ্বরাশ্রয়ে মুক্তির আনন্দ ভোগ ব্যতীত আর কোন পার্থিব সুখের অভিলাষ থাকে না। এইরূপ সাধনযুক্ত মনুষ্যেরাই গুরু সন্নিধানে ব্রহ্মোপদেশ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। ভগবান্ অষ্টাবক্র মুনি যখন মহারাজ জনককে উপদেশ দেন তখন প্রথমেই বলিয়াছিলেন

"মুক্তিমিচ্ছাসি চেৎতাত বিষয়ান্ বিষবংত্যজ"
"ক্ষমার্জব দয়াতোষ সত্যং পিযূষবদ্ভজ" ॥

অর্থাৎ হে বৎস ! যদি তুমি মুক্তি ইচ্ছা কর তবে বিষয় বা বাসনাকে বিষবৎ ত্যাগ কর ও ক্ষমা ঋজুতা দয়া, সন্তোষ ও সত্যকে অমৃতের ন্যায় গ্রহণ কর।

উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে মুক্তির অধিকারী হইবার পূর্ব্বে মনুষ্যের তদুপযোগী মনের পবিত্র এবং উন্নত অবস্থা আবশ্যক। সাধনবিহীন অনধিকারীকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলে প্রায়ই অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়। কারণ অনুপযুক্ত সাধনহীন ব্যক্তির সূক্ষ্মোপদেশ ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই। কাজেই তাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময়ে প্রমাদ ঘটান। পাঞ্জাব দেশে বেদান্তের দোহাই দিয়া সেখানকার সাধুনামধারী কপটাচারী ব্যক্তিরা বিবিধপ্রকার ব্যভিচার দোষে দূষিত হইয়া থাকেন।

অনেকের ধারণা যে যদি শিষ্য সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হইলেন তবে আর তাঁহার পক্ষে অধ্যাত্ম জ্ঞানের উপদেশের প্রয়োজন কি? অজ্ঞ লোকে না বুঝিয়া এরূপ প্রশ্ন করে। অধিকারী হইলেই যে লোকে তৎক্ষণাৎ কোন বিশেষ বিষয়ে বিনা চেষ্টায় পারদর্শী হন ইহা কোন শাস্ত্র

বা যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় না। যদি কোন মনুষ্য ব্যাকরণ পাঠ করিয়া অপরাপর শাস্ত্র পাঠ করিবার অধিকারী হন তবে কি তিনি সেই সমস্ত শাস্ত্র পাঠ না করিয়াই তদ্বিষয়ে পারদর্শী হইতে পারেন? কখনই নহে। এই জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের কঠিন ও গুহ্য মর্ম্মার্থ ধারণ করিবার জন্য শিষ্যের সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

বেদান্তশাস্ত্রে লিখিত আছে—

"অধিকারিণমাশাস্তে ফলসিদ্ধির্ব্বিশেষতঃ।
উপায়া দেশকালাদ্যাঃ সন্ত্যস্মিন সহকারিণঃ॥
অতোবিচারঃ কর্ত্তব্যো জিজ্ঞাসোরাত্মবস্তুনঃ।
সমাসাদ্য দয়াসিন্ধুং গুরুংব্রহ্মবিদুত্তমম্॥
মেধাবী পুরুষোবিদ্বানূহাপোহবিচক্ষণঃ।
অধিকার্য্যাত্মবিদ্যায়া মুক্তলক্ষণলক্ষিতঃ॥
বিবেকিনো বিরক্তস্য শমাদি গুণশালিনঃ।
মুমুক্ষোরেব হি ব্রহ্মজিজ্ঞাসাযোগ্যতা মতা॥
সাধনান্যত্র চত্বারি কথিতানি মনীষিভিঃ।
যেষু সৎস্বেব সন্নিষ্ঠা যদভাবে ন সিধ্যতি॥
আদৌ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ পরিগণ্যতে।
ইহামুত্রফলভোগবিরাগস্তদনন্তরম্॥
শমাদিষট্কসম্পত্তির্ম্মুমুক্ষুত্বমিতি স্ফুটম্।

বিবেক চূড়ামণি শ্লোক ১৪—২০।

অর্থাৎ ফলসিদ্ধি বিশেষরূপে অধিকারীকে আকাঙ্ক্ষা করে, কারণ সহকারী যে দেশ কালাদি উপায় সমূহ তাহা সমস্তই অধিকারীকেই আশ্রয় করিয়া থাকে অর্থাৎ প্রকৃত অধিকারীর অভাব হইলে দেশ কালাদি সহকারী উপায় দ্বারা কোন ফল লাভ করা যায় না। এই জন্যই জিজ্ঞাসু ব্যক্তির দয়াসিন্ধু ব্রহ্মবিদ্ গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া আত্মতত্ত্ব বিচার করা কর্ত্তব্য। মেধাবী বা স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, বিদ্বান, সন্দেহ-নিরাসে দক্ষ এবং কথিত আত্মজ্ঞান লক্ষণে লক্ষিত পুরুষই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হয়েন। বিবেক ও বৈরাগ্য সম্পন্ন তথা মন ও ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহকারী মুমুক্ষু ব্যক্তিই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার উপযুক্ত পাত্র, অপরে নহে। এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বিষয়ে পণ্ডিতগণ চারি প্রকার সাধনের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধকের এই সমস্ত সাধন সম্পন্ন হইলে ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ হয় এবং ইহাদিগের অভাবে সিদ্ধিরও অভাব ঘটিয়া থাকে। এই চতুর্ব্বিধ সাধনের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে নিত্যানিত্য-বস্তু-বিষয়ক বিচার। অনন্তর ইহলোক ও পরলোকে ফলভোগেচ্ছার বিরাগ। তৎপরে শম দম উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ষটক্ সম্পত্তি কথিত হইয়া পরে মুমুক্ষুত্ব উক্ত হইয়াছে।

এখন শিষ্যের প্রকৃত অধিকারী হওয়া আবশ্যক তাহা সামান্যরূপে কথিত হইল। সম্প্রতি অনধিকারী ও মন্দ-লক্ষণ-যুক্ত শিষ্যের বিষয়ও কিছু বলা আবশ্যক। যাহাতে উত্তম শিষ্যের বিরুদ্ধ লক্ষণ দৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তিই নিষিদ্ধ-লক্ষণ-যুক্ত শিষ্য; যথা ক্রূর শঠ, খল স্বার্থী ইত্যাদি মন্দ লক্ষণযুক্ত শিষ্যকে গুরু কদাপি উপদেশ দিবেন না। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"পাপিনে ক্রূরচেষ্টায় শঠায় কৃপণায়চ।
ভীনায়াচারশূন্যায় মন্ত্রদ্বেষ পরায় চ॥
নিন্দকায় চ মূর্খায় তীর্থদ্বেষপরায়চ।
গুরুভক্তিবিহীনায় ন দেয়া মলিনায় চ॥"

অর্থাৎ পাপী, ক্রূর চেষ্টা যুক্ত, শঠ, কৃপণ, ভীরু, আচারশূন্য, বেদদ্বেষী, নিন্দক, মূর্খ, সাধুবিদ্বেষী, গুরুভক্তিহীন ও মলিনচিত্ত শিষ্যকে গুরুর কদাপি উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

যদি সদ্গুরু প্রাপ্ত হওয়া না যায়, অসদ্গুরু কদাচ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। আমাদিগের দেশে অসৎ গুরু গ্রহণ করিয়াই লোকে এত কষ্ট ভোগ করিতেছেন। মহাত্মা কবির দাস বলিয়াছেন. যে যদি গুরু ও শিষ্য উভয়েই লোভ

যুক্ত হন, ও চাতুরী প্রকাশ করেন তবে উভয়েই সেই অধর্ম্ম জন্য প্রস্তরময় নৌকায় আরোহীর ন্যায় পাপসাগরে নিমজ্জিত হয়েন। আমাদিগের আর্য্যাবর্ত্তে যাবৎ গুরু শিষ্যের পবিত্র ভাব বিরাজিত ছিল তাবৎ এই দেশের সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হয় নাই। হায়! আজকাল সেই শুদ্ধ ভাব এই পবিত্র ভারতভূমি হইতে অপসারিত হইয়া এরূপ বিপরীত দিকে ধাবিত হইয়াছে যে তাহার অনিষ্ট ফল দ্বারা দেশ ছার খার হইতেছে। গুরু শিষ্যের পবিত্র ভাবকে আজকাল বল্লভাচারী ও নারায়ণ স্বামী মহাশয়েরা যে কতদূর অপবিত্র করিয়াছেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। আজকাল গুরু শিষ্য বলিলেই রাজা প্রজার সম্বন্ধ বুঝায়; এমন কি বঙ্গদেশে যখন দীক্ষা গুরু মহাশয়েরা প্রবাসে বাহির হন তখন স্পষ্টই বলিয়া থাকেন যে মহলে যাইতেছি। তন্ত্রে এক স্থলে লিখিত আছে

"বহবোগুরুবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ সদ্‌গুরু র্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥"

অর্থাৎ হে দেবি! এই সংসারে কেবল শিষ্যের ধন হরণ করিয়া থাকেন এইরূপ শঠগুরুই অধিক; কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ হরণে সমর্থ এরূপ সৎ গুরু অতি দুর্লভ। বলিতে কি আমাদিগের দেশে দীক্ষা গুরুদিগের মধ্যে সদ্‌গুরু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হায়! যে গুরুরা এক সময় নিষ্কাম অন্তঃকরণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন আজ তাঁহাদেরই বংশধরেরা দীন দরিদ্র শিষ্যদিগের নিকট হইতেও ছল, বল ও ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত নহেন। যে শিষ্যেরা পুত্র কন্যাস্থানীয় তাহাদিগের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতেও লজ্জিত নহেন। যেরূপ কুলীন সন্তানেরা অকুলীন হইলেও মূর্খ লোকের নিকট কুলীন বলিয়া খ্যাত হন তদ্রূপ দীক্ষা গুরু গুণহীন হইলেও মূর্খলোকদিগের নিকট ইষ্টদেব বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন—বিদ্যাহীন বংশধর দীক্ষাগুরু মহাশয়েরা দেখিলেন যে আর তাঁহারা বিদ্যা বা তপোবলে বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন কাজেই কুলমর্য্যাদা রক্ষার্থে কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। কাজেই তাঁহারা স্বার্থের বশীভূত হইয়া শিষ্যদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন

"গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে সে পাপী নরকে মজে"।

এদেশের বিদ্যাহীন মনুষ্যেরাও সেই সমস্ত বেদ বিরুদ্ধাচরণকারী ইষ্ট দেবতাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া যার পর নাই কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহারা জানেন না যে আমাদিগের শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি"
"অন্যৎ তৃণ মিব ত্যজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে কেহ যদি যুক্তিযুক্ত বাক্য বলে তথাপি গ্রহণীয় এবং যদি সাক্ষাৎ পদ্মযোনি ব্রহ্মাও অযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করে তবে তাহাকে তৃণের ন্যায় অগ্রাহ্য করিবে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে যতদিন আমাদিগের দেশে বিশুদ্ধ সত্য এবং জ্ঞানের মর্য্যাদা অবগত হইয়া গুরু ও শিষ্য উভয়েই ধর্ম্ম পথে না চলিবেন ততদিন কখনই আমাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারিবে না।

বেদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।*

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম। দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে।

হে তত্ত্বজিজ্ঞাসু, প্রেমপিপাসু, মোক্ষাভিলাষি, তোমরা সকলে সত্বর আগমন কর এবং একপ্রাণ, একহৃদয় হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক পূর্ব্বকালের ঋষিগণের ন্যায় এই সুপ্রাচীন ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ঘোষণায় প্রবৃত্ত হও। বিবাদ বিসম্বাদ সর্ব্বথা পরিহার পুরঃসর উপনিষদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন কর। হে প্রবৃদ্ধ তাত, প্রেমাস্পদ বন্ধো, এবং কল্যাণীয় বৎসগণ, অতি পূরাকালে রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি জগন্মান্যা ছিলেন। প্রাচীন ভারত বিশ্বোজ্জ্বল রত্ন সমূহ প্রসব করিয়া স্বীয় রত্নগর্ভা নামের স্বার্থকতা বিধান করিয়াছেন। ভারতীয় আর্য্য বংশধরগণ অপূর্ব্ব তর্কশক্তি, অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান এবং অলোকসামান্য বুদ্ধি-মহিমা বিকাশ করিয়া, ভূমণ্ডলস্থ তাবৎ জাতিকে একদা অতিক্রম করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে যখন প্রায় সমুদায় অবনীমণ্ডল অজ্ঞতার ঘোরা অমানিশীথে আচ্ছন্ন ছিল তখনও ভারত বিদ্যা ও সভ্যতার বিমল রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া চতুর্দ্দিক প্রভাময় করিয়া তুলিয়াছিল। প্রতিচী সভ্যতার উপদেষ্টা রোম ও গ্রীস সাম্রাজ্য যখন অনাগত কালগর্ব্ভে নিহিত ছিল, সে সময়েও ভারত জগৎকে বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

তীক্ষ্নমনীষা-সম্পন্ন আর্য্যগণ আদিম কালে যে সমস্ত মত উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী সেই সকল তত্ত্বের আশ্রয়-বলেই বিজ্ঞানের এতদূর অসাধারণ উন্নতি-সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পঞ্চনদের পূতসলিলসুস্নিগ্ধ প্রদেশে মহর্ষিগণ যে বেদগানে আর্য্যাবর্ত্তকে একদা সঙ্গীতময়, সৌন্দর্য্যময় এবং স্বর্গময় করিয়া তুলিয়া ছিলেন, সেই বেদের তুল্য প্রাচীন গ্রন্থ ভূমণ্ডলে আর দ্বিতীয় নাই। গ্রীস ও পারস্য দেশবাসী হোমার ও জোরাস্তার প্রণীত গ্রন্থাবলীও বেদের তুলনায় অল্প দিবসই বিরচিত হইয়াছে। বেদ আর্য্যধর্ম্মের শিরোভাগ; আর্য্য হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ। ইহাতে ত্রিদিবের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য একত্র অপূর্ব্বভাবে প্রতিভাত রহিয়াছে।

যাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী বিবিধবিষয়িনী বিদ্যার প্রিয়তম পুত্র বলিয়া এক সময়ে ভূমণ্ডলে পরিচিত ছিলেন, যাঁহারা পরম জ্ঞানী বলিয়া আর্য্যদিগের শিরোভূষণ হইয়াছিলেন অদ্য তাঁহারা হতমান হৃতসর্ব্বস্ব ও অনক্ষর হইয়া অসার ভারভূত যন্ত্রণাময় জীবন বহন করিতেছেন। সেই আর্য্যজাতি কি এই আর্য্যজাতি! দীর্ঘকায় ও বামনে, বলী ও ক্ষীণে, সিংহ ও শৃগালে, অর্ণব ও কূপে, প্রভাকর ও খদ্যোতে যত বৈলক্ষণ্য, আদিম ও আধুনিক আর্য্যে তদপেক্ষাও অধিক। ভারতশরীরে জাতীয় জীবনস্রোত এক্ষণে রুদ্ধগতি; তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, আশা নাই, উদ্যম নাই উৎসাহ নাই। সেই শুভ সময় ভারতভাগ্যে আবার কবে উপস্থিত হইবে, যখন হিমাচল হইতে সুদূর কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত নানা দর্শন বিজ্ঞান সহকৃত, ঋষিমণ্ডলীসেবিত, সদর্থপূর্ণ ব্রহ্ম বাক্য নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল

* কোন এক উপাসনা সভায় পঠিত।

পুনরায় প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিবে, এবং বেদবেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারত-সিংহাসনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারত সমাজের অসাধারণ কল্যাণ সাধন করিবে। ফলতঃ সংসারের সকলই পরিবর্ত্তনশীল। চক্রনেমির আবর্ত্তনের ন্যায় বিশ্বের তাবৎ পদার্থ কালবশে নিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছে। যথন সেশ্বর বেদ-বিহিত ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইল যথন কাল্পনিক ধর্ম্ম বহুল পরিমাণে এদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল তখন সেই ঘোর অমারজনীগ্রস্ত ভারত সমাজকে ধর্ম্মবিপ্লব হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ভারতমাতার সুপুত্র সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী ব্রহ্মবাদী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মধ্যাহ্ন প্রভাকরের ন্যায় ভারতগগনে সমুদিত হইয়া প্রোজ্জ্বল প্রভা-জাল বিস্তার পূর্ব্বক ভ্রম ও কুসংস্কারের ঘোরান্ধকার বিদূরিত করিয়া বেদ পুরাণ ও তন্ত্রের সারভূত ব্রহ্মজ্ঞান ভারতের সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রচার করিয়াছিলেন। তৎপরে যিনি অল্পবয়সে পার্থিব ধনমান তুচ্ছ করিয়া কঠোর বৈরাগ্যের সহিত প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানে বহুদিন অতিবাহিত করিয়া ছিলেন, রাজার রাজ্য পৃথিবীর ভোগ ঐশ্বর্য্য যাঁহাকে এই অধ্যবসায় হইতে বিরত করিতে পারে নাই, বঙ্গদেশের—সমস্ত ভারতের মুখ শ্রীউজ্জ্বল করিবার জন্য—ইহার ব্যাপক কালের অজ্ঞান অন্ধকার নিরাস করিবার জন্য, ইহাকে পূর্ব্বগৌরবে গৌরবান্বিত করিবার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর যাঁহার হৃদয়ে স্বহস্তে ধর্ম্মবীজ বপন করিয়া ছিলেন সেই পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞান পুনরায় বিলুপ্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া ছিলেন এবং বেদ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা উদ্ধৃত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ইঁহারই যত্নে ও অর্থে ও শ্রমে ভারতের নানা স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। ইহাঁরি কীর্ত্তি বেদের পরা ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ। ইহাঁরই কীর্ত্তি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ব্যাখ্যান। ইহা সর্ব্বতোভাবে পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই সকল গ্রন্থের পুনরালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতসমাজের সৌভাগ্য-রবি পুনরুদিত হইবে, ভারত-সমাজের বিষণ্ণ বদন পুনরায় প্রসন্ন হইবে।

দিশাহারা নিশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুপথ দেখাইয়া দিলে তাহার মনে যত আনন্দ হয়, অন্ধকারাবদ্ধ বন্দীকে মুক্তি প্রদান করিলে তাহার যত আনন্দ হয়, অকূল পাথারে পতিত ব্যক্তিকে কোন উপায়ে কূলে আনয়ন করিতে পারিলে তাহার যেমন সন্তোষ হয়, মাতৃহারা শিশুকে মাতৃক্রোড়ে স্থাপন করিলে সে যেমন আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে, সেইরূপ মহর্ষিপ্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে পাইয়া আমাদের ততোধিক আনন্দের বিষয় হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ পরমেশ্বরের উপাসনা এবং ঈশ্বরার্থে সংসার ধর্ম্ম সাধন করিতে আদেশ দিয়া থাকেন। ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম উদার ভাবে যে সকল মত বিশ্বাস সমর্থন করেন, বিশেষ করিয়া প্রণিধান করিলে তাহাই প্রকৃত পক্ষে আবহমান কাল প্রচলিত বেদবিহিত সেই সনাতন সত্যধর্ম্ম বলিয়া প্রতীতি হইবেক। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, নিরাকার, সর্ব্বশক্তিমান, ন্যায়কারি, দয়ালু, অজ, অনন্ত নির্ব্বিকার, অনাদি, অনুপম, সর্ব্বাধার, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বব্যাপক, অজর, অমর, অভয়, নিত্য, পবিত্র এবং সৃষ্টিকর্ত্তা; তাঁহারি উপাসনা

করা সর্ব্বতোভাবে বিধয়; একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়; তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার-প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা; ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বীজমন্ত্র সর্ব্বধর্ম্মসাধারণ। এবং ইহাই বেদবেদান্তের হৃদয়-নিহিত। ইহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মসমাজ জাতিনির্ব্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতেছেন, উঠ, জাগ্রত হও, আলস্য ও কুসংস্কার পরিহার করিয়া—ভারতের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া পৃথিবীর কল্যাণ সাধনে তৎপর হও। যে ঋষিরা এক সময়ে

ন দ্বিতীয়ো ন তৃতীয়শ্চতুর্থো নাপ্যুচ্যতে।
ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তমো নাপ্যুচ্যতে।
নাষ্টমো ন নবমো দশমো নাপ্যুচ্যতে।
তমিদং নিগতং সহঃ সএষ এক একবৃদেক এব।
সর্ব্বে অস্মিন দেবা একবৃতা ভবন্তি।

ঈশ্বরকে এই বলিয়া একমাত্র ইষ্টদেব জানিয়া পূজা করিতেন, যে ঋষিরা এক সময়ে অধ্যয়ন অধ্যাপন শাস্ত্রাদিপাঠ ও ব্রহ্ম-যজ্ঞ করিতেন অত্যন্ত দুঃখের কথা আজ তাঁহাদিগের বংশধরেরা ব্রহ্মের নাম প্রায় মুখে আনেন না। এখন আইস, সকলে এই ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া সেই প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম সেই সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্ম গ্রহণ কর। পুরাকালীন ব্রহ্মবাদী ঋষিরা যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা হইতে বিভিন্ন নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে ঋষি কর্তৃক উদ্ভাবিত সেই সকল সত্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। যে ঋষিরা এক সময়ে গৃহস্থদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিতেন ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ যদ্ যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তৎব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ, যে ঋষিরা এক সময়ে ধর্ম্মং চর, ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি, ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ এই বাক্য দ্বারা সকলকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিতেন, যে ঋষিরা মাতৃদেবোভব পিতৃদেবোভব আচার্য্যদেবোভব এই বলিয়া সকলকে ধর্ম্ম ও নীতির পথে ব্যবস্থাপিত করিতেন, যে ঋষিরা ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌর্য্য, দেহ ও অন্তরশুদ্ধি, শাস্ত্র-জ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্য-কথন, ও অক্রোধ ধর্ম্মের এই দশপ্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া ভারতসমাজকে জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতার পরাকাষ্ঠায় আনিয়াছিলেন, এক্ষণে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সেই সমস্তই সমর্থন করিতেছেন। এই ধর্ম্মকে যিনি উপেক্ষা করিবেন তাঁহার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল কদাচ হইবে না। ফলত ব্রাহ্মধর্ম্ম একটী নূতন ধর্ম্ম নহে ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম কিন্তু দুঃখের বিষয় বেদবেদান্তাদির চর্চ্চা আমাদের দেশে লোপ হইবার উপক্রম হইতেছে। এই সকল গ্রন্থ যতদিন না সমাজে অধিকতর আলোচিত হইবে, ততদিন ধর্ম্মোন্নতি, জ্ঞানোন্নতি ও জাতীয় উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। হা বিধাত, কোন্ পাপে আমরা এই স্বাধ্যায়ের পুণ্য হইতে বঞ্চিত হইলাম, আমাদের সমাজের কেন এত অধোগতি হইল। পরমাত্মন! তুমি আমাদের হিতকামনায় আবার আমাদের বুদ্ধিতে জাগ্রত হও, ভারতের সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-বিদ্যা পুনরায় ঘোষিত হউক। তোমারি কৃপায় পুনরায় সত্যধর্ম্ম সকলে গ্রহণ করুক এবং এই ব্রাহ্মসমাজ পৃথিবীর নেতা হউক, ইহার মত ও বিশ্বাস সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক। তুমি তোমার যে প্রিয় পুত্রকে প্রেরণ করিয়া এই সত্য ধর্ম্ম রক্ষা ও প্রচার করিয়াছ তিনি বয়োধর্ম্মে ক্ষীণকণ্ঠ হইলেও তাঁহার সেই পবিত্র ঋষিমূর্ত্তির ব্রহ্মজ্যোতি আরও বহুবৎসর এই ব্রাহ্মসমাজকে পবিত্র করুক। ইহাতে এই ক্ষুদ্র বঙ্গদেশের

মঙ্গল, সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল। হে পরমেশ্বর আমরা সকলে মিলিয়া তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি, তুমি আমাদের উপর প্রসন্ন হও।

অশোকের অনুশাসন।

প্রথম অনুশাসন।

দেবতার প্রিয় প্রিয়দর্শী বলিতেছেন যে, আমার রাজ্যাভিষেকের ছাব্বিশ বৎসর পরে এই অনুশাসন খোদিত হইল। প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগ, সর্ব্বাঙ্গীন বিশেষ তত্ত্বাবধান ব্যতীত ইহলোকে ও পরলোকে সুখলাভ করা কঠিন। কিন্তু আমার অনুশাসন বলে এই ধর্ম্মানুরাগ ও ধর্ম্মোদ্বিগ্নতা প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতেছে ও হইতে থাকিবে। আমার অধিকারস্থ সকলেই সৎধর্ম্ম পালন করিতেছে, কারণ নিয়ম এই,—ধর্ম্মে রাজ্যশাসন ধর্ম্মে বিধিপ্রয়োগ, ধর্ম্মে উন্নতি, ধর্ম্মে নির্ব্বিঘ্নতা।

দ্বিতীয় অনুশাসন।

দেবতার প্রিয় প্রিয়দর্শী বলিতেছেন যে ধর্ম্মই পরম পদার্থ। কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে ধর্ম্ম কি? প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যত দূর সম্ভব সৎকর্ম্ম করিবে, অসৎকর্ম্ম করিবে না, দয়া, উদারতা, সত্যনিষ্ঠা, ও সাধুভাব এই সমস্ত রক্ষা করিয়া চলিবে, সংক্ষেপত ইহাই ধর্ম্ম। মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও জলচর জন্তুগণকেও আমি যথাযোগ্য সাহায্য করিয়া থাকি। তাহাদিগের অনেক হিতকর কার্য্য করিয়াছি, পানীয় জলের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি এবং আরও অনেক প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছি। যাহাতে লোক সকল এই উপদেশ পালন করিবে, যাহাতে লোকে ন্যায়পথে চলিবে, যাহাতে ইহা বহুকালাবধি সংরক্ষিত হইবে, এতদভিপ্রায়ে এই অনুশাসন খোদিত হইল। যিনি এই অনুশাসনের অনুযায়ী কার্য্য করিবেন তিনি সদনুষ্ঠান করিবেন ও প্রশংসাভাজন হইবেন।

তৃতীয় অনুশাসন।

দেবতার প্রিয় প্রিয়দর্শী বলিতেছেন যে লোকে কেবল আপনার সৎকার্য্যগুলি দেখিতে পায় এবং পাইয়া বলে যে আমি এমন উত্তম কর্ম্ম করিয়াছি কিন্তু কেহই আপনার কুকর্ম্মগুলি দেখিতে পায় না, না পাইয়া বলে না যে আমি এই কুকর্ম্ম করিয়াছি আর এই কর্ম্ম পাপকর্ম্ম। ফলতঃ যেমন আপনার সৎকার্য্যগুলি দেখিতে হয় তেমনি অসৎকার্য্যগুলিও দেখা আবশ্যক। প্রতিদিন প্রত্যেকেরই আত্মপরীক্ষা করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। এবং প্রত্যেকেরই এইরূপ সংকল্প করা উচিত যে, আমি দ্বেষ হিংসা ও পরছিদ্রানুসরণ করিব না। ইহাতে আমার ইহলোকে ও পর লোকে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

চতুর্থ অনুশাসন।

দেবতার প্রিয় প্রিয়দর্শী বলিতেছেন যে আমার রাজ্যাভিষেকের ছাব্বিশ বৎসর পরে এই অনুশাসন খোদিত হইল। আমি প্রজাদিগের হিতসাধনের জন্য রাজক (রাজকর্ম্মচারী) নিযুক্ত করিয়াছি। তাহারা অবাধে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিবে এবং প্রজাবর্গের হিতানুষ্ঠান করিবে। কার্য্য শৈথিল্যে তাহাদিগকে দণ্ড করিবার ক্ষমতা আমি আপনারই হস্তে রাখিলাম। তাহারা প্রজাদিগের উন্নতি অবনতি সুখ দুঃখ সকল বিষয়ের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবে। তাহারা ইহকালে সুখ ও পরকালে মুক্তির নিমিত্ত আমার

রাজ্যের সাধারণকে হিতোপদেশ দিবে। রাজকেরা আমাকে সম্মান ও ভক্তি করে, প্রজারাও করিয়া থাকে। যাহাতে রাজকেরা সহজে আমার মনোমত কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, এই জন্য প্রজারা আমার অবলম্বিত ধর্ম্মমত ও উপদেশাবলী প্রচারের সহায়তা করিয়া থাকে। যেমন যত্নবতী ধাত্রীর হস্তে শিশুকে সমর্পণ করিয়া লোকে নিশ্চিন্ত থাকে ও বলে যে, এক যত্নবতী ধাত্রী আমার শিশুর লালন পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে, সেইরূপ আমি আমার প্রজাদিগের মঙ্গলের জন্য রাজকদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি। তাহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে, নির্ব্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্ত ভাবে কার্য্য করিবে। আর ইহাতে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে আমি স্বহস্তেই তাহাদিগের দণ্ডবিধান করিব। কিন্তু অপরাধ ও দণ্ডে সাম্যভাব রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে আমার বাঞ্ছনীয়। অতএব অদ্য হইতে এই আদেশ হইল যে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দিগণ তিন দিনের জন্য অব্যাহতি পাইবে। তাহাদিগকে জানান হইবে যে, তাহারা অধিকও নয়, অল্পও নয়, ঠিক তিনটী দিনমাত্র জীবন ধারণ করিতে পাইবে। তাহাদিগের জীবন কালের শেষ সীমা এইরূপে অবগত হইয়া হয় তাহারা উপবাস করিয়া দিন কাটাইবে, নয় ভাবী জীবনের মঙ্গলের নিমিত্ত ভিক্ষা দান করিবে। আমার ইচ্ছা যে কারাবাসেও তাহাদিগকে পরকাল সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হইতে দেওয়া হইবে না। ভিক্ষাদান, সংযম, ও ধর্ম্মোন্নতি আমার মহদুদ্দেশ্য।

বৈদিক যুগ। (৪)

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

যম ও যমীর উপাখ্যান।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম সূক্তে যম ও যমী নামক যমজ ভ্রাতা-ভগিনীর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র সূক্তটি উক্ত ভ্রাতা-ভগিনীর কথোপকথনচ্ছলে রচিত। সুতরাং তাঁহারাই এই সূক্তের বক্তা ঋষি। ইহার দ্রষ্টা বা কর্ত্তা ঋষি কে তাহা জানা যায় না—জানিবার কোনও উপায়ও নাই। এই সূক্ত সম্বন্ধে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন,—"এই সূক্তটি অতি প্রসিদ্ধ। ইহাতে ভগিনী যমী ভ্রাতা যমকে আলিঙ্গন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু যম সেই পাপকার্য্যে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছেন। যম ও যমীর আদি অর্থ দিবা ও রাত্রি (১); দিবা ও রাত্রি বিভিন্নই থাকে, তাহাদিগের সঙ্গমন হয় না। এই প্রসিদ্ধ সূক্তের মৌলিক অর্থ আমি এইরূপ বুঝিয়াছি।" ঋগ্বেদ সংহিতা—বঙ্গানুবাদ। ১৪০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পক্ষান্তরে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র বটব্যাল মহোদয়ের মতে যম একজন আদি মানব, যমী আদি মানবী। আদি মানব মানবীগণ বৈদিক ঋষিগণের মতে দেব দেবী হইতে সমুৎপন্ন। যম ও যমী বিবস্বান্ ও সরণ্যুর অপত্য রূপে বর্ণিত (১০। ১৭।১,২)। সেইরূপ অঙ্গিরা নামক আদি মানবগণ দ্যৌষ্পিতা ও উষা মাতার অপত্য ও আদিম মনুষ্যনির্ম্মাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ (৪।২।৫,১৬) *। এবং মনু যিনি মনু-

(১) ইহা মোক্ষ মূলারের মত।

* অঙ্গিরাবংশীয় ঋষিগণ সর্ব্বপ্রথম ভূমণ্ডলে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন।

ম্পিতা (অ) নামে বেদের অধিকাংশ স্থলে অভিহিত হইয়াছেন তিনিও বিবস্বানের ঔরসে সবর্ণার (কৃত্রিম উষার) গর্ভে জাত বলিয়া আখ্যাত। যম, মনু ও অঙ্গিরা প্রভৃতি আদি মানবগণ বেদে 'দেব' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (২)

যম ও যমী আদি মানবমানবীগণের অন্যতম (আ)। যমের ন্যায় ধার্ম্মিক মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে নাই। যম-যমীর উপাখ্যানে যমের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে (ক)। মনুষ্য দেখিতে না পাইলেও, ঈশ্বর দেখিতেছেন, ভাবিয়া তিনি সর্ব্বদা পাপকার্য্য হইতে বিরত ছিলেন (১০।১০।২,৮)। তিনি পবিত্রাত্মা ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য বলিয়া পিতৃরাজ্যের রাজা রূপে কল্পিত হইয়াছেন (১০।১৪ সূক্ত দেখ) আদি মানবগণের মধ্যে যম সর্ব্ব প্রথম মৃত্যুপথের পথিক হয়েন। ঋগ্বেদ ১।৩৮।৫ ও ১০।১৪।২ দ্রষ্টব্য ।অথর্ব্ব বেদে যমের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে,—"যোমমার প্রথমো মর্ত্ত্যানাং।" (১৮।৩।১৪)"যিনি (যম) মনুষ্যগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম মরিয়াছিলেন।" ইহার দ্বারা যমের আদি মানবত্ব স্পষ্টীকৃত হইতেছে।

বৈদিক ঋষিগণের মতে এই আদি মানব যম মৃত্যুর পর আমাদের পাপ পুণ্যের বিচারকর্ত্তা ও পুণ্য কর্ম্মের পুরস্কার বিধাতা। মরণের পর মনুষ্যগণ যম ও পিতৃগণের সহিত মিলিত হয়েন। অঙ্গিরাগণ, অথর্ব্বাগণ ও ভৃগুগণ আমাদের পিতৃগণের মধ্যে পরিগণিত (১০।১৪।৬) অর্থাৎ তাঁহারা আদি মানব। অঙ্গিরাগণ যমের সহিত মিলিত হইয়াছেন। পিতৃযজ্ঞে যে আহুতি প্রদত্ত হয়, সোমযাজী মৃত পিতৃগণের ও অঙ্গিরা নামক পিতৃগণের সহিত যম তাহা ভোগ করেন। ঐ ঐ সূক্ত দেখুন)। আদি মানবগণ ও ধার্ম্মিক পুরুষগণ বেদে 'দেব' নামে অভিহিত (৩) ও দেব দেবীর অপত্যরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। যম যমীকে দিবা রাত্রি বলিয়া মনে করা নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক।

দশম মণ্ডলের দশম সূক্তের এই যম যমীর উপাখ্যানে কালবাচক যুগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সূক্তের দশম ঋকে যম যমীকে বলিতেছেন,—

"আ ঘা তা গচ্ছান্ উত্তরা যুগানি যত্র জাময়ঃ কৃণবন্ অজামি।
উপবর্বৃহি বৃষভায় বাহুমন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ।"
১০।১০।১০।

এই মন্ত্রের ঋষি (বক্তা) যম ও দেবতা (খ) যমী। ইহার সায়ণভাষ্য এই,

(অ) ঋগ্বেদের ১।৮০।১৬ মন্ত্রে মনুকে "মনুষ্পিতা" বলা হইয়াছে; নিরুক্তকার যাস্ক ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন,—"মনুষ্পিতা"=মনুশ্চ পিতা মানবানাম্"। সায়ণ বলেন,—"সর্ব্বাসাম্ প্রজানাং পিতৃভূতো মনুশ্চ"। আমাদের বিবেচনায় যাস্কের মতই সমধিক যুক্তিসঙ্গত।

(২) ঋগ্বেদ ১০।১৪। ১৪ ও ১। ১৩৯।৯ দেখ। এই শেষোক্ত মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণ "দেব" অর্থে—" "দেবনশীল মহর্ষি" করিয়াছেন।

(আ) J. miner বলেন,—yama also seems in some places to be represented as the first man." see my article in the journal of the R. A. S. for 1865. pp 287. ff. vide Original Sanskrit text, vol pp 171.

(ক) পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যে, যমযমীর উপাখ্যান বিশিষ্ট এই সূক্তটি একটি অর্থবাদ মাত্র।

(৩) বিদ্বান, ধার্ম্মিক ও প্রসিদ্ধ পুরুষগণ বেদে "দেব" আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। বিদ্বাংসোহি দেবাঃ" শতপথব্রাহ্মণ। সামবেদীয় ছন্দোগ্রন্থের ১।২।৭।৫ ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য 'দেবাঃ' অর্থে "স্তোতারঃ ঋত্বিজঃ" এবং তৎপরবর্ত্তী সামের ব্যাখ্যায় "দেবাঃ=স্তোতারঃ" করিয়াছেন। আবার ঐ গ্রন্থের ২।১।২।৩ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় "দেবাসঃ দীব্যন্তি স্তুবন্তি ইতি দেবাঃ ঋত্বিজঃ" করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাচীন কালে "দেব" বা "দেবতা" শব্দটি প্রশংসাবাচক বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হইত।

(খ) বৈদিক মন্ত্রে উক্ত, শ্রুত বা প্রশংসিত পদার্থের বা জীবের নাম দেবতা। দেবতা=The subject of the hymn.

"যত্র' যেষু কালেষু 'জাময়ঃ' ভগিন্যঃ 'অজামি' অভ্রাতরং পতিং 'কৃণবন্' করিষ্যন্তি 'তা' তানি উত্তরাণি যুগানি কালকালবিশেষা 'আ গচ্ছন্' আগমিষ্যন্তি। ঘেতি পূরণঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ হে 'সুভগে!' ত্বমিদানীং 'মৎ' মত্তোঽন্যং 'পতিং' ভর্ত্তারং 'ইচ্ছস্ব' কাময়স্ব। তদনন্তরং বৃষভায় × × পুরুষায় আত্মীয়ং 'বাহুম্' 'উপবর্বৃহি' শয়নকালে উপবর্হণং কুরু।"

রমেশ বাবুর এই মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ সায়ণ ভাষ্যানুগত হয় নাই। তাঁহার অনুবাদ এই,——"ভবিষ্যতে এমন যুগ হইবে, যখন ভ্রাতা ভগিনীতে সহবাস করিবে।(!) হে সুন্দরি! আমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ কর। ইত্যাদি।

সায়ণভাষ্যানুগত অনুবাদ এই,—"সেই সময় পরে আসিবে যখন ভগিনীগন অভ্রাতাকে অর্থাৎ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে পতি করিবেন। অতএব হে সুভগে! তুমি এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে পতি কামনা কর।"

আদিম কালে মানবসমাজে বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও নিয়ম ছিল বোধ হয় না। উক্ত ঋকে যে সময়ের কথা বলা হইয়াছে, সে সময়ে—আর্য্য সমাজের সেই শৈশবাবস্থায় অতি নিকট সম্পর্কীয়গণের মধ্যে বিবাহাদি প্রচলিত ছিল, অনুমান করা যাইতে পারে। পরে ঋষিগণ এই প্রথার কুফল দেখিয়া ইহা রহিত করিয়া বিবাহ সম্বন্ধে নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। সূক্তপ্রণেতার মতে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আদিমানব যম এই প্রথার অনিষ্টকারিতা ও অধর্ম্ম্যতা (৪) বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বোধ হয়। এই নিমিত্ত তিনি স্বীয় ভগিনী যমীকে বলিতেছেন,—"দেখ! আমরা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ মানব মানবীর সন্তান নহি। বিধাতা উত্তর কালের জন্য নরনারীর যে বিবাহের নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে ভগিনী আর ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। ইহাই যখন ঈশ্বরের অভিপ্রেত তখন আমাদিগের এখন হইতেই এজন্য প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। অতএব হে সুভগে! তুমি এক্ষণে (বর্ত্তমান সময়েই) আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পতি কামনা কর।"(৫) সায়ণীয় ব্যাখ্যা অনুসারে এই অর্থ লাভ হয়, এই অর্থ আমাদিগের সম্পূর্ণ সুসঙ্গত বোধ হইতেছে। এখানে যুগ শব্দের অর্থ কাল। যুগ শব্দের সাধারণ অর্থ 'কালবিশেষ'। তাই সায়ণাচার্য্য ঐরূপ প্রতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। মূলে যে কোনও বিশেষ কালের প্রতি কটাক্ষ আছে, তাহা বোধ হয় না। সুতরাং এই মন্ত্রও বৈদিক কালে সত্যাদি যুগের অস্তিত্ব প্রমাণ করণে অসমর্থ।

এই মণ্ডলের দ্বিসপ্ততিতম সূক্তের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও নবম বা শেষ ঋকে কালবোধক যুগ শব্দ দৃষ্ট হয়। এই সূক্তে দেবতাগণের জন্ম বিবরণ কথিত হইয়াছে। ইহার ঋষি—বৃহস্পতি, দেবতা—দেবগণ। প্রথম মন্ত্র এই,—

"দেবানাং নু বয়ং জাতা প্রবোচাম বিপন্যয়।
উকৃথেষু শস্যমানেষু যঃ পশ্যাৎ উত্তরে যুগে।"

সায়ণাচার্য্য কৃত ভাষ্য,—

"* * * 'যো' দেবানাং গণঃ পূর্ব্বে যুগে উৎপন্নোঽপি 'উকৃথেষু শস্যমানেষু' যাগে শস্ত্রেষু অনুষ্ঠীয়-

(৪) এই সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে যম যাহা বলিয়াছেন, তাহা দ্বারা ও এই অনুমান সমর্থিত হয়। যমের উক্তিটি এই,—তোমার গর্ভসহচর তোমার সহিত এ প্রকার সম্পর্ক কামনা করে না। যে হেতু তুমি সহোদরা ভগিনী অগম্যা"।

(৫) "যস্মাদেবং তস্মাৎ হে সুভগে! ত্বমিদানীং মত্তোঽন্যং" ইত্যাদি সায়ণীয় ব্যাখ্যার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। সমালোচ্য মন্ত্রের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকে যম বলিতেছেন,—"যমী যমস্য বিভৃয়াদজামি"। (১০।১০।৯) অর্থাৎ যমী গিয়া অভ্রাতাকে আশ্রয় করুক।

মানেষু 'উত্তরে যুগে' বর্ত্তমানং স্তুবন্তং স্তোতারং 'পশ্যাৎ' পশ্যতি। অনেকেষু অপি যুগেষু গতেষু কর্ম্মষু স্তূয়মানো বর্ত্তত ইত্যর্থঃ।"

সেই দেবতাগণের জন্মবৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে (অথবা সংকীর্ত্তন করিয়া) কহিতেছি, যাঁহারা পূর্ব্ব যুগে (কালে) উৎপন্ন হইয়াও বর্ত্তমান (৬) যুগে (কালে) অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞে স্তোত্র উচ্চারণকারী উক্‌থ গায়কদিগকে দেখিতেছেন। অর্থাৎ বহু যুগ অতীত হইলেও দেবগণ স্তূয়মান হইয়া যজ্ঞে বর্ত্তমান আছেন। ভাবার্থ এই যে, তাঁহারা দীর্ঘজীবী বা অমর।" এখানে যুগ শব্দ সামান্যতঃ কালবোধক মাত্র।

ক্রমশঃ।

কল্পসৃষ্টি(২)।

বৈদিক মত।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকায় উল্লিখিত শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, এই জগৎ পুনঃ পুনঃ একই প্রকারে সৃষ্ট হইয়া প্রতি কল্পে পূর্ব্বকল্পসংঘটিত ঘটনাবলীর প্রায় অবিকল পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে, এই পৌরাণিক মত বেদবিরুদ্ধ। ঋগ্বেদীয় ৬।৪৮।২২ মন্ত্রে সৃষ্টি প্রবাহের নিত্যত্ব সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে, তাহাও দেখাইয়াছি। তৎপ্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছিলাম,—"কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঋগ্বেদের স্থানান্তরে লিখিত আছে,—

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥" ১০।১৯০।৩

অনুবাদ—"সৃষ্টিকর্ত্তা, চন্দ্র, সূর্য্য, দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্লোক "পূর্ব্ববৎ" সৃষ্টি করিলেন।" সায়ণাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য ও হলায়ুধ প্রভৃতি সকলেই "যথাপূর্ব্বং" এর "পূর্ব্ব কল্পানুসারে" অর্থ করিয়াছেন। সুতরাং এই মন্ত্রটি ৬।৪৮।২২ মন্ত্রের বিরোধী হইয়াছে।

এই বিরোধ ভঞ্জনের জন্য কেহ কেহ ৬।৪৮।২২ মন্ত্রের সায়ণ ভাষ্যের বিশুদ্ধতা অস্বীকার করেন। রমেশ বাবু "যথাপূর্ব্বং" অর্থে "যথা সময়ে" করিয়াছেন!! আমাদের বিশ্বাস, ঋগ্বেদে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রাদুর্ভূত ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস ও ভাবাপন্ন ঋষিগণের রচনা স্থান প্রাপ্ত হওয়ায় এইরূপ বিরোধ ঘটিয়াছে।

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী বলেন, ৬।৪৮।২২ ঋকের দ্বারা পূর্ব্ব কল্প নিরাকৃত হয় নাই। তাঁহার মতে পৃথিবী ও দ্যৌঃ এক বার মাত্র উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান আছে ও তৎসদৃশ আর উৎপাদিত হয় নাই ইহার অর্থ এই, যে, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি একবার মাত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হইলেও তাহার পরমাণুগুলি পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হয় না; একবার মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা কষ্ট কল্পিত সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহোদয় ১০।১৯০।৩ মন্ত্রের এক নূতন ব্যাখ্যা আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি বলেন,—"যথাপূর্ব্বং"="পরম্পরা ক্রমে—যাহার পর যেটি নিয়মানুসারে হওয়া উচিত তদ্রূপে"। এতদনুসারে সমস্ত মন্ত্রটির অর্থ এইরূপ হয়,—"সৃষ্টিকর্ত্তা চন্দ্র, সূর্য্য, দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ স্বর্লোক "পরম্পরা ক্রমে—যাহার পর যেটি হওয়া উচিত তদ্রূপে" সৃষ্টি করিলেন।" এই অর্থ অসমীচীন বা কষ্ট কল্পিত বোধ হয় না। অথচ এই অর্থ স্বীকার করিলে, ৬।৪৮।২২ মন্ত্রের সহিত

---

(৬) পূর্ব্ব যুগের (কালের) তুলনায় বর্ত্তমান কালকে (যুগকে) এখানে মূলে ভবিষ্যৎ যুগ বলা হইয়াছে।

১০।:৯৭।৩ মন্ত্রের বিরোধ বা অসামঞ্জস্য দূরীভূত হইয়া যায়।

HISTORY OF THE PRIMITIVE ARYANS OF CENTRAL ASIA AND THE EARLIEST INDO-ARYANS.

PREFACE.

Many are of opinion that the Puranas of the Hindus do not contain history but are only repositories of fables, legends and allegories. But if we carefully study them marking the words used in them, we cannot but observe that, in places, they use what may be called strict historical language.

Eastern nations are very careful in preserving geneologies. When we read geneologies in the Puranas, we have no reason to distrust them altogether though an inaccuracey might have crept into them here and there as in the geneologies given in the New Testament. When we find in the Puranas accounts of the persons whose geneologies are given, why shall we not believe in them as we do in the geneologies themselves and conclude that the substratum of the narrative is true though thickly covered with, and concealed by, fable and allegory as a tree is concealed by a thick profusion of creepers twining themselves round it. In many places, we can bring out the truth from it divesting it of allegory and exaggerated language. The Puranists had a separate language for writing history, different from the language of the modern historians, especially European historians. If a Puranist had lived now, he would have described the conquest of India by the English somewhat in this way:

About this period several Rakshasas came from the west to the Kalyavana Emperor that sat on the throne of Indraprastha (Delhi). The Rakshashas can put on many guises and are proficient in wiles and machinations. They came at first in the humble guise of merchants and implored for a plot of land on which to erect a factory. As the bards sing "He entereth like a needle but cometh out as large as a ploughshare." The possessions of the Rakshashas swelled into an empire. These Rakshashas had an invisible magical engine obtained as a boon from Siva which they concealed within their heads and which they brought out of them when necessary and by means of which they conquered Bharatavarsha more than by their swords.

The imaginary Puranist alluded to above, would have been justified in terming the western foreigners as Rakhashas, seeing their craving for what in his opinion was half cooked flesh. Kalyavana or the dreadful Yavana would mean the Mogul Emperor of Delhi and the magical invisible engine, astute diplomacy, by means of which the English conquered India more than by their swords.

We have ventured to make an attempt in the following pages to extract the account of the earliest period of Aryan history from the Puranas. How far we have succeeded in our attempt the reader will decide. We have made the Vishnu Purana the principal basis of our attempt, supplying its omissions by facts stated in other Puranas, in the Itihashes and in other Hindu books besides Puranas and Itihases but never tampering with its statements except when proved inaccurate by a consensus of statements in other Puranas and not simply by the statements of one of them. Unless we adopt one Purana as of greater reliable authority than any other we will be lost about in an ocean of doubt and uncertainty. The Vishnu Purana being more ancient than any other, marking its language, we have made it the principal basis of our history. *

The reader while reading these pages, will mark persons named after the deities whom the primitive Aryans worshipped as is still the custom amongst their descendants in India. Really existing human beings were named Diti and Aditi after the deities of those names mentioned in the Veda. The Vishnu Purana, while giving the geneology from Manu Swayambhu indulges in what seems to be allegorical language in the names given to men and women. It mentions some moral qualities as the sons or daughters of men. But the reader should

---

* The Vishnu Purana commonly met with, contains a much less number of slokas than the one found by the Bombay Govt. Sanskritists with a pundit of Guzerat.

consider that it is still the custom among Hindus to name their sons and daughters after moral qualities such as Lajja Santi (Peace), Siddhi (Success), Kirti or Glorious Act, Prema (Love), Kshama (Forgiveness) etc. etc. It is not improbable that the imagination of parents taking fire at the first putting of names after moral qualities to their sons, would go on to put allegorical names to the offspring of them again in consistency with the first allegory.

The reader will mark the same name for instance of a certain sage to recur often and often in successive Yugas. This was either a patronymic or an honorific title given by the then reigning king. Many individuals are called by the same name in different periods of Indian history such as Ram Chandra without its being a patronymic or honorific title as the above.

European antiquarians lose sight of these facts. They think a particular name occurring in different periods of Indo-Aryan history to be the name of the same person and laugh at their improbable longevity.

We have not explained at every step the allegories which we have translated in to historical language as that would have interfered with the narrative, but we have given in some places explanations in notes below leaving to the reader himself to judge about their correctness by comparing our narrative with that in the Vishnu Purana and other books.

I have supplied links in the narrative given in the Purana by easy inference, for instance, prince Buddha the ancestor of the lunar race coming to India from the Trans-Himalayan Arya country on account of the slur cast on his birth. This fact belongs to the history of the primitive Aryans of central Asia and not to that of the Indo-Aryans. I have largely availed myself of this process of easy inference in supplying missing links of Puranic narrative.

European antiquarians think that there is no history of the primitive Aryans of central Asia before their migration to India whereas it is to be actually found in the Puranas, if sought after with care.

Some antiquarians again doubt whether this migration actually took place; but of such migration and the previous residence of the Aryans in Central Asia there is ample proof.

There are places and seas and rivers in central Asia which still bear Aryan names such as the Caspian Sea derived from the name of the Aryan saint Kashyapa, the river Asurada (Asurahrada or the lake of the Asuras), the Harirood or the Harihrada (Lake of the God Hari mentioned in the Rig Veda), Rooder reed (Rudrahrada or the lake of the God Rudra mentioned in the Rig Veda) Oxus or Chakshasha called Yakshas in the Rig Veda †, Jaxartes named also like the Oxus after the Yaksha race which dwelt on its banks, Merv corresponding to Meru, Taskargaon or Tashkaragram or the village of Robbers *&c. &c.*

বৰ্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের কবলাপত্র।

মহামহিম কলিকাতা নগরীস্থ যোড়াসাঁকো-স্থিত ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু—

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদুলাল রায় চৌধুরী, শ্রীবনওয়ারিলাল রায় চৌধুরী, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী রায় চৌধুরী ও নাবালগ শ্রীরাধিকাপ্রসাদ রায় চৌধুরী, প্রতিপালিকা মাতা অলি অছি শ্রীমত্যা বিধুমণি দাস্যা সর্ব্ব সাকিন মল্লিকপুর চৌকী পোতনা জেলা পূর্ব্বাংশ বৰ্দ্ধমান বসতবাটী বিক্রয় খোসকোবলা পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে নিজ বৰ্দ্ধমান নগরের মোরাদপুর নামক মহল্লায় আমাদিগের পূর্ব্বাধিকার ৺ শ্যামসুন্দর চৌধুরী মহাশয় ৺ ভিলু মিদ্দার লাখরাজ নজুরাত মসজিদের তাহুত ভুক্ত ॥৹॥ সাড়ে দশ কাঠা ভূমী ভিন্ন ভিন্ন বায়াগণের নিকট হইতে খরিদ করণান্তে সর্ব্বশুদ্ধ বাৎসরিক ১॥৹ দেড় টাকা করে স্বীয় নামে করমালি মতওয়া-

† The Vishnu Purana evidently meant this river by what it discribes under the name Chakshasha in the geographical chapter of the work. In the time of the Rig Veda, it was called Yakshas.

ল্লির সাক্ষরিত ১২৬৫ সালের ৪ চৈত্র তারিখের পাট্টা ক্রমে মোকররি জমা গ্রহণ করিয়া যে দুই খণ্ড (১) বাসা বাটীর মধ্যে গলিরাস্তার পূর্ব্ব মণি বেওয়ার বাটীর উত্তর এলাহি বকস্ সেখের পতিত জায়গার পশ্চিম ও উক্ত মোট জমীর মধ্যগত একখণ্ড বাসাবাটী মায় তাহার পাকা প্রাচীরের দক্ষিণ এই চতুঃসীমার মধ্যে আন্দাজী ।১ কাটা ০ ০ ০ ০ ভূমি ও তদুপরিস্থিত তৃণাচ্ছাদিত দক্ষিণ দ্বারি ঘর একখানি পশ্চিম দ্বারি ঘর একখানি ও পূর্ব্ব দ্বারি ঘর একখান মায় দরজা কপাট জানালা কাঁচা ও পাকা প্রাচীর আম্রগাছ একটা, জামগাছ একটা মুরশু স্বর্গীয় — — — শ্যামসুন্দর রায় চৌধুরী মহাশয়ের শ্রাদ্ধের দেনা পরিশোধার্থে উচিত মূল্য ৩০০ তিন শত টাকা ধার্য্যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের শাখা বর্দ্ধমানস্থ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের বরাবর বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের জন্য সুস্থির চিত্তে বিক্রয় করিলাম। ঐ ভূমিতে এতদিন আমাদিগের যে মোকররি সত্ব ছিল ও উহার উপস্থিত ঘর দ্বার বৃক্ষ প্রাচীর প্রভৃতিতে যে কিছু স্ব স্ব স্বত্ব লভ্য ছিল তাহা অদ্য হইতে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে হস্তান্তরিত হইল। ভবিষ্যতে আমরা কিম্বা আমাদিগের উত্তরাধিকারীগণ কি আমাদিগের সংশ্রব বিশিষ্ট অপর কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উক্ত ভূম্যাদির প্রতি দাবি দাওয়া করি কিম্বা করে তাহা অগ্রাহ্য হইবেক। উপরুক্ত ।১ ছয় কাটা মোকররি জমাই ভূমি যাহা হস্তান্তরিত হইল তাহার বাৎসরিক কর উক্ত ১॥০ দেড় টাকার মধ্যে মহাশয়ের অংশে বাৎসরিক ১০ পাঁচ সিকা ধার্য্য হওয়ায় মহাশয় ঐ ১০ পাঁচ সিকা খারিজ দাখিল করিয়া লইবেন এমতে বিক্রয় মজলিশে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রিত দাতব্য হইতে উক্ত সমাজের সম্পাদকের মারফত মূল্যের ৩০০ তিন শত টাকা বিং তপসিল নগদ ও নোটে দস্ত বদস্ত পাইয়া বিক্রয় কোয়ালা লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৬৯ বারসত উনসত্তর সাল তারিখ ১০ চৈত্র।

তপশীল।

গবর্ণমেণ্ট নোট—

১০৭৭৫ নং ১ কেতা—	৫০৲
৩৮৫৯৯ নং— ১ কেতা—	২০৲
৫২২৪৪ নং— ১ কেতা—	১০৲
৪৫৭৫০ নং— ১ কেতা—	১০৲
বেঙ্গল বেঙ্ক নোট— ১৭৬৭১ নং— ১ কেতা—	৫০৲
	১৪০৲
নগদ ক্যাস—	১৬০৲

৩০০৲ মঃ তিন শত টাকা।

ঈশাদি।

Signed and executed before me
SD Chandro Shekhar Bose
Secr Budwan Bramho Somaj.

শ্রীবনমালি মুখোপাধ্যায়	মোঃ	বর্দ্ধমান
শ্রীমহেশচন্দ্র রায়	মোঃ	বর্দ্ধমান
শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত	মোঃ	বর্দ্ধমান
শ্রীকেদারনাথ আদিত্য	মোঃ	বর্দ্ধমান
শ্রীরামবল্লভ মজুমদার	সাং	কানোনপুর
শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায়	সাং	কম্মাসোম
× শ্রীসুগান সেখ	মোঃ	ভাতছালী
শ্রীকালীনারায়ণ রায়	সাং	মল্লিকপুর

৭৮৫ নং

Presented for Registry this Sixteenth day of May 1863 between the hours of 4 and 5 P .M.

নং ৩৯৫ সফতা ৫৯৯। ৫০১ ধঃ ৫১।
সন ১২৬৩। ১৬ মে।
সন ১২৭০। ৩ জ্যৈষ্ঠ জেলা পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমান।

No 395 Page 499 to 501 Nds. 51

Sd. H. Williams
Regr. of Deeds
Burdwan.

Presented for Registry by Debidoss Roy Mooktar for Kristo Doolal Chowdhury and others attested by Shoopan Sheekh and Harrish Chundra Dutto witnesses on the Sixttenth day of may 1863 between the hours 4 and

5 P. M. Registery completed by me this Twentieth day of May 1863 between the hours 4 and 5 p. M.

Sd.. H. Williams
Regr. of deeds Burdwan.

Exd.
Ratona Sher Chowdhory.

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪, শ্রাবণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১০৪৪ ৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩১০৮॥৴১৫
সমষ্টি	৪১৫২৸৴ ৫
ব্যয় ...	৯৭৪৸৴ ৫
স্থিত	৩১৭৮৲

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ২৫৲

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন
১৮১৪ শকের বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত ১৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় ১০৲
„ „ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ৪৲

২৫৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ২৭৸৶০

„ „ অযোধ্যানাথ চট্টোপাধ্যায় গড়বেতা
১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩।৵০
„ „ সুরেশনাথ রায়, জাড়া
১৮১৫ শকের অৰ্দ্ধ মূল্য ও মাশুল ১৸৵০
„ „ নীলকমল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা
১৮১৪ শকের মূল্য ৩৲
„ „ আশুতোষ চৌধুরী, কলিকাতা
১৮১৪ শকের মূল্য ৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ মিত্র, কলিকাতা,
১৮১৩ শকের মূল্য শোধ ১৲
১৮১৪ শকের মূল্য ৩৲ টাকা মধ্যে ১৲
„ „ গোবিন্দলাল দাস, কলিকাতা
১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
„ „ জয়গোপাল সেন, কলিকাতা
১৮১০ শকের শ্রাবণ মাসের সাহায্য ১৲
„ „ গোকুলকৃষ্ণ সিংহ, হুগলী
১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩।৵০
„ „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা
১৮১৪ শকের মূল্য ৬৲
„ „ গোপাল চন্দ্র দে, কলিকাতা,
১৮১৩ শকের বাকী মূল্য শোধ ১৲
১৭৬৮ শকের পত্রিকা (একত্র বাঁধাই)
১খণ্ড নগদ বিক্রয় ৩৲
মাশুল ও ফি আদায় ।/০

২৭৸৶০

৫২৸৶০

পুস্তকালয় ...	৭৸৴৫
যন্ত্রালয় ..	৩৮৪৲
গচ্ছিত ...	৫০॥৴৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	৫৪৭৸৵০
সমষ্টি	১০৪৪৶১০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৪৫।৵১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৪ ৵০
পুস্তকালয়	১৮৸ ৫
যন্ত্রালয়	১৮৪॥৵১৫
গচ্ছিত	১২৸১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	৫৪৭৸৵০
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	৪১৲
সমষ্টি	৯৭৪৸৴ ৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ত্রয়োদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

কার্ত্তিক ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

৬০৩ সংখ্যা ১৮১৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ।

১২১ সূক্ত ১০ মণ্ডল।

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ১

যিনি আত্মদাতা, বলদাতা, যাঁহার শাসনে বিশ্বসংসার চলিতেছে, যাঁহার শাসন দেবতারা অবনত মস্তকে বহন করিতেছেন, যাঁহার ছায়া দেবলোক, যাঁহার ছায়া মর্ত্ত্যলোক, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কোন্ দেবতার উপাসনা করিব।

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইন্দ্রাজা জগতোবভূব।
য ঈশে হস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥২

যিনি প্রাণবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবে পরিপূর্ণ জগতের স্বীয় মহিমা দ্বারা একমাত্র রাজা হইয়াছেন, যিনি এই দ্বিপদ মনুষ্য ও চতুষ্পদ পশুকে শাসন করিতেছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কোন্ দেবতার উপাসনা করিব।

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহু কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥৩

এই হিমবন্ত পর্ব্বত-সকল যাঁহার মহিমা, সকল নদীর সহিত সমুদ্র যাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে, এই দিক্ সকল যাঁহার বাহু তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কোন্ দেবতার উপাসনা করিব।

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবীচ দৃঢ়্হা যেন স্বঃস্তভিতং যেন নাকঃ
যো অন্তরিক্ষে রজসোবিমানঃকস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥৪

যাঁহার দ্বারা দ্যুলোক উগ্র হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা পৃথিবী সুদৃঢ় হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা স্বর্গ হইতে স্বর্গলোক স্থাপিত হইয়াছে,যিনি অন্তরীক্ষে মেঘ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কোন্ দেবতার উপাসনা করিব।

যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে
যত্রাধিসূর উদিতোবিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥৫

দ্যুলোক ও ভূলোক যাঁহার পালনী শক্তির দ্বারা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাঁহাকে কম্পিতমনে অবলোকন করিতেছে, যাঁহাতে সূর্য্য উদিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কোন্ দেবতার উপাসনা করিব।

মানোহিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যাযোবা দিবং সত্যধর্ম্মা জজান
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥৬

যিনি পৃথিবীর জনয়িতা তিনি আমাদিগকে বিনাশ না করুন। যে সত্যধর্ম্মা দ্যুলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আনন্দনীয়

জলপূর্ণ অগাধ সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কোন্ দেবতার উপাসনা করিব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

২৯ ভাদ্র, বুধবার।

হে মনুষ্য! "ক্রতোস্মর কৃতং স্মর" আপনার কৃত কর্ম্ম স্মরণ কর। কারণ কাল যাইতেছে, মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইতেছে। একদিন এমন আসিবে যখন আমাদিগকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতেই হইবে। এই অনিত্য দেহ ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। শুদ্ধ ছাড়িয়া যাইতে হইবে তাহা নহে অপর নূতন দেহ ধারণ করিয়া নবলোকে উপস্থিত হইতে হইবে। গীতায় আছে,

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর ধারণ করে। শুদ্ধ নূতন সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে তাহা নহে "ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ"—সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধে গমন করে; "মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ"—রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ মধ্যে থাকে; "জঘন্যবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ"—আর অসদাচারী তমোগুণ-প্রধান ব্যক্তিরা অধঃপথে গমন করে।"

এই গ্রন্থের আর এক স্থানে দেখা যায়, মৃত্যুর পর মনুষ্যের কি গতি হইবে, অর্জ্জুন এই কথা কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "অন্তকালে পরমাত্মাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করিয়া যান, তিনি ব্রহ্মের ভাব প্রাপ্ত হন ইহাতে সংশয় নাই" আরো বলিলেন—

যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"

যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে লোকে দেহত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়, সর্ব্বদা (জীবনকালে) সেই সেই ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায় সেই সেই ভাবই পায়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে সাত্ত্বিক ব্যক্তি ঈশ্বর-গত-প্রাণ হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় পরব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া থাকেন, মৃত্যুকালে তাঁহার ঈশ্বরকে স্মরণ হইবেই হইবে। সুতরাং ব্রহ্মানন্দবিশিষ্ট উচ্চলোকেই তাঁহার গতি হইবে। আর যে তামসিক দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় কেবল অসৎভাবের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে, ভুলেও ভক্তিভরে ভগবানকে স্মরণ করে নাই, পূর্ব্বসংস্কার অনুসারে মৃত্যুকালে তাহার মনে অসৎ ভাবেরই উদয় হইতে থাকিবে—স্বীয় দুষ্কৃতির বিকট মূর্ত্তি তাহার মানস চক্ষের সম্মুখে বিভীষিকা প্রদর্শন করিবে। সুতরাং সে অসৎভাব লইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করায় তমসাচ্ছন্ন অধোলোকেই গমন করিবে। তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন,

অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্যাংসোঽবুধোজনাঃ॥

দুর্ব্বুদ্ধি অজ্ঞান ব্যক্তিরা মৃত্যুর পর সেই সমুদয় লোক প্রাপ্ত হয় যে সকল লোক আনন্দশূন্য এবং নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ফলত শাস্ত্রানুসারে প্রতিপন্ন হইতেছে যে স্ব স্ব চিন্তা ও কর্ম্মানুসারেই মনুষ্যের গতি হইয়া থাকে।

যখন চিন্তা ও কর্ম্মানুসারে মনুষ্যের গতি তখন পরলোকের প্রতি আমাদের অন্ধ হইয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। কর্ম্মসূত্রে পরলোক ইহ-

লোকের সহিত অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। এহেতু যাহারা আত্মাকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের কি যন্ত্রণা—কি দুর্গতি। তাহাদের এখানেও যন্ত্রণা—পরলোকেও যন্ত্রণা। পাপের অব্যর্থ ফলই যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণা প্রতীকারের কি কোন উপায় নাই? অবশ্যই আছে। যে পাপাত্মা আপনাকে অনন্যগতি জানিয়া, পরাজিত ধর্ম্মকে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ঈশ্বরের চক্ষের সমক্ষে প্রাণগত চেষ্টা করিবে, রত্নাকর বাল্মীকির ন্যায় অনুতপ্ত হইয়া পূর্ব্বপাপজীবন পরিহার করিয়া ইহলোকেই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে, তাহাকে কখনই তমসাচ্ছন্ন লোকে যাইতে হইবে না। নবজীবন লাভ করিয়া ইহলোকেই সে দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে। অশ্রুধৌত আত্মাকে করুণাময় পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তাঁহার অমৃত নিকেতনে লইয়া যাইবেন, ইহাতে আর সংশয় কি! আর সহজেই যাঁহাদের ইহলোকে ধর্ম্মের দিকে টান—ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা, একটুখানি পাপ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আত্মায় প্রবিষ্ট হইলে যাঁহারা মৃতপ্রায় হইয়া যান, তাঁহাদের কি আশা! উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর অবস্থা শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর আনন্দ তাঁহাদের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগকেও এখানে সাবধানে থাকিতে হয়। কারণ ধর্ম্মের পথ অতি দুর্গম।

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি।"

কেহই আর শুদ্ধমপাপবিদ্ধং নহে। সকলেরই চরণ "পৃথিবীতে সংলগ্ন" রহিয়াছে। অতএব ধর্ম্মার্থী হইয়া যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তজ্জন্য অভিমানবশতঃ নিশ্চিন্ত হইবে না। কারণ জীবাত্মা চিরকালই অপূর্ণ। চিরকালই তাহাকে পূর্ণ পবিত্রতার অনন্ত পথে চলিতে হইবে। তাহার জন্য অনন্ত লোক ও অনন্ত গতি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। তথাপি যিনি এখানে আপন ইচ্ছায় ঈশ্বরকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সাধ্যানুসারে পাপ পরিহার করিতেছেন, যতটুকু পারেন ঈশ্বরকে বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দে গদ্ গদ্ হইতেছেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক, তাঁহার আত্মা পদ্মের ন্যায় ইহলোকেই শোভা পাইতেছে। পদ্ম যেমন কণ্টকসংযুক্ত হইয়াও জ্যোতি সৌন্দয্য ও সুগন্ধে পরিপূর্ণ, তিনিও তেমনি ইহলোকের অপরিহার্য্য জ্বালা যন্ত্রণা বিঘ্ন বিপত্তি ও আপদ বিপদ রূপ কণ্টকে পরিবৃত হইয়াও পুণ্য পবিত্রতা ও ব্রহ্মানন্দের জ্যোতিতে প্রফুল্ল থাকেন। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহার দিব্য চক্ষু লাভ হয়। সেই চক্ষেই তিনি এখান হইতেই ব্রহ্মধামের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া গাহিতে থাকেন, "ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম, অপূর্ব্ব শোভন ভবজলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়" তাঁহার উদ্ধারের জন্যই এই ভবসিন্ধু মধ্যে পরমেশ্বরের চরণ-তরী ভাসমান রহিয়াছে। স্বর্গের পারিজাতে স্বর্গের কুসুমমালায় তাহা কেমন শোভিত। জীবনান্তে সেই তরী অবলম্বন করিয়া তিনি আনন্দধামে গমন করিবেন।

এমন সুন্দর চরণতরী দেখ্‌লে না।
অভাগা মন—দেখ্‌লে না।
দেখরে নয়ন—দেখরে চাহিয়ে।
কি বলিব, নাহি বলিবার!
রসনা নিস্তব্ধ হইল।
কোথা নাথ! চরণে স্থান দাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ধনুর্ব্বেদ।

ধনুর্বিদ্যাবোধক শাস্ত্রের নাম ধনুর্ব্বেদ, তাহা এক্ষণে সর্ব্বভক্ষক কালের করাল জঠরে ভস্মীভূত হইয়াছে। আমরা মনে করি ভীল কোল্ সাঁওতালেরা যেমন তীর ধনু লইয়া এলোথেলো যুদ্ধ করে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও তেমনি পূর্ব্বে তীর ধনু লইয়া এলোথেলো যুদ্ধ করিতেন, তাহাতে কোন বিদ্যাসংযোগ ছিল না। কিন্তু বিশেষ নিপুণতার সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সপ্রমাণ হয় যে, উহাতে বিলক্ষণ বিদ্যা-সংযোগ ছিল। এই বিদ্যা অতি আদিমকালে

"রথনাগাশ্বপত্তীনাং যোধাংশ্চাশ্রিত্য কীর্ত্তিতম্।"

রথারোহী, হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী, ও পদাতি যোদ্ধাদিগকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল। তৎকালের রাজা, রাজপুত্র, এবং অন্যান্য বীরপুরুষেরা বহুকালসাধ্য ব্রহ্মচর্য্যব্রতে অবস্থান করত গুরুর নিকট গিয়া এই বিদ্যার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। স্থানে স্থানে এই বিদ্যার রীতিমত মঠ ছিল। নানা স্থানসমাগত ছাত্রেরা তথায় থাকিয়া রীতিমত অধ্যয়নও করিত। মাঝে মাঝে পরীক্ষাও গৃহীত হইত। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে গুরু রাজাদিগের ব্যয়ে রঙ্গবাট নির্ম্মাণ করাইয়া শুভদিনে রাজা, রাজপুত্র ও মান্যগণ্য পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিতেন। সভা দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইলে কুমারগণ তাঁহাদের সমক্ষে যথাসাধ্য শিক্ষিত বিদ্যার অভিনয় প্রদর্শন করিতেন। মহাভারতস্থ কুরুগুরু দ্রোণাচার্য্য ও কুরুবালকগণের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেই ইহা সপ্রমাণ হইবে। ক্ষত্রিয়গণ যে বিদ্যার বলে পূর্ব্বে ধনুর্মাত্রের সাহায্যে শত শত সহস্র সহস্র বীর মানবের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেন—সে বিদ্যা কি তুচ্ছ? না মিথ্যা? সে ধনু কি 'সাঁওতালদিগের' ধনু? না তাহাতে অন্যকিছু রহস্য আছে? ভাবিতে গেলে মস্তিষ্ক বিকল হয়, বুদ্ধি-মোহ উপস্থিত হয়। আর সে ব্যাস নাই, সে বৈশম্পায়ন নাই, সে রাম নাই, সে পরশুরাম নাই, সে বিশ্বামিত্র নাই, দ্রোণ নাই, সে অশ্বত্থামা নাই, সে কৃপ নাই, অর্জ্জুন ও নাই, কেহই নাই—তবে আর উহা কে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবে? ব্রহ্মার ধনুর্ব্বেদ নাই, শিবের ধনুর্ব্বেদ নাই, বিশ্বামিত্রের ধনুর্ব্বেদও নাই। তবে আর কোন্ পুস্তকের দ্বারা আমরা উহার মর্ম্মগ্রহণ করিব? কাজে কাজেই সে সকল এখন আমাদের নিকট উপকথা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

আমি বহুকালাবধি ধনুর্ব্বেদের অনুসন্ধান ও তৎপুস্তক লাভার্থে বহুব্যয় করিয়া অবশেষে যে কিছু অত্যল্প গ্রন্থ ও যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য সংগ্রহ করিয়াছি—অদ্য সহৃদয় পাঠকগণকে সেগুলি উপহার দিব।

ধনুর্ব্বেদ নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। পরন্তু ধনুর্ব্বেদের সংগ্রহকারক আচার্য্যেরা বলেন যে, প্রথমে ব্রহ্মা ও মহাদেব এই বেদ প্রচার করেন। সুতরাং ব্রহ্মাকৃত ধনুর্ব্বেদ ও শঙ্করকৃত ধনুর্ব্বেদ পূর্ব্বে ছিল। তৎপরে বিশ্বামিত্র মুনি ও ব্যাস তাহার সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ করিয়া দুইখানি ধনুর্ব্বেদ রচনা করেন। তৎপরে আর কেহই নিরবচ্ছিন্ন ধনুর্ব্বেদ বলেন নাই। যাঁহারা যাঁহারা বলিয়াছেন, তাঁহারা প্রসঙ্গক্রমেই বলিয়াছেন। সেই প্রাসঙ্গিক সংগ্রহ গুলিই এক্ষণে পাওয়া যায়। আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহার নাম এই—

মহর্ষি উশনাকৃত নীতিসার। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ। আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ। বৃদ্ধশার্ঙ্গধর। বীরচিন্তামণি। লঘুবীরচিন্তামণি। কামন্দক। নীতিময়ূখ ও যুদ্ধজয়ার্ণব। এতদ্ভিন্ন মহাভারত ও রামায়ণের সঙ্কলন আছে।

মধুসূদন সরস্বতীকৃত প্রস্থানভেদ পাঠে অনুমান হয় যে, বিশ্বামিত্রকৃত ধনুর্ব্বেদ তিনি দেখিয়াছিলেন। কেননা উক্ত গ্রন্থের যত অধ্যায় ও প্রত্যেক অধ্যায়ে যে সকল বিষয়ের উপদেশ আছে—সে সমস্তই তিনি স্বকৃত প্রস্থানভেদে বর্ণন করিয়াছেন *। গ্রন্থ না দেখিলে তিনি কোন ক্রমেই তাদৃশ সঙ্কলন প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইতেন না। অতএব তাঁহার প্রমাণে যদি বিশ্বামিত্রের ধনুর্ব্বেদ থাকা সত্য হয় তবে তাহা এখনও কোথাও না কোথাও আছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। পরন্তু আমরা বহু চেষ্টাতেও উহার অস্তিত্ব-সন্ধানে সমর্থ হই নাই। তবে উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় একত্রিত করিয়া ধনুর্ব্বেদের বিষয় যত দূর বলা যাইতে পারে তাহা এতৎপ্রবন্ধে প্রদর্শিত হইবে।

ধনুর্ব্বিদ্যার প্রাচীনত্ব।

মহর্ষি বৈশম্পায়নের মতে খড়্গাস্ত্রই সর্ব্বাদিম। ধনুক ও তৎক্ষেপ্য বাণাদি তাহার পরে বেণপুত্র পৃথুরাজার সময়ে আবিষ্কৃত হয়। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আদি রাজা পৃথুকে ধনুর্বেদ প্রদান করিলে তিনিই তাহা লোক মধ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন। যথা—

"অসিঃ পূর্ব্বং ময়া সৃষ্টো দুষ্টনিগ্রহকারণাৎ।
ভবাদৃশসমীপস্থো লোকান্ শিক্ষন্ চরত্যসৌ ॥
ধনুরাদ্যায়ুধব্যক্তৌ ত্বমেবাদিঃ স্মৃতোময়া।
তস্মাৎ শস্ত্রাণি চাস্ত্রাণি দদানি তব পুত্রক ॥"

ব্রহ্মা পৃথু সমীপে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, পূর্ব্বে আমি দুষ্ট দমনের নিমিত্ত অসির সৃষ্টি করিয়াছিলাম। সেই অসি তোমার ন্যায় ব্যক্তির নিকট থাকিয়া লোকদিগকে শিক্ষা দান করিতেছে। এক্ষণে আমি মনে করিয়াছি, তোমাকে ধনুক প্রভৃতি আয়ুধ প্রচারের আদি কারণ করিব। হে পুত্র! সেই হেতু তোমাকে আমি অস্ত্র ও শস্ত্র সকল প্রদান করিব।

ধনুর্ব্বেদ ও রাজশাস্ত্রের আদিবক্তা।

"ব্রহ্মামহেশ্বরঃ স্কন্দশ্চেন্দ্রঃ প্রাচেতসো মনুঃ।
বৃহস্পতিশ্চ শুক্রশ্চ ভারদ্বাজো মহাতপাঃ ॥
বেদব্যাসশ্চ ভগবান্ তথা গৌরশিরোমুনিঃ।
এতেহি রাজশাস্ত্রাণাং প্রণেতারঃ পরন্তপাঃ ॥
এবমন্যোঽপি মুনয়ো বহবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥"

বৈ, নী।

ব্রহ্মা, মহেশ্বর, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, দেবরাজ ইন্দ্র, প্রচেতা, মনু, বৃহস্পতি, শুক্র, ভারদ্বাজ ঋষি, বেদব্যাস, গৌরশিরা, এবং অন্যান্য মুনিগণও রাজশাস্ত্রের উপদেষ্টা বলিয়া খ্যাত আছেন।

* মধুসূদনকৃত প্রস্থানভেদে যাহা লিখিত আছে তাহা এই—যজুর্ব্বেদস্যোপবেদো ধনুর্ব্বেদঃ পাদচতুষ্টয়াত্মকো বিশ্বামিত্রপ্রণীতঃ। তত্র প্রথমোদীক্ষাপাদঃ। দ্বিতীয়ঃ সংগ্রহপাদঃ। তৃতীয়ঃ সিদ্ধিপাদঃ। চতুর্থঃ প্রয়োগপাদঃ। তত্র প্রথমে পাদে ধনুর্লক্ষণং আধিকারিনিরূপণঞ্চ কৃতম্। তত্র ধনুঃশব্দশ্চাপে রূঢ়োঽপি চতুর্ব্বিধায়ুধবাচী বর্ত্ততে। তচ্চ চতুর্ব্বিধম্। মুক্তমমুক্তং মুক্তামুক্তং যন্ত্রমুক্তঞ্চ। তত্র মুক্তং চক্রাদি। অমুক্তং খড়্গাদি। মুক্তামুক্তং শল্যাবান্তরভেদাদি। যন্ত্রমুক্তং শরাদি। তত্র মুক্তমস্ত্রমিত্যুচ্যতে। অমুক্তং শস্ত্রমিত্যুচ্যতে। তদপি ব্রাহ্মবৈষ্ণবপাশুপতপ্রাজাপত্যাগ্নেয়াদিভেদাদনেকবিধম্। এবং সাধিদৈবতেষু সমন্ত্রেষু চতুর্ব্বিধায়ুধেষু যেষামধিকারঃ ক্ষত্রিয়কুমারাণাং তদনুচারিণাঞ্চ তে সর্ব্বে চতুর্ব্বিধাঃ। পদাতিরথগজতুরগাধিরূঢ়াঃ। এবং দীক্ষাভিষেকশকুন মঙ্গলকরণাদিকঞ্চ সর্ব্বমপি প্রথমে পাদে নিরূপিতং। সর্ব্বেষাং অস্ত্রশস্ত্রবিশেষাণাং আচার্য্যস্য লক্ষণপূর্ব্বকং সংগ্রহণং অত্রৈব সংগ্রহপাদে দ্বিতীয়ে দর্শিতম্। গুরুসম্প্রদায়সিদ্ধানাং শস্ত্রবিশেষাণাং পুনঃপুনরভ্যাসো মন্ত্রদেবতাসিদ্ধিকরণম্ তৃতীয়ে পাদে। এবং দেবতার্চনাভ্যাসাদিভিঃ সিদ্ধানাং অস্ত্রশস্ত্রবিশেষাণাং প্রয়োগশ্চতুর্থে পাদে নিরূপিতঃ।

ধনুর্ব্বেদও সেই সকল রাজশাস্ত্রের অন্তর্গত। তাহাতে ধনু কি? এবং তৎসম্বন্ধে কি কি বিধি আছে তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

ধনুর লক্ষণ।

যদ্দ্বারা বাণ কি প্রস্তরখণ্ডাদি নিক্ষিপ্ত হয় তাহার নাম ধনু। ইহার অন্য নাম চাপ, ধন্ব, শরাসন, কোদণ্ড, কার্ম্মুক, ইষ্বাস, স্থাবর, গুণী, শরাবাপ, তৃণতা, ত্রিণতা ও অস্ত্র। এ গুলি সাধারণতঃ শর নিক্ষেপক যন্ত্রের নাম, এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ নামও আছে। সকল নাম ও তাহাদের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।

"প্রথমং যৌগিকং চাপং যুদ্ধচাপং দ্বিতীয়কম্।
নিজবাহুবলোন্মানাৎ কিঞ্চিদূনং শুভং ধনুঃ॥
বরং প্রাণাধিকো ধন্বী নতু প্রাণাধিকং ধনুঃ।
ধনুষা পীড্যমানস্তু ধন্বী লক্ষ্যং ন পশ্যতি॥

বৃদ্ধশার্ঙ্গ।

প্রথমে শিক্ষাধনু পশ্চাৎ যুদ্ধধনু গ্রহণ করিবে। যে ধনু নিজের বাহুবলের পরিমাণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন সেই ধনুই উত্তম। অর্থাৎ যাহা সহজে ব্যবহার করা যায় তাহাই ভাল। ধনুকের বল অপেক্ষা ধনুর্দ্ধারীর বল অধিক থাকাই ভাল। ধনুকের বল অধিক হইলে ধনুর্দ্ধারী তদ্দ্বারা কাতর বা ক্লিষ্ট হইয়া পড়েন, সুতরাং তাঁহার লক্ষ্য ভঙ্গ হইয়া যায়।

"অতো নিজবলোন্মানং চাপং স্যাৎ শুভকারকম্।"

ঐ।

সেই জন্যই আপন বলের অনুরূপ ধনুই শুভদায়ক হয়। বস্তুতঃ ধনুক আকর্ষণ করিতে যদি কষ্ট উপস্থিত হয় তবে তদ্দ্বারা কিরূপে যুদ্ধ করা যাইতে পারে? আবার ধনুকের বল নিতান্ত অল্প হইলেও বাণের বেগ অল্প হইবে এবং বাণের বেগ অল্প হইলে তদ্দ্বারা ছেদ ভেদও যথাযোগ্য হইবে না।)

যুদ্ধধনু দ্বিবিধ। দৈব ও মানব। দৈবধনু অপেক্ষা মানব ধনু কিঞ্চিৎ ন্যূন। দৈবধনু সম্বন্ধে যে কিছু কথা আছে সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মানব ধনুর পরিমাণাদি বর্ণন করা যাইতেছে।

প্রমাণ।

"চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলো হস্তশ্চতুর্হস্তং ধনুঃ স্মৃতম্।
তত্তবেন্মানবং চাপং সর্ব্বলক্ষণ সংযুতম্॥"

ঐ।

২৪ অঙ্গুল পরিমাণে ১ হস্ত পরিমাণ হয়। তাহার চারি হাত লম্বা মানব-ধনুর উত্তম পরিমাণ। তাহা লক্ষণান্বিত হইলেই গ্রাহ্য। (৮টী যব সারি সারি সাজাইলে যে পরিমাণ লাভ হয় সেই পরিমাণকে অঙ্গুল পরিমাণ বলে।)

"চতুর্হস্তং ধনুঃশ্রেষ্ঠং ত্রয়ঃ সার্দ্ধন্তু মধ্যমম্।
কনীয়স্তু ত্রয়ঃ প্রোক্তং নিত্যমেব পদাতিনঃ॥"

আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ।

৪ হাত পরিমাণ ধনুই উত্তম। ৩॥ হাত ধনু মধ্যম। এবং ৩ হাত ধনু অধম। এই ক্ষুদ্র ধনু পদাতি সৈন্যের নিত্য ব্যবহার্য্য।

জাতি বা প্রকারভেদ।

"ধনুস্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং শার্ঙ্গং বাংশং তথৈবচ।"

যুদ্ধধনু দ্বিবিধ। এক শার্ঙ্গ অর্থাৎ শৃঙ্গবিকারজাত, * দ্বিতীয় বাংশ অর্থাৎ বাঁশের দ্বারা নির্ম্মিত। এই দ্বিবিধ ধনুর আকার একরূপ নহে।

"শার্ঙ্গিকং ত্রিণতং প্রোক্তং বৈণবং সর্ব্বনামিতম্।"

বৈ, ধনুর্ব্বেদ।

* মহিষাদির শৃঙ্গ গলাইয়া পশ্চাৎ তাহা জমাট করিয়া তদ্দ্বারা যে ধনুক নির্ম্মিত হইত তাহার নাম শার্ঙ্গধনু। এক্ষণে যাহা কাঁচ্‌কড়া নামে খ্যাত সেই বস্তুর দ্বারাই পূর্ব্বে শার্ঙ্গধনু প্রস্তুত হইত। ইহাও অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, এদেশীয় পুরাতন লোকেরাও শৃঙ্গদ্বারা ইচ্ছামত ব্যবহার্য্য বস্তু নির্ম্মাণ করিতে জানিত।

শার্ঙ্গিক অর্থাৎ শৃঙ্গজাত ধনু ত্রিণত তিন স্থানে নত বা বাঁকান এবং বৈণব বা বংশজাত ধনু সর্ব্বনামিত অর্থাৎ সর্ব্বস্থানে ক্রমনত্র বা বাঁকান।

পুরাণাদি শাস্ত্রে বিষ্ণুর শার্ঙ্গধনু ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। পরন্তু সে শার্ঙ্গধনু মনুষ্যের দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ধার্য্য। মানবদিগের শার্ঙ্গধনু তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। যথা—

"শার্ঙ্গং পুনর্ধনুর্দিব্যং বিষ্ণোঃ পরমমায়ুধম্।
বিতস্তিসপ্তমং মানং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥
ন স্বর্গে ন চ পাতালে ন ভূমৌ কস্যচিৎকরে।
তদ্ধনুর্ব্বশমায়াতি ত্যক্ত্বৈকং পুরুষোত্তমম্॥
পৌরুষেয়স্তু যচ্ছার্ঙ্গং বহ্বৎসরশোভিতম্।
ষিতস্তিভিঃ সার্দ্ধষড়িভর্নির্মিতং ধনুসাধনম্॥
প্রায়োযোজ্যং ধনুঃ শার্ঙ্গং গজারোহাশ্বসাদিনাম্।
রথিনাঞ্চ পদাতীনাং বাংশং চাপং প্রকীর্ত্তিতম্॥"
(বৃ, শার্ঙ্গ।)

দৈব শার্ঙ্গধনু বিষ্ণুর পরমাস্ত্র। তাহার প্রমাণ সাত বিতস্তি। (কনিষ্ঠাঙ্গুলিবর্জ্জিত হস্তকে বিতস্তি বলে। ইহার লৌকিক ভাষা মুট্‌ম্ হাত)। ইহা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। ইহা বিষ্ণুব্যতীত স্বর্গ, পাতাল, ও পৃথিবী এই ত্রিলোক মধ্যে কোন ব্যক্তির বশীভূত নহে। যাহা মনুষ্যের নিমিত্ত—তাহার পরিমাণ ৬॥০ বিতস্তি। এই ধনু প্রায় গজারোহী ও অশ্বারোহীর ব্যবহার্য্য। রথী ও পদাতি সৈন্যের জন্য বাংশ ধনুই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

বাংশ ধনুর বিবরণ।

বাংশ ধনুর গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইটগুলি পরীক্ষা করা আবশ্যক।

"ত্রিপর্ব্বং পঞ্চপর্ব্বং বা সপ্তপর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতম্।
নবপর্ব্বঞ্চ কোদণ্ডং চতুর্ধাশুভকারকম॥
চতুষ্পর্ব্বঞ্চ ষট্‌পর্ব্বং অষ্টপর্ব্বং বিসর্জ্জয়েৎ।"
বৃ, শার্ঙ্গ।

ধনুকের বাঁশটী ৩, ৫, ৭, ও ৯টী গাঁইট থাকিলে ভাল হয়। ৪, ৬ ও ৮ পর্ব্ব অর্থাৎ গাঁইট থাকিলে তাহা পরিত্যজ্য।

"অতিজীর্ণমপক্কঞ্চ জ্ঞাতিঘৃষ্টং তথৈব চ।
দগ্ধং ছিদ্রং ন কর্ত্তব্যং বাহ্যাভ্যন্তরহস্তকম্॥
গুণহীনং গুণাক্রান্তং কাণ্ডদোষসমন্বিতম্।
গলগ্রন্থি র্ন কর্ত্তব্যা তলমধ্যে তথৈবচ॥"
বৃ, শা।

অতিজীর্ণ অতিপক্ক ও জ্ঞাতিঘৃষ্ট বাঁশের ধনুক ভাল নহে। বাহিরেই হউক আর অভ্যন্তরেই হউক, আর হস্তস্থানেই হউক, তাহা দগ্ধ কি ছিদ্রিত করিবে না। গুণহীনও করিবেক না অর্থাৎ তাহার ত্বক্ চাঁচিয়া ফেলিবে না। গুণাক্রান্তও করিবেক না। গলগ্রন্থি ও তলগ্রন্থি রাখাও কর্ত্তব্য নহে।

"অপক্কং ভঙ্গমায়াতি অতিজীর্ণন্তু কর্কশম্।
জ্ঞাতিঘৃষ্টন্তু সোদ্বেগং কলহো বান্ধবৈঃ সহ॥
দগ্ধেন দহ্যতে বেশ্ম ছিদ্রং যুদ্ধবিনাশনম্।
বাহ্যে লক্ষ্যং ন লভ্যেত তথৈবাভ্যন্তরেঽপিচ॥
হীনে তু সন্ধিতে বাণে সংগ্রামে ভঙ্গকারকম্।
আক্রান্তে তু পুনঃকাপি ন লক্ষ্যং প্রাপ্যতে দৃঢ়ম্॥
গলগ্রন্থি তলগ্রন্থি ধনহানিকরং ধনুঃ।
এভির্দোষৈ বিনির্ম্মুক্তং সর্ব্বকার্য্যকরং স্মৃতম্॥"
বৃ, শার্ঙ্গ।

অপক্ক বাঁশের ধনুক ভাঙ্গিয়া যায়। অতিপক্ক বাঁশের ধনুক কর্কশ হয় অর্থাৎ তাহার উপযুক্ত স্থিতিস্থাপক গুণ থাকে না। জ্ঞাতিঘৃষ্ট অর্থাৎ যাহা অন্য বাঁশের দ্বারা ঘৃষ্ট হইয়া গিয়াছে সেরূপ বাঁশের ধনুক উদ্বেগ ও কলহজনক। দগ্ধ ধনুক ধারণে গৃহদাহ হইবার সম্ভাবনা। ছিদ্রিত বা রন্ধ্রযুক্ত বাঁশের ধনুকে যুদ্ধহানি হয় অর্থাৎ তদ্দারা তুমুল যুদ্ধ করা যায় না। (নীরেট বাঁশের ধনুকই ভাল)। বাহ্যহস্ত ও অভ্যন্তরহস্ত ধনুকে লক্ষ্যের ব্যাঘাত হয়। হীন হইলে বাণ সন্ধান কালে ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। গুণাক্রান্ত হইলে লক্ষ্য

লাভ হয় না। ধনুকের গলদেশে কি তল স্থানে গাঁইট থাকিলে ধনহানি হয়। অতএব যাহাতে এই সকল দোষ নাই সেই ধনুকই উত্তম ও কার্য্যসাধক। বস্তুতঃ—

"কোমলং বর্ণদৃঢ়তা তয়োর্গুণ উদাহৃতঃ।"

যাহা উত্তম রঙদার অর্থাৎ সুপক্ব,কোমল অথচ দৃঢ়, অর্থাৎ উত্তমস্থিতি-স্থাপকশক্তিবিশিষ্ট তাই শার্ঙ্গ ও বৈণব ধনুর সদ্‌গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

উপলক্ষেপক ধনু অর্থাৎ গুলতী বাঁশ।

"উপলক্ষেপকং চাপং বৈণবং তদ্দ্বিরজ্জুকম্।
ত্রিহস্তোৎসেধসহিতং দ্ব্যঙ্গুলীবিস্তৃতং তু তৎ॥"

উপলক্ষেপক ধনু অর্থাৎ যদ্দ্বারা ক্ষুদ্র পাষাণ বর্ষণ করিতে হয় সে ধনু তিন হাত লম্বা এবং দ্বিরজ্জু। অর্থাৎ দুই অঙ্গুলি কি তাহার কিঞ্চিৎ অধিক বিস্তৃত হয় এরূপ নিয়মে রজ্জু দ্বারা যোজিত। (যে ধনু লইয়া এক্ষণকার ব্যাধেরা বাঁটুল চালায়, যাহা এক্ষণে গুল্‌তী বাঁশ নামে প্রসিদ্ধ সেই রূপ ধনুকের দ্বারা তৎকালে ক্ষুদ্র পাষাণ বর্ষণ করিত। পূর্ব্বকালের লোক সকল কিরূপ বলশালী ছিল তাহাও এই ধনুর্লক্ষণের দ্বারা এক প্রকার জ্ঞাত হওয়া যায়। নিরেট্ আস্ত বাঁশের ধনু আকর্ষণ করা সামান্য বলের কার্য্য নহে। এক্ষণকার সাঁওতালেরাও অখণ্ড অর্থাৎ আস্ত বাঁশের ধনুক নোয়াইতে পারে না। তাহারা এক্ষণে বাঁশ চিরিয়া তাহার তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা ধনু প্রস্তুত করে। তাদৃশ খণ্ডিত বাঁশের ধনুকের সাহায্যে তাহারা তীর দ্বারা ছোট ছোট বৃক্ষকেও ভেদ করিতে সমর্থ। এক্ষণকার খণ্ডিত বাঁশের ধনুকের বল আর পূর্ব্বকালের অখণ্ডিত নিরেট বাঁশের ধনুকের বল তুলনা করিয়া দেখিলে, পূর্ব্বকালের লোক সকল অসাধারণ বলবীর্য্যশালী এবং তাদৃশ ধনুকের বেগ এক্ষণকার সামান্য বন্দুকের বেগ অপেক্ষা অধিক ভিন্ন ন্যূন ছিল না বলিয়াই অনুমিত হইতে পারে।)

গুণ রজ্জু বা ধনুর ছিলা।

"গুণানাং লক্ষণং বক্ষ্যে যাদৃশং কারয়েদ্ গুণম্।
পট্টসূত্রৈঃ গুণঃকার্য্যঃ কনিষ্ঠামানসম্মিতঃ।
ধনুঃ প্রমাণো নিঃসন্ধিঃ শুদ্ধৈস্ত্রিগুণতন্তুভিঃ।
বর্ত্তিতঃ স্যাদ্‌গুণঃ শ্লক্ষ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসহোযুধি॥"

বৃ, শা।

পাটের সুতার দ্বারা কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত স্থূল (মোটা) ও ধনুঃপ্রমাণ অর্থাৎ ধনুকের সমান লম্বা গুণ বা ছিলা প্রস্তুত করিবেক। ইহা নিঃসন্ধি অর্থাৎ ইহাতে যোড় থাকিবে না। শুদ্ধ অর্থাৎ বর্ত্তিত মার্জ্জিত ও নিঃসন্ধিত তিনটী তন্তুগুণ একত্রে বর্ত্তিত করিয়া (তেতারা করিয়া) সরুমোটা না হয়, অথচ মসৃণ, ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি সম্মিত স্থূল হয়, এরূপ গুণ বা ছিলা প্রস্তুত করিবেক। এই ছিলা যুদ্ধ কালে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া সহ্য করিতে সমর্থ।

অন্যপ্রকার।

অভাবে পট্টসূত্রস্য হারিণী স্নায়ুরিষ্যতে।
গুণার্থমপিবা গ্রাহ্যাঃ স্নায়বো মহিষী গবাম্।
তৎকালহতগো ... ...চর্ম্মণা ছাগলেন বা।
নির্লোমতন্তুসূত্রেণ কুর্য্যাদ্বা গুণমুত্তমম্॥"

পট্টসূত্রের অভাবে পশুর স্নায়ু ও চর্ম্মের দ্বারাও উত্তম গুণ প্রস্তুত হইতে পারে। গুণের নিমিত্ত হরিণের স্নায়ু, মহিষের স্নায়ু ও বৃষের স্নায়ুও গ্রাহ্য। সদ্যোহত গাভির ও ছাগলের চর্ম্ম লোমশূন্য করিয়া তাহার সূত্র বা তন্তু (তাঁইৎ) প্রস্তুত করণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা উল্লিখিত প্রকারের গুণ প্রস্তুত করিবেক। এই স্নায়ব ও চর্ম্ম গুণও উৎকৃষ্ট।

প্রকারান্তর।

"পক্কবংশত্বচঃ কার্য্যো গুণস্তথা বয়োদৃঢ়ঃ।
পট্টসূত্রেণ সন্নদ্ধঃ সর্ব্বকর্ম্মসহোযুধি॥"

বৃ, শা।

পাকা বাঁশের ত্বক (চ্যাঁচাড়ী) লইয়া তদ্দ্বারা উল্লিখিত প্রণালীর গুণ প্রস্তুত করাও যায়। পরন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গ পট্টসূত্রের দ্বারা সম্বদ্ধ করিতে হয়। এই বাঁশের ছালের ছিলা অতিদৃঢ়, সর্ব্বপ্রকার আকর্ষণ বিকর্ষণাদি ক্রিয়া সহ্য করিতে সমর্থ, সুতরাং উৎকৃষ্ট।

প্রকারান্তর।

"প্রাপ্তে ভাদ্রপদে মাসে ত্বগর্কস্য প্রশস্যতে।
তস্যাস্তত্বদ্গুণঃকার্য্যঃ পবিত্রঃ স্থাবরো দৃঢ়ঃ॥
বৃত্তার্কসূত্রতন্তূনাং হস্তাত্বষ্টাদশঃ স্মৃতাঃ।
তদ্বৃত্তং ত্রিগুণং কার্য্যং প্রমাণোঽয়ং গুণঃ স্মৃতঃ॥
এবং মূর্ব্বাত্বগুড়ূতোগুণঃস্যাদ্গুণবদ্দৃঢ়ঃ॥"

বৃ, শা।

ভাদ্র মাসের আকন্দ বৃক্ষের ত্বক্ সুপক্ব হয়। সেই সময়ে তাহার ছাল লইয়া তন্মধ্য হইতে সূক্ষ্ম সূত্র সকল বাহির করিবে। সেই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ছিলা প্রস্তুত করিবে। ইহাও স্থায়ী ও দৃঢ়। মুর্ব্বা অর্থাৎ সূচীমুখ নামক বৃক্ষের পত্রে যে সূত্র পাওয়া যায় তদ্দারাও উক্তরূপ গুণ প্রস্তুত করা যায়। ইহার নাম মৌর্ব্বী জ্যা। ইহাও মন্দ নহে।

শরবিধি।

ধনুক ও ধনুকের জ্যা বা ছিলার বিধান বলা হইল। এক্ষণে শরবিধান শ্রবণ কর।

"অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শরাণাং লক্ষণং শুভম্।
স্থূলঞ্চ নাতিসূক্ষ্মঞ্চ নাপক্বং ন কুভূমিজম্॥
হীনগ্রন্থিং সুপক্বঞ্চ পাণ্ডুরং সময়াহৃতম্।
হীনগ্রন্থি বিদীর্ণঞ্চ বর্জয়েদীদৃশং শরম্॥"

বৃ, শা।

অতঃপর তীরনির্ম্মাণের শর অর্থাৎ স্বনাম প্রসিদ্ধ তৃণবিশেষের উত্তম লক্ষণ সকল বলিতেছি। অধিক স্থূল না হয়, অধিক সূক্ষ্ম না হয়, অপক্ব না হয়, সুপক্ব হয়; অথচ কুৎসিত মৃত্তিকায় উৎপন্ন না হয়, গ্রন্থি না থাকে, পাকিয়া পাণ্ডুবর্ণ হয়, এরূপ শর (ইহা খড়ী কাটীর ন্যায় এক প্রকার বৃহৎ তৃণ) উপযুক্ত সময়ে আহরণ করিবে। (যে সময়ে উহা সুপক্ব হয় ও বর্ষাদি না থাকে সেই সময়ই শর উত্তোলনের সময়) হীনগ্রন্থি ও ফাটা এরূপ শর আহরণ করিবে না।

"কঠিনং বর্ত্তুলং কাণ্ডং গৃহ্ণীয়াৎ সুপ্রদেশজম্।"

কঠিন, বর্ত্তুল অর্থাৎ সুগোল, এবং উত্তম স্থানে উৎপন্ন (জলবহুল, তৃণবহুল, ও ছায়াবহুল প্রদেশে যে শর জন্মে তাহা তত দৃঢ় হয় না এবং কীটাকুলিত হয়। রৌদ্রবহুল ও অল্পবালুক উর্ব্বর ক্ষেত্রে যে শর জন্মে তাহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়)। এরূপ কাণ্ড অর্থাৎ শর তীর নির্ম্মাণার্থ গ্রহণ করিবেক।

"দ্বৌ হস্তৌ মুষ্টিনা হীনৌ দৈর্ঘে স্থৌল্যে কনিষ্ঠিকা।
বিধেয়া শরমানেষু যন্ত্রেণাকর্ষয়েত্ততঃ॥"

বৃ, শা।

উল্লিখিত প্রকারের উত্তম শর আহরণ করিয়া, ২ হাত কিম্বা এক মুষ্টি ন্যূন ২ হাত লম্বা ও স্থূলতায় কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমাণ গ্রহণ করিবেক। যদি কোথাও বক্রতা থাকে তবে তন্নাশার্থ যন্ত্রে আকর্ষণ করিবেক। অর্থাৎ শরগুলি ২ হাতের অধিক লম্বা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি অপেক্ষা মোটা হইবে না, এবং সরল অর্থাৎ ঠিক্ সোজা হওয়া আবশ্যক।

দুই হাতের অধিক লম্বা না করিবার কারণ এই যে, মুষ্টিবদ্ধ বাম হস্ত প্রসারিত করিলে মুষ্টির অগ্রভাগ স্থান হইতে দক্ষিণ কর্ণের মূল দেশ পর্য্যন্তের মাপ দুই হস্তের অধিক নহে, বরং কিঞ্চিৎ অল্প। সুতরাং মুষ্টিহীন ২ হাত বাণ ধনুকে সংযোজিত করিলে আকর্ণ আকর্ষণের পরিমাণ সহজে সম্পাদিত হয়। অধিক লম্বা হইলে আকর্ষণের দোষ জন্মে এবং তন্নিবন্ধন তাহার গতিভঙ্গতাও জন্মে। অপিচ, বাণ

ছাড়িয়া দিলে বায়ু তাহার গতির বক্রতা জন্মাইতে না পারে, এজন্য তাহার মূলে পাখার পালক সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়। তাহার নিয়ম প্রণালী এই—

"কাকহংসশশাদীনাং মৎস্যাদক্রৌঞ্চকেকিনাম্।
গৃধ্রাণাং কুররাণাঞ্চ পক্ষা এতে সুশোভনাঃ॥
একৈকস্য শরস্যৈব চতুঃপক্ষাণি যোজয়েৎ।
ষড়ঙ্গুলিপ্রমাণেন পক্ষচ্ছেদঞ্চ কারয়েৎ॥
দশাঙ্গুলিমিতং পক্ষং শার্ঙ্গচাপস্য মার্গণে।
যোজ্যা দৃঢ়াশ্চতুঃ সংখ্যাঃসম্নদ্ধাঃ স্নায়ুতন্তুভিঃ॥"

বৃ, শা।

পক্ষযোজনা ব্যতীত বাণের ঠিক সরল গতি হয় না। পক্ষ সংযোগ করায় বাতাস কাটিয়া যায়, সুতরাং বাণও ঠিক্ সোজা যায়। এদিক্ ও দিক্ বাঁকিয়া যায় না। শর যদি বাঁকিয়া না যায়, ঠিক সোজা যায়, তাহা হইলে ঠিক্ লক্ষ্যে গিয়া আঘাত করে, নচেৎ লক্ষ্যচ্যুত হইয়া যায়। এই বিজ্ঞানটী নিতান্ত সহজে বোধ্য নহে। ফল, বাণের সরল গতির নিমিত্ত যে তাহাতে পক্ষযোজনা করিতে হয় তৎসম্বন্ধে এই রূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে।

কাক, হংস, শশ, মাচ্‌রাঙা, বক, ময়ূর, গৃধ্ ও কুরর, এই সকল পক্ষীর পক্ষই উত্তম। প্রত্যেক শরে ৪টী করিয়া পাকা (সমান্তর করিয়া) সংযোজিত করিবে। পাখাগুলি ঠিক ৬ অঙ্গুল প্রমাণ কাটিয়া লইবেক। যে সকল বাণ শার্ঙ্গ ধনুকের নিমিত্ত প্রস্তুত করিবে, কেবল সেই সকল বাণে ১০ অঙ্গুল পরিমাণ পক্ষ যোজনা করা আবশ্যক। বৈণব ধনুর নিমিত্ত ৬ অঙ্গুল প্রমাণ এবং শার্ঙ্গ ধনুর নিমিত্ত ১০ অঙ্গুল প্রমাণ গৃধ্রাদি পক্ষীর পক্ষ লইয়া তাহার ৪টী করিয়া পক্ষ সমান্তরাল নিয়মে প্রত্যেক শরে স্নায়ু তন্তুর দ্বারা দৃঢ় আবদ্ধ করিবেক।

ক্রমশঃ।

সত্যযুগে মানবায়ু। (১)

সত্যযুগের মানবগণের অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণের মনে এইরূপ একটা সংস্কার আছে যে, তৎকালে সকলেই পূর্ণ ধার্ম্মিক ও অত্যন্ত সুখী ছিল; অধর্ম্মের নামগন্ধ মাত্র ছিল না। মানবগণ নীরোগ ও বহুসহস্র বৎসর পরমায়ু সম্পন্ন ছিলেন। এক কথায় যাহা কিছু ভাল ও সুখকর তৎসমস্তই তৎকালে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। অধর্ম্ম বা অপ্রীতিকর পদার্থের লেশমাত্র ছিল না। এই সংস্কার যে ভ্রান্তিপূর্ণ তাহা প্রদর্শন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রচলিত পঞ্জিকা সমূহ এই ভ্রান্ত সংস্কারের পুষ্টিসাধন করিতেছে। কোনও কোনও আধুনিক পুরাণেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। পঞ্জিকার সত্যযুগের বর্ণনা এইরূপ দৃষ্ট হয়। সত্য যুগে—

"লক্ষবর্ষং মানবায়ুঃ।
পুণ্যং পূর্ণং পাপো নাস্তি।
ইচ্ছামৃত্যুঃ। (২)
সুবর্ণনির্ম্মিতং ভোজনপাত্রং।" ইত্যাদি।

প্রাচীন পুরাণকারগণ সত্যযুগের বর্ণনায় এতদূর অগ্রসর হইতে সাহসী হয়েন নাই। যাহা হউক, এ সকল উক্তি যে সত্য নহে, তাহা ক্রমশঃ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

প্রথমতঃ সত্য যুগের নরগণের পরমায়ু সম্বন্ধে মহর্ষি মনুর মত আলোচনা করা

(১) বিগত ১২৯৯ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে হিতবাদী নামক সাপ্তাহিক পত্রে এই শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই সম্প্রতি বিশেষ রূপে সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া পুনঃপ্রকাশ করা গেল। হিতবাদীতে উহা এত অশুদ্ধরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল যে, অনেক স্থলে উহার ভাবগ্রহ করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাও এই প্রবন্ধের পুনঃ প্রকাশের এক প্রধান কারণ।

(২) ইচ্ছা মৃত্যুই যদি হইল, তবে আবার "লক্ষ বর্ষ পরমায়ুঃ" এ সীমা নির্দ্দেশ কেন?

যাউক। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৪০ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে,

"রূপসত্ত্বগুণোপেতা ধনবন্তো যশস্বিনঃ।
পর্য্যাপ্তভোগা ধর্ম্মিষ্ঠা জীবন্তি চ শতং সমাঃ।"

(ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিধি অনুসারে বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভে) রূপ গুণ যুক্ত, ধনশালী, যশস্বী, পর্য্যাপ্তভোগী, ধার্ম্মিক ও শতবর্ষজীবী পুত্র উৎপন্ন হয়। কোন্ যুগে ব্রাহ্মাদি বিধি অনুসারে বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভে এইরূপ "শতবর্ষজীবী" পুত্র উৎপন্ন হয়?

মনুসংহিতার স্থলান্তরে লিখিত আছে,

"সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ।
শ্রদ্ধধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥"

৪ অধ্যায় ১৫৮ শ্লোক।

"যে পুরুষ সদাচারসম্পন্ন, শ্রদ্ধাবান্ ঈর্ষাবিরহিত, তিনি সর্ব্বলক্ষণশূন্য হইলেও শতবর্ষ জীবিত থাকেন।" এই বচনদ্বয় কোন্ যুগকে লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছে? কথাগুলি যেরূপ সাধারণভাবে বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহা দ্বারা যে কোনও যুগ বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় না। সুতরাং এই মনুবচনের দ্বারা সর্ব্বযুগেই (সুতরাং সত্যযুগেও) মানবায়ুর পরিমাণ যে শত বৎসর তাহা সূচিত হইয়াছে।

যদি এরূপ বিবেচনা করা যায় যে, উক্ত বচনদ্বয়ে কোনও বিশেষ যুগের প্রতি কটাক্ষ আছে তাহা হইলে, আমাদের বিবেচনায় সত্যযুগই উহার লক্ষ্যস্থল হইবে। কারণ, মনুসংহিতা যে সত্যযুগের শাস্ত্র তাহা হিন্দু মাত্রেই বিশ্বাস করেন। এবং তাহা হইলে উক্ত বচনদ্বয়ে সত্যযুগীয় মনুষ্যগণের পরমায়ুই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ে সত্যযুগীয় মনুষ্যগণের অবস্থাবর্ণন প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে,—

"অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ॥" (৩)

১।৮৩

বিগত বর্ষের শ্রাবণ মাসের পত্রিকায় "এটা কোন্ যুগ?" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বচনের যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এই,— •

"সত্য যুগে মনুষ্যগণ রোগশূন্য, সিদ্ধকাম ও চারিশত বর্ষ পরমায়ু সম্পন্ন, কিন্তু ত্রেতাদি যুগত্রয়ে, মানবায়ুর পরিমাণ ক্রমশঃ একশত বর্ষ করিয়া হ্রাস হইতে থাকে। অর্থাৎ ত্রেতায় তিন শত, দ্বাপরে দুই শত ও কলিতে একশতবর্ষ মানবায়ু।"

এই অনুবাদ মৎকৃত নহে। পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি প্রভৃতি মনুসংহিতার বঙ্গানুবাদকগণ সকলেই উক্ত শ্লোকের উল্লিখিতরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। ঐ অর্থ কল্লুকভট্টের টীকাসম্মত। এই সকল কারণে তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয় মৎকৃত অনুবাদের পরিবর্ত্তে উক্ত অনুবাদ মদীয় প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছিলেন। * মৎকৃত অনুবাদ "এটা কোন্ যুগ?" পুস্তিকায় প্রদান করিয়াছি। তাহা এই—"সত্যযুগের মনুষ্যগণ রোগহীন, সিদ্ধকাম ও শতবর্ষ পরমায়ু সম্পন্ন (হয়েন), কিন্তু ত্রেতাদি যুগত্রয়ে মানবায়ুর পরিমাণ ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া হ্রাস হইতে থাকে।" (উক্ত পুস্তিকার ৪র্থ পৃষ্ঠা দেখুন)।

(৩) এই শ্লোকটি মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে (২৩২ অধ্যায়ে) ও বৈদ্যকে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে দৃষ্ট হয়। এস্থলে বৈদ্যকের বচনটি উদ্ধৃত হইল:—

"পুরুষাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিকেপ্যেবং পাদশো হ্রসতি ক্রমাৎ॥"

শব্দকল্পদ্রুমধৃত বচনং।

* প্রবন্ধ লেখকও এক সময় এইরূপ অনুবাদের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানে প্রকাশিত প্রবন্ধে ঐরূপ অনুবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সে মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

লেখক।

এই অনুবাদ অনুসারে সত্যযুগের নরগণের পরমায়ুর শতবর্ষত্ব প্রমাণিত হইতেছে। এইরূপ অনুবাদ না করিলে, মনুসংহিতা ব্যাঘাতদোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে, অর্থাৎ এই (১।৮৩) শ্লোকের সহিত ৩।৪০ ও ৪।১৫৮ শ্লোকের বিরোধ ঘটে। এতদ্ব্যতীত শ্রুতির সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ বৈদিক মতে সর্ব্বকালেই মানবের পরমায়ু শতবর্ষ। যাহা হউক, মৎকৃত অনুবাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহা প্রাচীন ব্যাখ্যাতা (৪) মেধাতিথির ভাষ্য সম্মত।

কল্লুকসম্মত ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে পূর্ব্বাপর বিরোধ ও শ্রুতির সহিত অনৈক্য ঘটে বলিয়া মহামতি মেধাতিথি উক্ত মনু বচনের এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"* * চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ ইতি। নম্বু সহষোড়শং বর্ষশতং অজীবৎ ইতি পরমায়ুর্ব্বেদে শ্রূয়তে, অতএব আহুঃ বর্ষশতশব্দোঽত্র বয়োভেদ প্রতিপাদকঃ। চত্বারি বয়াংসি জীবন্তীতি। ন পুনরায়ুঃ প্রমীয়তে নাপ্রাপ্য চতুর্থোবয়ো ম্রিয়তে। অতএব দ্বিতীয়ে শ্লোকার্দ্ধে বয়ো হ্রসতীত্যাহ। পূর্ব্বত্র বয়সো বৃদ্ধাবস্থায়া উত্তরত্র তস্যৈবং হ্রাসাভিধানোপপত্তিঃ। পাদশ ইতি নচাত্র চতুর্থো ভাগঃ পাদঃ, কিং তর্হি ভাগমাত্রং অংশত আয়ুঃ ক্ষীয়ত ইত্যর্থঃ। তথাচ কেচিদ্বালা ম্রিয়ন্তে, কেচিৎ তরুণাঃ, কেচিৎ প্রাপ্তজরসঃ পরিপূর্ণমায়ুর্দুর্লভং।"

ভাবার্থ—বেদে এক শত ষোড়শ বর্ষ আয়ু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে 'বর্ষশত' শব্দ বয়োভেদসূচক। "চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ" অর্থে বাল্য যৌবন প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য পরিমাপক কাল। সত্যযুগে সকলে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকিত। দ্বিতীয় শ্লোকার্দ্ধে আয়ুঃ হ্রাসের কথা বলা হইয়াছে। "অন্যান্য যুগে পাদশঃ আয়ুঃক্ষয় হয়।" এখানে চতুর্থ ভাগকে পাদ বলা হয় নাই। 'পাদশঃ' কি? না—অংশতঃ অর্থাৎ অল্প অল্প করিয়া আয়ুঃক্ষয় হয়। অন্যান্য যুগে কেহ বাল্যকালে, কেহ বা যৌবনে, কেহ কেহ বৃদ্ধ বয়সেও মরে। ফল কথা, অন্যান্য যুগে পূর্ণায়ুঃ দুর্ল্লভ।"

সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণ স্বকৃত মন্বর্থ নিবন্ধ নামক টীকায় বলেন,—

যদ্যপি শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষ ইতি বেদে পঠ্যতে তদেব চতুর্ব্বর্ষশতমেব শতবর্ষত্বেনোক্তং।" (প্রথমাধ্যায় ৮৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।)

টীকাকার রাঘবানন্দ বলেন,—

"শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষ ইতি শ্রুতে র্বিরোধেত্তু 'অনপেক্ষং স্যাৎ অসতি হ্যনুমানং' ইতি ন্যায়েন শতপরিমিতং পুরুষায়ুরেব, অধিকন্তু তপোবিদ্যাবশাৎ। ... ... যদ্বা বর্ষশতশব্দো বাল্যাদিবয়শ্চতুষ্কপরঃ তেন শতান্ত এব ম্রিয়তে ইত্যর্থঃ। নতু কলিযুগমধিকৃত্য শ্রুতেঃ প্রবৃত্তিঃ, তস্যাঃ সাধারণ্যাৎ।"

এই টীকার তাৎপর্য্য এই যে, "চতুর্ব্বর্ষশত" শব্দ বাল্যাদি অবস্থা চতুষ্টয় পরিজ্ঞাপক, সুতরাং শতবর্ষবোধক। মানবের শত বর্ষ পরমায়ু স্বাভাবিক ও শ্রুতিসম্মত। তপোবিদ্যার প্রভাবে দীর্ঘজীবন লাভ অসম্ভব নহে।

ফল কথা, মনুসংহিতার দ্বারা সত্যযুগে মানবগণের অস্বাভাবিক দীর্ঘ পরমায়ু সিদ্ধ হয় না।

---

(৪) মেধাতিথি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, বোধ হয়। তাঁহার পিতার নাম বীরভট্ট স্বামী। মেধাতিথি কৃত মনুসংহিতার টীকা (ভাষ্য) অতি প্রাচীন। কল্লুকভট্ট প্রভৃতি টীকাকারগণ তাঁহার বহু পরভাবিক।

ব্রহ্মদর্শনের উপায়।

নচিকেতা কহিতেছেন, ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, আর এই কার্য্য-কারণ-বিশিষ্ট জগৎ হইতে ভিন্ন ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয় হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম তাঁহাকে আপনি কি প্রকারে জানিয়াছেন, আমাকে বলুন। যম কহিলেন, স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব যাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছে, সকল তপস্যা যাঁহার প্রাপ্তির কারণ হইয়াছে, আর যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা করিয়া লোক সকল ব্রহ্মচর্য্য করিতেছে, তাঁহাকে আমি সংক্ষেপে কহিতেছি তিনি ওঁঙ্কার। ওঁকারের অর্থ স্বষ্টি-স্থিত-প্রলয়-কর্ত্তা পরব্রহ্ম। ব্রহ্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত যে সকল আলম্বন আছে, তাহার মধ্যে প্রণব শ্রেষ্ঠ।

ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ। ওঁঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্ত-মজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চ।

ওঁঙ্কার-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর এবং নির্ব্বিঘ্নে তোমরা অজ্ঞান-তিমির হইতে উত্তীর্ণ হও। জ্ঞানী ব্যক্তি ওঁঙ্কার সাধনার দ্বারা সেই শান্ত, অজর, অমর, অভয়, নিরতিশয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ।

পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে আছে—তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থ ভাবনং। তাঁহার বাচক প্রণব অর্থাৎ ওঁঙ্কার। ওঁঙ্কারের অর্থ ভাবনা করাই জপ।

ব্রহ্মের স্বরূপ কি? উপনিষদে আছে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইত্যাদি। এই সমস্ত বাক্যের অর্থ ভাবনার নাম তাঁহার স্বরূপ-চিন্তা। এই ওঁঙ্কার-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের ভাব শিষ্যের মনে উদ্বোধিত করিবার জন্য পূর্ব্বতন ঋষিরা নানা উপায় অবলম্বন করিতেন এবং যাহার যেরূপ ধারণাশক্তি তদনুসারে তাহাকে ব্রহ্মের উপদেশ দিতেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে, তাহার মর্ম্মাংশ এইরূপ। উদ্দালক নামে এক ঋষি তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মোপদেশ করিবার জন্য কহিলেন যিনি সর্ব্বশক্তিমান, কারণের কারণ, ইন্দ্রিয় সকল যাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, যাঁহা হইতে এই প্রকাণ্ড বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে, তিনি ব্রহ্ম। শ্বেতকেতু বালক ও অমার্জিতবুদ্ধি প্রযুক্ত এই ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে অক্ষম হইলেন। তখন উদ্দালক লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! সম্মুখস্থ ঐ বৃহত্তম বট বৃক্ষের একটী ফল আহরণ কর। শ্বেতকেতু তৎক্ষণাৎ তাহা আনিলেন। উদ্দালক কহিলেন "ভিন্দি" উহা ভাঙ্গ। শ্বেতকেতু ভাঙ্গিলেন। উদ্দালক কহিলেন উহাতে কি দেখিতে পাও? শ্বেতকেতু কহিলেন, অতি সূক্ষ্ম বটবীজ। উদ্দালক কহিলেন উহার একটী ভাঙ্গ। শ্বেতকেতু পুনশ্চ ভাঙ্গিলেন। এবারও জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখিতে পাও? শ্বেতকেতু এবার তন্মধ্যে অন্য কিছু না দেখিয়া কহিলেন কিছুই না। উদ্দালক কহিলেন কিছু না নয়, আছে, সম্মুখস্থ ঐ বট বৃক্ষ সদৃশ একটী বৃক্ষ উহার মধ্যে আছে, তুমি দেখিতে পাইতেছ না। বৎস, তুমি যাহাকে বীজ বলিতেছ কালে উহাই বৃহত্তম বৃক্ষরূপ ধারণ করিবে। দেখা যায় না বলিয়া অবিশ্বাস করা অনর্থের মূল এবং এক উপায়ে যাহা নির্ণীত না হয়, তাহা ভিন্ন উপায়ে নির্ণীত হইতে পারে।

এই বলিয়া তিনি আর এক দিন এক খণ্ড সৈন্ধব লবণ লইয়া কহিলেন, বৎস! এই লবণ খণ্ড এক উদক পাত্রে নিক্ষেপ

করিয়া রাখ, কাল প্রাতে লইয়া আসিও। শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন। উদ্দালক কহিলেন, বৎস, উদক হইতে লবণখণ্ড আহরণ কর। শ্বেতকেতু পাত্রে লবণখণ্ড না দেখিয়া কহিলেন, লবণখণ্ড নাই। উদ্দালক কহিলেন, আছে, তুমি দেখিতে পাইতেছ না। শ্বেতকেতু কহিলেন, যদি থাকিত,তবে দেখিতে পাইতাম। উদ্দালক কহিলেন এই জগতের অনেক বস্তুই চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কিন্তু তাহা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে জানা যায়। তুমি ঐ জলে আচমন কর,লবণ আছে কি না জিহ্বা দ্বারা বুঝিতে পারিবে। শ্বেতকেতু তখন বুঝিতে পারিলেন যে লবণ আছে। এই সমস্ত ঋষিবাক্যে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন বলিয়া তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা ঘোর নির্ব্বোধের কার্য্য। কিন্তু তাঁহাকে জানা সহজে হয় না। তজ্জন্য বিশেষ রূপ সাধন আবশ্যক। তুমি শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া, শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া আত্মার মধ্যে তাঁহাকে অনুসন্ধান কর। আত্মাই তাঁহার হিরণ্ময় শ্রেষ্ঠ কোষ। এই আত্মাকে অগ্রে জানিতে পারিলে তবে তাঁহার জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবে। এই আত্মার লক্ষণ কি? পূজ্যপাদ মহর্ষি তাঁহার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যানে এই আত্মার লক্ষণ সম্বন্ধে এক স্থানে কহিয়াছেন যে, যে জানে আমি এই ঘ্রাণ লইতেছি, সেই আত্মা, গন্ধের আঘ্রাণ লইবার জন্য ঘ্রাণেন্দ্রিয় উপায় মাত্র। যে জানিতেছে যে আমি কথা কহিতেছি সেই আত্মা, বলিবার জন্য বাগিন্দ্রিয় উপায় মাত্র। যে জানিতেছে যে আমি এই শুনিতেছি, সেই আত্মা, শুনিবার জন্য শ্রোত্র উপায় মাত্র। যে জানিতেছে যে আমি মনন করিতেছি, সেই আত্মা; মন যে সে ইহার দৈব চক্ষু, ইহার অন্তশ্চক্ষু। আত্মাই মন দ্বারা অন্তরে দেখে। আত্মা হস্ত নয়, পদ নয়, চক্ষু নয়, শ্রোত্র নয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নয়, বাগিন্দ্রিয় নয়, আত্মা যে সে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করে, পদ দ্বারা গমন করে, চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করে। এই আত্মাই দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা।

এক সময়ে এক আত্ম-জিজ্ঞাসু রাজা এক ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঋষি নানা কৌশলে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া পরিশেষে রাজাকে এই কথা বলিলেন, এই মস্তক কি তুমি? না তোমার মস্তক? এই উদর কি তুমি? না তোমার উদর? এই হস্ত, পদ প্রভৃতি প্রত্যেক অবয়বগুলি কি তুমি? না এ সকল তোমার? ঋষি এইরূপ জিজ্ঞাসার পর বলিলেন দৃশ্যমান অবয়বগুলি তুমি নহ—তুমি কেন উহাতে আত্মসম্বন্ধ বন্ধন করিয়া ক্লেশ পাও, উহার কিছুই তুমি নহ। তুমি ও সকল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তুমি কে? নিপুণ হইয়া চিন্তা কর, যোগ আশ্রয় কর, ইন্দ্রিয়ের চাপল্য দূর করে, বুদ্ধিকে অভ্যন্তরে নিবিষ্ট কর,দেখিতে পাইবে তুমি কে। ফলতঃ গৃহের মধ্যে না গিয়া যেমন গৃহস্বামীকে দেখা যায় না, সেইরূপ আত্মাতে না গিয়া আত্মার স্বামী পরমাত্মাকে দেখা যায় না। এই পরমাত্মাকে জানিবার নিমিত্তে ঋষিরা ধ্যান ধারণা সমাধি প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া পরিশেষে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ চিৎস্বরূপ চিদেকরস বলিয়া নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। পরমাত্মার সত্তাতে জীবাত্মার সত্তা। পরমাত্মা সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ, জীবাত্মা

তাঁহার সত্বাতে সত্বাবান হইয়া তাঁহার আনন্দ উপভোগ করিতেছে। পরমাত্মা প্রদাতা জীবাত্মা ভোক্তা, পরমাত্মা স্রষ্টা জীবাত্মা সৃষ্ট, পরমাত্মা নিয়ন্তা জীবাত্মা তাঁহার অধীন, পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ জীবাত্মা অল্পজ্ঞ, পরমাত্মা মুক্ত জীবাত্মা বদ্ধ, জীবাত্মা এই শরীররূপ নীড়ে থাকিয়া অখিল মাতার ক্রোড়ে পুষ্ট হইতেছে, উপযুক্ত হইলে এই শরীর হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত নিত্যকাল সঞ্চরণ করিবে। এই পরমাত্মাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা লাভ করা যায় না, ইন্দ্রিয়নিরোধই ইহাঁকে লাভ করিবার অন্যতর উপায়। তাই যোগশাস্ত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়সাধারণ মনকে নিরোধ করিবার উপদেশ করিয়াছেন। ফলত আর যে কোন উপায় অবলম্বন কর মনঃসংযম ভিন্ন আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখা যায় না। যদি বায়ু উত্থিত হইয়া পুষ্করিণীর জলে তরঙ্গ উৎপাদন করে তাহা হইলে তাহাতে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট দেখা যায় না। সেইরূপ মন বাহ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইলে তুমি সহস্র চেষ্টা করিলেও আত্মাতে পরমাত্মার জ্যোতি কিছুতেই দেখিতে পাইবে না। কিন্তু বায়ুকে বন্ধন করিয়া রাখা যেমন দুষ্কর মনকে নিগ্রহ করাও তদ্রূপ। তা বলিয়া আমাদের হতাশ হইবার আবশ্যক নাই। অভ্যাসের বল অতি প্রবল। যে সমস্ত উপায়ে মনের ধারণা হইতে পারে তাহা দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন কর। ধীরতা আশ্রয় কর। কএক দিনের সাধনায় কোন ফল পাইলে না বলিয়া পশ্চাৎপদ হইও না। হর্ষে লাগি রহোরে ভাই তেরে বনতে বনতে বন যাই। আনন্দের সহিত ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা কর অবশ্যই এই বিষয়ে সিদ্ধকাম হইবে।

HISTORY OF THE PRIMITIVE ARYANS.

PREFACE.

(Continued From Page 116.)

Wherever the Aryans have gone, they have carried with them traditions of a northern home termed Uttarakuru by the Hindus, Aryanam Vaejo by the ancient Persians and Hyperborea by the Greeks. Now the question is where this original seat really was. It must have been the Aryanam Vaejo of the ancient Persians as it bears the Aryan name as one of its component parts and indicates a particular locality as the seat of Aryan power; the term Aryanum Vaejo meaning according to Max Muller in his "Home of the Aryas," 'Aryan Power. The situation given to it in the Parsee scriptures points to Russian Turkistan as being the locality meant by them. This country is called Pratnouka or the "ancient abode" whence the author of the particular *rik*, mentioning that name, says his brethren had come to India one by one "*eke eke ayoyo.*"

There resided in this place surrounded by other Aryan races a race who were called Devas by the Indo-Aryans. I might term them Super-Aryans *Atyarya*. They were a highly civilized race. Indo-Aryans used to learn better Sanskrit which is called the Deva Bhasha or the language spoken by the Devas (literally meaning gods) from the people coming from the north. * Traditions are preserved in India of books not to be found in Martyaloka or India but only in Deva-loka, nay of a greater number of chapters of a work to be found in Deva-loka than those to be found in Martyaloka or India. People used to go to the north for education. Arjuna, for instance, went to Deva-loka to learn military science, and on returning thence to India, exhibited such weapons to the Indo-

* See the Kousitaki Upanishada as quoted in Muir's Sanskrit Texts. Of sections of the same nation, speaking the same language, if one consider the form of it spoken by the other as model, that which is considered the model must be the language of the parent nation and the other that of the colony. This is a weighty argument for the opinion that Indo-Aryans were colonists in India.

Aryans as amazed them to the utmost degree. Deva-Aryan emperors called Indras (a title given to sovereigns, chiefs and nobles in India) courted the alliance of Indo-Aryan princes when pressed by the Asuras (not Asura-Aryans, but simply Asuras) or Turarniaus, though vastly superior to the said Indo-Aryan princes in knowledge and civilization but inferior in physical prowess as they considered the Indo-Aryan kings and their soldiers to be great warriors endowed with great physical strength and great intelligence in mititary affairs which enabled them to offer good advice at the time of war. The name of a place called Indrala or Indralaya, is given in Johnston's Wall Map of Asia as situated south of Balkh. Whenever an Indra wanted an Indo-Aryan prince to assist him in the time of war with the Asuras, he used to send *Vimanas* or aerial cars to carry him and his army to Indralaya. The Deva-Aryans were quite acquainted with the art of aerial navigation. The Indo-Aryans learnt it from them. They had also their *Vimanas*. The present Hindus have totally lost the knowledge of the art.

But this highly civilized Aryan race, the Deva-Aryans, who did not communicate their marvellous scientific knowledge to other Aryans except such as they thought to be fit recipients of that knowledge have perished and totally disappeared from the earth, keeping no monument of their greatness behind but leaving only a howling desert in the place where their most magnificent capital, Indralaya stood. Traces of their high civilization have been preserved in India, such as are exhibited by some individual Indo-Aryans in their knowledge of mesmerism and the art of prophecy and that of telling past events of a man's life my means of astrology, geomancy and physiognomy and in their knowledge of other occult sciences which set Europeans agape with wonder. In some future period the subterranean cities, lately discovered by the Russians, in central Asia, may perhaps reveal some tales of the Deva-Aryans which may amaze the inhabitants of Europe still more. How the Deva-Aryans perished from the earth like the famous Arcadian race cannot be ascertained.

Those Aryan races of Indo-Aryan descent which were called the Mlechchhas by the Indo-Aryans and lived in Central Asia surrounding the Deva Aryans emigrated there from India as has been related in the body of this work in the time of king Sagara. They were followers of their ancestral religion the Vedic religion, though outcasted by the Indo-Aryans. They emigrated from central Asia to Europe. The Deva-Aryans did not emigrate to any place.

The first emigration of the Non-Deva Aryan races of Central Asia surrounding the Deva Aryans, was, as our readers are aware, that of the Celts, next of the Teutons and the next again of the Sclaves. The Deva Aryans who once populated the whole tract of conntry from the Caspian sea to what is now called the province of Shenshi east of Kashgar, gradually diminished in number and at last totally disappeared from the earth. The Aryans who emigrated to Europe whether Celts, Teutons, Sclaves, diffused Vedaism wherever they went ; but this Vedaism got intermingled with the gross superstitions of the country to which they emigrated. There was a ceremomy, called Baltan, which was observed by the old Highlanders which resembled the Vedic *hom* in every respect. There was much in the Druidical religion that was taken from Vedaism such as the custom of the Druids gathering mistletoe (their *some*-plant) on a certain day of the moon.

The primitive Indo-Aryans propagated Vedaism in Australia and other countries † The later Indo-Aryans diffused Puranic Hinduism in Sumatra, Java, Bali, Sombak and further east as well as Egypt and Central America by means of navigation and commerce. Sivaism prevailed once in Central America.

There was one race which migrated from Asia from the same central spot in which the Aryans lived almost to all countries of the globe before the Aryans. The Aryans, whereever they went, had to fight with men descended from this stock as they did with their ancestors in Central Asia. These were the Turanians or Asuras (not the Asura-Aryans

† The names of the deities of the aboriginal Maoris were the same as these of the Rigveda. See White's History of the Maoris.

who were sons of Diti and Danu. They were generally inferior in civilization to the Aryans but superior in some respects to the latter such as in their knowledge ¶ of metallurgy and architecture. The Aryans possessed a better religion than the Turanians who chiefly worshipped trees and serpents.

Like the European civilization which is now spreading throughout the globe, other types of civilization not inferior to the European, have been proved by antiquarians to have prevailed in this globe in pre-historic times one after another. Who knows that the present civilization may, in the long course of ages, incur the same fate and be treated of by future archoaologists as a pre-historic one as we are treating of the Turanian the Deva-Aryan and the pre-Yudhisthira Indo-Aryan civilizations.

It may be said with some show of reason that the events narrated in this history before the time of Manu Satyavrata except those which are explicitly mentioned in the Puranas to have occurred in India before the time of that Manu, such as those in the life of Bharata the chief among the antediluvian Aryan princes of India from whom the name Bharatavarsa in derived, also took place in India such as the acts of Manu Swaymahu, Vena, Prahlada and Dhruva; but when we consider that the Puranist who narrates them does not mention in most places of his work any spot in India as the scene of those events which he does while doing so those that took place after the reign of Manu Satyavrata, who escaped from tha deluge it can be safely presumed that those events must have taken place not in the colony, that is, India but the parent country, that is, Central Asia. Had those events taken place in India, the pages of the Puranas recording them would have been thickly studded with names of Indian localities as those recording the events after the time of Manu Vaivasvata or Manu Satyavrata are.

¶ See the very learned article headed the "First Metallurgists" in the Westminister Review, January. 1875.

পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ—

শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়—

প্রায় বৎসরাবধি হইতে রাজসাহী কলেজের কতিপয় ছাত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষার্থে একটী সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। এই সমিতিটী বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের সহকারীও শাখা বিশেষ। এবার উক্ত ছাত্র সমিতির উদ্যোগে গত কল্য ২৭এ সেপ্টেম্বরে বোয়ালিয়া ব্রাহ্ম মন্দিরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ একটী সাধারণ সভা আহূত হয়। সভায় নানা রকম লোককে উপস্থিত হইতে দেখিয়া অতীব সুখী হইয়াছিলাম। বোয়ালিয়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু শশিভূষণ সেন বি, এ এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলেজের অন্যতম অধ্যাপক বাবু কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ স্বর্গীয় মহাত্মার আদর্শ জীবনের অতিসার ভাগ বিষয়ে বিশদরূপে ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন। শ্রীমান অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল উক্ত মহাত্মা কেমন করিয়া সত্যানুসন্ধান করিয়া আত্ম জীবনে সত্যধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন ও সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের মত প্রচলন করিয়া ভারতবাসীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন তাহা বাঙ্গলা ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া সভ্যগণকে সুখী করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে ভারতবাসী মাত্রেরই সমাদর ও শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য। কেন যে তাঁহাকে এতাদৃশ সম্মান করা হইবে এবং কেমন করিয়াই বা তাহা করা হইবে ইহার মীমাংসায় বলা হইয়াছিল যে প্রত্যেককে তাঁহার জীবন অনুসরণ করিয়া জীবন গঠিতে হইবে নতুবা তাঁহার স্মরণার্থ মুখের কথাই বল—আর স্মরণার্থ মন্দির স্থাপন কর, তাহাতে তাঁহার উপযুক্ত সম্মান করা হইবে না—এই মর্ম্মে একটী লিখিত বক্তৃতা আমি পাঠ করিয়াছিলাম।

সভাপতি মহাশয় এই সভায় ছাত্রদিগকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করেন এবং সময়ে সময়ে ছাত্রসমিতিকে উপদেশ দ্বারা উৎসাহ প্রকাশ করিবেন সে আশাও প্রকাশ করেন। কলেজের অধ্যাপকগণের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। বস্তুতঃ আমরা সেজন্য বড়ই উৎসাহিত ও সুখী হইয়াছি। দয়াময় পরমেশ্বর এই ছাত্র সমিতিকে দীর্ঘ জীবি করুন এই প্রার্থনা।

শ্রীমথুরানাথ মৈত্রেয়।

ঝাঁন্সি প্রার্থনা সমাজের কার্য্য বিবরণ।

গত ২৭ সে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এক সভা হয়। আমি উক্ত সভায় রামমোহন রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করি। অনেকগুলিন স্থানীয় ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস।

সাংখ্য স্বরলিপি।

পুনরাবৃত্তির সঙ্কেত।

সঙ্গীতে পুনরাবৃত্তির অংশ ইচ্ছা করিলে সংক্ষিপ্ত চিহ্নের দ্বারা না ঘিরিয়া স্পষ্ট কথা অর্থাৎ এটা বা ইহা এবং পুনরাবৃত্তি এইরূপ কথার দ্বারা বেষ্টিত করিতে পারি। একটীর ডানপার্শ্বে এবং অপরটীর বামপার্শ্বে নির্দ্দেশক-চিহ্ন থাকিলে আরও কিছু ভাল হয়। এটা বা ইহা এবং পুনরাবৃত্তি কথাটী যদৃচ্ছাক্রমে শুধু অথবা বন্ধনীবদ্ধ করা যাইতে পারে।

স্ত্রীস্বর।

স্ত্রীস্বরে তড়িৎযুক্তভাব বিদ্যমান থাকাতে তাহাকে মুখ্যস্বরের সহিত ইচ্ছা করিলে যুক্ত করিয়াও লিখিতে পারি।—বর্ণমালার নিয়মানুসারেও আমাদের, যুক্ত করিয়া লিখিবার অধিকার আছে। যথা স্রে—স্রে; গ্‌গা—র্গা; গ্‌মা—গ্মা ইত্যাদি। যেগুলির বেলায় একেবারে যুক্তাক্ষর পাওয়া যাইবে না অথবা যুক্তাক্ষরের সুবিধা হইবে না সেগুলির বেলায় স্ত্রীস্বরটী মুখ্য স্বরের মাথায় আড়ভাবে ক্ষুদ্র করিয়া লিখিলেই চলিবে।

আমাদের যুক্তাক্ষরের ভাবের মধ্যেই মুখ্যবর্ণের উপর আড়ভাবে বা সোজাভাবে, ক্ষুদ্র বা অক্ষুদ্ররূপে হসন্ত বর্ণ লিখিবার ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

স্বরগুণন।

স্বরের আত্যন্তিক যোগভাবই স্বরগুণন। স্বরযোগে স্বরসমূহের মধ্যে ব্যবধান থাকে কিন্তু স্বরগুণনে স্বরগুলির মধ্যে সে প্রকার ব্যবধান থাকে না, বিশেষরূপে অব্যবহিত ভাব ধারণ করে। স্বরগুণনে স্বরদিগের আন্তরিক গাঢ় মিলন রাজত্ব করে।

গুণিতস্বর।

অব্যবহিতভাবে কতিপয় স্বর একত্র বিরাজ করিলে তাহা গুণিতভাব ধারণ করে। যথা সাগাপা—সা.গা.পা

```
            পা
—সা×গা×পা= ×  (এরূপ অতিরিক্ত সজ্জাতেও গুণিতস্বর রাখা যাইতে পারে।)
            গা
             ×
            সা
```

স্ত্রীস্বরের অর্থাৎ প্রকৃত হসন্তমাত্রিক স্বরের বেলায় দুইটী স্বর অব্যবহিত ভাবে বসিলেও প্রকৃতপক্ষে মুখ্য স্বরটাই বিরাজ করে, স্ত্রীস্বরের বিশেষ কোন মূল্য থাকে না; সেই কারণে—স্বরবর্ণহীনতাপ্রযুক্ত স্ত্রীস্বরের বেলায় হসন্তচিহ্নের বিধি বলীয়ান হয় এবং তাহা গুণিত চিহ্নের প্রভাব নষ্ট করিয়া দেয়।

সিকিমাত্রিক স্বরের বেলায়, তাহাতে হসন্ত চিহ্নের অধিকার থাকিলেও তাহা প্রকৃত হসন্তমাত্রিক স্বর নহে বলিয়া স্ত্রীস্বরের উপরোক্ত নিয়মটী তাহাতে খাটিবে না। কারণ সিকিমাত্রিক স্বরের স্বীয় প্রাধান্য আছে, তাহা স্ত্রীস্বরের ন্যায় স্বরবর্ণহীন নয় তবে এই পর্য্যন্ত, তাহার ভাবটা কিয়ৎ পরিমাণে স্ত্রীস্বরের ভাবের কাছে পৌঁছয়।

স্বরযোগের চিহ্ন= + বা, বা ব্যবধান।

সমের চিহ্ন।

সমে গানটী রীতিমত বিসর্জ্জন করা হয় বলিয়া বিসর্গচিহ্ন সম বুঝাইবার উপযোগী চিহ্ন।

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

জয় জগজীবন জগতপাতা হে। জয় দীনশরণ শুভদাতা হে।
জয় বিঘ্ন-নাশন বিধাতা হে, জয় দেব জগত-পিতা-মাতা হে।
হৃদয়াধার হৃদজ্ঞাতা হে, ভয়-তাপ-হরণ ভবত্রাতা হে;
দীনজন দ্বারে, ডাকে তোমারে, দেহি প্রসাদ, পরমাত্মা হে।

```
            তালি।  ২ঃ (স্থা, অ, ভো আরম্ভ)।৩।০।১।
            মাত্রা।  ২                   ।৩।২।৩।
(স্থা)। সা সা। "স্‌গা গা গা" অথবা "ম্মা মা মা"। গ্মা গা। গা গা গা। গা -ম্মা।
(স্থা)। জ য়।  জ  গ  জী        জ  গ  জী। ব ন। জ গ ত। পা —।

।ম্পা পা -মা। গা -রে। -সা২ — নি২ -সা সা। সা সা। স্‌ণা পা পা। পা পা। পাঁ পা ধা।
                           ২
।তা — —। হে —। —    — — —। জ য়। দী — ন। শ র। ণ শু ভ।
```

। নিঁ -সা। নিঁ -ধা -নিঁ। ধা⅓ — পা⅓ -ধা। পা মা গা। গা -মা। মূপা পা -মা। গা -রে।

। দা —। তা — —। হে — —। জ গ্র ত। পা —। তা — —: হে —।

২ … … … … … … … … …

। সা½ -নি½ -সা সা। (স্ত) । পা পা। পূনি নি নি। নূসা সা। সা সা সা। সা সা।

। — · — — —। (স্ত) । জ য়। বি — ঘ্ন। না —। শ ন বি। ধা —।

……… ২ ২ ২ … … … … …

। স্রে -সা½ -নি½ -সা। নি -ধা½ -পা½। -পূসা -নি নি । নূসা সা। সা সা সা½ -পা½। পা পা।

। তা — — —। হে — —। — — —। ঞ্জ য়। দে — ব —। জ গ।

২

। পা পা ধা। নিঁ -সা। নিঁ -ধা -নিঁ। ধা⅓ -পা⅓ -ধা। পা মা গা। গা -মা। স্পা পা -মা।

। ত পি তা। মা —। তা — —। হে — —। জ গ ত। প' —। তা — —।

। গা -রে। -সা½ -নি½ -সা সা। (ভো) এটাঃ০ —। সা সা। সা সা সা। স্পা পা।

২

। হে —। — — — —। (ভো) এটাঃ০ —। হৃ দ। য়া ধা —। — র।

। পা পা -মা। মা⅓ -গা⅓ -মা। স্পা -পা -মা। গা গা½ -রে½: গা গা গা। গা মা।

। হৃ দ —। জ্ঞা — —। তা — —। হে — —। — — —। ভ য়,।

। স্পা পা½ -মা½ -মা। গা গা। গা গা গা। গা -মা। স্পা পা -মা। গা -রে। -সা½ -নি½ -সা সা।

২

। তা — — প। হ র। ণ ভ ব। ত্রা —। তা — —। হে —। — — — —।

২ ২ … … … …… ২……

—০ঃপুনরাবৃত্তি। স্পা পা পা। পূনি নি। সা⅓ -নি⅓ -সা। সা সা সা। নূসা সা।

—০ঃপুনরাবৃত্তি। দী — ন। জ ন। ধা — —। রে — —। ডা —।

…… ২…… ২ ২…… ২……

। স্রে⅓ -নি⅓ -সা সা। নি -ধা½ -পা½। পূসা -নি নি। নূসা সা। নূসা সা½ -পা½ পা। পা পা।

। কে — — তো। মা — —। বে — —। দে —। হি — — প্র। সা —।

২

। পা পা ধা। নিঁ -সা। নিঁ -ধা -নিঁ। ধা⅓ -পা⅓ -ধা। পা মা গা। গাঃ ॥ ॥

। দ প র। মা —। ত্মা … —। হে — —। জ গ ত। পা ॥ ॥

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ই কার্ত্তিক বুধবার কালনা ব্রাহ্ম-সমাজের ষড়বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৮ টার পর এবং সন্ধ্যাকালে ৭ টার পর ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব উক্ত সময়ে ভক্ত ব্রাহ্মগণ সমাজমন্দিরে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বর উপাসনা করিবেন।

শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আগামী ২৯ কার্ত্তিক মঙ্গলবার বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজের চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টা সময়ে ঈশ্বরোপাসনা হইবে।

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

দান প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে। শ্রীযুক্ত বাবু রামসুন্দর রায় মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজে ১১০৲ এক শত দশ টাকা দান করিয়াছেন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪, ভাদ্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৪৫৬৸৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩১৭৮৲
সমষ্টি	৩৬৩৪৸৵০
ব্যয় ...	২৮১৸৶১০
স্থিত	৩৩৫২৸৶১০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ৩২৪৷/১৫

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন
১৮১৪ শকের ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ১৲

এককালীন দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় ২০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু রামসুন্দর রায় ১১০৲
পুরাতন বাতিল কাগজাদি বিক্রয়ের মূল্য ১৩৷/১৫

৩২৪৷/১৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৪২৷৷৵০

শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী
১৮১৪ শকের মূল্য ৩৲
„ „ শ্রীগোপাল মল্লিক
১৮১৫ শকের বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত সাহায্য ২৲
„ „ যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু, কুমারখালি
১৮১৪ শকের মূল্য ও মাশুল ৩৵০
„ মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা বাহাদুর
১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
„ রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর
১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
„ বাবু জয়গোপাল সেন
১৮১০ শকের ভাদ্র মাসের সাহায্য ১৲
„ „ যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮১৫ শকের মূল্য ৩ মধ্যে ১৷৷০
„ „ বিপিনবিহারী সরকার
১৮১৪ শকের মূল্য ৩৲
„ „ গোপালপ্রসন্ন মজুমদার
১৮১৫ শকের মূল্য বাকী ২৲ মধ্যে ১৲

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲ মধ্যে ২৲
„ „ কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী
১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲ মধ্যে ১৲
„ পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
„ বাবু কৃষ্ণদয়াল সিংহ চৌধুরী, রাজগঞ্জ
১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩৵০
„ „ বৈকুণ্ঠনাথ সেন
১৮১৪ শকের মূল্য ৩৲ মধ্যে ১৲
„ „ কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাশিমবাজার
১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩৵০
১৭৭০ শকের পত্রিকা নগদ বিক্রয় ৩৲
১৮১৪ শকের পত্রিকা (একত্র বাঁধাই) ১ খণ্ড ৪৲
১৮১৪ শকের পৌষ ও চৈত্র মাসের ২খণ্ড পত্রিকা নগদ বিক্রয় ৸০
মাশুল ও ফি আদায় ৷০

৪২৷৷৵০

৩৬৬৸৶১৫

পুস্তকালয় ...	৩৭৸/১০
যন্ত্রালয় ..	১৩ ৵১৫
গচ্ছিত ...	৩২৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৬৸০
সমষ্টি	৪৫৬৸৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৯১৷৷১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৫৸১০
পুস্তকালয়	৩৬৻১৫
যন্ত্রালয়	৯৯৸ ৫
গচ্ছিত	৷৷৵১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৶০
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	৩৮৲
সমষ্টি	২৮১৸৶১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ত্রয়োদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

৬০৪ সংখ্যা ১৮১৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্মসাধন।

অন্তরে কাম ক্রোধাদির উত্তেজনা, বাহিরে ভোগ্য বিষয়ের প্রবল আকর্ষণ, ইহার মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। অনেক সময়েই মনে সদ্ভাবের উদ্রেক হয়, তুচ্ছ বিষয়-সুখে হয় তো বিতৃষ্ণা জন্মে কিন্তু কোথা হইতে প্রতিকূল ভাব আসিয়া সমস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে, আমাদের বল পৌরুষ ব্যর্থ করিয়া দেয়। ফলত নাবিক যেমন ঝটিকা উত্থিত হইলে সমুদ্র-বক্ষে লৌহ কীলক প্রোথিত করিয়া অর্ণবযান রক্ষা করে, তেমনই এই ভয়াকুল সংসারসমুদ্রের প্রবল তরঙ্গাঘাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে হইলে একটী অবলম্বন চাই। সেই অবলম্বন ঈশ্বর। এই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁহার অমোঘ সাহায্য ভিন্ন আমাদের গতি নাই বল পৌরুষই বল, বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্যই বল, সকলই এই ভীষণ সমুদ্রের ঘূর্ণা ও গুপ্ত শৈলের 'নিকট বলহীন ও অকিঞ্চিৎকর। ধর্ম্মের পথে—সাধুতার পথে ঈশ্বর নিজে আমাদিগকে অটলপ্রতিষ্ঠ না করিলে আমাদের উপায় নাই। নিজের পুরুষকার, বুদ্ধির প্রতিভা ঈশ্বরের পথে ক্ষীণালোক প্রদর্শন করে। ফলত ঈশ্বরে মন প্রাণ সমস্ত অর্পণ করা ভিন্ন আমরা স্থির পদে এই সংসার-বিভীষিকায় ক্ষণমাত্রও আত্মরক্ষায় সমর্থ নহি। তাঁহাতে মন প্রাণ সমর্পণ করাই ধর্ম্মসাধন। এই সাধন ভিন্ন কেহই ধর্ম্ম ও ঈশ্বর লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই সাধনে জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

দেখ ঈশ্বর আমাদিগের অন্তরে তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, জ্ঞানযোগে ক্রমিকই তাহা পরিমার্জ্জিত ও হৃদয়ে বদ্ধমূল করা আবশ্যক। আত্মা তাঁহার হিরন্ময় সিংহাসন, তাহার মধ্যে তাঁহার অনুসন্ধান করা চাই। অনন্ত কার্য্য কারণের মধ্যে প্রতিপদে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় করিতে হইবে। আপনার ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যে তাঁহার পিতৃভাব মাতৃবাৎসল্য অনুভব করিতে হইবে, তৃণশস্য ওষধি বনস্পতির মধ্যে তাঁহার প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি দর্শন করিতে হইবে, অমা-

নিশার ঘোর অন্ধকারে,বিকট মেঘ গর্জ্জনে তাঁহার রুদ্রভাব বুঝিতে হইবে। প্রভাতের অরুণ কিরণে, বৃষ্টির বারিধারায়, নানা জাতীয় পুষ্পের বিকাশে তাঁহার স্নেহ-প্রেমের পূর্ণবিকাশ বুঝিতে হইবে। জ্যোৎস্না-ধবলিত অনন্ত আকাশে অগণ্য তারকা অগণ্য লোক সন্দর্শন করিয়া আপনার ক্ষুদ্রত্ব বুঝিতে হইবে, যিনি সেতুরূপ হইয়া বিশ্বভুবন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার মাতৃদৃষ্টিতে তাঁহারই ক্রোড়ে আপনাকে শায়িত দেখিয়া, ভক্তি শ্রদ্ধার বিমল উচ্ছ্বাস তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিতে হইবে। ইহাই জ্ঞানযোগ।

ঈশ্বর আমাদিগকে ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠবে সজ্জিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা কর্ম্মঠ জীব। সম্মুখে প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত। ইহার মধ্যে কেহ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একমুষ্টি অন্নের নিমিত্ত হাহাকার করিতেছে। কেহ রোগার্ত্ত হইয়া প্রতীকারের অভাবে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় যন্ত্রণায় বিচেষ্টমান হইতেছে, কেহ সংসারের একমাত্র যষ্টিস্বরূপ পুত্রের অকাল মৃত্যুতে আকুল, কেহ ভর্ত্তৃবিয়োগে সমস্ত অন্ধকার দেখিয়া অনবরত হৃদয়ে করাঘাত করিতেছে, কেহ পিতৃহীন,কেহ মাতৃহীন, কেহ বা অজ্ঞানান্ধকারে মনুষ্যত্বহীন হইয়া বিপদ হইতে বিপদে দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে পড়িতেছে, ইহাদের সুশ্রূষা কর ফলপ্রত্যাশা শূন্য হইয়া এই সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ কর, ইহাই কর্ম্মযোগ। এই জ্ঞান ও কর্ম্মসাধনই প্রকৃত ধর্ম্মসাধন।

পবিত্রতা ও স্বার্থবিসর্জ্জন এই ধর্ম্মসাধনের ভিত্তিভূমি। প্রকৃত পক্ষে আপনাকে পবিত্র করিতে না পারিলে সেই পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিবার কোন আশা থাকে না। ফলত যিনি ধর্ম্ম প্রতিপালনের ইচ্ছা করেন, আপনাকে সমস্ত পাপ কালিমা হইতে দূরে রাখা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে উচিত। বলিতে কি, ইহার অভাবে ধর্ম্মের স্বর্গীয় জ্যোতি পূর্ণপ্রভায় বিকশিত হইতে পারে না। ইহার পবিত্র ভাব উষর-ক্ষেত্র-নিহিত বীজের ন্যায় অঙ্কুরিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা পরার্থকে আপনার স্বার্থ করিতে হইবে। পরের সুখকে আপনার সুখ করিতে হইবে। এই দুরূহ কার্য্যে আত্মসংযম অভ্যাস করা বিশেষ আবশ্যক। যিনি প্রবৃত্তির দাস, মানৈষণা বিত্তৈষণা প্রভৃতি যাঁহার মনকে সততই আকুল করিয়া রাখিয়াছে, নিজের স্ত্রীপুত্রাদিতে যাঁর সমস্ত সুখ, যাঁর অনুদার হৃদয় মৈত্রীভাবে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে আলিঙ্গন করিতে পারে না এরূপ ব্যক্তির ধর্ম্মসাধন এক প্রকার দূরপরাহত। প্রাচীন ঋষিদিগের ভাব একবার আলোচনা কর, প্রেমাবতার চৈতন্যদেবকে একবার স্মরণ কর, বুদ্ধ ও নানকের চরিত্র নিরীক্ষণ কর, ইহারা স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত নিদর্শন। ফলত এইরূপ ত্যাগী হইতে না পারিলে জীবনে ব্রহ্মানন্দ ভোগ হওয়া সুকঠিন।

ভারতের পূর্ব্বকালে কি ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহাও দেখ। আত্মসংযম ও পরার্থকে আপনার স্বার্থ করিবার জন্য একটী অষ্টমবর্ষীয় বালক নানা প্রকার কঠোর ব্রতচর্য্যা করিত। সে বিষয়সুখ—বিষয়ভোগের দৃশ্য হইতে বহুদূরে, পার্থিব সকল সুখ হইতে বঞ্চিত, ভিক্ষালব্ধ অন্নে তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি, শয্যা শিলাপট্ট, বসন বৃক্ষের বল্কল, এইরূপ কঠোরতায় বাল্যজীবন অতিবাহিত হইত। পরে গৃহপ্রবেশ। এস্থলেও কঠোরতা। গৃহের

ভোগ্য উপকরণ সমস্তই সংগৃহীত কিন্তু নিজে ভোগবিলাসের বিষয় হইতে স্বতন্ত্র। মনুষ্য হইতে পশুপক্ষ্যাদি পর্য্যন্ত সকলেই তাহার গৃহের অতিথি। তাহার দেহধারণোপযোগী যৎ কিঞ্চিৎ দ্রব্য ব্যতীত আর সমস্তই অপরের জন্য। ঈশ্বরের আদেশে অপরের সেবার জন্যই সে পবিত্র জীবন বহন করিত। সে এইরূপ সংযত হইয়া নিজের সুখ দুঃখ তুচ্ছ করিয়া এমন ধনের অধিকারী হইত, যাহা সম্রাটের রাজভাণ্ডারে নাই, ত্রিভুবনের কুত্রাপি এমন কিছু নাই যাহার সহিত তাহার অবস্থার বিনিময় হইতে পারে।

কিন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষা বিভিন্ন দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহাতে আত্মসংযম স্বার্থত্যাগ অভ্যাস হইতে পারে এরূপ শিক্ষা আর নাই। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে এই স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করিবার জন্য সেই পূর্ব্বকার আরণ্যক প্রণালী এক্ষণে পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত করা একপ্রকার অসম্ভব কিন্তু দেশ কাল অবস্থা বুঝিয়া তাহার যতটুকু পারা যায় চেষ্টা করিতে হইবে। ফলত ত্যাগী না হইলে ধর্ম্ম সাধন কখনই ফলপ্রদ হইবে না।

আমরা যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি তাহা ঋষিসেবিত সেই প্রাচীন ধর্ম্ম। যখন বৈদিকক্রিয়াকলাপের নিতান্ত আতিশয্য হইয়া উঠিল, তখন ধর্ম্মের কোমল প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য উপনিষদকার ঋষিগণের কণ্ঠ যাগযজ্ঞের আড়ম্বর ভেদ করিয়া উচ্চে উঠিয়াছিল। আবার যখন অজ্ঞানান্ধকারের মোহের ভিতরে সেই ধর্ম্ম ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম উত্থিত হইয়া সেই ভস্ম অপসারিত করিয়া দিল। এখন সমুদয় পৃথিবী সেই পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত। অতএব আমরা যখন পৈতৃক ধর্ম্মধনের অধিকারী তখন তাঁহাদের সাধনপথ কেন পরিত্যাগ করি।

এক সময় ঈশ্বরোপাসনায় বাক্যের অধিক আড়ম্বর হইয়াছিল বলিয়া উপনিষদকার বলিলেন "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" বাক্যে ঈশ্বরকে পাইতে প্রয়াস করিও না, তাঁহাকে বাক্য দ্বারা লাভ করা যায় না। তবে কি উপায়ে তাঁহাকে লাভ করা যায়, প্রত্যুত্তরে বলিলেন "ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ" ওঙ্কার সাধনা কর, দিনে নিশীথে ওঁঙ্কার জপ কর। "অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর। এই জপ পরবর্ত্তী সময়ে রহিল বটে কিন্তু কেহই অন্তরের সহিত জপ করে না দেখিয়া প্রেমিক তুলসীদাস ক্রোধে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, যে কেবল মাত্র জপমালা ঘুরাইলে জপ হইবে না, ঈশ্বরকে হৃদয়ে আসীন বুঝিয়া একতানে তাঁহাকে স্মরণ কর তবেই সিদ্ধকাম হইবে। কিন্তু বলিতে কি, আমাদিগের মধ্যেও আবার সেই ঘোর দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত। বাক্যের আড়ম্বর বক্তৃতার ছটা ধর্ম্মসাধনের বিষম ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। ফলত প্রকৃত সাধনের অভাবে বিশ্বাস ও আচরণে পার্থক্য ক্রমিকই পরিলক্ষিত হইতেছে। বাক্যাড়ম্বর ব্যতীত প্রকৃত সাধনার পদ্ধতিজ্ঞানেও অনেকে উদাসীন। এক্ষণে সমস্ত চটুলতা দূর করিয়া পবিত্র হৃদয়ে ব্যাকুল চিত্তে "ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ" ওঁকার ধ্যান কর। এই সর্ব্বোচ্চতম সাধনা প্রভাবে ঈশ্বরজ্ঞান প্রবর্দ্ধিত হইবে, চরিত্রের নৈর্ম্মল্য সুরক্ষিত হইবে, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের মুখ উজ্জ্বল হইবে, এবং ঈশ্বরকে লাভ করিয়া সকলে আপ্তকাম হইতে পারিবে।

যোগ ও ব্রাহ্মসমাজ। *

ধর্ম্ম বিনা কর্ম্ম বৃথা, জ্ঞান বিনা বল,
ব্রহ্মপ্রীতি বিনা জ্ঞান বৃথাই কেবল।

যোগ নানা-অর্থ-বাচক শব্দ। তৎসমুদায় আমাদের আলোচ্য নহে। ধার্ম্মিকগণের নিকট উহার যে বিশেষ তাৎপর্য্য আছে, তাহাই বিবেচ্য। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে "যোগ! যোগ!" বলিয়া একটী হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার অননুমোদনীয় ব্যবহারাদিও প্রবেশ পাইতেছে।

যোগ অর্থেই অধ্যাত্মযোগ—আত্মায় আত্মায়,—আত্মায় পরমাত্মায়। যোগ বলিলেই বিযোগের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল। কিন্তু পরমাত্মার সহিত আত্মার বিয়োগ কই? জড় যেমন আকাশ ব্যতীত থাকিতে পারে না, আকাশের সহিত তাহার বিয়োগ সম্ভবে না, তেমনি পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার বিয়োগ সম্ভবে না, কারণ তাহা হইলে নিরবলম্ব আত্মা নস্যাৎ হইয়া যাইবে। ঈশ্বর ও জীবাত্মা নিত্যযুক্ত। কিন্তু জীব উহা অনুভব করে না, কারণ পাপ ও অজ্ঞান অন্তশ্চক্ষুকে মলিন ও উজ্জ্বল দৃষ্টিশক্তি হীন করিয়া রাখিয়াছে। এই পাপ ও অজ্ঞান যতই দূরীভূত হইবে ততই অধ্যাত্ম দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হইবে, জ্ঞান চক্ষু খুলিবে। এই অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত করিবার জন্য ব্যাকুল মানব নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছে। তৎ সমূহের নাম সাধন প্রণালী বা সাধন। অধ্যাত্মযোগ লাভ করিবার জন্য হৃদয় মন প্রাণের সমপ্রয়োগ দ্বারা যে সাধন, তাহারই নাম যোগ-সাধন। ব্রাহ্ম যোগ-সমাজ উহা কিরূপে গ্রহণ করিতেছেন এবং কিরূপে উহা গ্রহণ করা উচিত, ইহাই আমাদের অনুসন্ধেয়।

পরমাত্মাতেই আমরা নিত্যকাল জীবিত রহিয়াছি, তাঁহাতেই আমাদের আত্মা বিরাজিত অথচ তিনি আমাদের হইতে দূরে, সুদূরে রহিয়াছেন! কিম্যাশ্চর্য্য মতঃপরম্!

তিনি চিন্ময়, অতীন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় বা যন্ত্রের সাহায্যের দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার কোনই উপায় নাই। জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে, হৃদয় দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে হইবে। আত্মার মধ্যে তাঁহার স্বত্বানুভূতিই যোগ, কারণ তিনি কেবল আত্মাগ্রাহ্য। আত্মার মূলে ব্রহ্মশক্তি, জ্ঞানের মূলে তাঁহার জ্ঞান, প্রেমের মূলে তাঁহার প্রেম, প্রত্যেক শক্তির মূলে তাঁহার শক্তি প্রত্যক্ষ করাই যোগ। আত্মা পরমাত্মাতে এবং পরমাত্মা আত্মাতে, বিন্দু সিন্ধুতে এবং সিন্ধু বিন্দুতে এবং সান্ত ও অনন্তের মধ্যে একটী মাখামাখী প্রেমের ও দেখা শুনার সম্বন্ধই অতি নিকটরূপে উপলব্ধি করাই যোগ।

উহা কর্ত্তব্য হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। কর্ত্তব্যই ধর্ম্মের মজ্জা অস্থি, যোগ বুজরুকি নহে, অণিমা লঘিমাদি সিদ্ধিও নহে। যোগ একটী অধ্যাত্ম অবস্থা—শারীরিক নহে।

শরীর ও আত্মার মধ্যে আধার আধেয় সম্বন্ধ। কিন্তু কিছু কালের জন্য উহাদের মধ্যে পাতান সম্বন্ধ, কুটম্বিতা, সহানুভূতি ও সমবেদনার ভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিদ্যমান আছে। প্রথমে শরীররক্ষা, পরে ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ সাধন। সুস্থ দেহে সুস্থ আত্মা নিতান্ত প্রয়োজন। নচেৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে নানা প্রকার ব্যাঘাৎ

---

* কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে এই প্রবন্ধটী তত্ত্বকৌমুদীতেও দেওয়া গেল। Indian Messengerএ এতৎ সম্বন্ধে ইংরাজিতে লেখা হইল। লেখক।

জন্মে। কি প্রকারে দেহ সুস্থ রাখা যায়, উহা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকেরাই সম্যক্ জানেন। এতৎসম্বন্ধে কাজ চলা রকমের জ্ঞান অল্পায়াসলভ্য। যুক্তাহার, যুক্ত বিহার, যুক্তনিদ্র, যুক্তচেষ্ট ও সাবধান হইলেই শরীরকে প্রসন্ন সুস্থির ও অনুকূল রাখা যায়, মোটামুটী ইহাই বলা যাইতে পারে।

সাধকের কি কি অবশ্য প্রয়োজন অতিসঙ্ক্ষেপে ক্রমশঃ বলা যাইতেছে।

১। স্বাস্থ্য।—সুস্থ দেহের প্রয়োজন। আহার বিহারাদিতে ও সর্ব্ববিধ শারীর চেষ্টাতে নিয়ম ও সাবধানতা থাকিলে উহা সুলভ। কেহ কেহ বলেন প্রাণায়ামাদি দ্বারা উহা লাভ করা যায়। কুম্ভকাদি এতল্লাভের উপায় হইতে পারে, কিন্তু উহা ভয়াবহ, কারণ অনেক স্থলেই উহা সমূহ অনিষ্টকর। তদ্দ্বারা যদি এক জনের সুফল হয়,তবে দশ জনের শরীর বা সময় নষ্ট হয়। স্বাস্থ্যলাভার্থ ইহা একটী সহকারী উপায় হইতে পারে, কিন্তু আসন প্রাণায়ামাদি মূঢ়গণ কর্ত্তৃক যোগের লক্ষ্য বলিয়া সচরাচর বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু লক্ষ্য ও উপায় স্বতন্ত্র বস্তু। যদি উপায় ও লক্ষ্যকে এক করিবার সঙ্কল্পই সকলের কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয়, তবে আমি প্রাণায়ামের পরিবর্ত্তে "বাসনায়াম" কথাটী যোগবাচক শব্দরূপে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিব।

২। স্থান ও আসন। যে স্থানে বসিলে মনঃসংযোগের কোনরূপ ব্যাঘাৎ হয় না, এবম্প্রকার স্থান সাধনের অনুকূল। নাতিগ্রীষ্ম, নাতিশীত, নির্ম্মল, পরিষ্কৃত, নিঃশব্দ, নির্জ্জন স্থানই এতদর্থে নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

দেহ মনের প্রসন্নতা এবং অক্লেশভাবজনক স্থান ও আসনের প্রয়োজন। যে প্রকারে শরীরকে স্থাপিত করিলে নিদ্রাবেশ, আলস্য, জড়তা, চঞ্চলতা, এবং অসুখাদি উৎপন্ন হয় বা হইতে পারে, সে প্রকারে অবস্থান করিলে কদাচই চলিবে না। পাতঞ্জল যোগসূত্রে আছে যে, "আসন সহজ ও স্থির হওয়া আবশ্যক; কিন্তু উহার টীকাকার ৮৪ প্রকার আসনের অবতারণা করিয়াও ক্ষান্ত না হইতে পারিয়া, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে অমুকের মতে আসন চৌরাশি সহস্র প্রকার। ফলত অনেকেই এই প্রকার'আসন কুস্তিতে' কাল নষ্ট করেন। এই সমুদায়ে পারদর্শী হইলেই যদি যোগী হওয়া যায় তবে কুস্তীগিরেরাও সাধক ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা তদ্রূপ সাধন কখনও করি নাই, অতএব উহার সফলতা বা বিফলতা সম্বন্ধে একটী স্থির সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারি না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে শরীর সুস্থ থাকিলে, শারীরিক প্রক্রিয়া অপেক্ষা মানসিক বা আন্তরিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই শীঘ্র ও অধিকতর মানসিক ফললাভ করা যায়। অনেকেই বলেন যে ২৫। ৩০ বৎসর কোন এক "সক্ষম" ব্যক্তি উপযুক্ত প্রকারে এতৎ প্রকার শারীর যোগ সাধন করিলে কৃতকার্য্য হওনের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন। অপিচ আসনাদি বিষয়ে এম, এ, উপাধি লাভও করিতে সক্ষম হয়েন। আজ কাল আমরা কতদিনই বা বাঁচিব যে ২৫ বৎসর এই কৌস্তিক সাধনায় প্রবৃত্ত থাকিব? বিশেষতঃ এই অল্পমাত্র কাল অধ্যাত্ম সাধন ব্যতীত অন্য প্রকার প্রক্রিয়া সাধনের কাল নহে, কারণ "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

একবার নহে, দুইবার নহে, ইহা তিনবার কথিত হইল। সুতরাং এখন কঠোর তপস্যাদি, ব্যায়ামাদি, বা কষায় যোগাদি অভ্যাস করিবার উপযুক্ত কাল নহে। সে কাল ফুরাইয়াছে। তাহার বুজরুকিহীন শিক্ষকও এখন নিতান্ত দুর্ল্লভ। এখন স্থির সহজ ও অক্লেশ উপবেশন করিলেই যথেষ্ট হইল।

৩। সংযম। ইন্দ্রিয়গণের চাঞ্চল্য থাকিলে মনঃস্থির হয় না। অনেক বৈজ্ঞানিক কঠোর সংযমী, কারণ সংযমী না হইলে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি বহুক্ষণ স্থির ভাবে হস্তে ধারণ করা যায় না। প্রসিদ্ধ কুস্তিগীরেরা সংযমী, নচেৎ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন বহুবিধ 'কসরৎ' নিষ্পন্ন করা অসাধ্য হইবে—অসম্ভব হইবে। এই কারণেই অলিম্পিক্ মেলায় মল্লযুদ্ধে যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিতেন, তাঁহারা সংযমী হইতে বিশেষ প্রয়াস পাইতেন। উপযুক্ত ব্যায়াম ইন্দ্রিয়সংযমের সহায়তা করে। শারীরিক স্থিরতার জন্য উহা যে পরিমাণে প্রয়োজন, মানসিক স্থিরতার জন্যও উহা সেই পরিমাণে প্রয়োজন। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ থাকিলে বিশেষ উপকার হয়। বহির্বিষয়ে শক্তিক্ষয় করা অন্যায়। বহুভাষী হওয়া দুর্ব্বলতা-জনক। বহু ভাব, বহু বাক্য, বহু বন্ধু, বহু পুস্তকাদি লইয়া থাকিলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। কু বিষয়াদির ত কথাই নাই। মন অপবিত্র ও বহু বিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকিলে চিত্তবিকার হেতু বিষয় বিশেষে মনোনিবেশ অসম্ভব। বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়ভোগ ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা বর্দ্ধিত করে। উহার বৃদ্ধি হইলে, অধ্যাত্ম-বিষয়-লালসা হ্রাস পায়। যদি তাহাই হইল, তবে কেই বা ও কিসেরই বা জন্য ইন্দ্রিয় বা মনঃসংযম করিবে। বাক্যাদি সংযমও নিতান্ত প্রয়োজন। অল্প ভাষণ, অল্প পর্য্যটনাদি বড়ই আবশ্যক। চিত্ত নিরুদ্বেগ না হইলে উহা স্থির হয় না। ফলত বহির্বিষয়ে যতই শক্তি প্রয়োগ হ্রাস পায় ততই শ্রেয়ঃ।

৪। চিত্তবৃত্তি নিরোধ। বহির্ব্যাপার সমূহ সর্ব্বদাই চিত্তাকর্ষণ করিতেছে। মানসিক বৃত্তি সমূহকে অভ্যাস দ্বারা তাহা হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া বস্তুবিশেষ বা বিষয় বিশেষের ধ্যানে নিযুক্ত করা সাধকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। রূপ রসাদিতে বিচরণশীল মনকে ক্রমশঃ ধ্যেয় বস্তু বা বিষয়ে নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির ভাবে রাখিতে হইবে। শাস্ত্রকারগণ বলেন যে নাভি, হৃদয়, জিহ্বাগ্র, নাসাগ্র, ভ্রূমধ্য, ললাটমধ্য, বা ব্রহ্মরন্ধ্রে চক্ষুদ্বয়কে স্থির ভাবে সংলগ্ন করিলে দৃষ্টি স্থির হইয়া মনঃস্থির ও চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। তাহা হইতেই 'চক্ষুস্থির' প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন যে ঈশ্বর-চিন্তা বা ধ্যান সংযম এবং চিত্তবৃত্তি নিরোধের শ্রেষ্ঠ উপায়। তিনি বলেন যে উপযুক্ত নিশ্বাস রোধাদি দ্বারাও এই সমুদয় ফল লাভ করা যায়। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা ইহাও বলেন যে প্রকৃত উপায়ে, উপযুক্ত মাত্রায়, সতত গুরুসাহায্য লইয়া প্রাণায়াম না করিলে কুষ্ঠব্যাধি উন্মত্ততা যক্ষ্মা প্রভৃতি অতীব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। কখন কখনও বা হঠাৎ মৃত্যুও ঘটে। এতৎ কারণে অনুজ্ঞা করিয়াছেন যে সতত গুরুসাহায্য ব্যতীত উহা করণীয় নহে। এই প্রকার সাধনেই 'গুরু' অবশ্য কর্ত্তব্য, অন্যত্র আমরা তৎপ্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি করি না। অল্প দিন হইল এক প্রকার বিষম যোগ-রোগ ব্রাহ্মসমাজের

দেহে প্রবেশ করিয়াছে বটে কিন্তু ইহারই মধ্যে প্রাণায়ামাদি-জনিত মস্তিষ্ক ও হৃদয়-নষ্টকর ব্যাধিসমূহ দুই একস্থলে ভয়ানক মাত্রায় দেখা দিয়াছে। দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ ব্রাহ্ম-যোগ-সম্প্রদায়ের নিকট বোধ হয় তাহা অবিদিত নাই। অন্যত্রেও আমি ইহার ভীষণ মূর্ত্তিধারী কুফল সমূহ দৃষ্টিগোচর করিয়াছি। অতএব আমরা প্রাণায়াম চাহি না,—'বাসনায়াম্' অপার বাসনার "নির্ব্বাণ" চাহি, শারীর যোগ সাধনের পক্ষপাতী নহি।

৫। ধ্যেয় বস্তু। কি ধ্যান করিব? যোগশাস্ত্র বলেন যে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ ও আত্মা সমাহিত হইলে যে কোন বিষয়ের ধ্যান করিবে, তাহারই সম্বন্ধে তথ্য অবগত হইবে। এত গেল সিদ্ধাবস্থার কথা। অসিদ্ধ সাধনাবস্থায় কি ধ্যান করিব? বৌদ্ধ যোগী আত্মতত্ত্বাদি বিষয় ধ্যান করেন, অথবা সর্ব্বধ্যান বর্জ্জন করিয়া মানসিক শূন্যতা লাভ চেষ্টা করেন। শূন্যতা ও মৃত্যু একই কথা। আমরা শূন্যতা চাহি না। পূর্ণতা চাহি। আত্মার নির্ব্বাণ চাহি না; নীচ, অসার ও চঞ্চল বাসনার নির্ব্বাণ কামনা করি। আস্তিক সাধক ঈশ্বরধ্যান করেন। মহর্ষি পতঞ্জলি ইহাকেই উচ্চতম স্থান অর্পণ করিয়াছেন।

ঈশ্বরধ্যান কিন্তু একটী গোল মেলে কথা। উহা কি প্রকারে ও কি আকারে কর্ত্তব্য? তাহার বিষয়, নাম, বা স্বরূপ বিশেষে মনকে স্থির ভাবে প্রয়োগ করা চাই। প্রার্থনা, উপাসনাদি কালে, তাঁহার মধ্যে বা নিকটে রহিয়াছি, ইহাই প্রত্যক্ষ বা অনুভব করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। কিন্তু নামাদির মধ্যে কোন্‌টি ধ্যান করি? যে স্বরূপাত্মক নাম বা স্বরূপ চিন্তা করিলে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস বা আনন্দের উদয় হয়, তাহাই ভাবিতে হইবে। চিত্ত আকর্ষণশীল বস্তুতে সহজেই স্থির হইবে, কারণ মন ও হৃদয় উভয়ে যুক্ত হইয়া ইচ্ছার সহিত কার্য্য করিবে, আত্মার সমুদায় বৃত্তি বহির্বিষয় হইতে নিগৃহীত হওত অন্তর্মুখীন হইয়া এককালে এক কার্য্যে রত হইবে। কিছুকাল ক্রমাগত নিয়মিত সময়ে উপযুক্ত মাত্রায় এই প্রকার করিলে আত্মার গূঢ়, অত্যুচ্চ ও বর্ণনাতীত আনন্দানুভূতি জন্মিবে, আত্মা তখন ভূমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইবে। তখন ঈশ্বরজ্ঞানের ক্ষীণ পিপাসা ঈশ্বরদর্শন লালসারূপ অদম্য ও খরতর বেগবান প্রবাহের আকার ধারণ করিবে। সেই সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়লালসা ইন্দ্রিয়সুখলিপ্সা চঞ্চলতা প্রভৃতি আত্মার অর্জ্জিত ধর্ম্ম সমূহ লোপ পাইতে থাকিবে। ব্রহ্মজ্ঞান ও অহেতুক ব্রহ্মপ্রেম যতই স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকিবে ততই মন ও হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তি সমুদায়ের স্ফুরণ আরব্ধ হইবে; চঞ্চলতা, দুর্ব্বলতা, অজ্ঞানাদি ক্রমে দূর হইতে থাকিবে; আত্মার নিদ্রিত বৃত্তি ও শক্তি নিচয় জাগরিত হইতে থাকিবে।

"হৃদয়-কাননে ফুটিবে ফুল,
চারিদিক হ'বে সৌরভে আকুল"।

এই কারণেই ঋষিগণ দূর অতীত কাল হইতে নিদ্রিত মানবকে বলিতেছেন "উঠ! জাগ! আত্মা ও পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া মুক্ত ও কৃতার্থ হও।" আত্মার সমুদায় শক্তি বলপূর্ব্বক এককালে প্রয়োগ না করিলে, উহাদের সম্যক স্ফুরণ হয় না এবং তাহা না হইলেও ব্রহ্মকে লাভ করা যায় না। উপনিষদের ঋষিগণ বলিতেছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"।

পুনশ্চ, যে স্বরূপ সাধন করিব তাহা সত্যমূলক হওয়া আবশ্যক। মিথ্যার

দ্বারা সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। মিথ্যা ভিত্তির উপরে সত্য-গৃহ নির্ম্মাণ কে কখন করিয়াছে? সরল ও ব্যাকুল ভাবে যদি ভ্রমবশতঃ মিথ্যাকেই ধরি, ভাবদর্শী ভগবান অবশ্যই পরিশেষে কৃপাপূর্ব্বক সত্যালোক প্রকাশ করিবেন সন্দেহ নাই। তখন পুনরায় সত্যের ধ্যান ও ভজনা করিতে হইবে—মূলদেশে নামিয়া আসিতে হইবে। ইহাতে বিলম্ব হইবে। নচেৎ সত্য ও মিথ্যা উভয় দ্বারাই একই কালে একই প্রকারে সত্যে উপনীত হইলে, এতদুভয়ের পার্থক্য কোথায়, জ্ঞান ও অজ্ঞান ত একই হইল। জ্ঞানের পুরস্কার ও অজ্ঞানের শাস্তি তবে কি হইল? অতএব সত্যের ভজনা না করিলে সত্য, সত্য স্বরূপের দর্শনলাভ করা অসম্ভব। সত্যের ধ্যান ও পূজা করিতে হইলে সত্যভাষী, সত্যকারী, সত্যাচারী, এবং সত্যপ্রিয় হওয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য, নচেৎ সত্যের প্রকৃত ভজনা হওয়া আকাশ কুসুমবৎ অলীক মাত্র।

এক একটী স্বরূপ এক এক প্রকৃতির আত্মার প্রিয়, অতএব উপযোগী। যে স্বরূপটী সাধন করিবে, আত্মাও সেই ভাবরঞ্জিত হইবে। যথা, তৈলপায়িক কুম্ভির পোকার ধ্যান করিতে করিতে, তাহার প্রকৃতি অনেক পরিমাণে লাভ করে। একটী স্বরূপ সাধন করিতে করিতে, অন্যগুলি একে একে, নভোমণ্ডলে তারকা উদয়ের ন্যায়, যেন, নৈশ অন্ধকারের ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। ধ্যানে প্রেমাদি বর্ণের মাখামাখী না হইলে আত্মায় তাঁহার স্বরূপের রং খুলে না। স্বরূপ ফুটিতে থাকিলে অজ্ঞান ও অপবিত্রতা অপসৃত হইবেই হইবে, কারণ সমল সলিলে কোন বস্তুর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়ে না, ও জ্যোতির সম্মুখে তিমিররাশির অবস্থান অসম্ভব। আত্মা যতই স্থির ও নির্ম্মল হইবে স্বরূপের প্রতিবিম্ব ততই স্পষ্টতর হইয়া পড়িবে। উহা বিধর্ম্মী পদার্থকে নাশ করিবে যেমন জ্যোতির প্রকাশে তম তিরোহিত হয়। অতএব ধ্যেয় বস্তুর সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতার সহিত সাধকের নির্ব্বাচন-শক্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। একেশ্বরবাদী সাধকগণ যে সমুদায় স্বরূপাত্মক মন্ত্রাদি সাধন করেন, তাহার কয়েকটী নিম্নে উল্লিখিত হইল।

১। ওঁ তৎসৎ।
২। ওঁ সচ্চিদেকম্ ব্রহ্ম।
৩। ওঁ সত্যং শিবং সুন্দরং ব্রহ্ম।
৪। ওঁ সচ্চিদানন্দং।
৫। ওঁ সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।
৬। ওঁ শান্তং শিবং অদ্বৈতং।
৭। ওঁ শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং। (প্রভৃতি)

অদ্বৈতবাদী "তত্ত্বমসি" "সোঽহং" প্রভৃতি মন্ত্রের ধ্যান করেন।

৭। নাম ও সঙ্গীত সাধন। স্বরূপ ও স্বরূপাত্মক নাম ধ্যান একই বস্তু। কিন্তু সাধারণতঃ নাম সাধনে ধ্যানের ন্যায় গভীরতা থাকে না। হৃদয়তন্ত্রীর সহিত সুর মিলাইয়া বিভুগুণগান করা আত্মার পক্ষে বিশ্রাম, আমোদ ও বিশেষ মঙ্গলজনক। সর্ব্বদাই নিরুদ্ধ-চিত্তবৃত্তি হইয়া ধ্যাননিরত থাকা সম্ভবপর নহে। মস্তিষ্কের অবকাশ প্রয়োজন, নচেৎ অত্যধিক-তপ্ত মৃণ্ময় তণ্ডুলাধারের তণ্ডুল সিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই উহার শত খণ্ড হওনের ন্যায়, উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে ব্যাঘাৎ জন্মিবে। নাম, স্বরূপ ও ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতের শাব্দিক বা মানসিক স্বভাব আবৃত্তি নানা প্রকারে উপকার-জনক। এই সমুদায় অভ্যাসের সহিত "তস্মিন্ প্রীতিঃ"

ও "তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনং" থাকিলে সোনায় সোহাগা হইল, না থাকিলে চলিবেই না।

প্রকৃত রূপে নাম করিতে পারা ও ব্রহ্মদর্শন সম্ভোগ করা একই কথা। এবং ব্রহ্মদর্শন ও প্রকৃত জীবনও একই বস্তু। সেই জন্যই গুরু নানক বলিয়াছেন,

"আঁখা জীবা ; বিসরে মর্‌জানা ;
আওখান্ আঁখা সাঁচা নাম ;
সাঁচা নাম্‌কি লাগে ভুখ্,
যো খাওয়ে সো তরিয়াওয়ে দুঃখ।"

অর্থাৎ তাঁহাকে স্মরণই জীবন, বিস্মরণই মৃত্যু। খাঁটি নামই প্রকৃত জীবন। সেই নামেই ক্ষুধা জন্মিলে, উহা যিনি ভোজন করেন, তিনি দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইয়া অক্ষয় আনন্দধাম লাভ করেন। এই কারণেই মহামতি ব্যাসদেবের সর্ব্ব বিধির এক বিধি এই যে "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ", এবং নিষেধ এই যে "ন বিস্মর্ত্তব্যঃ কদাচন"। এই কারণেই রোমীয় সাধক বলিয়াছেন কেবল প্রতি নিশ্বাসে নহে, যতবার নিশ্বাস প্রশ্বাস লইবে তদপেক্ষা অধিকবার তাঁহার প্রেমমুখ স্মরণ করিবে। যাঁহার "অজপা"ও সাধিত হইয়াছে, তিনিই ধন্য। তাঁহার ভাব ঈশ্বরের সঙ্গে চখোচখি, মাখামাখি।

এই যে "দমে দমে" নাম লওয়া ইহা কল্পনা না প্রকৃত প্রস্তাবেই সম্ভব, তাহা যিনি ভাবপ্রেমসিক্ত আত্মার সৌম্য মূর্ত্তি ও নির্ব্বাত নিস্কম্প দীপশিখাভাব পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তিনিই জানেন। এইরূপ সাধুগণ চাহনিতে, এবং সর্ব্ববিধ কার্য্যের দ্বারা ব্রহ্মনাম প্রচার ও গুণকীর্ত্তন করেন। তাঁহাদের যোগের আঁখমে নিশান, অন্তর আঁখ্‌মে পছান।" তাঁহাদের হৃদয় মধু-চক্র-সদৃশ, মধুর সৌরভময় ও চিত্তভৃঙ্গাকর্ষক। তাঁহাদের আত্মা, যেন, আনন্দ ও মাধুর্য্যরসে বিভোর হইয়া গাহে "কেবা শুনায়েছিল তব নাম, জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ" এবং "পরাণ বহে উজান তোমারি বাঁসরি শুনে।" নাম বৃথা উচ্চারণ করিলে বিপরীত ফল হয়; অর্থাৎ নামাপরা হয়। বৃথা নাম লওয়ার অর্থ এই যে, যে সময়ে মন বিষয়ান্তরে নিযুক্ত তৎকালে শূন্যভাবে নাম উচ্চারণ করা শুষ্কতাজনক। শূন্য ভাবে, অর্থাৎ প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি ভাবশূন্য হইয়া নাম বস্তুকে কেবল শাব্দিক স্বভায় পরিণত করিতে করিতে একটী বৃথা নাম করিবার প্রবৃত্তি ও কুঅভ্যাস জন্মে। এবং তজ্জনিত আধ্যাত্মিক অবনতিও অনিবার্য্য। মহাজনেরা নাম মাহাত্ম্য একস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—এমন কি নামকে নামিত বস্তু অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ কেবল তদ্দারাই তিনি লভ্য। বস্তুতঃ ধারণার অবস্থাতে নাম ও নামিত বস্তুর প্রভেদ দূর হয়। এবং সমাধির অবস্থায় নাম করে কে? আত্মা তখন আত্মবিস্মৃত হয়, ব্রহ্ম-রসাস্বাদনই তখন তাহার জীবন। তখন জীব 'আপনা হারায়ে তাঁহারে পায়।'

৯। অন্যান্য সহকারী উপায়। চিত্তকে সাধনের উপযোগী ও অনুকূল করিতে হইলে প্রথমতই সত্যাসত্য, সারাসার-বিচার-জনিত বিবেক ও বৈরাগ্য প্রয়োজন। অসার ত্যাগ করিয়া সার জ্ঞান ও লাভের আকিঞ্চন হইলেই 'বাসনায়াম' বাসনার সংযম স্বভাবতই হইবে। কোন ব্রাহ্ম কবি গাহিয়াছেন,

"এস প্রভু, এস, এস, হৃদয় মাঝে, হবে শুভ নিশ্চয়।" এই বাসনা ও হৃদয়ে আসা বড় পৃথক নহে। হৃদয়ে না আসিলে, হৃদয় না আস্বাদ, না ঘ্রাণ পাইলে, কেন তাঁহার প্রতি উহা এত ধাবিত হইবে?

গভীর বারিধিতে নিমগ্ন হইয়া হস্ত-পদ ইতস্ততঃ বলপূর্ব্বক সঞ্চালন করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। ইতস্ততঃ যাইলে বিপদ, স্থিরভাবে ইচ্ছা সংযত ও চেষ্টা সংযত করিয়া গন্তব্য পথে যাইতে হইবে। আত্মা স্বয়ংই আপনার "ইঞ্জিনিয়ার"। উহার ব্যাকুল ইচ্ছা থাকিলে, তৎপূরণের পথ উহা নিজেই আবিষ্কার করিবে ও খুজিয়া লইবে। যাহা যাহা করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুবিধা হইবে, উহা তাহাই জানিতে পারিবে ও করিবে। প্রকৃত সাধু ইচ্ছা ব্যর্থ হয় না। ক্ষুৎ পিপাসাদি অশিক্ষিত বৃত্তি, ধর্ম্মবৃত্তিও তদ্রূপ। উহারা আত্মশিক্ষাপ্রাপ্ত।

সৎসঙ্গ, সৎগ্রন্থ, সদালোচনা হইতে জীবন্ত ও মৃত ব্যক্তিগণের সাধুচিন্তা, ভাব, সাধন রহস্যাদি অবগত হওয়া যায়, এবং বিবেক বৈরাগ্যাদি মহোচ্চ ভাবোদ্দীপক বাক্যগুলি আত্মার বল, স্বাস্থ্য, এবং স্ফূর্ত্তি সম্পাদন করে।

আত্মপরীক্ষাদি দ্বারা বিশেষ কল্যাণ হয়। আমাদের কি অভাব, কি পরিমাণে উহা বিদূরিত হইতেছে, বা না হইতেছে, তৎসম্বন্ধে কি কি করিতেছি বা না করিতেছি বা করা যাইতে পারে ইত্যাকার ভাবনা দ্বারা আত্মোন্নতি ও সাধন-সোপানে আরোহণের সম্যক সহায়তা লাভ করা যায়।

লক্ষ্য স্থির হওয়া আবশ্যক। 'আমরা কি চাই' স্থির হইলে, কোন্ পথে, কোন্ উপায়ে উহা লাভের সহায়তা ও সুবিধা হইবে স্থির করিয়া, লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি বদ্ধ রাখিয়া অবিচলিত ভাবে পদসঞ্চালন করিতে হইবে; নচেৎ ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান ব্যক্তি কখনই গন্তব্য স্থলে উপনীত হইবেন না, বরং কাসী গমনের উদ্দেশে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মক্কাধামে যাইয়া উপস্থিত হইবেন।

এই ত গেল অতিশয় সঙ্ক্ষেপে সহজ ও প্রকৃত অধ্যাত্ম যোগ সাধনের সম্বন্ধে কয়েকটী মাত্র মোটামুটি কথা। ইহার মূল আত্মা ও আত্মজ্ঞানে, কিন্তু শাখা জীবনের প্রত্যেক বিভাগের উপর। "সাধন এই কথাটীর আদি, মধ্য ও অন্ত্য অক্ষর কি, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তবে বলি "চরিত্র, কর্ত্তব্য ও আত্মবশীকরণ।" প্রকৃতিস্থ আত্মার পক্ষে এই সমুদায় স্বাভাবিক কার্য্য, সাধনের বস্তু নহে। কিন্তু আমাদের আত্মা বিকৃত, অতএব প্রথমতঃ উহাকে প্রকৃতিস্থ করা প্রয়োজন। উহার প্রকৃষ্ট উপায় বহুতর সদ্গ্রন্থে ও সাধুমুখে এবং বিবেচনা দ্বারা লাভ করা যায় বটে, কিন্তু সাধন-প্রবীণ ব্যক্তিগণই শ্রবণাদি ও পরীক্ষাদি দ্বারা উহা উত্তম রূপ জানেন। আমাদের লক্ষ্য উচ্চ হওয়া চাই, কখনই নীচ হওয়া উচিৎ নহে। যদি আমাদের চরিত্র মৌলিক না হয়, তাহা হইলে কোন আদর্শ-চরিত্র সম্মুখে রাখিয়া তাহার নকল করিতে হইবে। ইহাতে কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণ সম্ভব নহে। পাপ হইতে মুক্তি কামনা করিবার, অজ্ঞানতিমির হইতে উত্তীর্ণ হইবার, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই সেই উত্তম পুরুষের সহিত নিত্যযোগে মিলিত হইবার বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, পিপাসা ও আশা করিবার অধিকার প্রত্যেক মানবেরই থাকা উচিত এবং আছে। এই

রূপ আগ্রহই মুক্তির হেতু। কিন্তু কার্য্য নাই অথচ কেবল আগ্রহ আছে ইহা কোন কার্য্যকর নহে। ইহার সহিত চেষ্টা থাকা চাই। মুক্তি বা যোগ, কিছু, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের পৈত্রিক বা একচেটীয়া সম্পত্তি নহে। সর্ব্বত্রই জীবের প্রাণে পিপাসা আছে এবং পিপাসা শান্তির নির্ম্মল ও শীতল সলিলের উৎসও আছে। ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রাণে ধর্ম্মাভিমান-জনিত স্ফীতি অবৈধ।

ক্রমশঃ।

বিহঙ্গম-বার্ত্তা।

প্রাণিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা কালে আমরা সাধারণতঃ বিষম ভ্রমে পতিত হই। মনুষ্য জাতির সহিত তুলনা না করিয়া আমরা বড় একটা প্রাণীদিগের বুদ্ধি চাতুর্য্যের প্রশংসা করি না। সেই নিমিত্ত মনুষ্য-বুদ্ধির সমকক্ষ কতকগুলি জন্তু ব্যতীত অনেক প্রাণীকে সকলে অপদার্থ মনে করেন। ঈশ্বর ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলকেই অল্প বিস্তর পরিমাণে তাঁহার অসীম জ্ঞানের অংশ দান করিয়াছেন। সুতরাং আমাদিগের সেই জ্ঞানটুকু পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য—তুলনা করিয়া প্রাণীগণকে নির্ব্বোধ বলা বিধেয় নহে।

জন্তুদিগের মধ্যে পক্ষী জাতির বুদ্ধির অধিক প্রশংসাবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না। দুই চারিটা পক্ষীকে সাহিত্য ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেখা যায়। প্রভাত বাতান্দোলিত নদী তীরস্থ উচ্চ বিটপীর উপর অসংখ্য পক্ষীর কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত গ্রামবাসীকে জাগাইয়া দেয়, মধ্যাহ্নের বিশ্বদগ্ধকারী সূর্য্যের কিরণ-জালের মধ্য হইতে ছায়াময় আম্র কাননস্থ ঘুঘুর ডাকে যেন শীতলতা ফুটিয়া বাহির হয়। সুমধুর সন্ধ্যাকালে অদূরস্থ কুলায়ে আগত পক্ষীদিগের সন্ধ্যাবন্দনা শ্রমকাতরের শ্রমবেদনা দূর করে। স্বরের এই অভাবনীয় মনোহারিত্বে ভাবুকের হৃদয়ে ভাবের উৎস উথলিয়া উঠে, কবি মোহিত হইয়া কাব্যের শোভা বর্দ্ধন করেন। স্বরের মাহাত্ম্য লইয়াই সেলির "স্কাইলার্ক", ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "কুকু" ইত্যাদি।

পক্ষীর সুকণ্ঠের অনেক বর্ণনা আছে কিন্তু ইহার সদ্গুণের আদর কোথাও নাই। সাধারণে পক্ষীকে অতি অপদার্থ বলিয়া মনে করেন। গর্দ্দভ যেমন মূর্খের উপমাস্থল হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ পক্ষীদিগের মূর্খতা সংক্রান্ত Silly as a snipe, Foolish as a buzzard প্রভৃতি কতকগুলি কথা প্রচলিত আছে। এই সকল মূর্খতাজ্ঞাপক কথা শুনিলে পক্ষীদিগকে যেরূপ বুদ্ধিহীন বলিয়া মনে হয় প্রকৃত পক্ষে তাহারা সেরূপ নহে। পক্ষীজাতির ঐন্দ্রিয়িক পূর্ণতা ও কার্য্যকলাপ দেখিলে আমাদিগের বদ্ধমূল বিশ্বাস উন্মূলিত হইয়া যায়।

সাধারণতঃ পক্ষীদিগের মস্তিষ্ক স্তন্যপায়ী পশুগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহাদের মস্তিষ্ক সর্ব্বাংশে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। যে অনুসারে মস্তিষ্ক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তদনুযায়ী বুদ্ধিও বিকশিত হইয়া থাকে। পেরু, রাজহংস প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নির্ব্বোধ পক্ষীদিগের মস্তিষ্ক অতি নিকৃষ্ট। মাংসাশী পক্ষীদিগের মধ্যে মস্তিষ্কের কার্য্য অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। নিম্নোদ্ধৃত তালিকা পাঠে নানা জাতীয় পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জন্তুদিগের শরীরের তুলনায় মস্তিষ্কের পরিমাণ কত তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যায়।

The brain of the canary is equal in bulk to 1—14th of the body; barncock, 1—25th; sparrow, 1—25th; chaffinch 1—27th; robin, 1—32nd; black bird, 1—68th; duck, 1—256th; eagle, 1—260th; goose, 1—360th. In man the brain varies from 1—22nd of the body to 1—32nd; the higher apes, 1—30th; cat, 1—94th; the dog, 1—161st; the horse, 1—400th; and the elephant 1—500th.

(The intelligence of animals.)

পক্ষীজাতির দৃষ্টি শক্তি অতি তীক্ষ্ণ। ইহাদিগের চক্ষের একটু বিশেষত্ব আছে। সেই নিমিত্ত যে দ্রব্য দূরবীক্ষণ ব্যতীত আমরা দেখিতে পাই না অনেক পক্ষী তাহা সচ্ছন্দে নিরীক্ষণ করিতে পারে। কতকগুলি প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত একটি মৃগের মাংস, নাড়ীভুঁড়ি প্রভৃতি বাহির করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি খড় পুরিয়া তাহাকে কোনও মাঠে রাখিয়া ছিলেন। ক্ষণকাল পরে উচ্চ আকাশের কোলে কতকগুলি কৃষ্ণ বিন্দু দেখা গেল। সেই বিন্দুগুলি ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া নীচে নামিতে লাগিল। অনতিকাল মধ্যে দেখা গেল তাহারা একদল শকুনী। শকুনীগণ হরিণের নিকট আসিয়া তাহার চর্ম্মে চঞ্চু স্থাপন করিয়াই যেন কিছু বিষণ্ণ হইয়া উড়িয়া গেল। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে শকুনীর দল অতি উচ্চ আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত স্থান হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া নামিয়াছিল। ঘ্রাণশক্তির সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। মার্টিন নামক পক্ষী সহস্র হস্ত দূর হইতে একটী মশককে দেখিতে পাইলেও তাহাকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিয়া গ্রাস করে। কাইট পক্ষী আমাদিগের দৃষ্টির অগোচর স্থান হইতে নিম্নস্থ কোনও জলাশয়ের উপরে একটী মৎস্য ভাসিলে তাহা দেখিতে পায়। চীলেরা গৃহচূড়া হইতে অকস্মাৎ যেরূপ ক্ষুধার্ত্তের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয় তাহাতে তাহাদিগের দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা করা যাইতে পারে। কথিত আছে তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রাণিগণ অতিদ্রুতগামী হইয়া থাকে। বোধ হয় সেই কারণেই পেচক প্রভৃতি কতকগুলি নিশাচর পক্ষী ব্যতীত অধিকাংশ পক্ষী অতিশীঘ্র বহুদূর উড়িয়া যাইতে পারে।

দৃষ্টিশক্তির ন্যায় পক্ষীদিগের শ্রবণশক্তিও অত্যন্ত প্রবল। পক্ষীরা যেরূপ নানাবিধ স্বর বাহির করে তাহাতে ইহাদের শ্রবণ-শক্তির তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পায়। কারণ, দ্রুতগামিতা ও দৃষ্টির তীক্ষ্ণতার যেরূপ নিকট সম্বন্ধ শ্রবণ-শক্তির সহিত বাকশক্তিরও তদনুরূপ সম্বন্ধ আছে। উভয় শক্তির মধ্যে একটীর হ্রাস হইলে সেই সঙ্গে অপরটীও হ্রাস হয়। অধিকাংশ বধির প্রাণী বিশেষতঃ পক্ষীগণ প্রায়ই বোবা হয়। অনেকে দীর্ঘচঞ্চুবিশিষ্ট পক্ষীদিগকে বধির বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই তাহারা নানা কণ্ঠে গীত গাহিতে পারে। সুতরাং তাহাদের শ্রবণশক্তি অপেক্ষাকৃত হীন হইতে পারে কিন্তু এককালে নাই বলা যায় না। যদি আমরা ছানা শুদ্ধ একটী চড়ুই পক্ষীর বাসা কার্ণিস হইতে নামাইয়া ঘরের বাহিরে কোন নিভৃত স্থানে রাখিয়া দিই, তাহা হইলে ছানা গুলির স্বর লক্ষ্য করিয়া তাহাদের পিতা মাতা তাহাদিগকে খুঁজিয়া লইতে পারে। এস্থলে দৃষ্টি অপেক্ষা শ্রবণ শক্তির অধিক প্রশংসা করা যাইতে পারে।

পক্ষীদিগের ঘ্রাণ শক্তি তত তীব্র নহে। অনেক পক্ষীর চঞ্চুর উপর রন্ধ্র নাই। তাহারা মুখ দিয়াই গন্ধ গ্রহণ করে। যাহাদের চঞ্চুর উপর রন্ধ্র আছে তাহারা

অন্যান্য পক্ষী অপেক্ষা অধিক মাত্রায় ঘ্রাণ-শক্তি সম্পন্ন। অনেকে বলেন যে সকল কপোত কপোতী দূতের ন্যায় পত্রাদি বহন করিয়া শতযোজন দূরে গমন করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে, তীব্র ঘ্রাণশক্তি তাহাদিগের চালক। টুলোস্ হইতে একটী কপোতকে ঝোড়ায় করিয়া আবদ্ধ করত কোন সুদূর স্থানে ছাড়িয়া দিবার পর সে অনন্ত আকাশ পথ চিনিয়া দুইটী ক্ষুদ্র পক্ষ বিস্তার করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছিল। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে কপোত প্রত্যাগমনকালে শ্রবণ ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে সার্ জন রস্ স্কটল্যাণ্ড হইতে একটী কপোত লইয়া ওইলিংটন্ সাউণ্ডে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু সপ্তাহকাল পরে উক্ত কপোত আপন স্থানে প্রত্যাগমন করে। দুই হাজার মাইল দূরস্থিত হিমময় সুমেরু কেন্দ্র হইতে কপোত কখনই দৃষ্টি শক্তির অভাবনীয় প্রভাব-বলে স্বস্থান দেখিতে পায় নাই। তবে কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিল, এ রহস্য ভেদ করা বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত।

স্বাদ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা পক্ষীদিগের নাই। উহারা চর্ব্বণ না করিয়া আহার দ্রব্য গলাধঃকরণ করে। উহাদিগের জিহ্বা অতিরিক্ত কঠিন বলিয়া কোনও রূপ স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। কঠিন হইলেও কোনও কোনও জাতীয় পক্ষীর জিহ্বার অতি আশ্চর্য্য কার্য্য দেখা যায়। এক জাতীয় পক্ষী অতি অদ্ভুত কৌশলে পুষ্প হইতে মধু চুসিয়া লইতে পারে। অপর এক জাতীয় পক্ষীর জিহ্বা তীরের কার্য্য করে—তারা তদ্দারা পতঙ্গাদি বধ করিতে পারে। জিহ্বার পক্ষে এ সকল কার্য্য অদ্ভুত বটে কিন্তু জিহ্বার প্রধান কার্য্য যে আস্বাদ গ্রহণ করা তাহার সহিত এ সকল কার্য্যের কোন মাত্র সম্বন্ধ নাই।

পক্ষীদিগের বিলক্ষণ অনুভব শক্তি আছে। থাবা দ্বারা ইহাদিগের অনেক কার্য্য সম্পন্ন হয়; এবং সর্ব্বদা থাবার ব্যবহার হেতু উহার অনুভব শক্তি এত অধিক যে অনেকে তুলনা করিয়া চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষা পক্ষিজাতির অনুভব শক্তির অধিক প্রশংসা করেন।

পক্ষিজাতির ইন্দ্রিয় সকল যেরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তাহাতে উহাদিগকে বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী বলা যায়। উহাদিগের বুদ্ধিচাতুর্য্যের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এস্থলে দুই একটী মাত্র উল্লেখ করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

এক একটী পক্ষিজাতিকে ঈশ্বর এক একটী স্বর দিয়াছেন। জন্মাবধি তাহারা সেই ঈশ্বরদত্ত স্বরে গীত গাহিয়া থাকে। কিন্তু শিক্ষা দ্বারা পক্ষীর স্বরেরও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতে পারে। এতৎ সম্বন্ধে লি সোদ্‌বি (Leigh Sothcby) একটী রহস্যজনক ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। একটী ক্যানারি পক্ষীর ডিম্ব হইতে সদ্য-পরিস্ফুট একটী শাবককে স্থানান্তরে রাখা হইয়াছিল। সে তাহার রক্ষকের দুই চারিটী কথা ব্যতীত কখন স্বজাতির কণ্ঠ-স্বর শুনিতে পায় নাই। যখন সে প্রথম স্বর উচ্চারণ করিল তখন সকলে বিস্মিত হইয়া শুনিল পাখী চুম্বনের অনুকরণ করিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া "kissie, kissie," শব্দ করিতেছে। তাহার পর কিছুক্ষণ ধরিয়া Dear, sweet Fitchie, kiss Minnie; kiss me then, dear Minnie" ই-

ত্যাদি, নানারূপ অর্থযুক্ত বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিল।

একদা এক মালি কোনও উদ্যানে কার্য্য করিতেছিল। এমন সময় কোথা হইতে একটী পক্ষী আসিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য করুণ কণ্ঠে ইঙ্গিত করিতে লাগিল। অবশেষে মালি পক্ষীর অনুসরণ করিল। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিল পক্ষীর বাসায় কতকগুলি শাবক রহিয়াছে এবং নিকটে এক বিষধর ফনা বিস্তার করিয়া শাবকগুলিকে গ্রাস করিবার উদ্যোগ করিতেছে। মালি গিয়াই সর্পকে বধ করিল। পক্ষী মহা আহ্লাদিত হইয়া উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিল। সন্তানের প্রতি অনির্ব্বচনীয় স্নেহ বশত পক্ষী উক্তরূপ কার্য্য করিয়াছিল; নতুবা বিপদকালে এরূপে শরণাগত হওয়া স্বভাব-সুলভ বলিয়া মনে হয় না।

পক্ষীণাং বায়সো ধূর্ত্তঃ—আমাদের দেশে এইরূপ প্রবাদ আছে। শুধু আমাদের দেশে নয় কাক সর্ব্বত্রই ধূর্ত্ত। উহারা এত সতর্ক যে ব্যাধ কিম্বা বন্দুকধারী দেখিলেই বুঝিতে পারে যে ভয়ের কারণ উপস্থিত। এবং একটী কাকের সাহায্যে ইঙ্গিতমাত্রেই দল শুদ্ধ উড়িয়া যায়। সুশিক্ষিত ফৌজ এমন করিয়া সঙ্কেত বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে কি না সন্দেহ। বায়সগণের স্মরণ শক্তি আছে কি না সহজে তাহা বুঝা যায় না। তথাপি যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে ইহাদের অপূর্ব্ব স্মরণশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি একটী দাঁড়কাক পুষিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি দাঁড় কাকটীকে তাহার বাসা হইতে চুরি করিয়া আনিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দেন। সকলেই পাখীটীকে ভালবাসিত। কিন্তু পিঞ্জরে পক্ষী সুখে ছিল না। সে কেবল অনন্ত আকাশ পানে চাহিয়া থাকিত। একদিন সে পলায়ন করিল। গৃহকর্ত্তা বুঝিলেন যে তাঁহার পাখী পোষ মানিবার নহে।

এই ঘটনার এক মাস পরে একদিন উক্ত গৃহস্বামী বেড়াইতে যাইতেছিলেন। তাঁহার মাথার উপর দিয়া সেই দাঁড় কাকটী উড়িয়া যাইতেছিল। অনেক দিনের পর সে তাহার প্রভুকে দেখিয়া আনন্দে ক-অ, ক-অ, করিতে করিতে তাঁহার স্কন্ধোপরি আসিয়া বসিল। গৃহস্থ তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত পক্ষীর স্মরণশক্তি ও মিত্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পক্ষী অনেক ক্ষণ তাঁহার সহিত কৌতুক করিয়া উড়িয়া গেল। তিনিও তাহাকে আর আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন না।

পক্ষীর প্রত্যুৎপন্ন মতি। একদা এক কুকুর একটী পাখী ধরিয়া তাহার প্রভুকে আনিয়া দিল। প্রভু দেখিলেন পক্ষী মৃত প্রায় হইয়াছে। তাহার শরীরে আর কোনও রূপ জীবনের লক্ষণ নাই। সুতরাং তিনি তাহাকে মাটীর উপর রাখিয়া দিলেন। অনেক ক্ষণ পরে পক্ষী ধীরে ধীরে তাহার একটী চক্ষু উন্মীলন করিল। তদ্দর্শনে তিনি তাহাকে তুলিয়া লইলেন। পক্ষী মৃতবৎ তাঁহার হস্তে পড়িয়া রহিল। তৎপরে তিনি তাহাকে পকেটে পুরিয়া রাখিলেন। ক্ষণকাল পরেই তাহার বোধ হইল পক্ষীটী নড়িতেছে। তৎক্ষণাৎ পক্ষীকে বাহির করিয়া দেখিলেন যে সকলই তাঁহার ভ্রম। তখন তিনি যেন কিছু বিস্মিত হইয়া পক্ষীটীকে ভূমে রাখিয়া আপনি অন্যদিকে অগ্রসর হইলেন। কিয়ৎকাল পরেই চতুর পক্ষী চক্ষু চাহিল,

তাহার পর মাথা তুলিল, অনন্তর দ্রুত-বেগে উড়িয়া গেল। উক্ত ব্যক্তি দূর হইতে এই সকল দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কোনও কোনও পক্ষিজাতির মধ্যে একতা দেখিতে পাওয়া যায়। একদা এক চড়ুই পাখী কোনও এক সোয়ালো পক্ষীর বাসা অধিকার করিয়াছিল। সোয়ালো তাহার শত্রুকে তাড়াইবার অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হওয়ায় অপর কতকগুলি স্বজাতি বন্ধুকে ডাকিয়া আনিল। অনেকে একত্র হইয়াও শত্রুকে তাড়াইতে পারিল না। অবশেষে সকলে মিলিয়া এক উপায় স্থির করিল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বাসার উভয় পার্শ্বে শত্রুনির্গমনের পথ বন্ধ করিয়া রহিল। অবশিষ্টগুলি চঞ্চু দ্বারা সুরকী মাটী প্রভৃতি আনিতে লাগিল। অবশেষে সকলে মিলিয়া সেই মাটী ও সুরকী দ্বারা বাসার দুইমুখ বন্ধ করত তন্মধ্যস্থ শত্রুকে মারিয়া ফেলিল।

সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষিজাতির মধ্যে আশ্চর্য্য বন্ধুত্ব হইয়া থাকে। এক রমণী পিঞ্জরে একটী গোল্‌ডফিঞ্চ ও একটী ক্যানারি পক্ষী পুসিয়াছিলেন। দুইটীতে পরম সুখে ছিল। একদিন রমণী পক্ষীদ্বয়কে আহার দিবার জন্য পিঞ্জরের দ্বার খুলিবামাত্র ক্যানারি পক্ষী পলায়ন করিল। সহচরের বিহনে গোল্‌ড-ফিঞ্চ মর্ম্মাহত হইল। তাহার সে মনোহর গীতধ্বনি কোথায় ভাসিয়া গেল—সে যেন এখন আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া বন্ধুবিহনে মরণোন্মুখ। দিন দিন পাখী শীর্ণ ও নিস্তেজ হইতে লাগিল। রমণী তাঁহার আদরের পাখীর বিরহ-যন্ত্রণা মোচনার্থ একটী নূতন পক্ষী ক্রয় করিয়া আনিলেন। ক্যানারি গৃহে প্রবেশ করিয়াই চিৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল। সেই প্রিয় অনুচরের কণ্ঠধ্বনির ন্যায় সেই স্বর গোল্ডফিঞ্চের কর্ণে বড় মধুর লাগিল। আশায় উৎফুল্ল হইয়া সে চারিদিকে চাহিল। অতঃপর রমণী ক্যানারিকে পিঞ্জরে ছাড়িয়া দিলেন। গোল্ডফিঞ্চ দেখিল, যে তাহার প্রিয় ছিল সে গিয়াছে, নবাগত তাহার অনুরূপ মাত্র। সুতরাং সে যেন অধিকতর বিষণ্ণ হইয়া পিঞ্জরের এক কোণে পড়িয়া রহিল। আমরা যেমন প্রিয় জনের তুল্য ব্যক্তি সন্দর্শনে তাহার বিয়োগ-জনিত দুঃখ অধিক মাত্রায় অনুভব করি পক্ষীর ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুও বুঝি সেই রূপ স্নেহবিগলিত হইয়াছিল। তাই সে ক্যানারির আগমনে অধিকতর শোকাকুল হইল এবং সেই বিষম শোকেই পরদিন সে ক্ষুদ্র লৌহ পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া অনন্ত বিস্তৃত পুণ্যপথে চলিয়া গেল।

পক্ষিগণের বাসানির্ম্মাণ-কৌশল কি চমৎকার! বাবুই পাখীর বাসা দেখিলে মনুষ্যশিল্পীকে আর প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয় না। তখন পরমশিল্পী ভগবানের অদ্ভুত রচনাকৌশল মনে পড়ে এবং ক্ষুদ্র প্রাণীর অপূর্ব্ব শিল্প-গরিমা দেখিয়া শত মুখে তাঁহাকেই প্রশংসা করিতে হয়। আমাদিগকে কত পরিশ্রম সহকারে বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া, কত শিখিয়া, কত চেষ্টা করিয়া শিল্পকার্য্যে পটুতা লাভ করিতে হয়। আর বিমানচারী পক্ষিগণ শিক্ষার অন্তরালে থাকিয়া যে সকল অদ্ভুত শিল্পের পরিচয় দান করিতেছে সভ্যতম গৌরবসমন্বিত জাতিগণ আজ তাহার প্রতি চাহিয়া একবার নয়ন সার্থক করিয়া এই সকল শিল্পিগণের নিকট জন্ম জন্ম শিল্প শিক্ষা করুন। সমগ্র এসিয়াখণ্ড

আলোড়িত করিয়া যেখানে যাহা সুন্দর ও রমণীয় বস্তু পাওয়া যায় তাহা সংগ্রহ করত যে তাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল, যাহার নির্ম্মাণে লঙ্কার নীলকান্ত, লোহিত সাগর সম্ভূত প্রবালরাজি, আরবের কর্ণিলীয়ন, চীনের স্ফটিক, গোয়ালিয়রের অয়স্কান্ত, গোলকুণ্ডার অতুল্য হীরকভাণ্ডারস্থ হীরকরাজি, জয়পুরের শ্বেত মর্ম্মর ও আরও কত মূল্যবান দ্রব্যাদি দূরদেশদেশান্তর হইতে আনীত হইয়াছিল মনুষ্য তৎসমুদয় লইয়া কতই শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দান করিয়াছে; কিন্তু কে কবে পরিত্যক্ত খড়কুটা আহরণ করিয়া এমন আদর্শ শিল্প রচনা করিয়া ঈশ্বরের অসীম মহিমা প্রকাশ করিতে পারিয়াছে? ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বুঝিতে হইলে পুস্তক ছাড়িয়া, পাঠাগার ছাড়িয়া, নিম্নশ্রেণীর প্রাণীগণের কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ কর, দেখিতে পাইবে ঈশ্বর কত মহৎ, তাঁহার কার্য্য কত কৌশলময়, তাঁহার প্রেম কত বিশ্বব্যাপী।

অশোকের অনুশাসন।

পঞ্চম অনুশাসন।

দেবতাগণের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী বলিতেছেন যে, আমার রাজ্যাভিষেকের ছাব্বিশ বৎসর পরে আমি পশ্চাল্লিখিত প্রাণি সকলের হত্যা নিবারণ করিয়াছি; শুক শারিকা, চক্রবাক, হংস, নন্দিমুখ, শ্বেত কপোত, গ্রাম্য কপোত, নিরস্থিক মৎস্য এবং যে সকল চতুষ্পদ জন্তু ব্যবহারোপযোগী কিন্তু ভক্ষ্য নহে—যথা গর্ভবতী দুগ্ধবতী গাভী, বা যাহার ছয়মাসের অনধিক বৎস আছে সেই ছাগী, শূকরী ও মেষ এই সকল জন্তুকে কেহ বধ করিতে পারিবে না। কেহ কুক্কুটকে নপুংসক করিতে পারিবে না। কেহ কোনও প্রাণী দগ্ধ করিতে পারিবে না। কেহ অনবধানতা পূর্ব্বক বা প্রাণিগণের বিনাশের জন্য বনে অগ্নি লাগাইতে পারিবে না। এক প্রণীকে বধ করিয়া অন্য প্রাণীর পুষ্টি সাধন করিবে না। চাতুর্মাস্য কালে তিষ্য বা পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে পূর্ণিমা অমাবশ্যা বা কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথিতে কেহ কোনও মৎস্য মারিতে বা বেচিতে পারিবে না। এই সকল দিনে কেহ মৃগয়া করিতে পারিবে না, পুস্করিণীতে মৎস ধরিতে পারিবে না বা কোনও প্রাণিবধ করিতে পারিবে না। শুক্ল পক্ষীয় অষ্টমী চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমার দিনে, তিষ্য ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের সহিত পূর্ণিমার যোগ কালে তৎপর দিনে এবং চাতুর্মাস্যের সময়ে কেহ ষণ্ড ছাগ, মেষ ও শূকর শাবকাদির অঙ্গহানি করিতে পারিবে না। তিষ্য ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্র সংযুক্ত পূর্ণিমা তিথিতে, চাতুর্মাস্যের দিনে ও কৃষ্ণ পক্ষীয় প্রতিপৎ তিথিতে কেহ অশ্বাদির গাত্রে তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা কোনও রূপ চিহ্ন দিতে পারিবে না। আমার রাজ্যাভিষেকের ছাব্বিশ বৎসর কালে আমি ছাব্বিশ জন কারাবাসীকে মুক্ত করিলাম।

৬ ষষ্ঠ অনুশাসন।

দেবতার প্রিয় প্রিয়দর্শী বলিতেছেন যে, আমার রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশ বৎসর পরে আমি সকলের হিত ও সুখার্থে এই সমস্ত অনুশাসন প্রচার করাইলাম। আমার বিশ্বাস লোকে ইহা দ্বারা উপকার পাইবে এবং বিবিধ প্রকারে ধর্ম্মোন্নতি লাভ করিবে। নিকটস্থ দূরস্থ ও আত্মীয় প্রজাবর্গের সুখ বৃদ্ধির নিমিত্ত আমি নানা উপায় অবলম্বন করিলাম। যাহাতে অনুশাসনোল্লিখিত বিষয় সকল যথাযথরূপে সম্পন্ন হয় তজ্জন্য

আমি আমার কর্ম্মচারীগণের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছি। নানাপ্রকারে সকল সম্প্রদায়ের লোক সকলকে অর্থ দান করিতেছি। কিন্তু তাহাদিগের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন আমি অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। আমার রাজ্যাভিষেকের ছাব্বিশ বৎসর পরে এই অনুশাসন পত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিলাম।

ব্যাখান-মঞ্জরী।

(শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের
ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।)

দ্বিতীয় প্রকরণ।

প্রথম ব্যাখ্যান।

ঈশ্বর ধর্ম্মের আবহ ও পাপের প্রশমন।

অসীম জগৎ যাঁর পলকে সৃজন।
ত্রিভুবন অধীশ্বর যিনি একা হ'ন।
যাঁর ভয়ে সমীরণ, বহিতেছে অনুক্ষণ।
রবি শশী তারাগণ করিছে ভ্রমণ॥

তাঁহার সৃজিত দেব পশু পক্ষী নর।
তাঁহার অপার স্নেহ সবার উপর!
যার যেবা প্রয়োজন, করিছেন সম্পূরণ।
সবাকার ভোগ তিনি দেন বহুতর॥

আমাদের জীবনের তিনিই জীবন।
প্রাণের তিনিই প্রাণ, নয়ন-নয়ন।
তিনি দেন বুদ্ধি বল, অন্ন পিপাসার জল।
কত সুখ দেন তাহা না যায় কথন॥

শুধু না শরীর তিনি করেন পালন।
আমাদের আত্মা তিনি করেন পোষণ।
দিব্য জ্ঞান তারে দিয়া, মোহ পাশ খণ্ডাইয়া
আপন অমৃত দানে করেন বর্দ্ধন॥

হে নর! ছাড়রে মোহ ছাড় কুমন্ত্রণা।
কেন হেথা আসিয়াছ কররে ভাবনা।
ডাক তাঁরে প্রাণভরে, চির সম্বলের তরে,
তিনি নাশিবেন তব কুটিল বাসনা॥

কলুষ অমৃত দুটী পথ বিদ্যমান।
যে পথেতে ইচ্ছা জীব করিছে প্রয়াণ।
কিন্তু যদি করে পাপ তখনি বিষম তাপ,
ঈশ্বর হৃদয়ে থাকি করেন বিধান॥

তিনি যদি নাহি হ'ন হৃদয়-ঈশ্বর?
পাপের না দণ্ড দেন হৃদি নিরন্তর?
তবে কেন সংগোপনে, বিজন গহন বনে,
অন্ধকারে যথা কেহ নাহি দেখে নর?

তথায় করিয়া পাপ মনস্তাপ পাই।
বাণ-বিদ্ধ মৃগ সম ছুটিয়া বেড়াই।
কেন তবে দাবানল, জ্বলে হৃদি অবিরল,
উপায় না দেখি তাহে কেমনে নিবাই॥

দণ্ডদাতা বজ্র তাঁর করিয়া প্রহার।
শতধা পাপীর হিয়া করেন বিদার।
পাপী তবে কাঁদি কয় "ওহে দীন দয়াময়!
পাপ হ'তে কর মোরে করহ উদ্ধার॥

না বুঝি করিনু এই পাপ আচরণ।
তোমার বিবেক-বাণী করিয়া লঙ্ঘন।
হায়! বৃথা সুখ-আশে, ধাইলাম মৃত্যু-পাশে,
শতেক বৃশ্চিক হৃদি করিছে দংশন॥"

অনুতাপি পাপী যদি করিয়া ক্রন্দন।
নিজ পাপ ত্যাগি লয় ঈশ্বর শরণ।
দয়াময় আশ্বাসিয়া, আপন অভয় দিয়া
বলেন হৃদয়ে কত অমিয় বচন॥

পাপের যাতনা হ'তে করিতে উদ্ধার।
তিনি বিনা ত্রাণকর্ত্তা কেহ নাহি আর।

পৃথিবীর বড় যারা, ধন দিয়ে পারে তারা
পরের দারিদ্র্য কষ্ট করিতে সংহার ॥

কিন্তু যদি ধনী কাছে করিয়া ক্রন্দন।
বলি আমি পাপজ্বালা কর নিবারণ।
অসাধ্য ধনীর হয়, একমাত্র দয়াময়,
মোচন করিয়া পাপ দেন ধর্ম্ম-ধন ॥

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

YOGA OR UNION.

যোগ বা মিলন। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত। নবীন গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র ইংরাজি প্রবন্ধে যোগ, ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বরের সহিত সহবাস বিষয়ক কতকগুলি ভক্তিকথা প্রাঞ্জল উর্জস্বল ভাষায় নিবদ্ধ করিয়া ভক্ত মণ্ডলীর বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। মনঃ প্রাণ আত্মা একান্তে ঈশ্বরে সমাধান করাই আধ্যাত্মিক যোগ। এই যোগ দ্বারা ঈশ্বরদর্শন লাভ হয়। গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন এ যোগের কথা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা কাহারও সাধ্য নহে। ইহা সহৃদয় ভক্তদিগেরই সংবেদ্য। মূক পায়সান্ন ভক্ষণ করিয়া তাহার স্বাদ কি রূপ কি বলিতে পারে? ইহা কেহ কাহাকে বোঝাইতে পারে না।

আমরা ভক্তিপিপাসু জনমাত্রকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা পাঠ করিলে আনন্দ পাইবেন।

THE CHAITANYA LIBRARY JOURNAL No 3.

চৈতন্য পুস্তকালয়ের পত্রিকাখানির দিন দিন উন্নতি দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। ইহাতে ক্রমে সাধারণের পাঠোপযোগী গভীর চিন্তা ও সদ্ভাবপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকটিত হইতেছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় বঙ্গীয় লোকের চারিত্র্য-ঘুণ অর্থাৎ অন্তঃসার হীনতা এই প্রস্তাবে লেখক বঙ্গবাসীদিগের চরিত্রের দিন দিন অবনতি হইতেছে এক প্রকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বঙ্গদেশের লোক পূর্ব্বাপেক্ষা স্বার্থপর। তাঁহার পুষ্করিণী খনন, অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্যে দান করিতে নিতান্ত ব্যয়-কুণ্ঠ। কৃতবিদ্য হইয়াও বিবাহে পুত্রবিক্রয়পণ গ্রহণে লোলুপ, দেশীয় স্বর্গগত মহাত্মাজনগণের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য একান্ত উদাসীন, পরস্পর ঈর্ষ্যা-পরায়ণ, এরূপ বহু দোষাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। কিসে লোকের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইয়া সুমতি ও তদনুসারে সৎকার্য্যের প্রাদুর্ভাব হয় ইহা দেশহিতৈষী সকলের চিন্তার বিষয় বটে। বিজাতীয় শিক্ষা ও দেশীয় পূর্ব্বতন ধর্ম্মশাস্ত্রের অননুশীলন ও অনাদর কি অবনতির অন্যতম কারণ নহে? এই সংখ্যায় উপরোক্ত প্রবন্ধ ব্যতীত 'আমাদের শিল্প' প্রভৃতি আরও দু-একটী সুপাঠ্য ও চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ আছে।

কল্প। ইহা একখানি মাসিক পত্র। বঙ্গীয় থিয়সাফিকাল সোসাইটী হইতে প্রকাশিত। এই পত্রে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানারূপ আলোচনা হইতেছে। ইহার অধিকাংশ প্রস্তাবই সুখপাঠ্য। আমরা এই পত্রের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

উপনিষদ। শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। ইহাতে ঈশোপনিষদ প্রভৃতি ছয়খানি উপনিষদ প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদ সুপ্রাচীন গ্রন্থ সকল যতই প্রচার হইবে ততই দেশের মঙ্গল।

সংবাদ।

গত ৯ কার্ত্তিক কালনা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে পরিব্রাজক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তথায় গিয়াছিলেন। বিস্তর ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে দীন দরিদ্রদিগকে অন্ন বস্ত্রাদি দেওয়া হয়। পরিব্রাজক মহাশয় তথায় উপদেশাদি দ্বারা সকলের মন বিশেষ রূপ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। জগদীশ্বর করুন এই উৎসবের ফল যেন কালনা সমাজে স্থায়ী হয়।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর সারস্বত আশ্রমে বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ত্রয়োদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৪।

৬০৫ সংখ্যা　　১৮১৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্যাকুলতা ও বৈরাগ্য।

গত বুধবারে যখন এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজ-গৃহে আসিয়াছিলাম, তখন উপাসনা আরম্ভের কিঞ্চিৎপূর্ব্বে এক ব্যক্তি আক্ষেপ করিতেছিলেন "আমি ভগবানকে এত ডাকি, তবু তিনি শুনেন না, আমার অভ্যস্ত পাপ আমায় ছাড়ে না।" এই কথা আমার কর্ণগোচর হইলেও তখন আমি এ বিষয়টী আলোচনা করিবার অবকাশ পাইলাম না। পরদিন সন্ধ্যার সময় যখন আমি কোন নিভৃতে বসিয়া আছি, দেখিলাম ক্রমে দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। একটি নক্ষত্রের পর আর একটি নক্ষত্র উদিত হইয়া আকাশকে অলঙ্কৃত করিল। নক্ষত্রের সেই ক্ষীণালোকে অন্ধকারের কেমন একটা গাম্ভীর্য্য অনুভব করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে শীতল বায়ু মৃদু মন্দ হিল্লোলে বহিতে লাগিল, সে বায়ুসেবন বৃথা হইল না।

আমি তাহার মধ্যে পরম মাতার মঙ্গল হস্তের স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। কি সুখের সময়—কি আনন্দের উচ্ছ্বাস! নিকটে বিরক্ত করিতে কেহই নাই। সব স্থির সব নিঃস্তব্ধ। তখন পবিত্র বুধবাসরের সেই কথা আকাশে যেন প্রতিধ্বনিত হইল। "ভগবানকে এত ডাকি তবু তিনি শুনেন না, আমার অভ্যস্ত পাপ আমায় ছাড়ে না কেন।" তখন হৃদয় সহজেই বলিয়া উঠিল, তুমি কখনই ভক্তিযোগে তাঁকে ডাক নাই। তোমার সে ডাকায় কি ব্যাকুলতা ছিল? তুমি তাঁর দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়াছিলে? তুমি কি অনুতাপের মরণ-যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলে? এমন ত বোধ হয় না। একবার না মরিলে নব জীবন লাভ হয় না। তুমি ভক্তিযোগে কখন তাঁহার সেই পবিত্র রত্ন সিংহাসনের সমীপস্থ হও নাই। তুমি ভক্তি-যোগে ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি কেন শ্রবণ করিবেন না? দাবানলে বেষ্টিত হরিণ কোন দিকে পলাইবার পথ না পাইয়া ভয়-চকিত নয়নে যেমন ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করে, তুমি কি কখন তেমনি পাপাগ্নি পরিবেষ্টিত ও অনন্যগতি হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলে? যদি না হইয়া থাক, তবে মিছে কেন ও

কথা বল, যে তিনি তোমার কথায় কর্ণপাত করেন না—তোমায় উদ্ধার করেন না। যত্নে রোপিত পাপ-রূপ বিষলতা, যাহা তোমার হৃদয়-ক্ষেত্রে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহার মূল উৎপাটনের শক্তি যদি তোমার না থাকে, তবে সর্ব্বশক্তিমান্ অথচ দয়াময় পরমেশ্বরের সাহায্য কেন না প্রার্থনা কর? প্রকৃত বৈরাগ্য উপস্থিত না হইলে, বিষয়ের লালসা, বিষয়ের যন্ত্রণা হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হয় না।

কোন এক সরল-প্রাণ মহানুভবের অল্প বয়সেই বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। যতটুকু শুনিয়াছি তাহাতেই বুঝিয়াছি, যে, সে সময়ে কেমনই একটা উদাস ভাব—কেমনই একটা সংসারের জ্বালা ও ব্যাকুলতা তাঁহার হৃদয়কে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল যাহার জন্য তিনি ধন মান ঐশ্বর্য্য আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের সংসর্গজনিত সুখ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইলেন। এ সব আর কিছু ভালই লাগিল না। তাঁহার বাটী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এক সমাধি-ক্ষেত্র ছিল। দিবাভাগে তিনি সেই নির্জ্জন স্থানে যাইয়া কি বিশেষ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। একদা যখন এইরূপ চিন্তায় মগ্ন আছেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। প্রখর সূর্য্যকিরণে চতুর্দ্দিক সমুজ্জ্বলিত। এমন সময়ে সহসা চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, চারি দিকেই অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার, যেন কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। সেই কালো মেঘের অভ্যন্তরেই তিনি বিদ্যুৎ দেখিতে পাইলেন। সেই বিদ্যুৎপ্রভার মধ্যে তিনি যাহা পাইলেন, তাহা সমস্ত জীবন তাঁহাকে রক্ষা করিল এবং কত লোকের রক্ষার হেতু হইল।

এক্ষণে দেখ, যিনি এক সময়ে সংসারের জ্বালায় অস্থির, দিবা দ্বিপ্রহরে অন্ধকার দেখিয়াছিলেন, তিনিই অন্য সময়ে জীবনের অন্য অংশে অন্ধকারের মধ্যে আলোক দর্শন করিলেন। জীবনের ব্রহ্মমুহূর্ত্তে যখন ঘোরতর যোগে মগ্ন ছিলেন, দিন চলিয়া গেল, সন্ধ্যার সময় তাঁহার ভৃত্য আলোক লইয়া তাঁহার নিভৃত আশ্রমের নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিবা মাত্র সহসা তাঁহার যোগ ভঙ্গ হইল। তিনি তখন মৃদুমধুর স্বরে বলিলেন, আর আলোতে কাজ নাই, এখানে যথেষ্ট আলো আছে। কি অপূর্ব্ব তৃপ্তিসুখই তখন তিনি অনুভব করিয়াছিলেন আমি আর সে কথা বলিতে পারি না। আমি যেমন করিয়া শুনিয়া ছিলাম তেমন করিয়া বলিতে পারিলাম না। কোথা আলোকের মধ্যে অন্ধকার আর অন্ধকারের মধ্যে আলোক! এ সকল কেন ঘটে? প্রকৃত বৈরাগ্য কি ইহার কারণ নহে? যে তাঁহাকে ব্যাকুল অন্তরে ডাকে, তিনি তাঁহাকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান—আধ্যাত্মিক আলোকে লইয়া যান। এবং পাপতাপ হইতে পবিত্রতাতে লইয়া গিয়া তাহার সকল দুঃখ দূর করেন।

আবার এক ভক্তের কথা একবার মনে কর। যখন তাঁহার ধর্ম্মদ্বেষী দাম্ভিক পিতা বলিল "ঈশ্বরের নাম ছাড়, তা না হইলে তোমাকে পাষাণ চাপাইয়া প্রাণে মারিব" তখন তাঁহার কি ব্যাকুলতা—কি ভয়ই উপস্থিত হইল। প্রাণের ভয় নয়। ঈশ্বরের নাম বিরহিত হইয়া যে পাপ, তাহা তিনি কি প্রকারে সহ্য করিবেন, সেই ভয়ই উপস্থিত হইল। তখন কি এক বিদ্যুৎবলে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওরে পাষাণের ভার নয় রে ভারি, পাপের ভারই গুরু

অতি।” একথার সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুপূর্ণ লোচনে তদ্‌গত চিত্তে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, “কোথায় দয়াময়! এবিপদ কালে তুমি কোথায় রৈলে, আমাকে দেখা দেও —আমাকে রক্ষা কর। আমি যে তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানি না” সে হৃদয়ভেদী ডাক কি বৃথা হইয়াছিল? না ভগবান তাঁর পদানত ভক্তকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন? অবিশ্বাসী লোকে এসব কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু যিনি কখন তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ডাকিয়াছেন, তিনি বলিবেন অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। অন্ধ আর চক্ষুষ্মানে অনেক তফাৎ। এই প্রকারে দেখা যায়, মৃত্যু যাঁর ছায়া, অমৃত যাঁর ছায়া, ব্যথিত হইয়া বিপদ কালে যে তাঁর শরণাপন্ন হয়, সে কখন নষ্ট হয় না—বিফল মনোরথ হয় না।

সঙ্কট যেরূপই হউক না, সংসারের বিপত্তিই হউক, নির্য্যাতনই হউক, আর পাপের আক্রমণই হউক, ভগবানকে ব্যাকুল অন্তরে তদ্‌গত চিত্তে ডাকিতে পারিলেই, তাহা তিরোহিত হয়—স্বর্গের শান্তি আত্মায় উপস্থিত হয়। এখানকার সঙ্কটে যদি এ ক্ষণস্থায়ী শরীর ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের জন্য চূর্ণ বিচূর্ণও হয়, তথাপি আত্মা ইহা সহজে পরিত্যাগ করিয়া শান্তি নিকেতনে উপস্থিত হয়। যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেন তাঁহারা সে শান্তি মরণের পূর্ব্বেই অনুভব করিয়া শরীরকে তৃণবৎ মনে করেন। ঈশ্বর যাঁর আত্মার আচ্ছাদন, শরীরনাশে তাঁহার শান্তিভঙ্গ হয় না। একথা আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির অনুভবেই আইসে না। অতএব ব্যাকুল অন্তরে একবার তাঁহাকে ডাক। এই যে হৃদয় যাহা সংসার-কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত, যাহা হইতে রুধিরধারা দরদর ধারে পড়িতেছে, তাহা একবার তাঁহার পদতলের নিকট লইয়া যাও। যে ঔষধ কোথাও মিলে নাই, তাহা তাঁহার নিকটে পাইবে। তিনি আত্মার চিকিৎসক। তিনি তোমার ক্ষত স্থানে এমন ঔষধ দিবেন, যাহাতে তুমি চির আরোগ্য লাভ করিবে। শান্তি তোমার সহচর অনুচর হইয়া থাকিবে।

নাথ! তোমার করুণার কথা স্মরণ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইল। আমি জ্ঞান বিজ্ঞান কিছুই জানি না। আমি অন্ধ। “অন্ধ জনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ। তুমি করুণাসিন্ধু, কর করুণা-কণা দান॥” আমি তোমার করুণার ভিখারী। এ অস্থায়ী সংসারের পার যে তোমার পদ, তাহাই আমার ভরসা। সেই অভয়পদ একবার তুমি আমার ভগ্ন হৃদয়ে রাখ। আমি সকল পাপ সকল তাপ—সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই।

যোগ ও ব্রাহ্মসমাজ।

(২)

আত্মবশীকরণ। ইহা সাধারণের পক্ষে বড় সহজ নহে—ভয়ানক কঠিন। রিপুগণের আয়তন এমন বেয়াড়া রকমের বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে যে আমরা সুবিধা পূর্ব্বক উহাদিগকে “পাক্‌ড়াইতে” বা “জব্দ” করিতে পারি না। উহারা ধরা ছোয়া দেয় না, অথচ লুকায়িত চীলের মত কোথা হইতে আসিয়া ছোঁ মারিয়া আমাদের অন্তরস্থ বহু যত্নের সামগ্রী সমূহ কাড়িয়া লইয়া যায়। হাফেজের মত উচ্চ আত্মাও সংসারের উত্তাল তরঙ্গের বিভীষিকাময় ও ভীষণ আকার দেখিয়া কাতর, ব্যাকুল ও অসহায় ভাবে চিৎকার করি-

য়াছিলেন। কিন্তু যিনিই ধীর ভাবে অনাথশরণের চরণ ধরিয়াছেন, যিনি "ভাসায়ে দিয়েছেন দুকূল, সেই অকূল কাণ্ডারীর করে," তিনিই আত্মার মধ্যে "মা ভৈ!" রবের বজ্রনির্ঘোষ শুনিয়াছেন। তিনি তরঙ্গ মধ্য হইতে তীরস্থ লঘুচিত্ত ব্যক্তিগণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে পারেন,—"আমি দুর্ব্বল হইয়াও সবল। আমি মরিতে মরিতে বাঁচিতেছি। আমার "সকলি গোচর তাঁর পায়।" আমার দীর্ঘ নিশ্বাস বা ক্রন্দন তোমরা শুনিও না—আমার অশ্রু তোমরা দেখিও না। আমি একলা সংগ্রাম করিব, একলা বাঁচিব, বা মরিব। আমি আমার আত্মা-প্রকোষ্ঠের ক্ষুদ্র এক কোণে বশিয়া আমার বঁধুকে হৃদয়বেদনা জানাইব। আমি একলা কাঁদিব—তিনি একলা শুনিবেন।"

"মুষ্টি-আঘাতের দ্বারা কাঁটাল পাকান" কতদূর ভাল জানি না। অধিকাংশ লোকেই কিল-পক্কতার পক্ষপাতী। বৃক্ষ-পক্কতার দিকে বুঝি কেহই নহেন। কোন কোন যোগ-কামিগণ চাহেন যে, আমরা বসিয়া থাকিব কিন্তু বন হইতে একটি জটাজূট-ধারী গুরু-অভিধান সাধক বহু সাধনের ধন অর্জ্জন করিয়া আনিয়া আমাদের প্রাণে উহা সঞ্চার করিবেন। সেই শক্তি লাভ করিয়া আমরা জিতেন্দ্রিয় হইব ও সাধন করিব। অলস ব্যক্তির পক্ষে আত্মজয় সহজ নহে, গুরুই আসুন, আর যিনিই আসুন। স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও যত্নশীল ব্যক্তির পক্ষে উহা লভ্য। অতএব তাঁহার পক্ষে গুরু-বল-সাহায্য নিষ্প্রয়োজন।

"ব্রহ্মদর্শন"। ধর্ম্মের বাজারে একটী প্রকাণ্ড হৈ চৈ পড়িয়াছে যে অমুকের ব্রহ্মদর্শন হইতেছে, হইয়াছে বা হইবে। এবং অমুকের নিকট একটি গুপ্ত তাড়িতাধার আছে, যাহার শক্তি কিঞ্চিন্মাত্রায় সঞ্চারিত হইবা মাত্রই, রেলগাড়ীর এঞ্জিনের ন্যায়, উহা আমাদিগকে পশ্চাৎ হইতে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া ছুট্ করিয়া গন্তব্য স্থানে লইয়া ফেলিবে। বেশ কথা। কিন্তু প্রথমতইত মাশুল দিতে হইলে আত্মবিক্রয় করিতে হইবে। পরে গন্তব্য স্থানে উপনীত হওনের সম্বন্ধেও কিন্তু আমার কিঞ্চিৎ অতি গভীর সন্দেহ আছে। "ব্রহ্মদর্শন" বস্তুটী ইতি পূর্ব্বে গোলকণ্ডার খণি মধ্যে, বা হিমগিরির নিবিড়তার মধ্যে লুকান ছিল—"নিহিতম্ গুহায়াম্" ছিল,—ব্রহ্ম "গুহাহিতম্ গহ্বরেষ্ঠম্" ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ তাহার সন্ধান করিলেন—কেহ কেহ বা তাহার কণামাত্র লাভ করিয়া মহতাখ্যান উপার্জ্জন করিলেন। তাঁহারা যে এই "সাত রাজার ধনের" বিন্দুমাত্র অংশ লাভ করিলেন, তাহার মূল্য নাই—কেবল বিনিময়ে বিন্দু বিন্দু শোণিত, হৃদয় ও জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়। সকলে তাহা দিতে পারে না। কিন্তু অনেকেই উহা পাইতেও চাহে। তাহারা উহার 'কদর্' জানে না, কত কাট খড় প্রয়োজন, তাহা জানে না। ইহার খরিদদার বাড়িল বটে কিন্তু আসল বস্তু কেহ দিতেও পারে না, কেহ কিনিতেও পারে না। অথচ চাই-মনভুলান চাই—অমনি একটি নকল জাল ও মেকির সৃষ্টি হইল, যাহা পথে ঘাটে পাওয়া যাইতেছে। এই 'ব্রহ্মদর্শন' এখন, বুঝি, অনেকেই করিতেছেন। বস্তুটীকে সাধকের হৃদয়গুহা হইতে বাহির করিয়া সজোরে টানিয়া রাজপথে বাহির করা হইয়াছে—শেষে কত দূর গড়াইবে বলা যায় না। গতিক বড় সুবিধাজনক নহে।

আবার ইহাও শুনা যাইতেছে, যে ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে তৎপারিষদ্বর্গও না কি থাকেন। তিনি একলা থাকেন না—বা সকলের নিকট একলা আসিতে সাহসী নহেন। তাঁহার সঙ্গে এক হইতে তেত্রিশ কোটি খেচর, ভূচর, জলচর, উভচর দেববেদীগণ ইহলোক ও পরলোক প্রভৃতি হইতে যে যেখানে ছিলেন আহার নিদ্রা বর্জ্জন করিয়া কোন কোন সাধকের মনোরঞ্জনার্থ তাঁহাদের মস্তিষ্কের বিস্তৃত কল্পনা-রাজ্যে মহা সমারোহের সহিত আসিয়া সমবেত হন। ইঁহাদের এই সমুদায় ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের কোনই সহানুভূতি নাই। আমরা "ব্রহ্ম দর্শনকে" এক-জন্ম-লভ্য মনে করি না—জন্ম জন্মান্তরে উহা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইবে। একদিনে বা ইহ জীবনে উহা ফুরাইবে না—উহা গুরুতর হইতেও গুরুতর বস্তু—ব্রহ্মের কৃপাই তল্লাভের একমাত্র উপায়, মানবকৃপা নহে। উহার জন্য বড় বেশী ছুটা ছুটী করিলে চলিবে না; বৎসর বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন করিতে হইবে—উপযুক্ত ঋতুতে কৃপা-বারি বর্ষিত হইবে—এবং উপযুক্ত কালে আমরা সুশস্য লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব। আমাদের প্রকৃতির পক্ষে শ্রেয়ঃ যাহা,—কল্যাণকর যাহা, তাহা তিনি অবশ্যই প্রেরণ করিবেন। সন্তান যদি জননীর জন্য নিতান্তই কাতর হয়, তবে, জননী, বল, কত দিন দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন? যদি তিনি স্নেহময়ী হয়েন তবে অবশ্যই জানিতে হইবে যে তাঁহার জন্য যদি আমাদিগের প্রাণ কাঁদে, তবে তিনি কদাচই নিষ্ঠুর ভাবে দূরে ও দর্শনাতীত হইয়া বহুকাল থাকিতে পারিবেন না। ব্রহ্মের অনন্ত শক্তিও কাতর সন্তানের অশ্রুর নিকট পরাস্ত। অনেকেই যে ব্রহ্মদর্শন করিতেছেন তাহা যে কি কিম্ভূত কিমাকার বস্তু বলিতে পারি না, কারণ, দর্শনের লক্ষণ কই? দর্শন হইলে "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ"। যাঁহারা আজ কাল শক্তি লইতেছেন তাঁহারা কত অধিক দূর এই লক্ষণাক্রান্ত; শিষ্যতা স্বীকার করিয়া এমন কি বিশেষ সুবিধা পাইলেন, যাহা সহজ উপাসনাদির দ্বারা "অলভ্য"; জগতকে কি অভিনব তত্ত্ব বা ভাব দিতে পারিলেন; জীবের কত অধিকতর পরিমাণে সেবা করিলেন; মানব জাতিকে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে কতদূর সাহায্য করিলেন? যোগ অর্থে অধ্যাত্ম-শক্তি-স্ফুরণ। শক্তি-স্ফুরণ অর্থাৎ শক্তির বিকাশ, প্রকাশ, কার্য্য, জীবন; নিশ্চেষ্টতা নহে, মাণ্ডুকশীতাতিবাহন নহে। শক্তিভিখারীর এ সমুদায় কতদূর হইল?

ব্রহ্মদর্শন সস্তা বিক্রীত হইতেছে, অমনি যে যেখানে ছিল ব্যাপারীর নিকট ছুটিল। ইহা কি মহাজনের জিনিস, দিবার জিনিস, দেখাইবার জিনিস? মুষ্টি প্রয়োগ দ্বারা কি জীবনবৃক্ষের কোন ফলকে হঠাৎ পক্কতার অবস্থায় পরিণত করা যায়? একটি বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় উক্তি আছে "The adept becomes—he is not made"—যোগী আপনিই যোগী হয়েন; কেহ তাঁহাকে যোগী করিয়া দিতে পারে না।

বিশ্বাসে বস্তু মিলিবেই মিলিবে—নচেৎ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব অলীক—জীবন স্বপ্ন মাত্র—ব্রহ্ম নাস্তি—বিশ্বাসের অলভ্য ব্রহ্ম একটি কল্পনাসৃষ্ট পাপময় মূর্ত্তি। "সবুরে মেওয়া ফলে"—ভেকছত্র এক দিনেই ফলে। কয়লা জুগ জুগান্তরে অকৃত্রিম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার গুণে হীরকত্ব প্রাপ্ত হয়। বৃক্ষাদির সুদৃঢ় মজ্জা বহু বৎ-

সরে উৎপন্ন হয়। প্রকৃত ও স্থায়ী সুফল ফলিতে বিলম্ব হয়। মৃদুমন্দ বহে সুধা গন্ধ। তাড়াতাড়ী কিসের? প্রেমজনিত, রাগগত? না, তাহা হইলে বিশ্বাসও থাকিত, নির্ভরও থাকিত। এই তাড়াতাড়ীর ভাব সস্তার লোভে, পাছে নিঃশেষিত হইয়া যায়, এই ভয়ে, বাহ্য চাকচিক্যের প্রলোভনে। নচেৎ "সাধু ইচ্ছা যার, হরি বন্ধু তার" এই সত্যে বিশ্বাস ও তজ্জনিত ধৈর্য্য কই? উপযুক্ত বয়সে যৌবন আইসেই আইসে; শৈশবে বা অকালে উহা হওয়া উচিৎ নহে, তাহা অসম্ভব, অমঙ্গলজনক। আত্মাকে উহার উপযোগী করিতে হইবে —উপযোগী করাই আমাদের কর্ত্তব্য, উপযোগী করাতেই আমাদের লোভ থাকা আবশ্যক,—"মা ফলেষু কদাচন"। আমি যদি তাঁহার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হই, তিনি কি এতই নিষ্ঠুর হইবেন যে আমার জন্য একেবারেই ভাবিবেন না? তাঁহাকে এত মলিন হৃদয়ে আনিবার জন্যই বা এত ব্যস্ততা কেন? গৃহ পরিষ্কার ও সংস্কৃত না করিয়া কি কোন "বড় মানুষকে" আমরা নিমন্ত্রণ করি? এই হৃদয়টুকু তাঁহার আগমনের উদ্দেশে সম্মার্জ্জিত করিয়া রাখিলে ভাবদর্শী নিশ্চয়ই এক দিন না এক দিন গরীবের কুটীর দেখিতে আসিবেনই আসিবেন—সেই দিনই দেখা শুনা হইবে—মনের কথা হইবে—ভাল করিয়াই চোখোচোখি, চেনা চিনি হইবে। তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে ও দেখা শুনা করিতে আমাদের আত্মার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, পিতার স্নেহের উপর আত্মার স্বাভাবিক স্বত্ব আছে! কালে যোগ হইবেই যখন স্থির, তখন আয়োজনেই তৎপর হই, আসা না আসা, দেখা দেওয়া না দেওয়া তাঁহারই হস্তে! গুরু নানক এতৎ সম্বন্ধে এই উপদেশ দেন যে "মিল্‌নেকা না মিল্‌নেকা ওহি হ্যায় মোক্তিয়ার্। আব্ তুঝে চাহিয়ে কি ধ্যান ধর্ লাগ্ রহো"।—মিলা না মিলা, তাঁহারই হাত, এখন তোমার কর্ত্তব্য, তাঁহার ধ্যান ধরিয়া তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকা। গুরু নানক আরও বলিয়াছেন,

"দেখিয়ে শুনিয়ে মন রাখিয়ে ভাঁও,
দুঃখ পর্ হর্ষকো ঘর্ লে যাও।"

—অর্থাৎ দেখ, শুন, মনে ভাবনা ও অনুরাগ জাগ্রত রাখিও এবং দুঃখের অন্তে আনন্দকে সঙ্গে লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইও। আর এক জন সাধক বলিয়াছেন

"হর্‌সে লাগ্ রহো রে ভাই,
বনেতে বনেতে বন্ যাই।"

তাঁহাতে লাগিয়া থাক ভাই, পাইতে পাইতে এক দিন না এক দিন সখাকে পাইবেই পাইবে। শ্রীগৌরচন্দ্র বলিয়াছিলেন "ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরিবে অন্তরে"। আমরা কি অহেতুক অনুরাগের সহিত একান্ত ভাবে ভাবিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছি, যে তাঁহাকে গুরু ব্যতীত পাই নাই? প্রাণ দিয়াছি, প্রাণ হারাইয়াছি অথচ প্রাণ পাই নাই? প্রাণ না দিলে, কে পায়? ব্রাহ্ম! মিথ্যা বলিও না, আত্মপ্রবঞ্চনা করিও না—ইহাতে তাঁহার কলঙ্ক ও অগৌরব এবং মানবাত্মার অবমাননা করা হয়। "Blessed are the pure in heart, for they shall see God,,—য়িহুদী সাধকের এই আশ্বাস বাক্য কি তোমারই স্থলে মিথ্যা হইয়াছে?—"Blessed are they that hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled." এই বাক্যও কি ব্যর্থ হইল? পবিত্র হইয়াছ, পাইবার জন্য সমস্ত রজনী জাগিয়া কাঁদিয়াছ, তাঁহার আগমনের অপেক্ষা করিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ

করিয়া তাঁহার অপেক্ষায় নিশি দিন বসিয়া আছ—কিন্তু তিনি আসিলেন না! তিনি বলিয়াছেন "অমুক না তোমাকে দেখাইতে ইচ্ছা করিলে, দেখা পাইবে না—বৃথাই তোমার শ্রম ও প্রার্থনা"। না,তিনি কদাচই এপ্রকার বলিতে পারেন না—ইহা তাঁহার প্রকৃতি ও অভ্যাস নহে। তিনি যদি না বলিয়া থাকেন, তবে ইহা তোমার অন্তরস্থ পাপ (সয়তান) বলিয়াছে। ইহা সয়তানের প্রবঞ্চনা বাক্য—পাপের প্রলোভন—আন্তরিক যোগ-বিভীষিকা, যোগ-অন্তরায়। উহা ভণ্ডের কথা—মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চকের কথা—অথবা আত্মপ্রতারিত ব্যক্তির বাক্য। ব্রাহ্মগণ! Beware of the léaven of the pharisees"—ইহাঁদের অবিশ্বাস রূপ কুষ্ঠব্যাধির মারাত্মক স্পর্শ হইতে আত্মাকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে সযত্ন হউন। ব্রাহ্মগণই যদি এইরূপ কথা বলেন ও এইরূপ কার্য্য করেন, তবে অন্যে পরে কা কথা? "বিনা প্রেম্‌সে নাহি মিলে নন্দলালা"—গুরুই বলুন, তৎপ্রদত্ত মেস্‌মেরিক্ শক্তিসঞ্চারই বলুন আর যাহাই বলুন—অন্য কিছুতেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। তাঁহাকে লাভের পথ ক্ষুরধার সদৃশ অতি দুর্গম,—যদি দেখিতে হয়, দেহ মন প্রাণ ও আত্মাকে কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে, জানিয়া শুনিয়া সাবধানে চলিতে হইবে। যদি আমি তাঁহাকে চাহি, আমাকেই চেষ্টা করিতে হইবে। আত্মাই আত্মার সতত বন্ধু।

গুরু। সকল বিষয়েই গুরু অর্থাৎ শিক্ষক প্রয়োজন। চিরকালই গুরুবাদ চলিয়া আসিতেছে—কিন্তু বিভিন্নাকারে। মহাজনেরাও গুরু করিয়াছিলেন—অনেকটা সামাজিক অনুষ্ঠান বলিয়া—কতকটা জনশিক্ষার্থে প্রচলিত প্রথার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য। তাঁহারা যে সময়ে জন্মিয়াছিলেন সে সময়ে সর্ব্ববিধ জ্ঞান দুর্লভ ছিল, বর্ত্তমানের ন্যায় পুস্তকাদির প্রচার ছিল না। তখন কোন রূপ জ্ঞানের স্রোত সমাজে বহিত না। কার্য্যতই জ্ঞানপিপাসুকে ব্যক্তি বিশেষের শরণাপন্ন না হইলে চলিত না কিন্তু এখন ঠিক্ আর সে কাল নাই।

মহাজনেরা এক হইতে আরম্ভ করিয়া যাঁহারই নিকট কিছু শিক্ষা পাইতেন,তাঁহাকেই গুরু করিতেন, গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন; যথা, চৈতন্য দেব প্রায় ত্রিশটী গুরু,বুদ্ধদেব বহুগুরু স্বীকার করিয়াছিলেন এমন কি যীশুর দীক্ষাদাতা বৃদ্ধ John শিষ্যকে বলিয়াছিলেন "আমিই তোমার নিকট দীক্ষার ভিখারী।" যীশু বলিয়াছিলেন "এখন এইরূপই হইতে দেন।" অর্থাৎ এখন আমিই আপনার শিষ্য হই ইত্যাদি। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বুদ্ধদেব তদ্‌গুরুদত্ত বুজরুকিময় পথ পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং ঐ পথের ব্যর্থতা ও অনাবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছিলেন। যোগ-সম্প্রদায়ের পরম ভক্তিভাজন এক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন "গুরু না হইলে চলিবে না। তিনি দয়াপরবশ হইয়া ব্যাকুল ও দুর্ব্বল আত্মায় শক্তি সঞ্চার করেন ও সাধনের ক্ষমতা এবং উপযুক্ত মন্ত্রাদি দান করেন" ইত্যাদি। আমি বলিলাম "ঈশ্বর কি দয়াময়, শক্তিময় ও জ্ঞানময় বটেন"? তিনি বলিলেন, "হাঁ বটেন বৈ কি।"

আমি—"তবে যদি, গুরু দয়াবশতঃ শক্তি ইত্যাদি দান করিয়া মুক্তি ও ব্রহ্মদর্শন লাভের সাহায্য করেন ও করিতে পারেন, তবে কি যিনি দয়াময়, জ্ঞানময় ও

সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি তাঁহারই জন্য ব্যাকুল, লালায়িত, ও দুর্ব্বল আত্মার প্রতি দয়াপরবশ ও স্নেহবান হইয়া জ্ঞান প্রেমাদি ও অধ্যাত্ম শক্তি সঞ্চার দ্বারা মুক্তি ও তাঁহাকে লাভের সহায়তা করেন না বা করিতে অক্ষম?" তিনি,—"তা পারেন ও করেন বৈ কি। ঐত আসল ও ঠিক পথ, প্রকৃত উপায়। কিন্তু সকলেইত এক উপায়ে বা পথে চলিতে পারেন না।" তবে এই স্থানেই স্বীকার করা হইল যে যাঁহাকে চাহি, তাঁহারই চরণে বিশ্বাস, প্রেম ও জ্ঞানের সহিত জড়াইয়া ধরাই শ্রেষ্ঠ পথ।

অস্মদ্দেশীয় প্রবচন বলে "মানুষ গুরু মন্ত্র দেন কাণে, জগৎ-গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে" —অতএব উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কত?

ব্রহ্মশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া মানবীয় শক্তির উপাসনা করা কতদূর উচিৎ সকলেই জানেন। মানুষ পেণ্ডুলামের মত, পাঁকের গোঁজের মত; ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল ও চঞ্চল। ব্রহ্ম শান্তম্, জ্ঞানম্, অনন্তম্, এবং স্বপ্রকাশম্। গুরুশক্তির কি সাধ্য যে তাঁহাকে প্রকাশ করে? গুরুশক্তি যদি অন্তরে কিছু প্রকাশ করে, জানিব, যে উহা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু, হয়ত গুরুর mesmeric শক্তি শিষ্য স্বীয় প্রাণে অনুভব করেন মাত্র এবং উহাকেই ব্রহ্মশক্তি বলিয়া বুঝেন।

অনেকেই যোগ চাহেন কিন্তু উহার কিঞ্চিৎ দুর্লভতা জানিতে পারিয়া নানা ফিকির অন্বেষণ করেন, যদ্দারা তাঁহারা ব্রহ্মকে গুরুশক্তির ফাঁদে ফেলিতে প্রয়াস পান। বৈষ্ণব সাধক বড়ই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,

"বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ,
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ।"

এইরূপ ব্রহ্মদর্শী হইতে "সাধ যাইলে" কি হয়, ব্রহ্মপূজার আয়োজনের কথা শুনিয়া "আক্কেল" পাইতে হয়, আত্মবলীর নাম শুনিলে অন্তরাত্মা বিশুষ্ক হয়। এই জন্য আমরা গুরুশক্তি রূপ সোনালী পিল্ গলাধঃকরণ করিয়া সুস্থদেহ ও সুস্থআত্মা হইয়া ব্রহ্মদর্শন করিতে চাহি!

আমরা চাহি কি? না, আমরা যেমন আহার নিদ্রায় কালক্ষেপ করি প্রায় তাহাই করিব এবং আহার নিদ্রান্তে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে এক এক দফা গুরু সকাশে যাইয়া মুষ্টিমেয় শক্তি ভিক্ষা করিয়া আনিব এবং পাকে প্রকারে কোন রূপে দম্ আট্কাইয়া রুদ্ধ প্রাণবায়ুর রজ্জুতে পক্ষবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপ সুপর্ণকে ব্রহ্মরন্ধ্রে বাঁধিয়া জোর জবরদস্তি ও কুস্তি দ্বারা পাকে চক্রে তাঁহার সহবাস ভোগ করিব—জ্ঞানাদি স্বীয় স্বীয় চরখায় তৈল প্রদান করিবে— যাবতীয় কর্ত্তব্য "বাস্‌নাজাৎ" হইবে এবং আমি গৃহে আসিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে ঘুমাইতে ঘুমাইতে যোগনেত্রে—(অর্থাৎ দিব্য চক্ষে!)—যাবতীয় বস্তুর অন্তর্বাহ্য নিরীক্ষণ করিব ও জগতের সমুদায় রহস্যের এক একটা খাপ্‌ছাড়া সব্‌জান্তা গোছের বৈজ্ঞানিক, বৈদ্যুতিক, আধ্যাত্মিক, "টৈকিক" বা যৌগিক ব্যাখ্যা করিয়া কতকগুলি আত্মনির্ভরহীন ও ব্রহ্মনির্ভরহীন আত্মাকে স্তম্ভিত ও বুজরুকিগ্রস্ত ও ভ্রান্ত করিয়াই যে ক্ষান্ত হইব তাহা নহে—অপিচ, হয়ত আমরা চাহি এই যে আমাদের যোগনেত্রের সম্মুখে সকলেই যখন ভ্রান্ত, বিপথগামী, সত্যপথহীন ও উচ্চ ধরণের আধ্যাত্মিকতাশূন্য, তখন তাহারা অস্মদীয় চরণ প্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া জীবন্মৃত্যুর গূঢ় রহস্য, জগৎ-বাজীর চূড়ান্ত উচ্ছেদ এবং মুক্তি, দিব্য জ্ঞান ও ব্রহ্ম সন্দর্শন লাভের

দ্বন্দ্ব মীমাংসা ও গুপ্ত মন্ত্র শিক্ষা করুক। এই প্রকার ও আকারের একটা ফুটাফুট ভাব, ভিক্ষোপজীবি আমাদের মধ্যে যেন ফুটিয়া উঠিবার প্রাণপণ ও মারাত্মক উপক্রম করিতেছে।

পরবিত্তভোজী, পরমুখাপেক্ষী ভাব যে অতি জঘন্য ভাব, তাহাতে অনুমাত্র দ্বিধা নাই। আমি যে শাকান্ন উদরস্থ করিব তাহার জন্য মস্তকের স্বেদবিন্দু পাতিত করিব,ধর্ম্ম-বিষয়ে এভাব কোথায়? আমাদের দেশ ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে চিরদিনই দাস্য করিয়া আসিতেছে বলিয়া, আমাদের অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় এক মারাত্মক দৌর্ব্বল্য ও এই প্রকার জঘন্যতা প্রবেশ করিয়াছে, এবং অভাবজনিত স্বভাবের অবনতিও সংঘটিত হইয়াছে। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা যিনি, তাঁহাতে ও আমার মধ্যে কোন দালাল্ বা মোক্তারের বা মোক্তারের "ফড়ের" কার্য্য নাই। "তিনি আর আমি, মাঝে কেহ নাই"—তাঁহাতে ও আমাতে এ ভাব যাইবে কেন? একজন ধনবান 'সাধু' আছেন—ভাল। তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার ভাবভঙ্গী কার্য্যকলাপ দর্শন করিব—পারি ত তিনি কিরূপে মহাজন হইলেন জানিতে চেষ্টা করিব ও গৃহে আসিয়া এই চেষ্টায় থাকিব যে আমিও তদ্রূপ উপায়ে কতদূর করিয়া উঠিতে পারি। তাহা বলিয়াই ধনবানের নিকট ভিক্ষার্থে বা চৌর্য্যার্থে * গমন করিব কেন?

নির্দ্দোষ আত্ম-নির্ভর, আত্ম-চেষ্টা ও ব্রহ্মশক্তিতে বিশ্বাসের ভাব থাকা আত্মার স্বাস্থ্য, বল ও স্ফূর্ত্তি বিজ্ঞাপক। এতদ্ব্যতীত যোগ রূপ মহোচ্চ অবস্থা, ব্রহ্ম দর্শন রূপ চূড়ান্ত সৌভাগ্য লাভ করা কদাচই সম্ভবপর নহে। যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়। যে মানব-সাহায্য চাহে, সে তাহাই লাভ করে। যে ব্রহ্মশক্তির সাহায্য চাহে, সে তাহাই পায়; কিন্তু এতদুভয়ে প্রভেদ স্বর্গ মর্ত্ত্য তুল্য।

ভিক্ষার দ্বারা স্থল বিশেষে কায়ক্লেশে দিন যাপন করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা ধনবান হওয়া যায় না।

ক্রমশঃ।

* "শক্তি-চুরি" হইতে পারে, শুনিয়াছি। লেখক।

পিপীলিকা-তত্ত্ব।

এই ভূমণ্ডল যাবতীয় প্রাণীর আবাসভূমি। ক্ষুদ্র বৃহৎ এখানে সকলই আছে। সকলেই আপনাপন ভাষায় কথা কহিতেছে, আপনাপন ভাবে কার্য্য করিতেছে, আপনাপন কার্য্যে পরমেশ্বরের অসীম মহিমা প্রচার করিতেছে। আমরা সেই কার্য্য দেখিয়া মোহিত হই। ক্ষুদ্রের প্রতি আমাদের বড় দৃষ্টি নাই—ক্ষুদ্রকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতে আমরা ভালবাসি না। কিন্তু যতদিন না ক্ষুদ্রের বুদ্ধি, কৌশলও কার্য্য সমূহ যত্ন সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিব, যতদিন না বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্রের কার্য্য দেখিয়া অধিক মাত্রায় বিস্মিত হইব, ততদিন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত শক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য আমাদের চক্ষে পাংশুজালে সমাচ্ছাদিত থাকিবে। অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদির বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ, তাহাদের স্বভাবসুলভ কার্য্যকলাপ এত কৌশলময় যে ডারউইন্ বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন—

"Many instincts are so wonderful that their development will probably appear to the reader a difficulty sufficient to overthrow my whole theory." (Origin of Species.)

ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রাণীই অল্পবিস্তর

পরিমাণে বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি সম্পন্ন। ঘৃণার্হ প্রাণী পৃথিবীতে নাই।

"A little dose of judgment or reason, as Pierre Huber expresses it often comes into play even with animals low in the scale of nature."

সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি বৃহৎকায় জন্তুদিগের কার্য্য আমাদিগকে যেরূপ মোহিত করে,অতিক্ষুদ্র পিপীলিকার বুদ্ধি-শক্তি ও অত্যদ্ভুত শিল্প-নৈপুণ্য দেখিলেও আমরা সেইরূপ বা ততোধিক বিমোহিত হই। বিজ্ঞ ও বহুদর্শী প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বহুকালব্যাপী পরীক্ষা দ্বারা পিপীলিকাসংক্রান্ত যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা অতি মনোহর ও কৌতূহলোদ্দীপক। মনুষ্য মাত্রেরই সে সকল তথ্য জানা কর্ত্তব্য।

পিপীলিকা অতি ক্ষুদ্রপ্রাণী। অপ-রাপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তুলনায় ইহাদের মস্তক কিছু বড়। ইহাদের চোয়াল শক্ত, পশ্চাদ্ভাগ দীর্ঘ ও কোমল; পদচতুষ্টয় ক্ষুদ্র। ইহাদের পায়ের অগ্রভাগে ছোট ছোট কাঁটা আছে, সেগুলির সাহায্যে ইহারা কোন পদার্থ অবলম্বন করিয়া বিল-ম্বিত থাকিতে পারে। ইহারা অতিশয় দ্রুতগামী। সদ্যোজাত শাবকদিগকে ইহারা পরম যত্নে প্রতিপালন করে—দিবাভাগে আকাশ পরিষ্কৃত থাকিলে তাহা-দিগকে লইয়া রৌদ্রে বেড়ায়; বৃষ্টির সময় তাহাদিগকে গৃহের বাহিরে আনে না। সন্তানের প্রতি ইহাদের বড় মমতা।

পিপীলিকাগণ মনুষ্যের ন্যায় গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। ইহাদের স্ত্রী-জাতি অত্যন্ত সম্মানার্হা—সর্ব্বদা স্বজাতীয় পুরুষ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এবং বিবিধ বিধানে পরিসেবিত হয়। ইহাদের যাব-তীয় শিল্পকার্য্য স্ত্রীজাতি দ্বারা সম্পন্ন হয়। ইহারা সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। প্রত্যেক পিপীলিকারাজ্যের অধিকাংশ প্রজা একত্র হইয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করে। সুতরাং পিপীলিকার শাসন-প্রণালী কতকটা প্রজাতন্ত্রের অনুরূপ। পিপীলিকাগণের সামাজিকতার আর এক-টী প্রমাণ এই যে একটী পিপীলিকার মৃত্যু হইলে অপর কতকগুলি মিলিত হইয়া মহা সমারোহে তাহার সমাধি সম্পন্ন করে।

পিপীলিকার গৃহনির্ম্মাণকৌশল অতি চমৎকার। ভূমধ্য হইতে ইহাদের গৃহ-নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। প্রথম তল ভূমির নিম্নে থাকে। তাহার উপর যে গৃহ নির্ম্মিত হয় তাহাই পিপীলিকার অদ্ভুত শিল্পের পরিচয় প্রদান করে। প্রথমে একটী পিপীলিকা মাটীতে সারি সারি কতক-গুলি ছোট ছোট গর্ত্ত খনন করে। গর্ত্তের উভয় পার্শ্বের কঠিন মৃত্তিকাই উহার প্রাচীর স্বরূপ হয়। সেই প্রাচীরের উপর খড়, কুটা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া তদুপরি মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া ইহারা ছাদ নির্ম্মাণ করে। মাটীর ভিতর গৃহের পথ সম্মুখে ও পশ্চাতে সুড়ঙ্গের ন্যায় সরু সরু থাকে। সে সকল পথ পিপীলিকা-নগরীর রাজ-পথ স্বরূপ। তথায় পিপীলি-কারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। কোন পিপীলিকা-নির্ম্মিত দুইটী দেয়াল যদি অসমান হয় তাহা হইলে সেই নগরীর অপর পিপীলিকার তাহা দৃষ্টিগোচর হ-ইলে সে তখনই নূতন প্রাচীর নির্ম্মাণ দ্বারা দোষ সংশোধন করিয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধন করে। গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী যন্ত্র সকল ইহাদের শরীরেই আছে। ইহারা চোয়াল দ্বারা খড় কুটা কাটে, হুলদিয়া মাপের কার্য্য সম্পন্ন করে এবং সম্মুখের

পা দিয়া কর্ণিকের কার্য্য করে অর্থাৎ মাটীর প্রলেপ দিয়া গৃহ শক্ত ও বাসোপযোগী করিয়া লয়।

একদা এক প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত পিপীলিকার গৃহনির্ম্মাণকৌশল সন্দর্শনার্থ নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া এক পিপীলিকার দেশে আসিয়া দেখিলেন একস্থানে এক কৃষ্ণবর্ণ পিপীলিকা গৃহনির্ম্মাণে ব্যস্ত রহিয়াছে। সে অতি শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য করিতেছিল। ছাদ নির্ম্মাণ করিলেই তাহার গৃহটী সম্পূর্ণ হয়। ছাদের জন্য শুষ্ক পত্র, কুটা প্রভৃতির কড়ি বরগা আবশ্যক; কারণ পত্রের ব্যবধানের উপর মৃত্তিকা রাখিলে গর্ত্ত বুজিয়া যাইবে। কিন্তু কড়ি বরগা রূপে ব্যবহার্য্য খড় কুটা আহরণ করা এ জাতীয় পিপীলিকার রীতি নহে। অতএব পিপীলিকাটী কার্য্য বন্ধ রাখিয়া নিকটস্থ একটী ধান্যের শীষ বাছিয়া লইয়া তাহার অগ্রভাগে আরোহণ করিল। ক্ষুদ্র প্রাণীর ভরে সে শীষ কিঞ্চিন্মাত্রও অবনত না হওয়ায় পিপীলিকা নামিয়া আসিয়া ভিজা মৃত্তিকা লইয়া গিয়া তদুপরি স্থাপন করিতে লাগিল। মৃত্তিকার ভরে শীষের অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া গেল। ইহাতে পিপীলিকার মনস্কামনা সিদ্ধ না হওয়ায় সে নামিয়া আসিয়া শাষের মূলদেশ কাটিতে আরম্ভ করিল। তখন শীষটী খসিয়া পিপীলিকানির্ম্মিত প্রাচীর দ্বয়ের উপর সমান হইয়া শুইয়া পড়িল। তখন পিপীলিকা সন্তুষ্ট চিত্তে তদুপরি মৃত্তিকা স্থাপন পূর্ব্বক ছাদ প্রস্তুত করিয়া গৃহ সম্পূর্ণ করিল।

এই ঘটনাটি পিপীলিকার আশ্চর্য্য বুদ্ধি ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত ইহাদের যে সকল দৈনন্দিন কার্য্য দৃষ্টিগোচর হয় তাহাও বিলক্ষণ শিক্ষাপ্রদ ও কৌতুকাবহ। মৃত ফড়িঙ্গ কিম্বা শলভ পড়িয়া থাকিলে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় বহুসংখ্যক পিপীলিকা একত্র হইয়া তাহা লইয়া চলিয়া যাইতেছে। এত ক্ষুদ্র প্রাণী এমন গুরুভার দ্রব্য গৃহে লইয়া যাইবার জন্য কত অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। একদা কতকগুলি পিপীলিকা একটী মৃত ফড়িঙ্গের ডানা লইয়া তাহাদের আবাসের রন্ধ্রপথে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া অতবড় ডানাটী প্রবেশ করান নিতান্ত অসম্ভব। কিয়ৎক্ষণ পরে কতকগুলি পিপীলিকা সেই পথ দিয়া ভূমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন অবশিষ্ট পিপীলিকাগুলি ডানাটাকে রন্ধ্রমুখে স্থাপিত করিয়া উপর হইতে ঠেলিতে লাগিল এবং ভূমধ্যস্থ পিপীলিকাগুলি উহাকে নিম্ন হইতে টানিতে লাগিল। কিন্তু চেষ্টা সফল হইল না। তখন তীক্ষ্ণবুদ্ধি পিপীলিকাগণ শিকার রক্ষার আশায় একেবারে জলাঞ্জলি না দিয়া আর একটি উপায় অবলম্বন করিল। ডানাটীর উভয় পার্শ্ব হইতে মৃত্তিকার কণা সরাইয়া তাহারা সেইপথ প্রশস্ত করিতে আরম্ভ করিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মধ্যে পথ দ্বিগুণ প্রশস্ত হইল। পথ ডানা প্রবেশের উপযোগী হইতেছে দেখিয়া পিপীলিকারা অধিকতর উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে লাগিল। এমন সময় সেই দেশের আর একটী পিপীলিকা একটা মৃত পতঙ্গ লইয়া নগরাভিমুখে আসিতেছিল। দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া পিপীলিকার দল দৌড়াইয়া গিয়া নূতন শিকার আনয়ন করত রন্ধ্রমুখস্থিত পালকের পার্শ্বে স্থাপন করিল এবং ঢালু ডানাটীর উপর গড়াইয়া দিয়া উহাকে

নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইল। তখন নগরমধ্যস্থ পিপীলিকাগণ পতঙ্গদেহ লইয়া গৃহে গেল। নবাগত শিকার প্রবিষ্ট করাইয়া পিপীলিকাগণ সেই পথ পুনরায় প্রশস্ত করিতে আরম্ভ করিল। পথ আরও একটু প্রশস্ত হইলে ডানা কিয়দংশে প্রবিষ্ট হইয়া পথের উপরিভাগে প্রতিহত হইল। তখন পিপীলিকাগণ আবার সুড়ঙ্গ কাটিতে লাগিল। এই সময়ে এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত। একটা ঝড় উঠিল। সেই ঝড়ে অনেক পিপীলিকার রাজ্য উড়িয়া গেল, অনেক পিপীলিকার গৃহ ভাঙ্গিয়া গেল এবং অনেক পিপীলিকার প্রাণহানি হইল। সৌভাগ্যবশতঃ সেই ডানাটী অর্দ্ধপ্রবিষ্ট ছিল বলিয়া তত্রস্থ পিপীলিকাগুলি ঝড়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল। ঝড় থামিলে পর তাহারা আবার পথ প্রশস্ত করিতে আরম্ভ করিল। প্রায় তিন চারি ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রমের পর শিল্পিগণ ডানাটীকে লইয়া নগরে প্রবেশ করিল।

মনোযোগ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে পিপীলিকাদিগের শিল্পচাতুর্য্য, আচার ব্যবহার, রাজ্যশাসন, শিষ্টতা সভ্যতা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে পরম কৌতুকাবহ ও শিক্ষাপ্রদ তথ্য জানিতে পারা যায়। এক একটী পিপীলিকানগরীতে বহুসংখ্যক পিপীলিকা একত্র হইয়া সম্প্রীতির সহিত বাস করে। ইহারা পরস্পর পরস্পরকে খাওয়াইয়া দেয়। কর্ম্ম করিতে করিতে কোনও পিপীলিকা ক্ষুধার্ত্ত হইলে সে তাহার পার্শ্বস্থ পিপীলিকার গাত্রে হুল বুলাইয়া মনোভাব ব্যক্ত করে। পার্শ্বস্থ পিপীলিকা তখনই ভাণ্ডার হইতে খাদ্য দ্রব্য আনিয়া ক্ষুধার্ত্তের মুখে তুলিয়া দেয়। ক্ষুধা নিবৃত্তি হইলে পিপীলিকা সন্তুষ্ট হইয়া সম্মুখের পা বন্ধুর মাথায় তুলিয়া দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করে। হুলের সংস্পর্শে ইহারা শত্রু মিত্র বুঝিতে পারে। ইহাদের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত আছে তাহা বুঝিতে ইহাদের কখনও ভ্রম হয় না। একটী পিপীলিকানগরী হইতে কতকগুলি পিপীলিকা লইয়া কিছুক্ষণ পরে আবার তাহাদিগকে সেই-স্থানে ছাড়িয়া দিলে তাহারা প্রথমতঃ কিছু বিরক্ত হইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু স্বদেশ চিনিতে তাহাদের অধিক বিলম্ব হয় না। দুই দল পিপীলিকা ভ্রমণ করিতে করিতে পরস্পরের সম্মুখীন হইলে তাহাদের যে সাঙ্কেতিক ভাষা আছে তাহা জানিবার জন্য পরস্পরের হুল স্পর্শ করে। তাহাতেই তাহারা স্বদেশীয়দিগকে চিনিতে পারে, এবং বুঝিতে পারে যে তাহারা পুনরায় আপনাদের রাজ্যেই আসিয়াছে। সুতরাং কোন গোলযোগ হয় না। কিন্তু যদ্যপি একটী নগরীর একটী পিপীলিকা লইয়া অপর একটী নগরে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তত্রস্থ প্রহরী আসিয়া তাহার হুল স্পর্শ করিয়াই তাহাকে বিদেশী বলিয়া বুঝিতে পারে। তখন অন্যান্য পিপীলিকা বিষম ক্রোধে বিদেশীকে আক্রমণ করিতে যায়, এবং ধরিতে পারিলে সকলে মিলিয়া তাহার বিনাশ সাধন করে।

আমেরিকা দেশে কয়েক জাতীয় পিপীলিকা মধুসংগ্রহ করিতে পারে। আমাদের দেশের পিপীলিকাদিগের সে শক্তি নাই বলিয়া উহারা ভবিষ্যতের জন্য অন্য রূপ আহার সঞ্চয় করিয়া রাখে। এমেজন (Amazon) নামক একশ্রেণীর বড় পিপীলিকা আছে। তাহারা বিজেতার

ন্যায় সতত অন্য জাতীয় পিপীলিকাদিগের রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে স্বদেশে আনয়ন করত দাসভাবে নানা কার্য্যে নিযুক্ত করে। বিজিত পিপীলিকারা সর্ব্বাংশে জেতাদিগের অধীন হইয়া পড়ে। তখন আর তাহাদিগের স্বজাতীয় পিপীলিকা আসিয়া তাহাদিগের মুক্তি সাধন করিতে পারে না।

পিয়ের হিউবর নামক এক ব্যক্তি এক শ্রেণীর পিপীলিকা আবিষ্কার করিয়াছেন। উক্ত পিপীলিকাগণ সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী। ভৃত্যদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে বৎসরকাল মধ্যে বোধ হয় ইহাদিগের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায়। এই জাতীয় পিপীলিকাগণের কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই—ইহাদিগের স্ত্রীজাতিও জড়বৎ পড়িয়া থাকে। এমন কি সন্তানদিগকে পর্য্যন্ত কখনও আপনারা প্রতিপালন করে না। দাসগণই ইহাদিগের সমস্ত অভাব মোচন করে—গৃহাদি নির্ম্মাণ করে এবং পুরাতন গৃহে থাকিবার অসুবিধা হইলে মুখে করিয়া প্রভুগণকে স্থানান্তরে লইয়া যায়। P. Huber একবার অনেকগুলি উক্তশ্রেণীর পিপীলিকাকে ভিন্নস্থানে রাখিয়া দিয়া খাটাইবার নিমিত্ত নিকটে কতকগুলি ডিম্ব ও প্রচুর পরিমাণ আহার্য্য রাখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পিপীলিকাগণ কিছুতেই আকৃষ্ট না হইয়া অনাহারে পড়িয়া রহিল এবং দুই একদিনের মধ্যেই কতকগুলি প্রাণত্যাগ করিল। অতঃপর তাহাদিগের একটী সেবককে সেইখানে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সে গিয়াই প্রথমতঃ ডিম্ব গুলির একটী ব্যবস্থা করিয়া তৎপরে মুমূর্ষুদিগের মুখে আহার দিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিল।

উপরোক্ত ঘটনাটী পাঠ করিয়া অনেকে পিপীলিকার অনেক নিন্দাবাদ করিবেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নিন্দনীয় উহাতে কিছুই নাই। যেহেতু সকল সমাজেই আলস্য দেখিতে পাওয়া যায়। এমন যে শ্রেষ্ঠ নরসমাজ, ইহার গৃহে গৃহে অন্বেষণ কর কত আলস্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। পিপীলিকার অপরাধ কিছুই নাই। অপরে উহাদিগের অভাবমোচন করে বলিয়া উহারা কোন কর্ম্ম করিতে পারে না অথবা শিখে নাই, আমাদিগেরও তদনুরূপ অবস্থা। সেই নিমিত্ত আলস্যে আমরা বোধ হয় ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছি।

সাংখ্য স্বরলিপি।

স্বরগুণন।

বীজগণিতের নিয়মানুসারে যেমন বর্ণ ও সংখ্যা অবিচ্ছিন্নভাবে পাশাপাশি থাকিলে তাহারা গুণিত হইয়া যায় সেইরূপ সাংখ্য স্বরলিপির নিয়মানুসারে স্বরবর্ণ ও তাহার সংখ্যা অবিচ্ছিন্নভাবে পাশাপাশি থাকিলে তাহারা গুণিত হইয়া যায়।

স্বরবর্ণ ও তাহার সংখ্যা—স্বরবর্ণ ও তাহার শ্রম বা বিশ্রম নিরূপক কাল সংখ্যা।

স্বরযোগ ও স্বরগুণন।

সাংখ্য স্বরলিপির নিয়মানুসারে স্বরলিপিতে সশ্রম ও সবিশ্রম স্বর রাশির—একাধিক স্বরের মধ্যেই যোগ বা গুণন চলিতে পারে। এই সশ্রম ও সবিশ্রম স্বর সমূহের মধ্যে সশ্রম স্বরেরই যোগ বা গুণন শ্রেষ্ঠ।

সশ্রম স্বর—কাল বা মাত্রাসহ শ্রমী স্বর। সবিশ্রমস্বর—কাল বা মাত্রাসহ শ্রমহীন নীরব স্বর।

নির্দ্দেশক চিহ্ন।

নির্দ্দেশকচিহ্ন— ঃ০— অথবা ⍡ —ইহাও হয়।

রাগিণী নট্ বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

জয় পরম-শুভ-সদন ব্রহ্ম সনাতন, করুণার সাগর কলুষ-নিবারণ।
জয়বিশ্বপাতা, অনন্তবিধাতা, জয় দেব দেবেশ, জীবের জীবন।

তালি। ২ঃ (স্থা, স্ত আরম্ভ)। ৩। ০। ১।
মাত্রা। ২ । ৩। ২। ৩।

(স্থা) । সা সা। রে গা মা। পা পা। প্ধা পা মা½ -গা½। রে রে। র্পা পা প্ধা।
(স্থা) । জ য়। প র ম। শু ভ। স দ ন —। ব্রহ্ম্ —। ম (ম্হ) — স।

। মা পা। মা গা গা। র্গা সা। ম্মা গা মা। পা পা। "প্নি" বা "প্সা" নি নি। সা স্রে।
। না —। ত ন —। ক রু। ণা — র। সা —। গ গ — র। ক লু।

। সা পা প্নিঁ। ধা "পা" বা "পা½ -গা½"। মা গা গা। (স্ত)ঃ০ —। পা পা। প্সা ধা সা।
। ষ — নি। বা — — —। র ণ —। (স্ত)ঃ০ —। জ য়। বি — শ্ব।

। সা সা। সা সা সা। সা গা½ -রে½। গা গা গ্মা। গা রে½ -সা½। সা সা সা। প্ধা পা।
। পা —। তা — অ। ন — —। স্ত — বি। ধা — —। তা — —। জ য়।

। মা গা মা। পা পা। প্সা নি নি। সা রে। সা পা প্নিঁ। ধা পা। মা গা গা। র্গাঃ ॥
। দে — ব। দে —। বে — শ। জী —। বে — র। জী —। ব ন —। জ ॥

A HISTORY OF THE PRIMITIVE ARYANS.

PREFACE.

(CONTINUED FROM PAGE 116.)

All the Hindu histories mention Brahma as the founder of whole Vadaism, both in its theological as well as ritual aspect. When he was the founder of whole Vedaism, he must have preached the doctrine of the One True God, which all the Hindu Shastras declare to be the *Sara* or essence of the Veda, as well as ordained rites and ceremonies in honour of the elemental divinities for observance by his followers. From this it appears that a life of solitary contemplation of the one True God in woods and forests was also prescribed by him for the advanced section of his followers at the time when he first preached Vadaism. We, for this reason, see some of the earliest Aryan sages leading such life. It seems that the Aryan race deterioraeted in religion at the time of their emigration into India, losing sight of the original monotheism and confining themselves merely to rites and ceremonies. It was for this reason that almost the whole Rig-Veda speaks of rites and ceremonies, uttering monotheistic sentiments in only some isolated *riks*. The doctrine of leading a life of solitary contemplation in woods and forests was afterwards revived in India by the composers of the Upanishads from whose time it has all along prevailed in it.

While reading this history, the reader is requested to mark that Gandharvas, Yakshas Pitris &c &c were all tribes of existing men, and not imaginary supernatural beings, but

afterwards exalted to that rank by the influence of the haze of remote antiquity in which things are always seen in an exaggerated form. From the descriptions given of their acts and of their intercourse with the ancient Indo-Aryans we can not but consider them to have been really existing men. The reader should also mark that the Puranists designated men by their family totem, as for instance Jamvuvana is called abear because his totem was a bear and the Nagas as snakes because their totem was a snake.

After the above was written I was surprised to find in an article on the early history of Tibet from the pen of the renowned antiquarian and Thibetan scholar, Babu Saratchunder Das C. I. E., published in the Proceedings of the Asiatic Society of Bengal for February 1892, unexpected corroboration, of my statements made in this preface as well of those made in the portion of my diary published in this journal long ago about the Deva-Aryans. Sarat Babu says:

"According to Sum-pa the great Tibetan Historiographer and also the early records of Tibet, it is mentioned in certain Chinese histories that the people who inhabited the Arya-bhumi, the blessed land of the Hsithian (western heavens) originated from the Gods;the people of China, the flowery country, sprang from the dragon, the offspring of the heaven and the earth ; the Mongolians originated from the demons, and last of all the Tibetans descended from the Yakshas, a kind of mischief-making demigods. The Hindoos regarded the Saki-Tartars and the early Persians, who worshipped the Ahura, (Asura) and lived at the foot of Meru i. e. about the Paropamisus † mountains as the descendants of the Asuras who waged war on Indra, the Emperor of India and his nobles. The Hindus designated the Tibetans by the name Huna and Gana or the legions of Kuvera, the God of wealth. From the internal evidence of classical writings of the Hindoos, it appears that the specific designation which they had for the Chinese really signified the Tibetans. In the passage of the Udyog parva *Bajinancka Sahasrani Chinadesodbhkavanicha* the Tibetan pony was evidently referred to. In the Buddhist work called Sambhara Samudra,Tibet is mentioned as one of the 24 abodes of the celestial nymphs, where sages still in their human shape reside in peace. Even when Buddha preached his doctrine in India, there lived in the country of Himavata, men who by dint of their perfections were able to acheive wonders. The place where these intellectual giants, male and female, called in Tibetan "Pah-vo" 'Pah mo" is conjectured by the historians of Tibet to be the district of "Pah-bonkha" near Lassa. The Mahabharata also tells us that the sacred abode of the divine sages was a place in Himavata called "Paraloka," beyond the snowy Himalayas, where to the holy brotherhood there was immunity from disease and the troubles of worldly life. The author of "Surya Siddhanto" called this country by the name of "Siddhapoora", the land of perfection and accomplishment, and the discription that he has given of the place tallies with that of the Mahabharata.

... ...

The legendary accounts of Tibet as preserved in the "Debother Nonpo" and other works give different stories about the origin of the Tibetans. It is said that in early times a race of people called"Noijin"(Yaksha) i. e. the mischief-makers inhabited the country. Though they were rich, having in their possession precious stones and metals yet they used to do mischief to each other and to live in a state of continual warfare. So late as the first century B. C. twelve "Noijin" chiefs are said to have partitioned the country among themselves, a few years before the Indian Prince "Nyah-the-tsanpo" visited Tibet."

The Thibetan records quoted above corroborate my opinion that there was an Aryan race dwelling north of India prior to the Indo Aryans, who were more civilized than the latter. I obtain a fact from those records, which I was not aware of before that is, that their civilization was the truest civilization possible i. e. religious and moral civilization. Those records speak of them as intellectual giants and possessed of every religious and moral perfection, justifying the title of Devas so freely accorded to them by the Aryans of India. They were more long-lived and

† Para and Upa Nished mountain.

healthier than the Indo Aryans of India on account of their living in a much colder climate than the latter. I obtain by reasonable inference from the Thibetan records, another fact of which I was not aware that this race perished on account of their abusing the religious civilization which they possessed by their fondness for solitary divine contemplation and their consequent inability to cope with materialistically civilized races superior to them in physical prowess, whom they called Asuras, the ancestor of the Saki Tartars referred to in the quotation made above from the Thibetan records. The reader will find in this history numerous examples of primitive Aryans retiring to forests for contemplation of God. Srikrishna, in the begining of the third chapter of the Bhagavata Gita says that the *yoga* or divine communion was known to Rajarshis or royal saints from very ancient times i. e. from the time before that when the Aryans emigrated to India. When they did so, they degenerated into mere ritualists as has been stated above. Divine communion in solitery places has been afterwards revived in India to such an extent that injury is apprehended from its excess. The Indo-Aryans should take a lesson from the extinction of their ancestors, the Deva Aryans. They should follow the instruction of their great teacher, Krishna, the utterer of the Bhagavatgita, and combine work with *yoga* or divine communion and make war when necessary.

The Thibetan records corroborate my statement that Indra was an emperor. They say that he was the emperor of India, but in reality he was the emperor of the Central Asian Aryan empire. Sovereigns known by this title often solicited the alliance of their Indo-Aryan brethren in their war with the Asuras as has been stated before. The Thibetan records also corroborate my theory, about Asuras, Gandharvas Nagas &c being races of men. They say that the Chinese who traded with India were called Nagas or snakes. This name was certainly derived from their national emblem the dragon. ¶

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১২৫৫৸/ ৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৩৩৫২৸৶/১০
সমষ্টি	৪৬০৮৷৶/১৫
ব্যয় ...	১৩১৪৸৶/০
স্থিত	৩২৯৩৸১৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৩২০৲

এককালীন দান

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	৩০৬৲
শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস	১৲
,, অনঙ্গমোহন চৌধুরি	১০৲
,, সুকুমার হালদার	১৲
	৩১৮৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সরকার	২৲
	৩২০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৯২৶/১৫
শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ বসু কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য	৩৲
বরাহনগর পুস্তকালয় ১৮১৫ শকের অর্দ্ধমূল্য	১৷৹
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা ১৮১৩ শকের সাহায্য	৪৷৹
,, গোবিন্দরাম চৌধুরি পলাসবাড়ি ১৮১৪ ও ১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল	৬৸০

¶ (a) In the early records of Thibet it is mentioned that the Chinese language was called "Nagbhasa" by the Indians, while Sanskrit was called the language of the gods; and that the people who traded with India, coming from beyond the seas with such commodities as satin (*chinamsuka*) camphor porcelain, &c., were called the Nagas. From this, it, appears. that in olden times the merchants, who, coming from the direction of the Indian ocean, used to trade with India, were no other people than the Chinese. These Naga merchants had settlements at Pataliputra and other great centres of trade.

মহাশয় কৈলাসচন্দ্র রায় দেহড়দা ১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩৶৹
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ বোয়ালিয়া ১৮১৫ শকের অর্দ্ধ মূল্য ও মাশুল ১৸৶৹
শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা ১৮১৩ শকের মূল্য ৩৲ টাকার মধ্যে ২৲
,, বলাইচাঁদ পাইন কলিকাতা ১৮১৪ শকের মূল্য ৩৲
,, কুঞ্জবিহারী দে কলিকাতা ১৮১৫ শকের অর্দ্ধ মূল্য ১৷৹
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মপুর ১৮১৫ শকের মাশুল ।৶৹
শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরি বাহিলরায়-গঞ্জ ১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩।৶৹
,, বলাইচাঁদ সিংহ কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
,, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
,, গিরিজাশঙ্কর মজুমদার কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
,, ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৮১৪ শকের মূল্য ৩৲
,, কালীকুমার ঘোষ কলিকাতা ১৮১৪ শকের জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৮১৫ শকের বৈশাখ পর্য্যন্ত মূল্য ৩৲
,, গৌরীপদ চক্রবর্ত্তী সাহাপুর পত্রিকার মূল্য ও মাশুল হিসাবে ৫৲
,, মহেন্দ্রনাথ সেন ডিব্রুগড় ১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩।৶৹
,, হরকুমার সরকার বোয়ালিয়া ১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩।৶৹
,, তুলসীদাস দত্ত কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
,, হরিমোহন নন্দী ঐ ১৮১৪ শকের মাঘ হইতে ১৮১৫ শকের আষাঢ় পর্য্যন্ত পত্রিকার সাহায্য ২।৹
,, দুর্গামোহন দাস কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
,, রামচন্দ্র সিংহ কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
,, কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় নিলফামারী ১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩।১৹
অতিরিক্ত ৶১৹
,, বৈকুণ্ঠচন্দ্র গুহ জয়দেবপুর ১৮১৪ ও ১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৬৸৹
,, সুকুমার হালদার বর্দ্ধমান ১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩।৶৹
,, শ্যামলাল মিত্র কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ও কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত মাশুল ৩৶৹
,, উমেশচন্দ্র দেব কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
,, দ্বারকানাথ রায় কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
,, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
,, প্যারিচাঁদ মিত্র কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
,, রূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ১৮১৪ শকের বাকী মূল্য ১৷৹
,, কমলাল বর্ম্মণ কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
,, সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী আমবাড়িয়া ১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩।৶৹
,, কাশীনাথ চৌধুরী বোয়ালিয়া ১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩।৶৹
বনমালী চন্দ্র কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ কালনা ১৮১৪ শকের অর্দ্ধ মূল্য ও মাশুলের বাকী শোধ ১।৶৹
শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন কলিকাতা ১৮১০ শকের আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের সাহায্য ২৲
,, ব্রজনাথ দত্ত কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
,, বিশ্বম্ভর শিকদার কলিকাতা ১৮১৪ শকের মূল্য ৩৲
,, জানকীনাথ মজুমদার কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ১৮১৫ শকের বাকী শোধ ১৲
,, কালীকমল ভট্টাচার্য্য কলিকাতা ১৮১৪ শকের মূল্য ৩৲
,, দেবেন্দ্রদেব দাস কলিকাতা ১৮১৪ শকের মূল্য ৩৲
,, কুঞ্জলাল মল্লিক কলিকাতা ১৮১৪ শকের মূল্য ৩৲
,, মথুরানাথ বর্ম্মণ কলিকাতা ১৮১৩ শকের মূল্য ৩৲ টাকার মধ্যে ১॥/১৫

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী পুটীয়া ১৮১৪ ও ১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৬৫০

১৮১৩ শকের মাশুল ।০

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲

„ বিনায়কচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲

„ কানাইলাল দাস কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲

„ উমাপ্রসাদ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ ১৮১৪ শকের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত পত্রিকার সাহায্য ২।০

„ কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲

„ হেমলাল পাইন কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲

আশুতোষ চক্রবর্ত্তী ১৮১৩ শকের বাকী শোধ ১৲

„ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲

„ আশুতোষ ধর ১৮১৪ শকের মূল্য ৩৲

„ কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী ১৮১৫ শকের মূল্য বাকী ২৲ মধ্যে ১৲

„ অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ১৮১৪ শকের মূল্য ৩৲

„ রাখালচন্দ্র সেন কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲

„ বারানসী বসু উলা ১৮১৩ শকের মূল্য ও মাশুল ৩।৵০

„ যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু কুমারখালী ১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩।৵০

„ গণেশপ্রসাদ দ্বারভাঙ্গা ১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩।৵০

„ অধরচন্দ্র সাহা ঢাকা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲ ও মাশুল ।০

১৮১৩ ও ১৪ শকের মাশুল ৷৹০

নগদ বিক্রয় ২ খানা ৷৹৹

১৯২৶১৫

পুস্তকালয়	...	...	১৭৲১৫
যন্ত্রালয়	...	...	৬৭৯৷৴০
গচ্ছিত	...	...	৪২।৵১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন			৩৷০
পুস্তক বিক্রয়ের কমিসন		..	॥৴০
সমষ্টি			১২৫৫৷৴৫

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২৮৭৷১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		...	৪৯৷১০
পুস্তকালয়		...	৫৬।৵১০
যন্ত্রালয়		...	৮৩৮॥৶০
গচ্ছিত		...	৪০।১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন			১৫৲
সেভিংস ব্যাঙ্ক			২৭৲
সমষ্টি			১৩১৪৷৶০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

চতুঃষষ্টিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮ঘটিকার সময় ঐস্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ত্রয়োদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৪।

৬০৬ সংখ্যা | ১৮১৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন।

চতুঃষষ্টিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮ঘটিকার সময় ঐস্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

শান্তি নিকেতন।

তৃতীয় বার্ষিক ব্রহ্মোৎসব।

৬৪ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

৭ পৌষ সুনির্ম্মল প্রাতঃকালে সকলে মিলিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে বন্দনাগীত গাহিতে গাহিতে ব্রহ্মমন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে সঙ্গীত আরম্ভ হইল। সঙ্গীতের পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্ব্ব-সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—

"রসো বৈ সঃ" পরমেশ্বর রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু। আজ এই উৎসবের দিনে, আইস সকলে মিলিত হইয়া একপ্রাণ হইয়া সেই ব্রহ্মনামের জয়ঘোষণা করিয়া জীবনকে সার্থক করি। আজ আইস আমরা সেই ভূমানন্দ পরমদেবের নামোচ্চারণ করিয়া, তাঁহার উপাসনা করিয়া আনন্দ লাভ করি। আজ যেন আমরা হৃদয়কে নিরানন্দে পূর্ণ হইতে না দিই। আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ নিরানন্দকে সঙ্গে আনিয়া থাকেন, তিনি যেন তাহাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া না যান; যিনি রিক্ত

হস্তে আসিয়াছেন, তিনি যেন পূর্ণহস্তে আনন্দ মনে গৃহে প্রত্যাগমন করেন; যিনি নিরাশাকে বহুদিন যাবৎ হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছেন, আজ যেন তাঁহার আশার সঞ্চার হয়। আর কিসের জন্যই বা হৃদয়কে নিরানন্দ ও নিরাশাহ্রদে নিমগ্ন রাখিব? আমাদের এই উৎসবের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি কেবল আজ নহে, তিনি কি চিরকালই আমাদের সঙ্গে নাই? আর তিনি কি জীবন্ত জাগ্রত নহেন? তিনি যখন জীবন্ত জাগ্রত দেবতা এবং সেই পরমদেব যখন আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন, তখন আমাদের নিরানন্দই বা কিসের আর নিরাশাই বা কিসের? বৈদিক ঋষি সেই মহান্ আত্মাতে আপনার আত্মা সমর্পণ করিয়া নিজেও নির্ভয় হইয়াছেন এবং সকলকেই এইরূপে নির্ভয় হইতে বলিতেছেন—

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

সেই আনন্দস্বরূপের আনন্দ জানিলে সাধক আর কাহা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হয়েন না। পরমেশ্বর আনন্দস্বরূপ, আর তাঁহারই উদ্দেশে এই উৎসব; তাই অন্ততঃ আজ এই উৎসবের দিনেও সকলে নিরানন্দ ও নিরাশাকে দূরে পরিত্যাগ করুন এবং সকলে আশান্বিত হউন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবেই, সত্যের জয় হইবেই।

বর্ত্তমান কালের অবস্থা যিনি একটু বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন, তিনিই জানিতে পারিবেন যে সত্য ধর্ম্মের অনুকূল বাতাস চারিদিক্ হইতেই প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কএক বৎসর পূর্ব্বে আমরা এভাব দেখিতে পাই নাই। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের বৈজ্ঞানিকদিগেরও মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাঁহাদেরও সত্যধর্ম্মের প্রতি আস্থা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছে। সত্যধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধিই সেই মহান্ অজ আত্মার জাগ্রত সত্তা বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিতেছে। এই যে সেদিন আমেরিকাতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এক মহামেলা হইয়া গেল, তাহাতে কি সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরেরই হস্ত দেখিতে পাই না? সেখানে যদিও নানা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের আলোচনা হইয়াছিল, তথাপি অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের, ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহার দেশভেদে নামান্তর মাত্র, সেই সত্যধর্ম্মেরই আলোচনাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। ইহা আমাদের অল্প আশার কথা নহে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের পণ্ডিতেরা যে এইরূপ সাম্প্রদায়িক ভাব পরিত্যাগ করিয়া একই জাগ্রত জীবন্ত দেবতা পরমেশ্বরেরই চরণতলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, ইহা স্মরণ করিলে আনন্দে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আরও আশার কথা এই যে, আমাদের স্বদেশেই আজকাল সত্যধর্ম্মের প্রতি আস্থা কিছু বর্দ্ধিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের প্রশংসাবাদ প্রযুক্তই হউক অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হউক, উপনিষদ প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থে ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব সকল নিহিত আছে, সেই সকলের আলোচনা বর্দ্ধিত আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে অতি আহ্লাদের বিষয়। আমরা জানি যে ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে ব্রহ্মপিপাসু ব্যক্তি অধিক অগ্রসর হইলেই পরিণামে তাঁহাকে অধ্যাত্মধর্ম্মে, এই ব্রাহ্মধর্ম্মে পৌঁছিতেই হইবে।

ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই অন্তরে নিহিত আছে, এই কারণে সকল ব্যক্তিই, সকল জাতিই, আপনার আপনার যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মতত্ত্ব সকল

বুঝিতে পারিবে বটে ; কিন্তু বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে ব্রাহ্মধর্ম্মতত্ত্ব অনেক বিজ্ঞানশাস্ত্র, অনেক দর্শনশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া নির্ণয় করিতে প্রস্তুত হইতেছেন এবং এখনও সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতেছেন না, ঋষিরা সেই সকল সত্য বহির্জ্জগতে ও অন্তর্জ্জগতে সহজজ্ঞানের বলে উপলব্ধি করিয়া এরূপ জ্বলন্ত অগ্নিময় ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে তাহা শ্রবণমাত্রেই অন্তরে মুদ্রিত হইয়া যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল বীজ চারিটি (১) পরমেশ্বরেরই ইচ্ছাতে এই জগত সৃষ্ট হইয়াছে, (২) তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য পরব্রহ্ম ; (৩) একমাত্র তাঁহারই উপাসনা করিলে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয় এবং (৪) তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। পরমেশ্বরেরই ইচ্ছাতে জগত সৃষ্ট হইয়াছে। সেই অনন্তস্বরূপের প্রতিই আমাদের প্রকৃষ্ট প্রীতি ও ভক্তি স্বতই ধাবিত হয়। অনন্তস্বরূপ আমাদের যে প্রীতিভক্তি আকর্ষণ করেন, কোনো পরিমিত পদার্থ সে প্রীতিভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে না। একমাত্র সেই ভূমা পরব্রহ্মেরই উপাসনা করিলে আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয় ; পরিমিত পদার্থের উপাসনাতে আমাদের মঙ্গল নাই, আমাদের শ্রেয় নাই। পরিমিত পদার্থের উপাসনা করিলে, উপধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই হওয়া অধিকতর সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। ইতিহাস পাঠে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে অমঙ্গল উপধর্ম্মের এক প্রধান সহচর। এই কারণেই বোধ করি, শাস্ত্রে মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি উপধর্ম্মের বিরুদ্ধে অতি কঠোর নিন্দাবাদ আছে। শাস্ত্র একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" এখন দেখিতেছি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ বীজ একমাত্র সেই ভূমাপুরুষের স্বরূপ অবগতির উপর নির্ভর করিতেছে।

কত শত ব্যক্তি যাঁহাকে জানিবার জন্য হতাশ হৃদয়ে গিরি নদীকানন সকল অতিক্রম করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সহস্র দার্শনিক যুক্তি ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সত্ত্বেও স্বীয় গর্ব্বদোষে যাঁহার জ্ঞানের ও মঙ্গলভাবের পরিচয় পদে পদে পাইলেও যাঁহাকে জানিতে পারেন না, ব্রাহ্মধর্ম্ম বেদমন্ত্রে, প্রাচীন ঋষির অগ্নিময় সরল ভাষায়, সেই অতিমহান্ পরমাত্মার স্বরূপ কেমন সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।
কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধা-
চ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥"

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত ; শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা ; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন। তিনি স্বয়ম্ভূ ও সর্ব্বব্যাপী ; তিনি স্বপ্রকাশ। তিনি অকৃত কারণ। সৃষ্টিকার্য্য একটী প্রণালীমাত্র ; সৃষ্টিকার্য্যের কারণ সৃষ্টির অতীত ইচ্ছাময় মহান্ পরব্রহ্ম। তাঁহার আদি নাই, কারণ নাই, সুতরাং তিনি জন্মরহিত, অনাদি ; তিনি চিরকালই স্বয়ং প্রকাশবান আছেন। যাহার আদি আছে, তাহারই অন্ত আছে ; সুতরাং যিনি অনাদি, তিনি অনন্তস্বরূপ ভূমা পরব্রহ্ম। তিনি দেশ-

কালের দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন নহেন; এই কারণেই তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বদর্শী। সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর আছেন বলিয়াই জগতের অশেষ বিচিত্রতার মধ্যেও এক মহান্ ঐক্য বিরাজ করিতেছে। সূর্য্যে গিয়া দেখ, সেখানেও যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতেও সেই শক্তি কার্য্য করিতেছে; সেই শক্তি হিমাচ্ছন্ন সুমেরু-কেন্দ্রেও কার্য্য করিতেছে এবং সেই শক্তি সাহারার মরুভূমিতেও কার্য্য করিতেছে; সেই শক্তি মহান্ হিমাচলের শিখরদেশেও কার্য্য করিতেছে এবং সেই শক্তি সামান্য বালুকণার উপরেও কার্য্য করিতেছে। তিনি নিরবয়ব; তিনি শিরা ও ব্রণরহিত। তাঁহার শরীর থাকিলে তিনি তো অন্ততঃ দেশে পরিমিত সীমাবদ্ধ হইতেন। তাঁহার যখন শরীর নাই, তখন তাঁহার শিরা প্রভৃতি কোনো প্রকার শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গও থাকিতে পারে না এবং তাঁহার কোনো প্রকার শারীরিক পীড়া বা যন্ত্রণাও হইতে পারে না। তিনি অন্তর্যামী থাকিয়া সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন। জগতের যত জীব আছে, তন্মধ্যে যাহার যাহা প্রয়োজনীয় এবং যে, যে বিষয়ের উপযুক্ত, তাহাকে তাহাই তিনি প্রদান করিতেছেন। তিনি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তাঁহাতে পাপের লেশমাত্র নাই। আমাদের অন্তরে যে সদসৎজ্ঞান আছে এবং অসৎপথ পরিত্যাগ করিয়া যে সৎপথে চলিবার প্রবৃত্তি আছে, তাহাই পরমেশ্বরের শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের জ্বলন্ত সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। আর তিনি যখন অনাদ্যনন্ত পুরুষ, তখন তাঁহাতে পরিপূর্ণ ন্যায়পরতার বিন্দুমাত্র অভাব হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি মনীষী, মনের নিয়ন্তা। তিনি পশুপক্ষীদিগের মনকে ভিন্ন ভিন্ন নিয়মের দ্বারা বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাহারা মানসিক প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া থাকে। তিনি মনুষ্যের মনকে এরূপ নিয়মে বদ্ধ করিয়াছেন যে তাহাতে তাহারা আত্মাকেও জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত করিতে পারে। তিনি আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়া জগতে শিক্ষালাভ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমরা যখনি সে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ না করিয়া, জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিরূপ পরমেশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া মানসিক প্রবৃত্তি সমূহের দাস হইয়া পড়ি, তখনি তিনি উপযুক্ত শাস্তিপ্রদান করিয়া আবার আমাদিগকে ধর্ম্মপথে ফিরাইয়া আনেন। আর যাঁহারা তাঁহারি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপথে থাকিয়া তাঁহাকেই ভজনা করেন, তাঁহারা ক্রমিকই উন্নতি লাভ করিয়া, উন্নত লোক হইতে উন্নত লোকে গমন করিয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাই গীতা বলিয়াছেন

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে মহান্ পুরুষের অনন্ত উন্নতভাব আমাদের সম্মুখে ধারণ করিতেছেন এবং আমরা যত্ন ও চেষ্টা করিলে যাঁহার জীবন্ত সত্তা আত্মাতে উপলব্ধি করি, সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর যখন আমাদের নিত্য-সহচর, তখন আমাদের নিরানন্দ কোথায়, নিরাশা কোথায়। সম্মুখের দিগন্তবিস্তীর্ণ প্রান্তর তাঁহার পবিত্র প্রশান্ত ভাবের, তাঁহার মঙ্গলভাবের কেমন সুন্দর পরিচয় দিতেছে। অদ্যকার এই উৎসবে তাঁহার উপস্থিতি জানিতে পারিয়া আমরা

কত না আশান্বিত হইতেছি। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বের কথা একবার স্মরণ কর। তখন এই স্থান দস্যুদিগের ভীষণ আবাসস্থল ছিল, আর আজ এই স্থান ব্রহ্মনামে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ধন্য সেই পরমেশ্বর! ধন্য তাঁহার মহিমা! যখন এখানে আশ্রম প্রভৃতি কিছুই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন কে বা জানিত যে এই সুদূর পল্লীগ্রামে, লোকালয়শূন্য প্রান্তরের মধ্যে, ব্রহ্মপূজা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই আশ্রম, পরমেশ্বরের মঙ্গলভাবের জ্বলন্ত সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। এই আশ্রম, এই উৎসব আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে অনন্ত মঙ্গলস্বরূপের, অনন্ত সত্যস্বরূপের রাজ্যে অমঙ্গলের প্রতিষ্ঠা নাই, অসত্যের প্রতিষ্ঠা নাই। আমরা যেন দুএকটী অমঙ্গলকে জয়ী হইতে দেখিলে ভয়ান্বিত না হই। অমঙ্গলের আপাতত জয় হইতে দেখিলেও পরিণামে তাহার সমূলে বিনাশ সাধিত হয়, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এবং আমাদের আত্মাতে মঙ্গলস্বরূপের এই আশাবাণী নিত্যই শ্রবণ করিতেছি। যতই সত্যধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম—জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ততই জগতে মঙ্গলের রাজ্য বিস্তৃত হইতে থাকিবে। জগতে মঙ্গলের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া, জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হওয়াই ঈশ্বরের একমাত্র ইচ্ছা। আমাদের কর্ত্তব্য, এই ইচ্ছার প্রতিকূলে না যাইয়া আমাদের ইচ্ছাকে তাঁহারই ইচ্ছার সহিত মিলিত করিয়া জগতের মঙ্গলসাধনে রত হই এবং ব্রহ্মোপাসনা জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর হই। একটু বিবেচনার সহিত দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে,এই ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইলে কেবল আমাদের মঙ্গল নহে, আমাদের পুত্র পৌত্রাদিরও মঙ্গল সাধিত হইবে এবং আমাদের সকলেরই কেবল ঐহিক নহে, অনন্তকালের জন্য পারত্রিক মঙ্গল হইবে।

চন্দ্রতপন যাঁহার অহরহ আরতি করিতেছে; দেব মনুষ্য একপ্রাণ হইয়া যাঁহার চরণবন্দনা করিতেছে; সকল ভূতের একমাত্র আশ্রয় সেই পরমাত্মাকে তাঁহার এই জগতমন্দিরে এবং এই উৎসবক্ষেত্রে বর্ত্তমান দেখ, জাগ্রত জীবন্তভাবে উপলব্ধি কর। অনাদি কাল, অনন্ত গগন তাঁহারি অসীম মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে; ধরণী তাঁহারই চরণে কত বিচিত্রবর্ণ বিচিত্রগন্ধ পুষ্প সকল উপহার দিতেছে এবং কত ভক্তজনের ব্যাকুলপ্রাণ তাঁহার দর্শন পাইয়া আনন্দসঙ্গীত গাহিতেছে।

হে পরমাত্মন্! আজ এই উৎসবের দিনে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া দাও, আত্মাকে উন্নত করিয়া দাও। হে আনন্দস্বরূপ! আজ আমাদের সকলেরই আত্মা যেন তোমার সহবাসজনিত বিমলানন্দ উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। আমাদের শরীরে বল দাও, মনেতে উৎসাহ দাও, আত্মাতে শক্তি দাও যে, তোমার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম ভারতের দেশে দেশে, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে প্রচার করিয়া সুবিশাল এই ভারতবর্ষে এক সুদৃঢ়ভিত্তি ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হই। আমাদিগের এই প্রার্থনা, হে পরমপিতা, আমাদিগের এই প্রার্থনা সফল কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন নিম্নোক্ত প্রকারে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

অদ্যকার এই উৎসব কোলাহলে আমরা যেন ইহা বিস্মৃত না হই, যে, সাধক শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু এবং সমাহিত হইয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করিবেন। এইরূপ সুন্দর নিভৃত নির্জন প্রদেশেই—চতুর্দ্দিকে ওষধি বনস্পতি পুষ্পিত কানন এবং সুদূর প্রান্তর—উপরে অনন্ত আকাশ মঙ্গল লোক হইতে মঙ্গল লোকে প্রসারিত—এইরূপ দেবসেব্য মনোরম স্থানেই সাধকেরা শান্তদান্ত উপরত তিতিক্ষু এবং সমাহিত হইয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন—যাঁহার দর্শনে অন্তঃকরণ হইতে পাপ মলিনতা প্রক্ষালিত হইয়া গিয়া সুনির্ম্মলা শান্তির উৎস নিরন্তর উৎসারিত হইতে থাকে। অতএব এই উৎসবক্ষেত্রে যাঁহারা সমাগত হইয়াছেন তাঁহারা একান্তমনে পরমাত্মার প্রতি মনঃসমাধান করুন—যিনি সত্যের সত্য মঙ্গলের মঙ্গল আত্মার আত্মা সংসার-সাগরের একমাত্র ভেলা—সর্ব্বজগতের পিতামাতা এবং সুহৃৎ সেই মহান্ পুরুষের প্রতি মনকে স্থিরভাবে নিবিষ্ট করুন এবং তাঁহার আনন্দরসপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপনাদের মধ্য হইতে বিবাদ কলহ এবং অশান্তি দূরে নিক্ষেপ করিয়া পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করুন—একদিনের জন্য এইরূপ করুন তাহা হইলে কেহই এখান হইতে শূন্যহস্তে ফিরিয়া যাইবেন না—পরম পিতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ প্রতিজনের সঙ্গের সঙ্গী হইয়া তাঁহাদের সকল দুঃখ নিবারণ করিবে; করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের সকলের প্রতি তাঁহার প্রসাদবারি বিতরণ করুন।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে বিদ্যারত্ন মহাশয় এই উপদেশ দিলেন।

ঈশ্বর অনন্ত ও মহান্, আর আমরা ক্ষুদ্র ও পরিমিত, তথাচ তাঁহাকে জানিতে আমাদের অন্তরের পিপাসা। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান সেই অগাধ অতলস্পর্শ গভীর সমুদ্রে নিমগ্ন হয় কিন্তু খানিকটা গিয়া দিক্‌ভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় সচকিতে ফিরিয়া আইসে, তথাচ তাঁহাকে জানিতে আমাদের অন্তরের পিপাসা। কিন্তু আমরা দেখিতেছি আমাদের যে কএকটি জ্ঞানলাভের দ্বার আছে তদ্দ্বারা আমরা রূপরসাদিরই জ্ঞানলাভ করিতে পারি। পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। ইন্দ্রিয় সকল পরাক্ এই জন্য পরাক্ অর্থাৎ বহির্বিষয়ই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। ঈশ্বর কিছুতেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হইতে পারেন না। তিনি যদিও ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য কিন্তু আত্মার গ্রাহ্য। এই আত্মার গ্রাহ্য বলিয়া কি আমরা সেই অগাধ গম্ভীর জ্ঞান-সমুদ্রের তলস্পর্শ করিতে পারি? কখনই না।

ঈশ্বর আত্মার গ্রাহ্য; কিন্তু আত্মা নির্ম্মল ও স্থির না হইলে আমরা তন্মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না। নির্ম্মল ও স্থির জলেই চন্দ্রবিম্ব সুস্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু আত্মাকে নির্ম্মল ও স্থির করা অতি কঠিন ব্যাপার। ইহাতে কঠোর তপঃসাধন চাই। আত্মার মধ্যে নিরন্তর দেবাসুরের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। অসুরগণ বলমদে উন্মত্ত ও দুর্নিবার। উহাদের মধ্যে যুদ্ধে যদি একটীরও জয় হয় তবে সকলেই সিংহবিক্রমে উত্থান করে। উহারা বড় প্রবলপ্রতাপ কিন্তু ঈশ্বরের প্রসাদে ঐ সমস্ত দুর্বৃত্তকে সম্পূর্ণ দমন করিতে হইবে।

এই দুর্জয় রিপু সকল জয় হইলে তবে আত্মায় রজস্তমের অভিভব ও সত্ত্বের উদ্রেক হইবে। রজস্তমের সততই বহির্মুখপ্রবৃত্তি। ইহাতে আত্মা অস্থির হয়। কিন্তু সত্ত্বের সততই অন্তর্মুখপ্রবৃত্তি। ইহাতে আত্মা স্থির হয়। এইরূপ সত্ত্বের উদ্রেকে আত্মার স্থিরতা সম্পাদন করিতে পারিলে তবেই ঈশ্বর তাহার গ্রাহ্য হইবেন।

কিন্তু আত্মা স্থির হইলে মনে করিও না সেই পূর্ণ স্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে। অজ্ঞান শিশু পূর্ণকল চন্দ্রমণ্ডল ধরিবার জন্য কর প্রসারণ করে। সে দেখিতেছে ঐতো চন্দ্র, কেন ধরিতে পারিব না, কিন্তু চন্দ্রমণ্ডল তার বহু দূরে। সে ধরিতে পারিল না বটে কিন্তু হতাশ হয় না, সে স্বচক্ষে সুস্পষ্ট চন্দ্রকে দেখিতে পায়, চন্দ্রকিরণে উৎফুল্ল হয় এবং আবার ধরিবার চেষ্টা করে। আমাদের অবস্থাও ঠিক ঐরূপ। আমরা জ্ঞানচক্ষে সেই স্বপ্রকাশ ঈশ্বরকে দেখিতে পাইতেছি, তাঁহার সৌন্দর্য্যচ্ছটায় মোহিত ও বিমল জ্যোৎস্নায় উৎফুল্ল হইতেছি এবং তাঁহাকে ধরিবার জন্য শিশুর ন্যায় ক্ষুদ্র হস্ত পুনঃ পুনঃ প্রসারণ করিতেছি কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে পারিতেছি না, তিনি আমাদের বহুদূরে। কিন্তু ইহাতেও আমরা হতাশ হইতেছি না। আমরা দেখিতেছি তিনি আমাদের অন্তরের অন্তর, বিদ্যুতের ন্যায় এক একবার অন্তরে সেই বিদ্যুৎপুরুষের স্ফূর্ত্তিও অনুভব হইতেছে, তবে কেন তাঁহাকে ধরিতে পারিব না, উৎসাহের সহিত আবার হাত বাড়াইতেছি কিন্তু তিনি দূরাৎ সুদূরে। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের কি শক্তি যে আমরা সম্পূর্ণরূপে সেই মহতোমহীয়ানকে আয়ত্ত করিতে পারিব। শিশু যত বাড়িবে চন্দ্র তার তত দূরে। আমরা যত বাড়িব ঈশ্বরও আমাদের তত দূরে। সেই পূর্ণকল চন্দ্র আমাদের নেত্রচকোর পরিতৃপ্ত করিয়া চিরদিনই সম্মুখে উদিত থাকিবেন কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে কখনই আমাদের আয়ত্ত হইবেন না।

এইরূপে বুদ্ধি তাঁহার নিকট পরাস্ত কিন্তু হৃদয় পরাস্ত হয় না সে তাঁহাকে পায়! সে আপনার উপর সেই রাজগণরাজের স্বর্ণসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করে। বুদ্ধির অতৃপ্তি কিন্তু হৃদয়ের অতৃপ্তি নাই। সুরনদী মন্দাকিনী স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভেদ করিয়া অনন্ত স্রোতে অনন্ত পথে চলিয়াছে। ইহার আদি কোথায় অন্তই বা কোথায় কিছুই নির্ণয় হইবার নয়। হৃদয় সেই স্রোতে ভাসিয়াছে এবং তাহার অমৃত বারি পান করিয়া শীতল হইতেছে। এই তাহার তৃপ্তি। আর যাহা পৃথিবীর ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতর বিন্দুমাত্রকে অধিকার করিয়া আছে বুদ্ধি এমন একটী রেণুকেও জানিতে পারে না কিন্তু 'যস্য ভূমিঃ প্রমা' পৃথিবী যাঁর পদ, 'অন্তরীক্ষমুতোদরং' আকাশ যাঁর উদর, 'দিবং যশ্চক্রে মুর্দ্ধানং' দ্যুলোক যাঁর মস্তক, 'সূর্য্যশ্চক্ষুশ্চন্দ্রমাশ্চক্ষুঃ' চন্দ্রসূর্য্য যাঁর চক্ষু, বুদ্ধি সেই বিরাট সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে চায়। কি ভ্রম! কি সাহস!

হৃদয়েই ঈশ্বরের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। এই ক্ষুদ্রে সেই অনন্ত ভার উপহিত। আমরা পৃথিবীর নির্য্যাতনে বারংবার উৎপীড়িত, রোগে কাতর, শোকে আকুল, আমাদের চতুর্দ্দিকে ঘন বিষাদের অন্ধকার, সম্মুখে সমস্তই চঞ্চল ও অস্থির পদার্থ, আমরা সুখের প্রত্যাশায় পদে পদেই প্রতারিত হই, আমাদের এত যে কষ্ট, এত যে ক্লেশ

ইহার মধ্যে একমাত্র শান্তিস্থল ঈশ্বর। তিনি এই হৃদয়রূপ নিভৃত স্থানে সাক্ষী স্বরূপ থাকিয়া আমাদের সুখদুঃখ সমস্তই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আমরা ভ্রমিচক্রে দিক্‌ভ্রষ্ট হইলে তাঁহার ঘন ঘন আহ্বান-ধ্বনি শুনিতে পাই। পাপের বৃশ্চিক-জ্বালায় অস্থির হইলে তিনি সান্ত্বনা করেন। হৃদয়ের সমস্ত গূঢ় বেদনা জানাইলে তিনি তাহা শুনেন। ভক্তির সহিত প্রীতিপুষ্প অর্পণ করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন এবং অশব্দ বাক্যে আমাদের সহিত আলাপ করেন। আমাদের এই যে হৃদয়ব্যাপার ইহার অনুসরণেই বুদ্ধির তৃপ্তি। বুদ্ধি ও হৃদয় ইহার অন্যতরের অভাবে হয় অমা-নিশার অন্ধকার নয় মরুভূমির শুষ্কতা। বাহ্য জগতে প্রকৃতি পুরুষ অন্তর্জগতেও প্রকৃতি পুরুষ। ইহার একটীর অভাবে সৃষ্টির বিলোপই সম্ভব। যিনি অপক্ষপাতে এই উভয়কে রক্ষা করেন ধর্ম্মজগতে তাঁরই পদ অটল।

আজ যে স্থানে আমরা মিলিত হই-য়াছি ইহা এক জন মহাজ্ঞানী মহাযোগীর সাধনস্থান। ইহার চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ প্রা-ন্তর, ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ। সুশীতল প্রাভাতিক বায়ুর মৃদুমন্দ হিল্লোল, ফল-পুষ্পপূর্ণ আশ্রমবৃক্ষে পক্ষিগণের মধুর কলরব, তরুণ সূর্য্যের সিন্দূর রাগ এই স্থানকে অধিকতর রমণীয় করিয়া তুলি-য়াছে। এই অনুকূল স্থানে সেই মহাযোগী যোগসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার পরি-গৃহীত বলিয়া এই স্থানের এত মাহাত্ম্য এত পবিত্রতা। আশ্রমের এই স্বভাব-সুন্দর ভাব আজ আমাদের হৃদয় মনকে প্রসারিত করিয়া তুলিতেছে। আমরা সংসারের বিষদাহে অস্থির হইয়াছিলাম আজ এখানে আসিয়া শান্তি পাইলাম, হৃদয়েশ্বরকে হৃদয়রাজ্যে লাভ করিয়া আরাম পাইলাম।

জগদীশ্বর, আমরা যদিও দিশাহারা কিন্তু তুমি আমাদের ধ্রুবতারা। তুমি স্বরূপত কি তাহা না বুঝি কিন্তু তুমি কোটি সূর্য্যপ্রকাশে আমাদের অন্তরে বিরাজিত আছ। যখন তোমার প্রতি চাহিয়া দেখি তখন চক্ষু তোমার জ্যোতি সহিতে পারে না কিন্তু হৃদয় শীতল হয়। নাথ! আমরা তোমার দীন হীন মলিন সন্তান, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই, আমরাও যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি। এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তৎপরে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় সময়োপযোগী হৃদয়স্পর্শী নিম্নোক্ত এই উপদেশ দিলেন।

দিবা রাত্রি পক্ষ মাস বর্ষা বসন্তের সংঘর্ষে পূর্ণ এক বৎসর কাল চলিয়া গেল। শান্তি নিকেতনের উৎসব দ্বার আজ আবার দীনদরিদ্র পাপী তাপী সকলের জন্য উৎ-ঘাটিত হইল। বাহিরে ব্রহ্মনামের উচ্চ কলরবে এই বিশাল প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইল, অন্তরে যোগানন্দ প্রেমানন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া হৃদয়দেশ প্লাবিত করিয়া দিল। আরণ্যক ঋষিগণ পরিসেবিত অর-ণ্যের ব্রাহ্মধর্ম্ম আজ বহুশতাব্দীর পরে বিজন প্রান্তরে পরিসেবিত হইল। এখানে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় মর্য্যাদা প্রকৃত গাম্ভীর্য্য সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছি। নগরগ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় আমরা যে আনন্দলাভ করিয়াছি, আজি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত আকর স্থানে এই নির্জ্জন আশ্রমে তাহা হইতেও উন্নততর—পবিত্রতর—

আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

যখন বাহ্য পূজার আতিশয্য নিবন্ধন উপধর্ম্ম দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই আত্মার কাতরতা পরিহারের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল, উপনিষদের রণভেরী মানবাত্মাকে সচকিত করিয়া তুলিল। দেশদেশান্তে ব্রহ্মনাম লইয়া তুমুল কোলাহল পড়িয়া গেল। যে আন্দোলনে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিব্যক্তি, সে কেবল অন্ধকারের সহিত আলোকের সংগ্রাম। চারিদিকে ঘোর নিবিড় অন্ধকারের স্তররাশি উপর্য্যুপরি সমাহিত, তাহার মর্ম্মদেশ ভেদ করিয়া বিদ্যুতালোকে জ্ঞানের স্ফুরণ। মোহমেঘ বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল বটে, কিন্তু অধ্যাত্ম ধর্ম্মের মধ্যাহ্ন কিরণ পূর্ণ প্রভায় বিকশিত হইতে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানে ব্রাহ্মধর্ম্ম উপভোগের সময় আসিয়া পড়িয়াছে। সত্যের আলোকে মানবাত্মা দিব্য শ্রী লাভ করিলেও বাক্যের আড়ম্বরে, বক্তৃতার স্রোতে সে ভুলিতে চাহে না। তাই আজ আমরা সজন নগর পরিত্যাগ করিয়া একান্তে বিজনে সেই জীবন সখার দর্শন লাভ করিতে আসিয়াছি। সেই জন্যই এই নির্জ্জন সাধন এবং নির্জ্জন সাধনের অনুকূল এই পবিত্র মন্দির আমাদের তৃপ্তিপ্রদ।

সাধনা ভিন্ন জগতে কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। সাধকের গুণে যে কোন ধর্ম্ম হউক, সকল ধর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠা। সাধকের অভাবে পবিত্রতম উজ্জ্বল ধর্ম্মও ম্লানভাব ধারণ করে। জ্ঞানবিজ্ঞানের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দেবসেবিত বৈদিক একেশ্বরবাদের সাধকদল বিরল হইয়া পড়িল। তাই সত্য ধর্ম্মের সহিত কল্পনার বিমিশ্রণে স্বর্গের মন্দাকিনী পৃথিবীর অঙ্কগতা হইয়াও বিপথে ভারতের ধর্ম্মরাজ্যে প্রবাহিতা হইলেন। ক্রমে ধর্ম্মরাজ্যে কল্পনার প্রসর এতই প্রবর্দ্ধিত হইল, যে সত্যধর্ম্মের কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট রহিল। চারিদিকে বাহ্যাড়ম্বরের বৃথা কোলাহল ভারতীয় গগন পূর্ণ করিয়া রাখিল। রাজসিক ও তামসিক ভাব ধর্ম্মের সাত্ত্বিক ভাবের বিলোপ সাধন করিল। এই ঘোর দুর্দ্দিনে ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে গুরু বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়া সৃষ্টির মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

আমরা ত এত কাল ব্রাহ্মধর্ম্মকে আদরের সহিত সেবা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু ধন্য সেই সাধু! যিনি বুঝিলেন যে নির্জ্জন সাধন ভিন্ন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না এবং সেই জন্যই এই বিশাল প্রান্তরের নির্জ্জনতার মধ্যে এই উপাসনা-মণ্ডপ প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং সকলের নিকটে ইহার দ্বার অবারিত করিয়া দিলেন। অদ্যকার দিন ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। এই দিন হইতেই ব্রাহ্মসমাজ নির্জ্জন সাধনের বিষয় জগতের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়াছে। এবং এই দিন হইতেই ইহার উন্নত চূড়া সকলকে সাদরে আপনার কক্ষে আহ্বান করিতেছে।

সাধনাই যে সিদ্ধির মূল, ইহা এক প্রকার প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য হইলেও, সাধনার পদে পদে বিঘ্ন। বহুকাল পূর্ব্বে অসুর ও রাক্ষসেরা হোম যাগ তপস্যার বিবিধ বিঘ্ন উৎপাদন করিত। তান্ত্রিক সময়েও নানা রূপ বিভীষিকা আসিয়া সাধকের চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই রাক্ষস ও অসুরকুল শাসিত হই-

য়াছে, ছায়াময়ী বিভীষিকার তেজও খর্ব্ব হইয়াছে। আমাদিগের বিপদ অন্যদিকে। আমরা যে কঠোরতম সাধনা সাপেক্ষ ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা চাই, যত্ন চাই, অধ্যবসায় চাই, বৈরাগ্য চাই, আত্মবিসর্জ্জন চাই। প্রকৃত ও নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মসাধনের জন্য যে কিছু যত্নচেষ্টার আবশ্যক, অন্য দিকে তাহার অপচয় হইলে সিদ্ধি সুদূরপরাহত। লৌকিক বা সমাজিক সংস্কারই বল, দুর্নীতির মূলোচ্ছেদই বল, তৎসমুদায়কে গৌণ করিয়া, মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সাধনে বদ্ধপরিকর হও। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় মর্য্যাদা সুরক্ষিত হইবে। আমরাও এখান হইতে মুক্তির পূর্ব্বাভাস দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব। জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত অবিচ্ছেদে ও অবিসম্বাদে ব্রহ্মসাধন করিতে পারিব বলিয়াই, করুণাময় পিতা এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা যেন তাঁহার সুমহান লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া না যাই; আমরা যেন প্রকৃত ধর্ম্মসাধনে তৎপর থাকি।

এই যে উপাসনামণ্ডপের অভ্যন্তরে "একমেবাদ্বিতীয়ং" অক্ষর খোদিত দেখিতেছ, এই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই আমাদের উপাস্য দেবতা। ইনিই আমাদের চরমগতি ও পরমশান্তি। এই যে মন্দিরের চূড়ায় "সত্যং ঋতং" নাম সুবর্ণাক্ষরে জ্বলিতেছে, ইহাই আমাদের ব্রহ্মের রূপ, মহাকালের বিতস্তি ইহাঁকে পরিমাণ করিতে গিয়া হার মানিয়াছে। সেই ধ্রুবসত্য অনাদি কাল হইতে জাগিতেছেন। ঐ যে শীর্ষদেশে "ওঁ" অক্ষর দীপ্তি পাইতেছে, উহাই আমাদের সাধনার মন্ত্র। উহাই আমাদিগকে স্বর্গের সোপান দেখাইয়া দিতেছে। উহারই সাহায্যে আমাদের আত্মা ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যে বিদ্ধ হইবে। এই যে চারিদিকে শান্তি ও নির্জ্জনতার রাজত্ব দেখিতেছ, এইরূপ একান্তে বশিয়া বিরলে তাঁহাকে ভাবিতে হইবে। তবেই চরমে সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে।

করুণাময় পিতা! উৎসবের পর কত উৎসব চলিয়া গেল। একবার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে, আত্মা মধুময় হয়, পরক্ষণেই অমানিশার ঘোর অন্ধকার তাহাকে ঢাকিয়া ফেলে। কতদিন আর কতদিন আমরা এরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিব। তোমার চরণপ্রান্তে বশিয়া অমৃত পান কি আমাদের অদৃষ্টে ঘটিবে না। আমরা কি চিরকাল সংসার লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিব। মানস সরোবরের হংসের ন্যায় কি আমরা তোমার শান্তিসমুদ্রে বিহার করিতে পারিব না। গগনবিহারী পক্ষীর ন্যায় কি আমরা তোমার মুখের জ্যোৎস্না ধবলিত উন্নততর গগনে উড্ডীন হইতে পারিব না। মৃতপ্রায় অসাড় আত্মায় কি চেতনার সঞ্চার হইবে না। পরম মাতা! মৃতসঞ্জীবন ঔষধ কি তোমার ভাণ্ডারে নাই। তুমি জ্ঞানদাতা বলদাতা সিদ্ধিদাতা বিধাতা। তুমি আত্মার মোহমেঘ অপসারিত করিয়া দিয়া আমাদিগকে উদ্ধার কর। অনন্ত উৎসবের দ্বার আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত কর, যে আমরা অবিচ্ছেদে তোমার প্রেমমুখ দর্শনে উৎফুল্ল হইয়া, তোমার অঙ্গুলীর নির্দ্দেশে ক্রমাগত তোমার দিকে উন্নত হইতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

এই প্রাতের উপাসনায় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাবু হিতেন্দ্রনাথ

ঠাকুর মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত করিয়া উৎসবকে আরো মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। সভা ভঙ্গ হইলে অনেকে সপ্তপর্ণ বেদীর নিকট দণ্ডায়মান হইয়া 'কর তাঁর নাম গান' এই গানটী সমস্বরে গাহিয়াছিলেন। পরে মধ্যাহ্নের বিশ্রামের পর রামপুরহাটের রাজকুমার বাবু মধুর গম্ভীর স্বরে কীর্ত্তন করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। এইরূপে দিবসের সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। পরে রাত্রিকাল সমাগত। আলোকমালায় ব্রহ্মমন্দির উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পরে সকলে উপবেশন করিলে শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী উদ্বোধন সহকারে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে উপদেশ দিলেন।

"যেমন তুষারাবৃত পর্ব্বত হইতে নদী প্রবাহিত হইয়া নিম্নের ভূমিকে সরস করে, যেমন মলয় হইতে মৃদু সমীরণ প্রবাহিত হইয়া মনুষ্যের তাপদগ্ধ শরীরকে শীতল করে এবং কুসুমগন্ধ ও পুণ্যকীর্ত্তি কাননে কাননে ও কর্ণে কর্ণে প্রবেশ করিয়া নির্জীব মনকেও উৎফুল্ল ও উৎসাহিত করে, সেইরূপ সেই ধর্ম্মাবহ পাপনুদ পরমেশ্বর হইতে ধর্ম্ম প্রবাহিত হইয়া মানবাত্মার মধ্যে সুনির্ম্মলা শান্তি বিতরণ করিয়া থাকে। শরীরপোষণের জন্য যেমন অন্ন ও জলের প্রয়োজন, আত্মার পুষ্টির জন্য সেইরূপ ধর্ম্মের প্রয়োজন। অন্ন ও জল জীবের প্রতি ঈশ্বরের দান, ধর্ম্মও জীবের প্রতি ঈশ্বরের অশেষ কল্যাণকর দান। অন্নউপার্জ্জন চেষ্টা ও শ্রম সাপেক্ষ, ধর্ম্ম উপার্জ্জনও সেইরূপ চেষ্টা ও শ্রমসাপেক্ষ। যাহার জন্য অন্নের প্রয়োজন সেই শরীর নশ্বর, আর যাহার জন্য ধর্ম্মের প্রয়োজন সেই আত্মার অনন্ত জীবন। কিন্তু এই সংসারে এই আশ্চর্য্য দেখা যায় যে, এখানকার অধিকাংশ মনুষ্যই শরীরের প্রতি যেরূপ অনুরাগ ও মমতা প্রদর্শন করেন ও তাহারই শ্রীবৃদ্ধির জন্য যেরূপ অহরহ নিযুক্ত থাকেন, আত্মার জন্য মুহূর্ত্তকালও তদ্রূপ যত্ন করিতে প্রয়াস পান না। যিনি ভোক্তা, যিনি শরীরী, যাঁহার জন্য ভোগ এবং শরীর যাঁহার যন্ত্র তাঁহার প্রতি যত্ন নাই, কেবল যন্ত্রের প্রতিই মনোযোগ ও ভোগের আয়োজনেই জীবন ক্ষয়। এইরূপ লোকদিগকে আর কি বলিব, তাঁহারা স্বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া অঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করেন, অগ্নিকে অবহেলা করিয়া অঙ্গারকে সমাদর করেন। পরলোকের প্রতি অবিশ্বাস, ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবই তাঁহাদের এরূপ ব্যবহারের মূল। অধর্ম্মে এবং বিষয়মোহে একবার আচ্ছন্ন হইলে পরলোকের জ্ঞান হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পায় না। মৃত্যুর পরে শরীর এখানেই পড়িয়া থাকিবে, আত্মাকে পরকালে লোকান্তরে গিয়া এখানকার সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলাফল ভোগ করিতে হইবে এ বোধ হৃদয় হইতে একবারেই চলিয়া যায়। যদি তাহাই না হইবে তবে মনুষ্যকে সংসারের জন্য যত ব্যাকুল হইতে দেখি, ধর্ম্মের জন্য, আত্মার শ্রীসৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধনের জন্য তাহার শতাংশের একাংশও যত্ন ও চেষ্টা করিতে কেন দেখি না? ধর্ম্ম কথা শুনাইবার জন্য, ধর্ম্মসাধনের উপদেশ দিবার জন্য ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদীরা গৃহীর দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া কেন তাহাদিগকে ডাকিয়া বেড়ান? ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের জন্য তিনি মনুষ্যকে যে সকল ইন্দ্রিয় দিয়াছেন তাহাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছার বলে চালিত না করিয়া প্রবৃত্তির স্রোতে ছাড়িয়া দিলেই

মনুষ্য আপনার অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া বন্ধনদশায় পতিত হয়—তখন তাহার প্রজ্ঞাচক্ষু মুদ্রিত হইয়া তাহাকে ঘোর অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, ইহারাই মনুষ্যের স্বাভাবিক বন্ধন-স্থান। এই বন্ধন-স্থান হইতে অন্তর্মুখে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে শরীর অন্য, আত্মা অন্য, এই বোধ জন্মে না এবং আত্মার অন্তরস্থ ধর্ম্মের সুবিমল শান্তি-সলিলে অবগাহন করিয়া আপনার যথার্থ অধিকার, শান্তি ও সুস্থতা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। যখন মানুষ অজ্ঞানতা বশতঃ বিত্তমোহে মূঢ় হইয়া ইহ লোককেই জীবনের শেষগতি মনে করে, পরলোক-জ্ঞান একবারে অস্তমিত হয়, তখন তাহার সেই স্বাভাবিক বন্ধন দৃঢ় হয়। যখন মানুষের বিষয়-স্পৃহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-শিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠে এবং কাম্য বস্তু গ্রাস করিতে করিতে কামনার সর্ব্বগ্রাসী উদর স্ফীত হইতে স্ফীততর হইয়া উঠে; সে যখন ইন্দ্রিয়-সংযমশূন্য বালকের ন্যায় অকার্য্যকে কার্য্য এবং কার্য্যকে অকার্য্য রূপে জ্ঞান করে, মূঢ়দিগের সহবাসকেই সুখ ও শান্তির সোপান মনে করে, তখন তাহার বন্ধন কঠিনতর হইয়া তাহার স্বাধীন শক্তিকে একবারে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। এইরূপ ব্যক্তির কালসহকারে যখন ইন্দ্রিয় সকল দুর্ব্বল হয়, ভোগের লালসা জ্বলন্ত কিন্তু ভোগায়তন যন্ত্র ভগ্ন হয়, তখন সে শোকের অগ্নিতে পুড়িতে থাকে। আত্মগ্লানি যখন তীব্রতর হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে কৃত কার্য্যের জন্য তাহার অনুতাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। অনুতপ্ত পুরুষের মুক্তির ইচ্ছা বলবতী হয়। মুক্তির ইচ্ছুক পুরুষের ধর্ম্মজিজ্ঞাসা জন্মে এবং সৎসঙ্গ লাভের ও ধর্ম্মকথা শুনিবার অভিলাষ জন্মে। এইরূপে সে ক্রমে ক্রমে অকপট যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে পুণ্য পথে ফিরিয়া আসিলে ঈশ্বরকৃপায় তাহার আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। সেই শোকদগ্ধ মনুষ্য এই আত্মজ্ঞানের প্রভাবে যখন প্রীতিপূর্ব্বক সর্ব্বসেব্য পরমেশ্বরকে আপনার অন্তরে দেখে ও বিষয়রাজ্যে তাঁহার মহিমাকে দেখিয়া সেই মঙ্গলময়ের গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় বুঝিতে সক্ষম হয় এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্মসাধন করিতে থাকে, তখন আর তাহার শোক থাকে না, পরমানন্দ উদ্ভব হয়।

যে সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লাভে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, কবে তাহার সুবিমল জ্যোতি হৃদয়ে হৃদয়ে দীপ্তি পাইতে দেখিব, তাহার মার্জ্জিত গৃহ্য অনুষ্ঠানে প্রত্যেক গৃহ পবিত্র হইতে দেখিব, তাহারই জন্য আমরা অনিমেষ লোচনে ঈশ্বরের করুণার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছি। এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা ও সাধন প্রণালীর মধ্যে যে রত্ন-রাজি নিহিত রহিয়াছে, উৎকৃষ্ট আচার্য্যের সমীপে গমন করিয়া তাহা আয়ত্ত করিলে, এখনো যাঁহারা ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন আছেন তাঁহাদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, ঋষিপ্রণীত ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ ও তত্ত্ব সকলকে যিনি সাধন পথের সহায় করিতে পারিয়াছেন তিনিই এই কথা বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিবার অধিকারী হইয়াছেন যে,

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

ব্রাহ্মধর্ম্মের গভীর সত্য ও ধর্ম্মসাধনের বলে আমি সেই সূর্য্য-জ্যোতি মহান্ পুরুষকে এই তিমিরাবৃত লোকে থাকিয়াই

জানিতে পারিয়াছি। তাঁহাকে জানিয়াই মানুষ মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়, মুক্তি লাভের আর অন্য পন্থা নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি এইরূপ প্রার্থনা করিলেন।

হে জ্যোতির জ্যোতি! আজ সমস্ত দিনই তুমি এই পবিত্র উৎসবক্ষেত্রকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া আছ। তোমার আবির্ভাবে এই স্থান মধুময় হইয়াছে। আনন্দ-কিরণ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। কিন্তু যে আনন্দ এখন উপভোগ করিতেছি, ক্ষণপরে আর ইহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিব না। রঙ্গভূমির আলোকের ন্যায় ইহা সহসাই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। এ জ্যোতির উদয় অস্ত আর সহ্য হয় না। তোমার এই পবিত্র আনন্দ-কিরণে আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ সঞ্চরণ করিতে দেও। আমরা এ অন্ধকার-সংসারের অন্ধকারে আর থাকিতে পারি না।

দুর্দ্দান্ত হৃদয় কিছুতেই বশীভূত হয় না। এই সংসার-মরীচিকায় আমরা কতবারই প্রতারিত হইয়াছি, তবুও তৃষ্ণা নিবারণার্থ বার বার তাহারই নিকটে হস্ত প্রসারিত করিতেছি। সুখের আশয়ে যাহার নিকটে শতবার আঘাত পাইয়াছি, পুনঃ পুনঃ তাহারি পদতলে হৃদয়কে সমর্পণ করিতেছি। এ সংসার সুখধাম নহে, ইহা আমরা জানিয়াও জানি না। ইহা মৃত্যুরই প্রতিকৃতি। এখানে "দু দিনের হাসি দু দিনে ফুরায়, দীপ নিভে যায় আঁধারে" তথাপি আমরা ইহার আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারি না। "আমরা অমৃত মনে করিয়া যাই বিষের আস্বাদ পাই"। হে দেব! তুমি আমাদের এ মোহ আবরণ খুলিয়া দাও। তুমি আমাদিগকে প্রকৃত বৈরাগ্য পথের পথিক কর। তোমার প্রতি অনুরাগকে উজ্জ্বল কর। প্রকৃত সংযম আমাদিগকে শিক্ষা দাও। তোমাকে অন্তরে সাক্ষাৎ পিতামাতা রূপে দেখিতে পাইয়া যেন তোমার পূজা করিতে পারি। মনুষ্যকে যেন ভ্রাতা বলিয়া প্রাণের সহিত ভালবাসিতে পারি। হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জল ছাড়িয়া দুগ্ধই গ্রহণ করে, আমরা যেন তেমনি মনুষ্যের দোষ না ধরিয়া গুণভাগই গ্রহণ করিতে পারি। এ অস্থিহীন রসনা যেন কখনই পরনিন্দায় কলঙ্কিত না হয়। আমাদের কথায় কার্য্যে ভাবে ও ভঙ্গীতে যেন কাহার ও হৃদয় ব্যথিত না হয়। যেখানে পাঁচ জনে মিলিত হইব, যেন সেখানে ভাল কথাই কহিতে অভ্যাস করি। তোমার প্রকৃতির শোভা এবং তোমার দয়া ও প্রেমের কথাই যেন কহিতে পারি। তোমার প্রেমের গানে যেন সে স্থানটাকে মধুময় করিতে পারি। তুমি কত বার কাণে কাণে বলিয়া দিতেছ, অহিংসা পরম ধর্ম্ম—দয়াই হৃদয়ের সার ধর্ম্ম। সেই অহিংসা ও দয়া ধর্ম্মে তুমি আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর।

শরীর দিয়া হউক, মন দিয়া হউক, ধন দিয়া হউক, আমাদের যাহার যাহা আছে তাহা দিয়া, যেন আমরা পরোপকার করিতে পারি। এই অস্থায়ী শরীর ধারণ করিয়া যদি একজনেরও অশ্রুমোচন করিতে পারি তাহা হইলেও আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব। হে দেব! তুমি আমাদিগকে এই শক্তি দান কর।

হে শিব সুন্দর! আমরা যেন তোমার শোভার ভাণ্ডার প্রকৃতির মধ্যে—তোমাকে অনুক্ষণই দেখিয়া আনন্দলাভ ক-

রিতে পারি। জনসম্বাধ ব্রাহ্মসমাজ— যেখানে তোমার পদানত ভক্তেরা তোমাকে এক হৃদয়ে একপ্রাণে ডাকে, সেখানেও তুমি আমাকে দেখা দিয়া সুখী করিও, আবার সেই নির্জ্জন প্রদেশে—নিভৃত নিলয়ে—যেখানে সংসারের মোহ কোলাহল পঁহুছিতে পারে না—যেখানে বিহঙ্গ সকল তোমাকে গাইতেছে—যেখানে সুগন্ধি কুসুম তোমাকে গন্ধ দান করিতেছে, তরুরাজির পত্রে পত্রে যেখানে তোমার নাম—তোমার পবিত্র নাম লেখা রহিয়াছে,—পর্ব্বতের প্রস্তর যেখানে হৃদয়ে হৃদয়ে জড়িত হইয়া উর্দ্ধ মুখে তোমার নাম তোমার প্রেম ঘোষণা করিতেছে, সেখানেও আমরা যেন তোমার দর্শন পাই। নিঃসঙ্গ হইয়া যেন তোমার সঙ্গ লাভ করিতে পারি।

তুমি এ দীনকে তোমার করিয়া লও। আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হৃদয় মধ্যে যেন তোমাকেই দেখিতে পাই। তোমার কৃপাই আমার সর্ব্বস্ব। তুমি কৃপাগুণে আমার হৃদয়-পদ্মকে প্রস্ফুটিত কর। আমি সেই ফুলে তোমার চরণ পূজা করিব। তুমি আমাকে আশার্ব্বাদ কর, যেন আমার আত্মা চিরদিন শান্তি-সুখ ভোগ করে। তুমি দীনদয়াল—তুমি আমার হৃদয়-কুটীরে বাস কর। তাহা হইলে এ সংসারের দুঃখ তাপ বিপদ আপদ কিছুতেই আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না।

নাথ! মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইতেছে। জীবন থাকিতে থাকিতেই তোমার শান্তিসুধা পান করাও। যেন মরিবার সময় বিকৃত হইয়া না মরি। তোমার শরণাগত হইয়া তোমার আজ্ঞা জীবনে পালন করিয়া যেন শেষ দিনে নির্ভয় হইয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারি। এই ভিক্ষা তুমি আমাকে দাও। মরণান্তে তুমি আমাকে সেই লোকে স্থান দিও, যেখানে তোমাকে ভাল করিয়া উপভোগ করিতে পারিব। এখানে যে সকল বাধা তোমাকে ভাল করিয়া দেখিতে দেয় না—ভোগ করিতে দেয় না, সে বাধা যেন সেখানে আর না থাকে। এই তোমার নিকটে প্রার্থনা। "নাথ হে প্রেম পথে, সব বাধা ভাঙ্গিয়া দাও। মাঝে কিছুই রেখো না, রেখো না থেকো না দূরে। নির্জ্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে নিত্য তোমারে হেরিব"।

নাথ! তোমার কৃপায় তোমার এ ভারতভূমি বহুদিন হইতেই পুণ্যভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সোণার ভারতে কত কীর্ত্তি ছিল—এখনও কত কীর্ত্তি আছে। এখানে ধর্ম্মের উদ্দেশে লোকে অতিথি-শালা করিয়া দিয়াছে, কত নিরন্ন ক্ষুধিত ব্যক্তি সেখানে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া জঠরজ্বালা নিবারণ করিতেছে। সরোবর খনন করিয়া দিয়াছে—তৃষ্ণার্ত্ত জনগণ তথায় তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছে। বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছে, তাহার ছায়ায় কত আতপতাপিত পথিক দেহকে শীতল করিতেছে—চতুষ্পাঠী করিয়া দিয়াছে—তথায় কত বিদ্যার্থীরা বিদ্যা লাভ করিতেছে। কিন্তু হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করিবার—আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিবার কোন সাধারণ স্থান ভারতে ছিল না। সে পবিত্র স্থান এই ব্রহ্মমন্দির। বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আকরভূমি এই ব্রহ্মমন্দির। পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে জাগ্রত রাখিবার এমন স্থান দ্বিতীয় আর নাই। আকাশে তারকা মধ্যে যেমন চন্দ্রমা, কীর্ত্তির মধ্যে ব্রহ্মমন্দির তেমনি শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। হে পরমেশ্বর! যে সাধুহৃদয়ে তুমি আনন্দের

সহিত বাস কর সেই পবিত্র হৃদয়ই ইহার ভিত্তিভূমি। এখানে আসিয়া কতলোক পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। এখানে একটা কথায় হয়ত কত লোকের জীবন স্রোত ফিরিয়া গিয়াছে। কত নিরাশ ব্যক্তির হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছে। কত পুত্রশোকে অভিভূত ব্যক্তি শান্তিলাভ করিয়াছে। তোমার এ সদাব্রতে স্বর্গীয় অন্ন প্রাপ্ত হইয়া কত পাপজীর্ণ ব্যক্তি নবজীবন লাভ করিয়াছে। অতএব পরিশেষে আমি যোড় করে তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি—যে তুমি তোমার প্রসাদ স্বরূপ এই মন্দিরকে সকল প্রকার ঝঞ্ঝা বায়ু হইতে রক্ষা কর। একটি প্রদীপ হইতে যেমন শত শত প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়, তেমনি একটি আদি আদর্শ ব্রহ্ম-মন্দির হইতে শত শত ব্রহ্ম মন্দির রূপ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমস্ত ভারত আলোকিত হউক। হে দেব! এই আমার প্রার্থনা—এই আমার প্রার্থনা। তুমি কৃপা করিয়া তাহা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

এই ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে দীন দুঃখীদিগকে বিস্তর অন্ন বস্ত্র প্রদান করা হইয়াছিল। যাঁহারা এই তীর্থস্থানে উৎসব দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে তাঁহারা সকল বিষয়ে বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন।

যোগ ও ব্রাহ্মসমাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভারতবর্ষে গুরুব্যবসায়ের উৎপত্তি মানবের আলস্য ও অবিশ্বাসে এবং গুরু ব্যবসাদারদের বুজরুকি, আত্মাভিমান ও স্বার্থপরতাতে। সকল গুরুই যে একইরূপ তাহা নহে। নিয়মের ব্যতিক্রম নিয়ম প্রমাণিত করে। নিজের বোঝা তোমার স্কন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে চাপাইয়া কার্য্য চালাইব; বা পায়ের উপর পা রাখিয়া তোমার মস্তকে হস্ত বুলাইয়া বিলক্ষণরূপে উদরপূর্ত্তি করিব, অপিচ তুমি আমার চরণকমলের বৃদ্ধ ও স্থূল পরাগ কেশরটি মুক্তি, শক্তি ও মধুলাভ লোভে সর্ব্বদা লেহন করিবে, অলাভ কি? গুরুগিরির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মসাধনের প্রণালী সম্বন্ধেও একটী অভেদ্য গূঢ়তা, অজ্ঞেয় ভেল্কি ও প্রকার বিশেষের ভৌজ বুজরুকি প্রবেশ করিয়াছে। 'কৌস্তিক' যোগ ইহার অন্যতর কারণ। ভারতবাসিগণের মজ্জা-প্রবিষ্ট দৌর্ব্বল্য, পরাধীনতা ও অপদার্থতা ইহার প্রথম কারণ। "বেণা বনে মুক্তা ছড়াইও না," Do not throw pearls before the swine, "আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা"——প্রভৃতি নানা অতীব প্রাচীন উপদেশের দোহাই দিতে অনেকেই প্রস্তুত, কিন্তু এই সমুদায় গেল "আমার এইরূপ হইয়াছে বা তুমি এইরূপ কর" বলা সম্বন্ধে। কিরূপে এক একটী আধ্যাত্মিক অবস্থায় সহজ সাধনা দ্বারা উপনীত হওয়া যায়, সাধারণ ভাবে জগতে তাহা প্রচার করিলে হানি কি? তাহা হইলে সংসার-সমুদ্রে বহু পোতনিমগ্ন ভ্রাতা ভগিনী দেখিয়া শুনিয়া হৃদয়ে নূতন সাহস ও বলের সঞ্চার অনুভব করিবেন। যদি আমার কথায় সত্য বা সত্যের জীবন্ত সাক্ষ্য থাকে, তাহাতে জগতের হিত হইবেই হইবে। সত্য প্রচারে, সত্যের অনুরোধে প্রচারিত হইলে, অহিত হইতেই পারে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই—কখন হয় ও নাই, ভবিষ্যতে হইবেও না। সত্য ও তাহার প্রচা-

রকে আমরা এইরূপ বস্তু বলিয়াই জানি। সত্য লুকায়িত থাকিবে না, উহা লুকান উচিতও নহে। যিনি প্রেমিক সাধক তিনি কি সাধনসুধা হইতে প্রিয় মানবগণকে বঞ্চিত করিতে পারেন ?

অধ্যাত্ম যোগী টমাস্ এ কেম্পিস্ স্থান বিশেষে এই প্রকার প্রার্থনা করিয়াছেন "সকল গুরু নিঃস্তব্ধ হউক। নীরবে তোমার উপদেশ শুনি।"

প্রেম-যোগী হাফেজ গাহিয়াছেন "আমি ত চুপ করিয়া থাকি, কিন্তু তিনি আমার ভিতরে দিবারাত্রি গোলমাল করেন" ও "যে উদ্যানে সখার চূর্ণ কুন্তলের সৌরভ বহন করিয়া সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে তথায় তাতার দেশীয় কস্তূরী সঞ্চারের প্রয়োজন কি ?" কবিরও বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে লাভের ইচ্ছা রূপ অগ্নির এক 'বুন্দ' আত্মায় লাগিলেই সব হইল।

ব্রাহ্ম কবির প্রতিভা বলিতেছেন

"তুমি নাহি দিলে দেখা,
কে তোমারে দেখিতে পায় ?
তুমি না করিলে কৃপা
সহজে কি চিত ধায়" ?

এই যে, ব্রহ্মের দিকে চিত্তের গতি ব্রহ্মলাভের একান্ত বাসনা, ইনিই সদ্‌গুরু। তুলসীদাস যে স্থলবিশেষে সদ্‌গুরুকে 'আগ্' বলিয়াছেন, এই আগ্ ঈশ্বরকে লাভের পিপাসা; আত্মার ভিতর পরমাত্মার ডাক্, আহ্বান, অন্তরস্থ জগদ্‌গুরুর কণ্ঠস্বর। আত্মার মধ্যেই এই সদ্‌গুরু বিদ্যমান কিন্তু মানব তদুদ্দেশে চতুর্দিকে ভ্রাম্যমান, "যেয়্সা নাভিকা সুগন্ধ মৃগ নাহ জানত ঢুঁড়ত্ ব্যাকুল হোই"। আত্মাই সতত বন্ধু, আত্মাই সতত গুরু। যাঁহারা আত্মদর্শনশীল, আত্মনির্ভর-শীল ও ব্রহ্মনির্ভরশীল হইতে শিক্ষা দেন তাঁহারাই সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু পাইবার তিনিই উপযুক্ত, যিনি আবাল বৃদ্ধ, অচল গহন সকলেরই নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে জানেন। তিনিই সদ্‌গুরু, যিনি শিষ্যের চক্ষুকে স্বীয় চরণ হইতে, আত্মা ও আত্মনির্ভরের দিকে ফিরাইয়া দেন। আত্মার শক্তি স্ফুরণ ও বিকাশই শ্রেষ্ঠ শিক্ষার উদ্দেশ্য। উপনিষদ্ বলিতেছেন "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন", কোন কিছুরই দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না, কেবল তল্লাভের একান্ত পিপাসা দ্বারাই তিনি লভ্য— পিপাসিত আত্মা, যিনি পানেচ্ছু, তিনি তাঁহারই, 'তস্যৈষ লভ্যঃ'।

একান্ত 'নাছোড়্ বন্দা' ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে ঈশ্বরের অঙ্গীকার এই যে, "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" —'তাহাদিগকে সেইরূপ বুদ্ধিই প্রেরণ করি, যদ্দ্বারা তাহারা আমাকে লাভ করে'। সর্ব্ব শাস্ত্রেই এই অঙ্গীকারের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। কুত্রাপি ইহার অন্যথা পরিলক্ষিত হয় না।

তবে কি আমরা সাধুগণকে অগ্রাহ্য করিব ? সে ত দূরের কথা। যে সুরাপান করিতে চাহে, সে কি সুরাপায়ীদিগকে আলিঙ্গন না করিয়া, তাহাদিগকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া থাকিতে পারে ? সাধুগণ যতটুকু প্রেম ও ভক্তি পাইবার উপযুক্ত তাহা পাইবেন, কিন্তু ব্রহ্মের সিংহাসনের নিকট তাঁহাদিগকে যাইতে দিব না। তাহার উপরে তাঁহাদের স্থান নাই। সাধুগণ যেন তাহার উপর উঠিতে বাক্যত, ভাবত, বা কার্য্যত প্রয়াস না পান। সেই সিংহাসনের ভাগ লইতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করিয়া খ্রীষ্টিয়ান পুরাণবর্ণিত সয়তান এবং কোম্পানি উচ্চতম

স্বর্গ হইতে নিম্নতম নরকে পতিত হইয়াছিলেন। সামান্য মানব ত কোন্ ছার্। গুরুগিরির শেষ গতিও যে ঐদিকে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অতীত ইতিহাস ইঁহার সাক্ষ্য। শক্তি ব্যবসায়িগণ সাবধান! সয়তানও শক্ত ছিলেন, জ্ঞান ও শক্তিতে মহোচ্চ পদবীতে আরূঢ় ছিলেন, এই প্রকার পুরাণপ্রবাদ প্রচলিত আছে।

একটী উচ্চ গৃহের পার্শ্বে দাঁড়াইলে উহা বৃহৎ বোধ হয়, তাল বৃক্ষের তুলনায় তৃণখণ্ড নাস্তি বলিলেও চলে কিন্তু অনন্ত আকাশের সহিত তুলনায় কোথায় তোমার অট্টালিকা বা অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ? অনন্তের পার্শ্বে কোটি কোটি সৌর জগৎ কি? শূন্য—ফাঁকা কিছুই নহে। নিজের দিকে তাকাইলে, সাধুগণই মহৎ। তাঁহার দিকে তাকাইলে, তিনিই মহৎ। একাকী আমরা পাপের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হই কিন্তু পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইলে আমরা হৃদয়ে সাহস পাই। আত্মগৌরব অমার্জ্জনীয়—ব্রহ্মগৌরব প্রশংসনীয়, আদরণীয়। বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন "পিয়াকা গরবে হাম্ কাহুক ন গণলা" তাঁহারই গৌরবে গৌরব শ্রেষ্ঠ।

দীন বৈষ্ণব সাধক গাহিয়াছেন,—

"দয়াময় হে! (আমি) আজ তোমার দ্বারের ভিখারী।

(আমি) সকল দুয়ার ফিরে এলাম, কোথাও কিছু না পাইলাম, হে,তাই তোমার শরণ নিলাম, দয়াল হরি।

তুমি নিত্য ফিরাইয়ে দাও, আজ একবার ফিরে চাও, পাপীর দুঃখ ঘুচাও কৃপা করি।"

আমরা শক্তিসঞ্চারক তাড়িতাধার গুরুর অভাবে অনন্যোপায় হইয়া এই গানই গাহিব। পিপাসাই আমাদিগের তৃপ্তি হউক, বারি হউক, জীবন হউক। আমরা শক্তিসঞ্চারক বাহ্য মানব-যন্ত্র বিশেষের সাহায্য প্রার্থনা করি না। হয় ঈশ্বরের সাহায্যে মুক্তির পথে অগ্রসর হইব—না হয় যেমন নরকে আছি তেমনই থাকিব। নরকও ত ব্রহ্মহীন নহে। ব্রহ্ম যে অশিষ্য সম্প্রদায়কে সহজে ত্যাগ করিবেন বোধ হয় না।

১০। ধর্ম্ম ও বাহ্য। ধর্ম্মের একটী বহিরঙ্গ আছে। কারণ, মানব সম্পূর্ণরূপে জড়াতীত নহে—জড় না হইলেও জড়ে আবদ্ধ—জড়ভারাক্রান্ত। বাহ্য যে টুকু না হইলেই নহে, তাহাই প্রয়োজন। বাড়াবাড়ি কেন? বাহ্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্য বা তদুপরি নির্ভর অধ্যাত্ম শরীরের একটি বিষম ব্যাধি, দুর্ব্বলতা, এবং উহা মৃত্যুর কারণ। লক্ষ্য হউক অন্তরের দিকে, বাহ্য সাধনের অতীত হইবার দিকে। পশ্চিম দেশীয় একটী প্রবচন আছে, "যোগী মন্ রঙ্গায় রঙ্গায় কাপড়া", এই বাহ্য ভাব হইতেই ভারতবর্ষে নানা প্রকার বুজরুকী ও ধর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যা বিস্তৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ! পুনরায় আবার এসকল কেন? ব্রাহ্মের অন্তর্বাহ্যে যতই বাহ্যিকতার গন্ধ অল্প থাকে, ততই তাঁহাদের পক্ষে ও অন্যের পক্ষে হিতকর। আহার, বিহার, ভাব, কথা, সঙ্গীত ও উৎসবাদিতে যতই মৃণ্ময়, প্রস্তরময়, কাষ্ঠময়, মানব, পাশব, দ্বিপদ, চতুস্পদ, ষট্‌পদ বা বহুপদ, ভূচর, খেচর প্রভৃতি দেবতাগণের লেশ অল্পই থাকে ততই মঙ্গলজনক। ভারতবর্ষে বহুকাল ধরিয়া ঈশ্বর খণ্ডীকৃত, প্রস্তরীভূত ও পাশবীকৃত হইয়াছেন। ব্রাহ্মগণ সে ধর্ম্ম

পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কেন তাহার প্রশ্রয় দিতেছেন? ব্রাহ্ম মন্দিরে পৌত্তলিকতার গন্ধ প্রবেশ করিবে না, তবে ব্রাহ্ম-হৃদয়-মন্দিরে উহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া কেন? ইষ্টক ত ব্রহ্মমন্দির নহে, জীবন্ত হৃদয়ই ব্রহ্ম-নিকেতন। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাভাবিক ধর্ম্ম, প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, প্রকৃতির ধর্ম্ম। উহার সাধনও সহজ, স্বাভাবিক, বুজরুকীহীন। বুজরুকীর সাধনে গুরু না হইলেই চলে না। কুস্তির নানা 'প্যাঁচ' শিখিতে হইলেই কুস্তিগিরের সাহায্যের প্রয়োজন। অণিমা লঘিমা ইত্যাদি সাধনে হয়ত গুরুগিরির সাহায্য চাই। ব্রাহ্মগণ কি অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ সিদ্ধি লাভের জন্য ব্যগ্র? যদি হয়েন,তবে বেদিয়া ও বুজরুকদিগকে ধর্ম্মপ্রচারক নিযুক্ত করুন। ব্রাহ্মধর্ম্ম অণু হইয়া উড়িবার ধর্ম্ম নহে। যাঁহারা বুজরুকীর ধর্ম্মসাধনের জন্য লালায়িত তাঁহারা জগতে কি বিশেষ কার্য্য করিলেন? জীবনে, কি অধিক উন্নত হইলেন? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ব্রাহ্ম সাধকগণ ত কোন "কৌস্তিক" সাধন করেন নাই,কিন্তু যোগসম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ইহাঁদিগকে জীবনে ছাড়াইয়া ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া কোন্ গোলোক ধামে উপনীত হইয়াছেন? যদি না হইয়া থাকেন, তবে ইহাঁরা না যোগী না ভোগী, কি এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থা লাভ করিতে চাহেন? "Neither fish, nor flesh, nor good red herring" না মৎস্য, না মাংস, না রক্তবর্ণ হেরিং, এক অভিনব জীব হইতে প্রয়াস পাইতেছেন। ইহাঁরা কি এক নূতন ঢঙ্গের অবতারবাদ ও যৌগিক সুসমাচার, বুঝি, প্রচার করিবেন? ইহাঁদের যোগ না হিন্দু, না বৌদ্ধ, না মহম্মদী, না খ্রীষ্টিয়ান; একটি ভয়ানক রকমের "জগা খিচুড়ী।" ইহা খাইলে অপরিপাক ব্যতীত অন্য কোন ফল লাভ হয় না।

ব্রাহ্মসমাজ মানবকে এক নূতন অপরীক্ষিতপূর্ব্ব সত্য শুনাইয়াছেন। ইহা এই যে, অভ্রান্ত গুরু, অবতার বা দেবতা-পুঙ্গব বিনা ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের সুন্দর ও সতেজ বিকাশ হওয়া সম্ভব। ইহা এখনও সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে বলিতে পারি না। অন্ততঃ এরূপ ভাবে ইহা পরীক্ষিত হয় নাই, যাহাতে অ-ব্রাহ্ম জগৎ এই অভিনব সত্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইতে পারেন। একাধিক ঈশ্বর না ধরিয়া ব্রাহ্মগণ শূন্যের উপর,—অন্ততঃ অ-ব্রাহ্ম জগতের এইরূপ ধারণা—কিরূপে ধর্ম্মসমাজ মন্দির গঠন ও স্থাপন করেন, মানব সমাজ তাহাই দেখিতে চাহেন।

সত্যই ব্রাহ্ম শাস্ত্র। ব্রহ্মই ব্রাহ্মদের এক মাত্র গুরু, বল, মঙ্গল ও মুক্তিদাতা। প্রার্থনা, আরাধনা, ধ্যান, সংযম, 'বাসনায়াম্' প্রভৃতি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়াই ব্রাহ্মগণের একমাত্র সাধনপ্রণালী। কিন্তু যোগকামী ব্রাহ্মগণের পদের গতি কোন্ দিকে, চেষ্টা কোন্ দিকে? জগৎ যে তাঁহাদের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাহা কি বৃথাই হইবে?.

ভারতবর্ষ বহুকাল হইতেই মৃত্তিকাদির সোপান ধরিয়া সত্য স্বরূপের পূজা করিয়া আসিতেছেন। আতপ তণ্ডুল ও পক্ক কদলী এবং ছাগ মহিষাদির নৈবেদ্যই অধিক পরিমাণে তাঁহার উদ্দেশে অর্পিত হইয়াছে। এখন ভাবুকতা বলীর প্রয়োজন হইয়াছে। অশ্বমেধের পরিবর্ত্তে আত্মমেধের দিন আসিয়াছে। গৈরিক ও আল-

খেল্লার পরিবর্ত্তে মোটামুটী চলাফেরা ও উচ্চ চিন্তা এবং জীবনের প্রয়োজন হই-য়াছে। যোজনবিস্তৃত আধ্যাত্মিকতার কথার আয়তন খর্ব্ব করিয়া মোটামুটী, সাদাসিদে কথা ভাব'ও কার্য্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আচরণ, সাধন ও প্রচার করিলেই ভাল হয় না!

'এই কৌস্তিক বুজরুকি ও প্রক্রিয়া সাধন গড়াইতে গড়াইতে কতদূর আসি-য়াছে, তাহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া অদ্য এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

তুলসী বৃক্ষ, রাধাকৃষ্ণ, কালী, দুর্গা এখন যে আপন আপন সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, তাহারই যেন মারাত্মক উপক্রম সূচিত হইতেছে। তুলসী বৃক্ষাদির সৌ-ভাগ্য-শশী পুনরুদিত হইবার চেষ্টা করি-তেছে।

কোন কোন ব্রাহ্মনামধেয় যোগ-মার্গ-গামী সাধক, না কি, শালগ্রাম ও প্রাস্তরিক ঈশ্বরাদির পূজার প্রশ্রয় দান ও আয়োজন আরম্ভও করিয়াছেন?

হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ভয়ানক উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থাগ্রস্ত যোগী বলিয়া কোন কোন ব্রাহ্ম যোগিগণ কর্ত্তৃক বিবে-চিত হইতেছেন। হিষ্টিরিয়া, সর্ব্ববিধ মূর্চ্ছা এবং নানা ব্যাধিগ্রস্ত রোগিগণের পক্ষে ইহা আহ্লাদের সংবাদ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাণ অপানাদি বায়ু রোধ করিতে পারিলেও এই সমুদায় কৌস্তিক যোগ করা যায়। ভেক, সর্প ও কেন্দ্র প্রদেশীয় ভল্লুকেরা এ বার্ত্তা লাভ করিয়া পুলকিত হউন!

হিপ্‌নটিক অবস্থা প্রভৃতিও নাকি যো-গের অবস্থা?

হয়ত, কোন ব্যক্তি পেটের বেদনায় অস্থির হইয়া পড়িলেন; অমনি উচ্চসাধক অনুমান করিলেন, "পেটে সাধন চলি-তেছে।" বেশ কথা—তবে কি ক্রমে ধর্ম্ম জগতে উদরাময় প্রভৃতি রোগ সমূহ উচ্চ সাধনের অঙ্গ হইবে?

কেহ কেহ, শুনিতেছি, ভাবুকতা স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, যেন উজান ঠেলিয়া পঞ্চমকারেরও ঘাটে যাইয়া ঠেকি-তেছেন। "তত্ত্বমসি" লাভের ইহা সুপথ বটে? ব্রাহ্মগণ! এই প্রকার যোগ-রোগ-গ্রস্ত অবস্থার আর কত দূর বাকি আছে?

সরল ও সহজ সাধন পথাবলম্বী ব্রাহ্ম-গণ স্থির ও কঠিন হস্তে এই 'যৌগিক' সাধন-আবর্জ্জনা জীবনরূপ মার্জ্জণী দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের বক্ষ হইতে অতিদূরে বিতা-ড়িত করুন। তাঁহাদের জ্ঞান ও প্রেম সাধনা কর্ত্তৃক এই বৃহদায়তন সত্যাকারধারী সাধন অসত্যীকৃত হউক। নচেৎ প্রাণরোধ করিয়া ব্রহ্মকে ধরিতে যাইলে হঠাৎ প্রাণ-নাশের সম্ভাবনা। ব্রহ্মধামের পথ ঋজু, সরল। অন্য 'পেঁচাল' পথ নরকের অভি-মুখে। এ ত যোগ নহে বিয়োগ—ব্রাহ্ম-ভাব হইতে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হওয়া—ইহা ব্রহ্মের সহিত কোন "মাত্রার" যোগ ব্রাহ্মযোগীরাই জানেন। হিন্দুর মজ্জাগত অস্থিগত পৌত্তলিকতা ও গুরুগিরী আর কত দিন প্রচ্ছন্ন রহিবে?

সাংখ্য স্বরলিপি।

স্বরযোগ ও স্বরগুণন।

স্বরযোগ প্রধানতঃ প্রাচ্য এবং স্বরগুণন প্রধানতঃ প্রতীচ্য। স্বরযোগ লইয়া প্রাচ্যভূমির সঙ্গীতরাজ্যে প্রধানতঃ যত কৌশল ও খেলা; এবং স্বরগুণন লইয়া প্রতীচ্য ভূমির সঙ্গীতরাজ্যে প্রধানতঃ যত কৌশল ও খেলা।০

স্বরযোগ ও স্বরগুণন ইহাদের পৃথক্‌ভাবে উন্নতি করিয়া এবং তাহাদের পরস্পরের সাহায্যে সঙ্গীতরাজ্যে মহোন্নতি সাধন করা যায়।

রাগ ভৈরব—তাল সুরফাঁকতাল।

সব দুঃখ দূর হইল তোমারে দেখি; এ কি অপার করুণা তব প্রাণ হইল শীতল বিমল সুধায়।
সব দেখি শূন্যময় না যদি তোমারে পাই চন্দ্রসূর্য্য তারক জ্যোতি হারায়।
প্রাণসখা তোমা সম আর কেহ নাহি প্রেমসিন্ধু উথলয় স্মরিলে তোমায়।
থাক সঙ্গে অহরহ জীবন কর সনাথ রাখ প্রভু জনম জনম পদছায়ে।

তালি। ১ঃ (স্থা, অ ভো)। ২। ৩।
মাত্রা। ৪ । ২। ৪।

(স্থা) । গা মা পা পা । "পৃধাঁ" বা "পৃনিঁ" ধাঁ। ধাঁ ধাঁ পা পা। "মৃপা মা গা রেঁ" বা "মৃপা গা রেঁ রেঁ"।
(স্থা) । স ব দু খ । দূ দূ —। র হ ই ল। তো মা — র তো মা — —।

প্রথম
। রেঁমাঃ -গাঃ -পা। মা মা (মা মা) পুনারাবৃত্তি কালে প্রথমটী বাদ দিয়া দ্বিতীয়টী গাহিতে হইবে।
। দে — —। থি — — —

দ্বিতীয়
(মা পা)। গা মা পা পা। পা পা। "পৃনিঁ" বা "নৃধাঁ" ধাঁ। পা পা। "পৃনিঁ" বা "পৃধাঁ" ধাঁ ধাঁ ধাঁ।
এ কি। অ পা — র। ক রু। ণা ণা — ত ব। প্রা প্রা — ণ হ।

। পা পা। "পৃনিঁ" বা "নৃধাঁ" ধাঁ পা পা। মা পা মা গা। গৃরেঁ গা। মা পা মা মা।
। ই ল। শী শী — ত ল। বি ম ল সু। ধা —। — — — য়।

(অ) :০—। মৃধাঁ ধাঁ ধাঁ ধাঁ। "ধৃনি" বা "ধৃসা নি। সা সা সা সা। নৃসা নি সা রেঁ।
(অ) :০—। স ব দে খি। শূ শূ —। ন্য ম য় —। না — দে খি।

। নৃসা নৃসা। নৃসা নি ধাঁ ধাঁ। ধাঁ সা নি সা। সা সা। নিঁ ধাঁ ধাঁ পা। মাঃ -গাঃ -মা পা পা।
। তো মা। রে পা ই —। চ — ন্দ্র সূ। — র্য্য। তা পৃধ র ক। জ্যো — — তি হা।

। নধাঁ ধাঁ। পা ধাঁ মা পা। (ভো)। "পৃধাঁ" বা "পৃনিঁ" ধাঁ ধাঁ পা। পৃনিঁ ধাঁ। পৃধাঁ পৃধাঁ পা মাঃ -গাঃ।
। রা —। — — — য়্। (ভো)। প্রা প্রা — ণ স। খা —। তো মা স ম —।

। মাঃ -পাঃ "ধাঁ" বা নিঁঃ -ধাঁঃ" ধাঁ পা। পা মা। মাঃ -গাঃ -পা মা মা। গা গা রেঁ গাঃ মাঃ।
। আ — — — — র কে। — হ। না — — হি —। প্রে — ম সি —।

। পা মা। গা গা রেঁ সা। "সা" বা "সাঃ -নিঃ" সা গা গা। গাঃ -রেঁঃ -গা। মা পা মা মা।
। — ন্ধু। উ থ ল য়। স্ম স্ম — রি লে তো। মা — —। — — — —।

। মৃধাঁ ধাঁ ধাঁ ধৃসা। নি সা। সা সা সা সা। নৃসা নি সা সৃরেঁ। নৃসাঃ -নিঃ সা। সা নি ধাঁ ধাঁ।
। থা — ক স। — ঙ্গে। অ হ র হ। জী — ব ন। ক — র। স না — থ।

। ধাঁ "সাঃ -নিঃ" বা "রেঁঃ -সাঃ" সা সা। সা সা। সাঃ -নিঃ সা নি ধাঁঃ -পাঃ।
। রা — — — — থ —। প্র ভু। জ — ন ম জ —।

। মাঃ -গাঃ মা পা পা। পৃনিঁ ধাঁ। পা ধাঁ মা পা। মৃগাঃ ॥ ॥
। ন — ম প দ। ছা —। য়ে — — —। স ॥ ॥

একমেবাদ্বিতীয়ং

ত্রয়োদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৪।

৬০৭ সংখ্যা

১৮১৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

চতুঃষষ্টিতমে ব্রহ্মোৎসবে

শ্রীমদাচার্য্যদেবপাদানাং শুভাশিষঃ।

ঈশ্বরেচ্ছয়া ভবতাং ভাবুকং ভূয়াৎ।

যূয়ং তমীশ্বরমভিপ্রপন্নাঃ সর্ব্বং জীবদ্ব্যবহারমনুসরত। দিনাদৌ দিনক্ষয়ে চ ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া চ তমর্চ্চয়ত। তস্য সবিধে বুদ্ধিং কল্যাণীং ধর্ম্মবলঞ্চ সততং প্রার্থয়ধ্বম্। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতমিতি তন্নিরুক্তিঃ। তস্য ভীষা ভবদ্ভিরুৎপুলকৈঃ স্তব্ধৈশ্চ বর্ত্তিতব্যং। তস্মাল্লৌকিকং কিমপি ভয়কারণং যুষ্মান্ ন ব্যথয়িষ্যতি। রসো বৈ সঃ। স এব যোনিঃ স্নেহানাং নিধানঞ্চ প্রেম্নাম্। সর্ব্বাত্মনা তমেব প্রীণয়ত। প্রীণিতে চ তস্মিন্ সর্ব্বেষাং সম্ভাবনীয়াঃ স্থাস্যথ। ব্যাধিভিঃ পীড্যমানাঃ শোকদহনৈর্দহ্যমানাঃ দুর্ব্বিপন্নাশ্চ যূয়ং বাষ্পোচ্ছূননয়নাস্তমুপতিষ্ঠত। স কিল সকলসঙ্কটেভ্যো যুষ্মানুদ্ধরিষ্যতি। মার্জ্জয়িষ্যতি চ শোকোষ্ণং বাষ্পম্। কলুষরাশিভিশ্চ কশ্মলীকৃতা নির্ব্যাজমনুশোচন্তো ব্রূত পুনর্নেদমাচরিষ্যাম ইতি। তদা স খলু পাপার্ত্তিহরো নূনং কারুণ্যেন পাপাদুপতাপাৎ যুষ্মান্ মোচয়িষ্যতি। সম্পদাঙ্কমধিশয়ানাস্তং মা বিস্মরত। তদানীমপি কৃতজ্ঞহৃদয়াস্তদভিমুখং প্রহ্বীভাবেণ বর্ত্তধ্বম্। তর্হি সম্পদামুৎসেকো মা বোঽভিভবিষ্যতি। ঈশ্বরস্তাবৎ যুষ্মাকমস্মিন্ লোকে সদ্বুদ্ধিং পরত্র চ সুগতিং বিদধাতু। মমৈষ উপদেশ এতাঃ সত্যাশিষশ্চায়ুষ্মতাম্। ওঁ।

আয়ুষ্মন্!

ঈশ্বর তোমার কল্যাণ সাধন করুন। তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া কুশলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর। হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রস্ফুটিত করিয়া দিনান্তে নিশান্তে তাঁহার পূজা কর। তাঁহার নিকটে অনুক্ষণ শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্মবল প্রার্থনা কর—তিনি "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং;" তাঁহাকে ভয় কর, তবে আর লোকের ভয় থাকিবে না। "রসো বৈ সঃ," তিনি স্নেহের আকর, প্রেমের সাগর—তাঁহাকে প্রীতি কর; তাহা হইলে সকলের প্রিয় হইবে। বিপদে পড়িয়া, রোগে শোকে কাতর হইয়া তাঁহার নিকটে ক্রন্দন কর, তিনি তোমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, তোমার অশ্রুজল মার্জ্জনা করিবেন। পাপে পতিত

হইলে সেই পতিতপাবনের নিকট সন্তপ্তচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা কর—এমন কর্ম্ম আর করিব না, এই কথা মনের সহিত বল—তাহা হইলে তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন—পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। যখন সম্পদের হিল্লোলে বিচরণ করিবে, তখন তাঁহাকে ভুলিও না। সেই সময়ে তোমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা তাঁহার সিংহাসনের প্রতি উত্থিত হউক। তাহা হইলে আপনার ক্ষমতার প্রতি আর অভিমান থাকিবে না। ঈশ্বর তোমাকে ইহলোকে সুমতি ও পরলোকে সুগতি প্রদান করুন। তোমার প্রতি আমার এই উপদেশ, তোমার প্রতি আমার এই আশীর্ব্বাদ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

AYUSHMAN,

MAY God work thy good! Having found refuge in Him may thou perform the voyage of life! Open the buds of thy heart's faith and love and worship Him at the day's close and night's end. Wait upon Him every instant in prayer for right understanding and spiritual strength. *Mahadbhayam Vajramudyatam,* He is terrible as the thunder ready to strike. Fear Him and the fear of men will be naught. *Raso Vai Sah,* He is the mine of affection and the ocean of love.—Love Him and thou shalt be beloved of all. When fallen in danger and afflicted by sickness and sorrow, weep before Him and He will wipe the tears from thine eyes. When thou fallest into sin, with a contrite heart seek pardon of that Sanctifier of the fallen—He will forgive thee, He will save thee from sin. When rocked by the gentle waves of prosperity, forget not Him. In the season of joy may thy heart's gratitude surge up towards His throne! For then thou shalt lose the pride of power. May the Almighty grant you right understanding here and right consummation hereafter. This is my teaching and this is my benediction.

OM! The one without a second.

চতুঃষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ মঙ্গলবার।

সুনির্ম্মল প্রাতঃকালে ভগবদ্ভক্ত সাধু সজ্জন সকল সুসজ্জিত রমণীয় সভাস্থল অলঙ্কৃত করিলে সর্ব্বপ্রথমে 'দেহজ্ঞান দিব্যজ্ঞান' এই অর্চ্চনা সঙ্গীত সমস্বরে গীত হইল। পরে আচার্য্যেরা বেদি গ্রহণ করিলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুপস্থিত থাকায় তাঁহার লিখিত "বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান" বিষয়ক উপদেশ পাঠ করিলেন।

পরম পিতা পরমেশ্বরের হস্ত আমাদের এই দীন হীন দেশের উপরে আমরা জাজ্বল্যমান দেখিতেছি—দেখিতেছি যে, অসীম তাঁহার করুণা। অজ্ঞান এবং মোহের ঘন-ঘোর অন্ধকার হইতে জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার সহস্র বাহু সহস্র দিকে কার্য্য করিতেছে তাহার মধ্যেও—আমাদিগকে তিনি ক্ষুদ্র বলিয়া বিস্মৃত হ'ন নাই! এখানে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে আমাদের দেশে বিজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান যুগপৎ প্রজ্বলিত করিবার জন্য তিনি মনুষ্য বুদ্ধির অতীত দুরবগাহ্য গম্ভীর ঘটনাচক্র প্রবর্ত্তিত করিতেছেন।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান উভয়েরই যখন মুমূর্ষু অবস্থা তখন সেই মঙ্গলদাতা বিধাতার মৃতসঞ্জীবনী করুণাবারি বর্ষিত হইল; তাহাতে উভয়েই যুগপৎ প্রাণ পাইয়া উঠিয়া আমাদের দেশের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিবার জন্য বিজ্ঞান—এবং মোহ-অন্ধকার দূর করিবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞান—উভয়েই এক্ষণে স্ব স্ব কার্য্যে সমুদ্যত। দুয়ের অধিকার বিভিন্ন, অথচ দুইই পরমপিতার স্নেহের দান; কোনটিই আমাদের অবহেলার সামগ্রী

নহে। উভয়ের প্রত্যেকে যদি আপন অধিকারানুযায়ী এবং আপন প্রণালী-অনুযায়ী কার্য্য করে তবে উভয়ের মধ্যে ঐক্যের সমাবেশ হয় এবং দুই-পক্ষের যোগ হইতে অশেষ প্রকার মঙ্গল সমুৎপন্ন হয়। কিন্তু কোন্ বিষয়ে কাহার প্রকৃত অধিকার সে বোধ উভয়ের কাহারো অভ্যন্তরে এখনো রীতিমত পরিস্ফুট হয় নাই; এই জন্য বারংবার আমাদের চক্ষের সমক্ষে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব কোলাহল উপস্থিত হইয়া দেশশুদ্ধ লোকের মতিভ্রম জন্মাইয়া দিতেছে।

বিজ্ঞান অনেক সময় তাহার অধিকারের সীমা ভুলিয়া যায়—এ কথাটি একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যায় যে, তাহার গগনভেদী দূরবীক্ষণ জগতের মূল কেন্দ্র ভেদ করিয়া তাহার ও-পৃষ্ঠে যাইতে পারে না এবং তাহার সূচ্যগ্রভেদী অনুবীক্ষণ পরমাণুর অন্তস্তল ভেদ করিয়া তাহার ও-পৃষ্ঠে যাইতে পারে না—অণু এবং মহান্ দুয়েরই পরপারের দ্বার তাহার নিকটে অবরুদ্ধ। বিজ্ঞান আপনার অধিকার বিস্মৃত হয় কিন্তু আপনার প্রণালী বিস্মৃত হয় না—চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ এবং তদাশ্রিত অনুমান এই দুয়ের সহায়ে কেবল মাত্র নির্ভর করিয়া বিজ্ঞান অনেক সময়ে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয় এবং সেখান হইতে যখন পরাভব প্রাপ্ত হইয়া আপন অধিকারে ফিরিয়া আইসে তখন বলে "আমি দূরবীক্ষণ দ্বারা সমস্ত আকাশ পার হইলাম কোথাও ব্রহ্মের দর্শন পাইলাম না, অনুবীক্ষণের আলোক ধরিয়া পরমাণুর অযুত কোটি খণ্ডাংশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম কোথাও ব্রহ্মের দর্শন পাইলাম না!" বিজ্ঞান যখন এই কথা বলিয়া মুখে হাস্য করে তখন তাহার অন্তরে মর্ম্মভেদী বিলাপ ধ্বনি সহসা জাগিয়া উঠে!

বিজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন বাস্তবিকই নিষ্ফল।

গৃহের সঙ্গে এবং বাহিরের সঙ্গে মনুষ্যের যেমন বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধ—পরমাত্মার সঙ্গে এবং বহির্জগতের সঙ্গে মনুষ্যের তেমনি বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধ। বাহিরের লোকের সঙ্গে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার সময় প্রথমে লোকের প্রতি সন্দেহ এবং তাহার পরে লোকের মন পরীক্ষা দুয়েরই প্রয়োজন হয় ইহা সত্য—বিজ্ঞানেরও তেমনি প্রথম সোপান সন্দেহ এবং দ্বিতীয় সোপান পরীক্ষা ইহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না; কিন্তু তাহা বলিয়া সেরূপ তীব্র সংশয়কে এবং কঠোর পরীক্ষাকে গৃহের পরিবার-বর্গের মধ্যে অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না; গৃহের অভ্যন্তরে সেইরূপ অটল বিশ্বাসই প্রার্থনীয় যাহা সংশয়কে নিকটে আসিতে দেয় না, সেইরূপ অটল অনুরাগই প্রার্থনীয় যাহা মূলেই পরীক্ষার কোন প্রয়োজন দেখে না! পিতামাতা এবং প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরুজনদিগের মঙ্গল ভাবের প্রতি সন্দেহ করিয়া তাঁহাদের মন পরীক্ষা করিতে যাওয়া বালকের পক্ষে কিরূপ অকল্যাণজনক তাহা আমরা সকলেই জানিতেছি কিন্তু তাহা অপেক্ষাও—পরমাত্মার মঙ্গল ভাবের প্রতি সংশয়-পরায়ণ হইয়া তাঁহার অন্তরের অভিসন্ধি পরীক্ষা করিতে যাওয়া মনুষ্যের পক্ষে শত-সহস্র গুণ ভয়াবহ! যিনি বিজ্ঞানকে সাক্ষী মান্য করিয়া সর্ব্বমঙ্গলালয় পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি সংশয়কে হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহার এ জ্ঞান নাই যে, ব্রহ্মজ্ঞানের সম্বন্ধে বিজ্ঞান নিজেই শিশু অপেক্ষাও অধম শিশু; এ

জ্ঞান নাই যে, আকাশের অতীত প্রদেশে বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণ এবং অনুবীক্ষণ বালকের ক্রীড়া-সামগ্রী অপেক্ষাও শত-সহস্র-গুণ অকিঞ্চিৎকর এবং অপদার্থ। অতএব বিজ্ঞানের সংশয়-প্রণালী ব্রহ্মজ্ঞানের প্রণালী হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রণালী কি যদি জানিতে চাও, তবে ব্রহ্মসঙ্গীতের এই গীতটি স্মরণ কর

অমৃত ধনে কে জানে রে কে জানে রে,
প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে তিনি হে অকিঞ্চন-গুরু।
ব্যাকুল অন্তরে চাহ রে তাঁহারে প্রাণমন সকলি সঁপিয়ে।
প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি, যে জন যায় নাহি ফেরে।

ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকৃষ্ট প্রণালী। অতএব যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে শিশুর ন্যায় সরল অন্তঃকরণে এবং অকপট চিত্তে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার মঙ্গল ভাবের প্রতি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত বিশ্বাস স্থাপন কর ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই।

কিন্তু গৃহের প্রণালী যেমন গৃহেই খাটে বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে খাটে না—তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানের প্রণালী অন্তরের নিভৃত প্রদেশেই সংলগ্ন হয় বাহিরের বিষয়রাজ্যে সংলগ্ন হয় না। অন্তরের অপরিসীম বিশ্বাস অন্তরতম পরমাত্মাকে ছাড়িয়া অন্য যেখানেই সমর্পণ কর—বিপদে পড়িবে! অনেকে বাহ্যাড়ম্বর-পরিপূর্ণ অন্তঃসারশূন্য গুরুর পদে অন্তরের অকৃত্রিম সরল বিশ্বাস সমর্পণ করিয়া—দেবতার হবি অসুরকে সমর্পণ করিয়া—অশেষবিধ অনর্থে লিপ্ত হইয়া পড়েন। ব্রহ্মজ্ঞানের সাধকেরা অনেক সময়ে একথা বিস্মৃত হইয়া যান যে "ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে—সকলেরই আত্মাতে ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গলভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে" তাহা প্রজ্বলিত করিতে হইলে বাহিরের সহায় অবলম্বন করা যেমন আবশ্যক—নিজের বুদ্ধি-বিবেচনাকে জাগ্রত করিয়া তাহার আলোকে পথনির্ব্বাচন করা তেমনিই আবশ্যক; এ কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়া অজ্ঞানান্ধ সাধকেরা বলেন "গুরুই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম—অতএব সমস্ত বিষয়-বিভব আত্মীয়-স্বজন স্ত্রীপুত্র-পরিবার পরিত্যাগ করিয়া কোন জটাজূটধারী সন্ন্যাসীর অথবা মুণ্ডিত-মস্তক দণ্ডীর শরণাপন্ন হও এবং তিনি তোমাকে যে পথ প্রদর্শন করেন—অবনত মস্তকে সেই পথের অনুবর্ত্তী হও—তোমার নিজের বুদ্ধি-বিচারের কোন প্রয়োজন নাই।" ইহাঁদের জানা উচিত যে, অন্তরের প্রণালী অন্তরেই সংলগ্ন হয়; অপরিসীম অন্তরতম শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি অন্তরতম পরমাত্মার প্রতিই সংলগ্ন হয়—

প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়ো হন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা,

পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয় এবং আর সমস্ত বস্তু হইতে প্রিয় এমন যিনি অন্তরতর পরমাত্মা—তাঁহারই প্রতি সংলগ্ন হয়; তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহারো প্রতি তাহা বিন্দুমাত্রও শোভা পায় না—যিনিই তিনি হউন্ না কেন! কেন না হৃদয়ের অন্তরতম অপরিসীম শ্রদ্ধাভক্তি যদি অন্তরতম পরমাত্মাতে সমর্পণ না করিয়া তাহা বাহিরে অনাবৃত করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলা হয় তবে সেরূপ পাপস্পৃষ্ট সামগ্রীর দাতা এবং গৃহীতা উভয়েই সমান—দাতা মোহান্ধ এবং গৃহীতা মদান্ধ।

জ্ঞান শিক্ষার পক্ষে গুরূপদেশ অত্যা-

বশ্যক এবং শিক্ষার্থীর পক্ষে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি কৃতজ্ঞতা অতীব কর্ত্তব্য—কেহই এ কথা অস্বীকার করেন না, অস্বীকার করিতে পারেনও না। ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষার্থীদিগের কথা দূরে থাকুক্—বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদিগের মধ্যেও অনেককেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা তাঁহাদের গুরুর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞানের সাধকেরা যদি গুরুর প্রতি সেই রূপ যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি সমর্পণ করেন তবে তাঁহারা কর্ত্তব্যানুযায়ী কার্য্য করেন, এবং তাহার পুণ্যফল লাভ করেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতেই ক্ষান্ত না থাকিয়া তাঁহারা যে সময়ে সময়ে গুরুকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে যা'ন, এটি তাঁহাদের ঘোরতর মতিভ্রম—এ বিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব আমাদের দেশের গুরুদিগের এই বিষয়টিতে সবিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত যে, তাঁহারা যেন সর্ব্বারাধ্য পরমাত্মাকে আড়াল করিয়া আপনারা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া না দাঁড়ান। আমাদের দেশের গুরুমণ্ডলী এবং শিষ্যমণ্ডলী উভয়ে মিলিয়া এই বিষয়ে যথোচিত সাবধান না হইলে এক্ষণে যাহা আমাদের চক্ষের সমক্ষে নিত্য নিত্য হইতেছে তাহা পুনঃ পুনঃ হইবার কোন বাধা থাকিবে না; আত্মপ্রত্যয়ের * স্থানে বহুধা বিচিত্র তন্ত্র মন্ত্র, আর পরব্রহ্মের সিংহাসনে পৃথিবীর ক্ষুদ্র মনুষ্যেরা পুনঃ পুনঃ অভিষিক্ত হইতে থাকিবে।

অতএব এক্ষণে যেরূপ সময় পড়িয়াছে তাহাতে দুই বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। আমরা যেন পারমার্থিক রাজ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রণালী কিম্বা বিজ্ঞানের প্রণালী (কি না সংশয় এবং পরীক্ষা) প্রয়োগ করিতে গিয়া অতলস্পর্শ অনাস্থা-সাগরে নিমগ্ন না হই, তেমনি আবার লৌকিক এবং বৈজ্ঞানিক রাজ্যে পারমার্থিক প্রণালী (কি না অন্তরের অপরিসীম শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি) প্রয়োগ করিতে গিয়া অযথা-বিশ্বাসের করাল কবলে নিপতিত না হই। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রণালী কি তাহা যদি এক কথায় ব্যক্ত করিতে হয়—তবে তাহা ঈশ্বরের উপাসনা;—ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি এবং সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান। প্রীতি ভক্তি এবং শ্রদ্ধাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারে দণ্ডায়মান হও, সে দ্বার আপনা হইতেই খুলিয়া যাইবে। সন্দেহ অবিশ্বাস এবং কুটিল অন্তঃকরণ লইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারোপান্তে উপনীত হও—সে দ্বার বজ্রনিনাদে অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে, এবং তোমার অন্তরের আলোক নির্ব্বাণ হইয়া গিয়া অন্ধকার এবং বিভীষিকা তাহার স্থান অধিকার করিবে। অতএব সাবধান! বিজ্ঞানের অথবা কর্ম্মক্ষেত্রের সংশয়-প্রণালী ব্রহ্মজ্ঞানে প্রয়োগ করিতে যাইও না; তেমনি আবার, অপরিসীম শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি যাহা অন্তরতম পরমাত্মার প্রতি প্রদেয় তাহা মনুষ্য-বিশেষে অথবা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত-বিশেষে সমর্পণ করিতে যাইও না—ব্রহ্মজ্ঞানের বিশুদ্ধ প্রণালী অযথাস্থানে প্রয়োগ করিতে যাইও না; যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা তাহাকে প্রদান কর—

* 'আত্মপ্রত্যয়' অর্থাৎ সাধনসিদ্ধ আত্মজ্ঞানের মূলীভূত স্বতঃসিদ্ধ আত্মজ্ঞান যাহা মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ের অভ্যন্তরে গভীর অনুপ্রবিষ্ট—যথা, উপনিষদে আছে 'একাত্মপ্রত্যয় সারং', পরামাত্মাকে উপলব্ধি করিবার' পথ এক আত্মপ্রত্যয়ই সার। আত্মপ্রত্যয়কে প্রস্ফুটিত করিতে হইলে সদ্গুরুর উপদেশ এবং সাধন আবশ্যক।

তাহা হইলেই মঙ্গল হইবে। পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বর আমাদের সকলকে এবং আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্মকে উভয়-বিধ বিপদ হইতে রক্ষা করুন!

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন নিম্নোক্ত প্রকারে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

আজ অতি শুভ দিন! ঋষিসেবিত পরম ধর্ম্ম বিজন হইতে বহুকাল পরে এই দিনে গৃহে আনীত হইয়াছিল এই জন্য এই মহোৎসব। এই দিনে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা বিধাতা কৃপা করিয়া এই পবিত্র ধর্ম্ম আমাদের মঙ্গল উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাই এই দিনের এত মাহাত্ম্য। যে উন্নততম ধর্ম্মসাধনে দেবতার দেবত্ব আমরা সেই সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হৃদয়ের প্রেমোচ্ছ্বাস কি ঈশ্বরে অর্পণ করিব না? ভক্তির প্রস্ফুটিত কুসুম কি তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিব না? সকলে জাগ্রত হও, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখ সেই পাপতাপহারী তোমাদের সম্মুখে। তাঁর উপাসনায় কি আজ উদ্বোধন চাই? মধুর ব্রহ্মনাম আজ হৃদয়তন্ত্রীতে কি আপনা হইতে বাজিবে না? তাঁহাকে জাগ্রত জীবন্ত জানিয়া হৃদয়দ্বার তাঁর নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া দেও এবং প্রীতিকুসুম তাঁর চরণে অর্পণ করিয়া জীবনকে সার্থক কর।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই বক্তৃতা পাঠ করিলেন।

কলিকাবরণ ছিন্ন করিয়া কুসুম যেমন উদ্যানকে শোভিত করে, সেইরূপ অদ্যকার রজনী প্রভাতে আমাদিগের আত্মপ্রীতি প্রস্ফুটিত হইয়া আমাদের হৃদয়কে শোভিত করিতেছে। এই প্রীতির বিমল কিরণে অদ্য আমাদের সকল প্রকার মলিনতা দূর হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রীতির ধর্ম্ম। আত্মপ্রীতিই ব্রহ্মপূজার বিশিষ্ট উপকরণ। অদ্যকার উৎসবের প্রভাতে যদি আমাদের হৃদয়ে এই আত্মপ্রীতি প্রস্ফুটিত না হইত, তবে কি দিয়া আমরা সেই অপ্রতিম সুন্দর পুরুষের পূজা করিতে সক্ষম হইতাম? কিন্তু ধন্য সেই বিধাতা, যিনি আমাদিগকে আত্মা দিয়াছেন এবং সেই আত্মার দুর্গতি মোচন করিয়া মুক্তির সোপানে উত্থিত হইবার জন্য আপনার পূজার বিধি স্থাপন করিয়াছেন তিনিই আমাদিগের আত্মাতে প্রীতি নিহিত করিয়া আমাদিগের অশেষ কল্যাণের পথ মুক্ত করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্দ্দেশ এই—"যিনি আমারদের মানস-ক্ষেত্রে প্রীতি-পুষ্পের সুকোমল কলিকা স্থাপন করিয়াছেন, যত্ন পূর্ব্বক তাহাকে প্রস্ফুটিত করিয়া তদ্দারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবেক।" ঈশ্বর স্বয়ং প্রীতির সাগর। তিনি যেমন মানব আত্মাতে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন, সেইরূপ সমস্ত জগতে আপনার প্রীতি বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। যখন আত্মার পিপাসা, অনুকূল যত্ন ও চিত্তপ্রসন্নকর ঘটনা সমুৎপন্ন হয় তখন সেই প্রীতিই আমাদের চক্ষুর আলোক হয় এবং সেই চক্ষে যে দিকে চাই সেই দিকেই তাঁহার সুন্দর অনুপম আবির্ভাব নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে ভাসমান হই। এই অবস্থাতে আমরা প্রত্যেক মনুষ্যকে ভ্রাতৃজ্ঞানে প্রীতি করি, সমুদায় জগৎকে প্রীতি করি। সমস্ত চরাচর প্রীতি প্রফুল্ল হইয়া আমাদের সম্মুখে বিরাজ করিতে থাকে। এই প্রীতিরই অন্যতর রূপ শ্রদ্ধা। জিতেন্দ্রিয় ও তৎপরায়ণ

ব্যক্তির আত্মাতে যখন প্রীতি সমাহিত ভাবে অবস্থান করে তখনই সে শ্রদ্ধা শব্দের বাচ্য হয়। শ্রদ্ধা আমাদের অন্তশ্চক্ষুকে প্রস্ফুটিত করে ও তাহাতে আমাদের দিব্যজ্ঞান জন্মে। এই দিব্যজ্ঞানের প্রভাবে আমাদের আত্মা বৈষয়িক পরিমিত সঙ্কীর্ণ অপূর্ণ ভাব হইতে অপরিমিত অসীম পূর্ণের ভাব বুঝিতে পারিয়া অনন্ত উন্নতির দিকে স্বভাবতই উত্থিত হইবার চেষ্টা করে। সেই সত্যের প্রস্রবণ এক মাত্র বরেণ্য ধ্রুব মঙ্গলের প্রতি তাহার অনুরাগ ও দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া যায়। সেই অসীম মঙ্গল স্বরূপই আমাদের অনন্তকালের আদর্শ। যখন সেই অসীম মঙ্গল স্বরূপে আমাদের দৃষ্টি স্থির হয় তখন আর পৃথিবীর কোন পরিমিত আদর্শকে অনুকরণ করিয়া আমাদের তৃপ্তি হয় না। যখন আমরা বুঝিতে পারি যে, পরলোকের সঙ্গে আমাদের আত্মার যোগসূত্র বিস্তৃত রহিয়াছে এবং দেবলোকের পর দেব লোক, উন্নত লোকের পর উন্নত লোক সকল আমাদের আত্মার উন্নতি পথের এক একটি পান্থনিবাস বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন আর এই মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া আমরা কোন রূপেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। অনন্ত উন্নতিশীল আত্মার আদর্শ সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের সাগর অনন্ত ব্রহ্ম, ইহা আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া আছে। ঈশ্বর সত্যের পরম নিধান। যখন তাঁহাকে আদর্শ করিয়া আমাদের হৃদয়ে সত্যের প্রস্রবণ প্রমুক্ত হয়, তখন আমাদের পক্ষে সত্যাসত্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা সহজ হইয়া পড়ে। তাঁহাকে আত্মাতে একবার দর্শন করিতে পারিলেই আমরা তাঁহাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। আমরা বনে বা নগরে, পর্ব্বতে বা সমুদ্রে যেখানেই থাকি তাঁহাকেই আমাদের সঙ্গে বিদ্যমান দেখি ও তাঁহার অপার করুণার উপরে বিশ্বাস স্থির রাখিয়া এই ভয়াবহ সংসারে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারি। ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছাতে আমাদের ইচ্ছাকে যুক্ত করিতে পারিলে অতি সহজেই ধর্ম্মকার্য্য সকল সম্পাদিত হয়। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার প্রতি আমাদের সমুদায় জীবনের কার্য্য স্থির রাখিয়া চলিলে আমরা অকুতোভয়ে ধর্ম্মের উচ্চতম সোপানে উত্থিত হইতে পারি। তখন আমাদের শোক দূর হয়, দুঃখ দূর হয়, ভয় দূর হয়, এবং সকল প্রকার পাপ মলিনতা প্রক্ষালিত হইয়া তাঁহার প্রতি আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার উৎস উৎসারিত হইতে থাকে।

প্রীতি ও শ্রদ্ধারই এই দুই মহদ্ভাব—এক সংসারকে মধুময় করে অন্যটি আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। অদ্য আমাদের এই দুই ভাবই জাগ্রত হইয়াছে। আমাদের পরমারাধ্য অনন্ত পরব্রহ্মের নির্ম্মল পূজা যে শুভ দিনে এই বঙ্গদেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল অদ্যকার প্রভাত কিরণ সেই দিনেরই উষার ধবল কিরণ। আমাদের হৃদয়-সখা ও অনন্তকালের সহায় সেই পরব্রহ্মের মঙ্গলময় প্রেমময় নাম অদ্যকার শুভ্র আলোকে আমরা সর্ব্বত্র অঙ্কিত দেখি। আজ আমাদের চক্ষে স্বর্গ মর্ত্ত্যের ভেদ নাই। যে আনন্দবীণা অমরলোকে চিরদিন ব্রহ্মযশ ঘোষণা করে, তাহা আমরা এখানেই শ্রবণ করিতেছি। আজ বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বব্যাপী প্রেমের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গুরু লঘু ভেদ ঘুচাইয়া দিয়াছে। দেখিতেছি কেবল স্নেহপ্রীতির একাকার, জ্ঞান বৈরাগ্যের সমাবেশ, আশা শান্তি ও মঙ্গলের

তরঙ্গ উঠিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে আঘাত করিতেছে। অদ্য আমাদের কি শুভ দিন—কি আনন্দ! আমাদের হৃদয়স্থ এই আনন্দকে ঘোর কুজ্ঝটিকা ও গভীব মেঘ আচ্ছন্ন করিতে পারে না, বজ্র ভগ্ন করিতে পারে না, বায়ু বিতাড়িত করিতে পারে না। এ ব্রহ্মানন্দ। এই ব্রহ্মানন্দ লাভের জন্যই জ্ঞানীর জ্ঞান, প্রেমিকের প্রেম, পবিত্রচেতার পবিত্রতা, যতীর সংযম, তপস্বীর তপস্যা ও বৈরাগীর বৈরাগ্য অহরহ সাধনপথে অগ্রসর হইতেছে! এই ব্রহ্মানন্দ আমাদের আত্মার অন্ন ও অনন্ত কালের প্রাণপ্রদ সামগ্রী। এই আনন্দ উপভোগ করিতে করিতেই যাহাতে আমরা দেবলোক হইতে দেবলোকে উত্থান করিতে পারি, অদ্যকার শুভদিন আমাদের জন্য সেই সৌভাগ্য আনয়ন করুক। অদ্যকার শ্রদ্ধা ও প্রীতি আমাদের হৃদয়ে চিরদিন সমভাবে প্রকাশিত থাকিয়া আমাদিগের আত্মাকে জ্যোতিষ্মান্ করুক এই প্রার্থনা করিয়া আমরা আমাদের উপাস্য দেবতার চরণে বারবার নমস্কার করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন "ভারতের ব্রহ্মবিদ্যা" বিষয়ক উপদেশ পাঠ করিলেন।

যাহা নিত্য তাহাই সত্য। ইহা দেশ কালে বদ্ধ নয় বা কোন জাতির নিজস্ব সম্পত্তি নয়। যে কোন দেশে যে কোন কালে যে কোন অবস্থায় যিনি ইহার সাধনা করিয়াছেন তিনিই পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। স্ত্রী পুরুষ বালবৃদ্ধের নির্ব্বিশেষে ইহাতে অধিকার। ইহা রাজার প্রাসাদে দরিদ্রের কুটীরে তুল্য জ্যোতিতে বিরাজমান। কি রাষ্ট্রবিপ্লব কি প্রাকৃতিক মহোৎপাত এই স্বর্গীয় অগ্নিকে ভস্মাচ্ছন্ন করিতে পারে কিন্তু ইহা কখন নির্ব্বাণ হইবার নয়। সত্য স্বয়ংপ্রভ, ইহা আপনার আলোকে আপনি উদ্ভাসিত হইয়া আছে। যিনি চক্ষুষ্মান তিনিই ইহার দর্শন পান। সত্য ঈশ্বরের হৃদয়। যাহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাহা ঈশ্বরের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বসংহারক কাল তাহার কিছুই করিতে পারে না।

আজ এই পবিত্র বেদি হইতে যে বেদশ্রুতি উদ্ঘোষিত হইল ইহাই তাহার নিদর্শন। ইহা বেদের পরা ব্রহ্মবিদ্যা। 'সৈষা পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে' ইহা সেই পরা বিদ্যা যদ্দ্বারা ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। এক সময়ে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগকে এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতেন। কাল সহকারে বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অকিঞ্চিৎকরতা ক্ষত্রিয়দিগের মনে প্রতিভাত হয়। পশুরক্তে যজ্ঞবেদি আপ্লুত হইতে দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠে। অতি পূর্ব্বকালে এই সূত্রে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে ঘোরতর একটি বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। 'ধিক্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং' এই মূলমন্ত্রে উত্তেজিত হইয়া সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবার জন্য ক্ষত্রিয়েরা বদ্ধপরিকর হন। ইহার অব্যবহিত পরেই ক্ষত্রিয়কুল-কালান্তক এক বিপ্রযুবার বীরচরিত অভিনীত ও ভারত ইতিবৃত্তের এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ের সূত্রপাত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়েরা স্বাভীষ্ট লাভে অকৃতকার্য্য হইয়া পরিশেষে বেদবিদ্বেষে বৌদ্ধধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। এই বৌদ্ধবিপ্লবে সমস্ত দেশ প্লাবিত, যাগযজ্ঞ উচ্ছিন্ন প্রায় এবং অধিকারির অভাবে ব্রহ্মবিদ্যাও ক্ষীণ ও মলিন হইয়া যান। বিদ্যার অধিকারি লাভ জনসমাজের পক্ষে বড় সহজ কথা নয়। শান্ত

শান্ত উপরত তিতিক্ষু ও ক্ষমাবানই ইহার প্রকৃত অধিকারী। এক কথায় যিনি নিজে আপনার প্রভু তিনিই বিদ্যার সেবক। কিন্তু কয়জন লোক নিজের প্রভু হইবার চেষ্টা করে। এই অবস্থায় এই জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্ধান করিবার উপক্রম করিলেন। লোকে ইহাঁকে রক্ষা করিবার জন্য নানা অলঙ্কারে ইহাঁর দেহ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কিন্তু এই সমস্ত অলঙ্কারের জ্যোতিই জনসমাজে ঘোর অন্ধকার আনিল। সেই সময়ে নানা মূর্ত্তি নানাপ্রকার গ্রন্থ ও নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মের নামে নানারূপ বীভৎস কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। পশুরক্তে যজ্ঞবেদি আপ্লুত হইয়া উঠিল। নরকপালপূর্ণ মদ্য ও মহামাংস পর্য্যন্ত ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ হইয়া গেল। কেহ উর্দ্ধবাহু হইয়া বহুকাল দণ্ডায়মান, মস্তকের উপর প্রবল ঝঞ্ঝাবাত মুষলধারে বৃষ্টিপাত ও ভীমরবে বজ্রাঘাত হইতেছে তথাপি ভ্রুক্ষেপ নাই। কেহ অধঃশিরা হইয়া বৃক্ষে লম্বমান, অগ্নিকুণ্ডের ধূমপান করিতেছে। কেহ চক্ষু উৎপাটন, কেহ বক্ষের রক্ত নিষ্কাসন এবং কেহ বা জিহ্বাচ্ছেদ করিয়া দেবপ্রসাদ উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছে। সম্মুখে কল্পিত করাল মূর্ত্তি, তিনি স্বহস্তে আপনার মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া কণ্ঠনিঃসৃত রুধিরধারা ঐ ছিন্ন মুণ্ডে পান করিতেছেন আর তাঁহার তৃপ্তির উদ্দেশে এক স্ত্রীরত্ন লতাপাশে বদ্ধ, প্রাণভয়ে রোরুদ্যমান ও বিচেষ্টমান, অদূরে এক ভীমকায় কাপালিক তীব্র মদিরায় উন্মত্ত, তাহাকে বলিদান করিবার জন্য সুশাণিত খড়্গ উদ্যত করিয়াছে। এই ভীষণ দৃশ্য স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই সকল বামাচার বীরাচার ও কৃচ্ছ্র সাধনে পরা বিদ্যার জ্যোতি কিরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল বুঝিনা কিন্তু এইরূপ বীভৎস কাণ্ড যখন সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিল সেই সময়ে আবার এক বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই বিপ্লব ভক্তির বিপ্লাবনে সমুত্থিত। তদ্দ্বারা যদিও এই সমস্ত অত্যাচার কিয়ৎ পরিমাণে মন্দীভূত হইয়া আসি; কিন্তু এত কাল যে মহাশ্মশানে চিতাভস্মের স্তূপে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচ্ছন্ন ছিলেন তাঁহার সেই দগ্ধপ্রায় জ্যোতির্ম্ময় দেহ হইতে ভস্মরাশি অপসারিত হইল না। তাহা তদবস্থই রহিল।

বহুকাল পরে জ্ঞানের অরুণরাগ এই ক্ষুদ্র বঙ্গাকাশের একদেশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। এতদিন যে লোমহর্ষণ ঝিল্লীরব ঘোর অন্ধকারকে ঘনীভূত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা ক্রমশ উপশান্ত হইয়া আসিল এবং বেদের সেই নিরাভরণা বিবসনা পরা ব্রহ্মবিদ্যা প্রাতঃসূর্য্যকান্তিতে সমুদিত হইলেন। এই উদয়ক্ষেত্র এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি যাহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বসংহারক কাল তাহার নিকট পরাস্ত।

এই ব্রহ্মবিদ্যা নিত্যকাল স্বপ্রভায় দীপ্যমান। যখন এই ব্রাহ্মসমাজের নিতান্ত কৈশোর অবস্থা, যখন ইহার মধ্যে বেদ লইয়া তুমুল বিবাদবহ্নি প্রধূমিত হইতেছিল সেই সময়ে কোন সাধু যুবা—যিনি পৃথিবীর মানসম্ভ্রম সুখ ঐশ্বর্য্যে বীতরাগ হইয়া নির্জ্জনে একান্ত মনে সত্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—তিনি একাকী এই বেদরূপ অগাধ গম্ভীর আকরে নিমগ্ন হইয়া, ইহার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অত্যুজ্জ্বল রত্নপ্রভায় মোহিত হইয়া যান এবং নিজের হৃদয়কে—বহুদিনের সাধনালব্ধ

সত্যে একান্ত উদার হৃদয়কে ঐ সমস্ত রত্নে সম্যক প্রতিবিম্বিত দেখিয়া তাহা উদ্ধার করেন। জ্ঞান ও অনুশাসন এই উভয় কাণ্ডে যে উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহা এই আকরোদ্ধৃত রত্নেরই সমষ্টি। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন নূতন ধর্ম্ম নহে। ইহা সেই বেদের পরা বিদ্যারই বিহারক্ষেত্র। এই ধর্ম্মের বীজ অতীতের অনির্দ্দেশ্য গভীরে। নদনদী সমুদ্রের বাষ্পরাশি সূর্য্যরশ্মি সংযোগে আকৃষ্ট হইয়া আকাশে মেঘ নির্ম্মাণ করে। তথায় সে স্ফটিকসঙ্কাশ স্বচ্ছ হইয়া জলাকারে আবার এই পৃথিবীতেই পতিত হয়। মেঘের জল এই পৃথিবীরই জল। সেইরূপ এই দেশের অগাধ শাস্ত্র-সমুদ্র হইতে সার আকৃষ্ট ও সত্য-নিকষে পরীক্ষিত হইয়া যে নির্ম্মল ও পবিত্র ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা এই দেশেরই ধর্ম্ম। কিন্তু কোন ক্ষেত্র বা বৃক্ষ যদি বলে আমি মেঘের জল চাই না তবে তাহার নিশ্চিত ফল সম্ভাবিত বৃদ্ধির অল্পতা বা শুষ্কতা। সেইরূপ যদি কেহ নবাবিষ্কৃত বোধে দম্ভের সহিত বলেন আমি এই ধর্ম্ম চাই না তবে তাঁহার নিশ্চিত ফল মহাবিনাশ।

পূর্ব্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম বেদোক্ত ধর্ম্মের কঙ্কালসার করিয়া প্রাচীন ভারতে প্রভূত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল এখন সে ধর্ম্ম কোথায়? ভক্তির মহাবন্যায় যে ধর্ম্ম এক সময় এতদ্দেশীয় নরনারীর হৃদয় প্লাবিত করিয়াছিল আজ তাহার পদচিহ্ন অধিকাংশ নিম্নতম শ্রেণীতেই বা কেন দৃষ্ট হইয়া থাকে? এ কথার এক উত্তর গৃহসন্ন্যাস ও ভিক্ষাটন। ঈশ্বর মনুষ্যকে গার্হস্থ্যের সম্যক উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। গৃহেই তাহার মনোবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায়। কিন্তু বুদ্ধের জ্ঞান এবং চৈতন্যের ভক্তি গৃহসন্ন্যাস ও ভিক্ষাটন শিক্ষা দিয়াছিল। ইহা মনুষ্য-প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। তাই এদেশে ঐ দুই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইল না। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই 'ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ' ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি গৃহস্থ হইবেন। স্ত্রীপুত্রে পরিবৃত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবেন। 'যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ' আর সমস্ত কর্ম্মের ফল ব্রহ্মেতে অর্পণ করিবেন। কর্ম্মে তোমার অধিকার কদাচ ফলে নহে। স্বকার্য্যে যাহার কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি থাকে সেই ফলাকাঙ্ক্ষী হয় আর যিনি অকর্ত্তা হইয়া প্রভুর নিয়োগে কর্ম্মমাত্র করেন তিনিই নিষ্কাম। এই নিষ্কামতাই সমস্ত দুঃখনিবৃত্তির মূল। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাই শিক্ষা দিতেছেন। এখন বুঝ এই ধর্ম্ম আমাদের জাতীয় অতিপ্রাচীন ধর্ম্ম এবং ইহার সাধনও জাতীয় অতি প্রাচীন সাধন। যিনি ইহার অধিকারী না হইবেন আবার মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি তাঁহার মহাবিনাশ—মহাবিনাশ।

হে ঈশ্বর! এই মহাবিনাশ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। এই আমার বিনীত প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এইরূপ প্রার্থনা করিলেন।

ভারতীয় নৈশগগনে সুখতারা—অধ্যাত্মজগতে সত্যধর্ম্মের বিকাশ—কি দেবস্পৃহনীয় ব্যাপার, আজ একি মনোহর দৃশ্য। যে শুভদিনে মঙ্গলময় ঈশ্বরের আদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের দুন্দুভি পরাজিত বঙ্গে প্রথম নিনাদিত হইয়াছিল, সেই পবিত্র মুহূর্ত্ত অনুসরণ করিয়া আমাদিগের এই উৎসব আয়োজন। ব্রাহ্মধর্ম্মের দিব্য আলোক,

তরুণ অরুণের রক্তিম কিরণের ন্যায় দিক্‌বিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, নগর গ্রাম পর্ব্বত পাথার অতিক্রম করিয়া দেশবিদেশ প্লাবিত করিতেছে। তথাপি এখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের শৈশবাবস্থা। যখন পূর্ণ যৌবনে মধ্যাহ্নের আলোকে ইহা বিকশিত হইবে, তখন না জানি কি অনুপম মাধুরী—কি পবিত্র শান্তি এখানে বিরাজ করিতে থাকিবে, দেবলোকের মলয় হিল্লোলে কত না স্বর্গের পারিজাত এই অধোলোকে ফুটিয়া উঠিবে। কি জ্বলন্ত আশা—কি উজ্জ্বল ভবিষ্যত আমাদিগের সম্মুখে।

আজ কত শত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতার স্রোত ঈশ্বরের চরণের দিকে খরবেগে ছুটিতেছে। ত্রিসন্ধ্যা ঈশ্বরের পূজার্চ্চনা যাহাদের নিত্যব্রত; প্রতি সপ্তাহে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া তাঁহাতে মন সমাধান যাহাদের নৈমিত্তিক সাধনা, সম্বৎসর কাল ধরিয়া যাঁহারা অদ্যকার দিবসের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তাঁহারাই এই উৎসব আমোদ উপভোগের প্রকৃত অধিকারী। যিনি সকল জগতের সম্ভজনীয়, যিনি এই উৎসবক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহাকে আজ এখানে সকলে সন্দর্শন কর, তিনি আমাদের প্রীতিপূজা গ্রহণের জন্য বিদ্যমান।

এস ভগবভক্ত সাধুসজ্জন, এস দেশ বিদেশস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতৃবর্গ, এস অমৃতধামের যাত্রীগণ; এস আমরা সকলে মিলিয়া সেই পরমপিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই, ব্রহ্মতেজে অন্তর্দেশ জ্যোতিষ্মান্ করিয়া তুলি, প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় তাঁহাকে সম্মুখে দেদীপ্যমান দেখিয়া, এস এই শুভ লগ্নে শ্রদ্ধাভক্তির পূর্ণাহুতি তাঁহার চরণে অর্পণ করি। এস এতগুলি হৃদয় সম্মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট দেবপ্রসাদ ভিক্ষা করি।

ভ্রাতৃগণ! যদি পাপে আপনাকে কলুষিত করিয়া থাক, তথাপি তোমাদিগের ভয় নাই, সেই অভয়দাতা মৃতসঞ্জীবন ঔষধ লইয়া আজ তোমাদের সম্মুখে। যদি শোকতাপের কঠোর আঘাতে আত্মহারা হইয়া থাক, প্রকৃতিস্থ হও, পরমমাতা আজ তোমাদের শোকাশ্রু মার্জ্জনা করিবেন। বিষয়মোহে অন্ধ হইয়া যদি কর্ত্তব্যজ্ঞানকে বিসর্জ্জন দিয়া থাক, তথাপি নিরাশ হইও না, সেই জ্যোতির্ম্ময় বিধাতা তোমাদের জ্ঞানচক্ষুকে প্রস্ফুটিত করিয়া দিবেন। যদি শতবার বিপথে পদার্পণ করিয়া ধর্ম্ম ঈশ্বর হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাক, ঈশ্বরের মধুর আহ্বানে তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহ, তিনি আজ অভয় দান করিবেন, তোমাদের মরুময় আত্মাতে অমৃতবারি সেচন করিয়া স্বর্গীয় কুসুমের বীজ সেখানে বপন করিবেন। ভয় নাই, পাপী তাপী সাধু অসাধু দীন দরিদ্র, আজ তোমাদের সকলের জন্য তিনি তাঁহার উদার ক্রোড় প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন, শান্তি-সরোবরের দ্বার সকলের জন্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। একবার সেই অমৃতসাগরের মৃদুহিল্লোল স্পর্শ করিয়া, মৃতপ্রায় অসাড় আত্মার স্বাস্থ্যবিধান কর। শান্তি সলিলে অবগাহন করিয়া সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা বিদূরিত কর।

করুণানিধান! এই উৎসবক্ষেত্রে তোমার নিকটে আমরা কি প্রার্থনা করিব। তুমি ত চাহিবার কিছু রাখ নাই। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা বায়ু বৃষ্টি ওষধি বনস্পতি অজস্রধারে তোমার প্রসাদ নিত্য পরিবেশন করিতেছে, জনকজননী, ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্র, তোমার আদেশে প্রেম-

দানে আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছে। তুমি আপনাকে দিয়া আমাদিগের আত্মার জীবন পোষণ কর, আমাদিগের হস্ত ধারণ করিয়া কল্যাণের পথে লইয়া চল, ধ্রুবতারা হইয়া হৃদয়াকাশে নিত্য প্রকাশিত থাক, সত্যের পথ দেখাইয়া আমাদিগকে ক্রমিকই উন্নত কর। আমরা আর কিছুই চাহি না, কাতরপ্রাণে তোমাকে ডাকিতেছি, তোমাকে ডাকিতেছি, তোমাকে চাহিতেছি। তুমি একবার দর্শন দাও যে একবার তোমাকে দেখিয়া সম্বৎসরকালের পাথেয় অনন্ত জীবনের সম্বল সংগ্রহ করিয়া লই। তুমি যে উৎযাপনহীন ব্রতে আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছ, আজীবন কাল ধরিয়া সেই ব্রত পালন করিতে গিয়া যদি কখন হৃদয়ে শুষ্কতা আইসে তুমি তোমার প্রেমবিন্দু বর্ষণে তাহাকে আর্দ্র কর, আত্মার প্রাণরক্ষা কর তোমার নিকটে যোড় করে আমাদিগের এই নিবেদন।

পরে ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া প্রাতের উৎসব সমাপ্ত হইল।

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

সবে কর আজি তাঁর গুণ গান,
কর তাঁর গুণ গান।
যাবে সকল দুঃখ, সব পাপ তাপ ওরে,
সকল সন্তাপ হইবে নির্ব্বাণ।
অনাথ-নাথ যিনি, প্রাণের প্রাণ,
তাঁরে ছেড়ে ভবে নাহিক ত্রাণ,
মৃত্যুমাঝে তিনি অমৃত সোপান,
সকল মঙ্গল নিদান রে।
ভজ ত্রিলোক বন্দন, হৃদয়-নন্দন,
প্রণম তাঁর পদে বার বার রে।
যায় প্রভুর কাজে যদি এ পরাণ
দাও তাঁর চরণে দাও বলিদান।
কর দীনে দয়া, সব জীবে মায়া,
প্রভু প্রেম ধনে সেবো কায় মনে,
হবে জীবন মঙ্গলে কল্যাণ।

রাগিণী টোড়ি—তাল কাওয়ালি।

হে (প্রভু) পরমেশ্বর তব করুণা
মন্দমতি আমি গাহিব বাসনা।
কি গাবহে, কি জানাবো,
তুমি ভূমা অগম্য, দীন আমি যে অধম মলিন।
জনক জননী তুমি সবাকার,
সাহস ধরি তাই এসেছি দুয়ার,
তব ভক্তজনে প্রভু দেও দরশন।
মম সুকৃতি দুষ্কৃতি সব জানো,
ভ্রমি দূরে দূরে, তব গৃহে আনো,
লয়ে যাও জননী মৃত্যু হতে অমৃতে।
বলহে তোমারে আমি কেমনে পাব,
কার দ্বারে যাব,
তুমি না লহ যদি, নাহি অন্য গতি,
ডাকি দীন দয়াল,
তব ভক্তজনে প্রভু দেও দরশন!

রাত্রিকালে বিচিত্র বর্ণে বিচিত্র পুষ্পে সুসজ্জিত উৎসবক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য হইলে নিম্নোক্ত এই বেদগান হইল।

ঋগ্বেদ।

১০ মণ্ডল ১২১ সূক্ত।

প্রজাপতি দেবতা, হিরণ্যগর্ভ ঋষি।

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ১

১। যিনি আত্মদাতা, বলদাতা, যাঁহার শাসনে বিশ্বসংসার চলিতেছে, যাঁহার শাসন দেবতারা অবনত মস্তকে বহন করিতেছেন, যাঁহার ছায়া অমৃত, যাঁহার ছায়া

মৃত্যু, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি।

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইন্দ্রাজা জগতোবভূব।
য ঈশে ২স্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ২

২। যিনি মহিমা দ্বারা প্রাণবান্ ইন্দ্রিয়বান্ জগতের একমাত্র রাজা হইয়াছেন; যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীব সকলকে শাসন করিতেছেন, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি।

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ৩

৩। এই হিমবন্ত পর্ব্বত-সকল যাঁহার মহিমা, সকল নদীর সহিত সমুদ্র যাঁহার মহিমা, এই দিক্ সকল যাঁহার বাহু, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি।

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবীচ দৃঢ়্হা যেন স্বঃস্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসোবিমানঃকস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ৪

৪। যাঁহার দ্বারা দ্যুলোক প্রদীপ্ত, পৃথিবী সুদৃঢ়, যাঁহার দ্বারা স্বর্গলোক, যাঁহার দ্বারা সুরলোক প্রতিষ্ঠিত, যিনি অন্তরীক্ষে মেঘের নির্ম্মাতা, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি।

যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধিসূর উদিতোবিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ৫

৫। যাঁহার পালনী শক্তির দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও দীপ্যমান, এই দ্যুলোক ও ভূলোক যাঁহাকে দিব্যচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছে, যাঁহাতে সূর্য্য উদিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি।

মানোহিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যাযোবা দিবং সত্যধর্ম্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥৬

৬। যিনি পৃথিবীর জনয়িতা তিনি আমাদিগকে বিনাশ না করুন। যে সত্যধর্ম্মা দ্যুলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আনন্দদায়িনী বৃহৎ জলরাশি সৃষ্টি করিয়াছেন, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি।

পদ্যানুবাদ।

আত্মদা বলদা যিনি; সর্ব্ব বিশ্ব সকল দেবতা
বহিছে শাসন যাঁর; মৃত্যু ও অমৃত যাঁর ছায়া;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?
যিনি স্বীয় মহিমায় বিরাজেন একমাত্র রাজা
প্রাণবান্ জগতের, চতুষ্পদ দ্বিপদ প্রাণীর;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?
এই হিমবন্ত গিরি, নদীসহ এই অম্বুনিধি
বিশাল মহিমা যাঁর; এই সর্ব্ব দিক্ যাঁর বাহু
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?
যাঁর দ্বারা দীপ্ত এই দ্যুলোক, পৃথিবী দৃঢ়তর;
যিনি স্থাপিলের স্বর্গ, অন্তরীক্ষে রচিলেন মেঘ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?
মহাশক্তি-প্রতিষ্ঠিত দীপ্যমান দ্যুলোক ভূলোক
যাঁরে করে নিরীক্ষণ; সূর্য্য যাঁহে লভিছে প্রকাশ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?
যিনি সত্যধর্ম্মা, যিনি স্বর্গ পৃথিবীর জনয়িতা
আমাদের না করুন্ নাশ! স্রষ্টা যিনি মহাসমুদ্রের;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

তদনন্তর ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত বক্তৃতা করিলেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি প্রহেলিকা মানবাত্মাতে সকল সময়েই জাগ্রত হয়। পুরাকাল হইতে দেখি, লোকে যেমন দেহরক্ষার জন্য বিবিধ উপায় অন্বেষণ করিয়া চলিতেছে, আত্মার পোষণ জন্য

ধর্ম্মের প্রহেলিকা লইয়াও তেমনি ব্যস্ত। জগৎ সম্বন্ধে প্রহেলিকা আছে, ঈশ্বর সম্বন্ধে, পরকাল সম্বন্ধে, জীবন মৃত্যু সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় সম্বন্ধে প্রহেলিকা সকল মানব হৃদয়ে সতত উদয় হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এ কাল পর্য্যন্ত কত কোটি কোটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তথাপি মনুষ্য সেই সৃষ্টি প্রহেলিকার অর্থান্বেষণে ব্যস্ত। আমি কোথা হইতে আসিলাম? এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিস্থান কোথায়? কে তাহাতে এই আশ্চর্য্য চালনী শক্তি নিয়োজন করিলেন? কে এই জীব সকলের জীবনদান করিলেন—আত্মাতে কে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বীজ নিহিত করিয়া দিলেন—এই সকল সৃষ্টি সম্বন্ধীয় প্রহেলিকা। মনুষ্য আপন আপন জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি অনুসারে এই গূঢ় প্রহেলিকা ভেদ করিয়া উঠিবার প্রয়াস পাইতেছে, যাহার যতদূর সাধ্য আকাশ পথে উড্ডীন হইতেছে—কিন্তু সৃষ্টির অতীত সেই আদিকারণ দীপ্যমান পূর্ণ পুরুষকে কেহই ধরিতে পারে না

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।

আমরা এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া দেখিতেছি যে এই সকল ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্ন লইয়া অতি প্রাচীনকাল হইতেই আন্দোলন চলিতেছে। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যতদূর নিদর্শন দেখি, দেখি যে বৈদিক ঋষিরা এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। এই পৃথিবী তাঁহাদের চক্ষে যে কি নবীন আশ্চর্য্য ভাবে প্রকাশ পাইত তাহা আমরা সহজে কল্পনা করিতে অক্ষম। মনুষ্য সমাজের সেই শৈশবাবস্থায় এই প্রকৃতির শক্তি সমূহ, আমাদের নিকটে যাহার কিছুমাত্র নূতনত্ব নাই, তাহা তাঁহাদের নবীন চক্ষে সকলি নূতন, সকলি সৌন্দর্য্যময়, ইন্দ্রজালের ব্যাপার। আমরা যে ভূলোকে বাস করিতেছি, যে দ্যুলোক অগণ্য গ্রহ নক্ষত্রে পরিপূর্ণ সেই দ্যুলোক ও ভূলোক বৈদিক ঋষিদের চক্ষে দেবতুল্য। যে উষা 'তরুণী ভার্য্যার ন্যায় আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়েন,' জীবসকলকে নিদ্রা হইতে আহ্বান করত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করেন—সেই উষাকে তাঁহারা পুলকিত হইয়া স্তব করিতেন। সেই উষা, শুভ্রবসনা উষা, যাঁর প্রতি হয়ত আমরা নিদ্রামগ্ন থাকিয়া ভ্রুক্ষেপও করি না—তাহা তাঁহাদের চক্ষে কি মধুময় শোভাময় সৌন্দর্য্যময় ছিল! আবার সূর্য্য যখন সহস্র রশ্মিতে উদয় হইয়া পৃথিবীকে জীবন ও কিরণে পূর্ণ করিলেন সেই সূর্য্যের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা তাঁহাদের চক্ষে প্রতিভাত হইল। তাঁহারা সেই সূর্য্যদেবকে সবিতা নামে ভক্তির সহিত পূজা করিতেন।

যেমন সেই স্বর্গীয় অগ্নি সবিতা, তেমনি আবার পার্থিব অগ্নি ও সেই সকল প্রাচীন জাতির পূজার পাত্র। বেদে অগ্নি যবিষ্ঠ কণিষ্ঠ দেবতা। অগ্নির মর্য্যাদা এক্ষণে আমরা তেমন অনুভব করি না—তাহা আমাদের সামান্য ব্যবহার সামগ্রীর মধ্যে গণ্য। কিন্তু মনে কর এই অগ্নি যখন দুর্লভ ছিল—কাষ্ঠে কাষ্ঠে (অরণিতে অরণিতে) প্রস্তরে প্রস্তরে ঘর্ষণে উৎপন্ন হইয়া যখন তাহা শত শিখা বিস্তার করিত, তখন তাঁহাদের চক্ষে তাহা কি মধুর কি সুন্দর। তদ্দর্শনে তাঁহারা আনন্দভরে গান করিতেন

"অগ্নিমীডে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজং হোতারং রত্ন ধাতমং"।

অগ্নিই হোতা অগ্নিই পুরোহিত 'যজ্ঞদেব ঋত্বিক। সেইরূপ আবার দ্যুলোক—

দ্যুপিতা—বেদের দেবতা। আকাশকে নানা ভাবে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। কখনো তাহা সুনীল ভাব ধারণ করিয়া জ্যোতির্গণের মধ্যে বিরাজিত কখনো বা মেঘাচ্ছন্ন। নীলোজ্বল আকাশের নাম দ্যৌঃ। গ্রীষ্মাবসানে যখন সেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল—নব জলধারায় যখন তৃষিত ধরণী সিক্ত হইল—শুষ্ক তৃণ পল্লবে প্রাণসঞ্চার হইল—শ্যামল ক্ষেত্রে নব শস্য উৎপন্ন হইল তখন তাঁহারা বলিলেন ইন্দ্রদেবের প্রসাদে এই বৃষ্টি হইয়াছে। ইন্দ্রই এই আকাশের দেবতা। অনাবৃষ্টি নিবন্ধন যখন দুর্ভিক্ষের হাহারব উত্থিত হইল তখন ইন্দ্র মরুদগণের সাহায্যে বৃত্রাসুর হনন করিয়া দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের হস্ত হইতে প্রজাদিগকে উদ্ধার করিলেন—এই তাঁহাদের বিশ্বাস। বৃষ্টি হইতে আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে যে প্রচুর উপকার সঞ্জাত হয় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের প্রাধান্য সহজেই উপলব্ধি হইবে।

বেদে এই প্রকার প্রকৃতি পূজা যেমন অভিব্যক্ত তেমনি আবার দেখিতে পাই বৈদিক কবির আত্মা প্রকৃতির মধ্য হইতে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি সমুত্থিত হইয়াছে। প্রকৃতির মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যে যখন তাঁহার মন পরিপূরিত তখন তিনি যে দেবতার স্তব করিতেছেন সে সেই দেবদেব পরম দেব, সকল শক্তির মূল শক্তি, জগতের আদি কারণ। এই ভাবে তখন তিনি বলিয়া উঠেন "হে ইন্দ্র তোমার সমান আর কেহ নাই।" বরুণ বেদোক্ত দেবগণের মধ্যে এক প্রধান দেবতা। বরুণদেবের প্রতি এমন অনেক গাথা প্রযুক্ত হইয়াছে যাহা ঈশ্বরের প্রতিই প্রকৃত পক্ষে প্রযুক্ত বলিয়া বুঝা যায়—নামের বিভিন্নতায় কিছুই আইসে যায় না। বেদের একস্থানে আছে

"যস্তিষ্ঠতি চরতি যশ্চ বঞ্চতি যো নিলায়ং চরতি যশ্চ প্রতঙ্কং।
দ্বৌ সন্নিষদ্য যন্মন্ত্রয়েতে রাজা তদ্বেদ বরুণ স্তৃতীয়ঃ॥"

যে কেহ এক স্থানে থাকেন, যিনি সঞ্চরণ করেন যিনি বিশ্রাম করেন—যিনি তিমিরাবৃত গুহার গভীর অন্ধকারের মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন—যিনি জনশূন্য গুপ্ত গুহায় প্রবেশ করেন বরুণ রাজা তা. সকলই জানিতেছেন। দুই জনে বিরলে বসিয়া যাহা কিছু মন্ত্রণা করে সেই দুই জনের মধ্যে তৃতীয় বরু. রাজা থাকিয়া সমস্ত জানিতেছেন।

"উতেয়ং ভূমি র্বরুণস্য রাজ্ঞঃ উতাসৌ দ্যৌ বৃহতী দূরে অন্তা।
উতো সমুদ্রো বরুণস্য কুক্ষী উতাস্মিন্নল্প উদকে নিলীনঃ।
অথর্ব্ব সং ৪ অ ৭ প্র।

এই ভূমি সেই বরুণ রাজার, এই যে বৃহৎ দূর দূরান্ত দ্যুলোক তাহার ও রাজা সেই বরুণদেব। আর এই যে দুই সমুদ্র—জল সমুদ্র বায়ু সমুদ্র—উভয়েই বরুণ রাজার কুক্ষী, অল্প জল বিন্দুতে ও তিনি নিলীন। এই কয়েটীক মন্ত্রে সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বব্যাপী রাজাধিরাজ পরমেশ্বরের ভাব কি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সেই বরুণদেবের নিকট তাঁহারা মুক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন "অপো সুম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং" হে বরুণ আমার ভয় দূর কর, "দামেব বৎসাদ্ বিমুমুগ্ধ্যংহো" গোবৎসের বন্ধনের ন্যায় আমার পাপ সকল বিমোচন কর। "নহি ত্বদারে নিমিষশ্চনেশে" তোমাকে ছাড়িয়া কেহ এক নিমেষ কালের ও প্রভু নহে। এই প্রার্থনা সেই পাপের পরিত্রাতা ভবভয়হারী পরমেশ্বর ভিন্ন কাহার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে? আবার যখন তাঁহারা বলিতেছেন

"যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইন্দ্রাজা জগতো

বভূব, য ঈশেঽস্য দ্বিপদ শ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।”

যিনি মহিমা দ্বারা প্রাণবান্ ইন্দ্রিয়বান্ জগতের একমাত্র রাজা হইয়াছেন ; যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীব সকলকে শাসন করিতেছেন—হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অচ্চনা করি” তখন সেই স্রষ্টা পাতা প্রাণদাতা পরমেশ্বর ভিন্ন আর কোন্ দেবতাকে তাঁহাদের উপাস্য দেবতা বলা যাইতে পারে ?

বৈদিক কাল হইতে উপনিষদের কালে অগ্রসর হইলে আবার আর এক অবস্থা দেখিতে পাই। সে সময়ে আর্য্যেরা এ দেশে কতক দূর বসতি বিস্তার করিয়াছেন। তখন আদিম নিবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল না, কেবল শান্তি বিরাজ করিতেছিল। উপনিষদের ঋষিরা শান্তির মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া আত্মার সহিত পরমাত্মার যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তাহার ধ্যানে তৎপর হইলেন। আমরা দুই জগতের মধ্যে বাস করিতেছি—এক আধিভৌতিক দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক। বৈদিক ঋষিরা ভৌতিক জগতে ঈশ্বরের আবির্ভাব—আকাশে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের প্রকাশ দেখিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন, উপনিষদের কালে তাঁহারা বহির্বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ঈশ্বরকে আত্মাতে উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মানন্দ পানে পরিতৃপ্ত ছিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনা এরূপ ছিল না “হে ইন্দ্র আমাদিগকে গো দেও ধন দেও—আমাদের শত্রু সংহার কর, দস্যুদের বিনাশ কর” তাঁহারা প্রার্থনা করিতেন

“অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়”।

অসৎ হইতে আমাদিগকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও। তাঁহারা শান্ত দান্ত সমাহিত হইয়া আত্মাতেই পরমাত্মার দর্শন করিতেন।

শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি। নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি

ইঁহাকে পাপ অতিক্রম করিতে পারে না ইনি সকল পাপকে অতিক্রম করেন।

নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি—

ইঁহাকে পাপ তাপ দিতে পারে না ইনি সকল পাপকে দমন করেন—

বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি—

নিষ্পাপ সংশয় শূন্য হইয়া ইনি ব্রহ্মলাভ করেন। এই ব্রহ্মলাভে তাঁহাদের কি আনন্দ।

“স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহা গ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।”

সেই আনন্দনীয়কে পাইয়া তিনি আনন্দ লাভ করেন, শোক পাপ অতিক্রম করিয়া হৃদয়গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া তিনি অমৃত হয়েন। বৈদিক ঋষিরা যেমন প্রকৃতি ক্ষেত্রে ব্রহ্মকে দেখিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন উপনিষদের ঋষিরা সেইরূপ আত্মার মধ্যে ব্রহ্মদর্শন করিয়া তাঁহার উপদেশ করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মও উপনিষদের সহিত একবাক্যে বলেন যে আত্মার মধ্যেই ব্রহ্মদর্শন প্রকৃষ্ট দর্শন। প্রকৃতিপটে ঈশ্বরকে দেখা তাঁহাকে দূরে দেখা, আত্মাতেই তিনি অন্তরতম ভাবে প্রকাশিত হয়েন।

আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সার উপদেশ। এ দুয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। ঈশ্বরের নিকটে যাইবার জন্য আমাদের কোন মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন নাই।

মুসলমানেরা মহম্মদকে ঈশ্বরের 'রসুল' বা প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করেন, খৃষ্টকে খৃষ্টিয়গণ ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং মুক্তিলাভের জন্য তাঁহার মধ্যবর্ত্তিতা আবশ্যক বোধ করেন। আমরা সে কথা বলি না। এই সকল মতের মধ্যে আমরা এই সত্যটুকু দেখিতে পাই যে সময়ে সময়ে এই পৃথিবীতে কোন কোন ভগবদ্ভক্ত তেজীয়ান্ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া মোহান্ধ মনুষ্যদিগকে পুণ্যের পথ—ঈশ্বরের পথ দেখাইয়া দেন। তাঁহারা পথপ্রদর্শক মাত্র। আমরা তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া সম্মান করি কিন্তু ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করি না। মন্ত্রীর পক্ষে রাজসিংহাসনে বসা যেমন লাঞ্ছনীয় গুরুর পক্ষে ঈশ্বরের সিংহাসনে অধিরোহণ করা ততোধিক। গুরু আমাদিগকে ঈশ্বরের পথ প্রদর্শন করেন কিন্তু সেই পথে চলিবার জন্য আমাদিগকে নিজের যত্ন,নিজের চেষ্টা, নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন আত্মা পরমাত্মায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধ; যে পর্য্যন্ত আমরা আত্মাতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব না করিব সে পর্য্যন্ত গুরূপদেশ কিছুই ফলদায়ক হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৈদিক কালে ঋষিরা প্রকৃতির মধ্যেই পরমেশ্বরকে দেখিবার চেষ্টা করিতেন। প্রকৃতির মহাশক্তি মহান্ কার্য্য সকল দেখিয়া সেই পরম দেবের আবির্ভাব উপলব্ধি করা সহজ কথা কিন্তু ধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির দেবতার স্থানে কত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি কল্পিত হইল। বেদে যে সকল দেবতার উল্লেখ আছে তাহা গণনায় সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩ হইবে, পৌরাণিক তান্ত্রিক মতে তাহার স্থানে ৩৩ কোটি দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত হইল। বৈদিক কালে দেবতার প্রতিমা গড়িয়া পূজা হইত না। উপনিষদে আছে

"ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ"

আমরা এইক্ষণে স্বহস্তে সেই অপ্রতিম পরমেশ্বরের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করি। আমরা পৃথিবীর মাটি লইয়া স্বর্গ নির্ম্মাণ করি, দেবলোককে মর্ত্ত্যধামের একখানি চিত্র করিয়া তুলি। আমরা দেখিতে পাই মনুষ্যের গুণাগুণ সুখদুঃখ দেবতায় আরোপিত হইয়াছে। বোম্বাই অঞ্চলে আমার কর্ম্মস্থানের নিকট পণ্ডরপুর নামে এক তীর্থ আছে; সেখানে বিঠোবা ঠাকুরের পূজা দেখিয়াছি। বিঠোবা ঠাকুর প্রভাতে জাগ্রত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন। তখন মুখ দেখিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে একটি আরসী ধরা হয়। পরে দুগ্ধ দধি মধু প্রভৃতি পঞ্চামৃতে তাঁহার স্নান—স্নানের পর নূতন পরিচ্ছদ পরিধান। মধ্যাহ্নে তাঁহার জন্য প্রচুর আহারাদি প্রস্তুত হয়। ক্রমে সন্ধ্যার আরতি হইয়া গেলে বিঠোবা শয়ন মন্দিরে গমন করেন। ঐ সময়েও তাঁহার জন্য দুগ্ধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত। এইরূপ পূজাতে কি আত্মার অবনতি হয় না? আমার ত মনে হয় ইহাতে আমাদের দেশের সমূহ দুর্গতি হইয়াছে। আমাদের পূজার আদর্শকে যত ক্ষুদ্র করা যায়, ধর্ম্মও তত ম্লান হয়, আত্মাও তদনুরূপ ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ ভাব ধারণ করে।

কেহ কেহ বলেন যে অপ্রতিম ঈশ্বরের উপাসনা সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত হওয়া অসম্ভব, মূর্ত্তিপূজাই কনিষ্ঠ অধিকারীদিগের উপযোগী। তাঁহারা বলেন যে যাহারা বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের অনধিকারী তাঁহাদের জন্য

সাকার উপাসনাই শ্রেয়; এ কথা আমার সত্য বলিয়া মনে হয় না। আমরা চক্ষের সম্মুখেই ইহার বিরোধী দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতেছি। আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ সকলেই সেই অপ্রতিম ঈশ্বরের উপাসনা করেন, ইহুদীগণও সেই অপ্রতিম পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। তবে হিন্দুদের মধ্যে সেই অপ্রতিম পরমাত্মার উপাসনা কেন প্রচলিত হইবে না? আর এক কথা, ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য কাষ্ঠ পাষাণের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রয়োজন কি? যে বিশ্বরূপ বিশাল চিত্র আমাদের সম্মুখে চিত্রিত রহিয়াছে তাহাতে কি ঈশ্বরের আবির্ভাব সহজে উপলব্ধি করা যায় না? ইহাতে কি তাঁহার জ্ঞান জ্যোতি জাজ্বল্যমান প্রকাশ পায় না? তাঁহার মহতী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না? তাঁহার সুন্দর মঙ্গলভাব মুদ্রিত দেখা যায় না? এই যে দিনমণি প্রতি দিন নিরালস্যে উদিত হইয়া জগতে আলোক ও উত্তাপ বিতরণ করিতেছে—এই যে বিশদ চন্দ্রমা জ্যোস্না-সুধায় দিঙ্মণ্ডল ছাইয়া ফেলিতেছে—এই যে গ্রহ নক্ষত্র তারকামালা আকাশে মুক্তা ছড়াইয়া আছে—এই যে পুষ্পময় কানন, শ্যামল শস্যক্ষেত্র, পর্ব্বত সাগর নদী নির্ঝর, এই সকলের মধ্যে কি ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিতে পাই না যে কাষ্ঠ লোষ্ট্র দ্বারা স্বহস্তে তাঁহার মূর্ত্তি গড়িয়া তাহার মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইব? শিশুর ন্যায় পুতুল লইয়া ক্রীড়া করিতে বসিব? এইরূপ পূজায় কি আমাদের আত্মার পরিতৃপ্তি হয়? যে দেবতা আমাদের প্রকৃত পূজার পাত্র আমাদের জীবনের মহান্ আদর্শ এইরূপ সসীম পরিমিত ভাবে তাঁহার অর্চ্চনার কি কোন অর্থ আছে? জ্ঞানীর এক দেবতা, অজ্ঞানের এক দেবতা ইহার কোন অর্থ নাই। ঈশ্বর সেই একই ঈশ্বর, মনুষ্য মাত্রেই তাঁহার অধিকারী। সত্য সকল মনুষ্যের সাধারণ সম্পত্তি, সত্যের পথ রাজমার্গ। সত্য গুপ্তাস্ত্রের ন্যায় কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোকের ব্যবহারের জন্য নয়। তাহাতে গোপনীয় কিছুই নাই—তাহার ঘোষণা পত্র সর্ব্ব সাধারণের জন্য। মনুষ্য মাত্রকে সত্যের প্রতি উন্নত হইতে হইবে, সত্যকে সঙ্কুচিত করিয়া রূপান্তর করিলে চলিবে না। সত্যকে রূপকচ্ছলে অসত্যের বেশে আবৃত করা কোন কার্য্যেরই নহে—তাহা জ্ঞানীর পক্ষে অনাবশ্যক, অজ্ঞানের পক্ষে সমূহ অনিষ্টকারক।

বৈদিক ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা চলিয়া গিয়া যেমন পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়িয়াছে সেইরূপ উপনিষদকথিত ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা চলিয়া গিয়া অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ আসিয়া পড়িয়াছে। অদ্বৈতবাদ কি না জীব ব্রহ্মের অভেদ ভাব, স্রষ্টা ও সৃষ্ট বস্তুর একীকরণ। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত এই মতের মিল নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে পরমাত্মা জীবাত্মায় উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ। আমরা প্রজা তিনি রাজা। তিনি পিতার ন্যায় আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন—মাতার ন্যায় পালন করিতেছেন, সখার ন্যায় আমাদিগকে আলিঙ্গন দিতে তৎপর। জীবাত্মা পরমাত্মায় এইরূপ পৃথক্ ভাব—এবং এই পার্থক্য দূর হইয়া জীব যতই ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী হইবে সেই পরিমাণে তাহার উন্নতি, তাহার সদ্গতি। কোন কোন পণ্ডিত বলেন অদ্বৈতবাদই উপনিষদের সার উপদেশ কিন্তু এ কথা সত্য নহে। উপনিষদে অদ্বৈতবাদ নাই আমি ইহা বলি না কিন্তু উপনিষদের

অধিকাংশ স্থলে দ্বৈতবাদ দেখা যায়—তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। উপনিষদের ঋষিরা বলিতেছেন

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥"

যিনি সকল ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার পরম দেবতা, সকল পতির পতি সেই স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই। এই সকল কথা সেই দেবদেব পতির পতি পরমেশ্বরেতেই প্রযুক্ত হইতেছে—জীবাত্মার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না—এ বিষয়ে কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে? তাঁহারা আরো বলিতেছেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষংপরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"

দুই সুন্দর পক্ষী একবৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন—তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন এবং উভয়ে পরস্পরের সখা; তন্মধ্যে একজন সুখেতে ফল ভক্ষণ করেন—অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন। ইহাতে যদি দ্বৈতভাব না থাকে তবে দ্বৈতভাব কাহাকে বলে জানি না। সখা অর্থেই দুই বিভিন্ন পুরুষ বোঝায়—একজন ফলভোক্তা অন্য জন ফলদাতা সাক্ষী পুরুষ। উপনিষদে আরো আছে

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো ঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥"

যদিও একই বৃক্ষে অবস্থিত তথাপি তাহার মধ্যে একজন আত্মহারা মুহ্যমান হইয়া শোক করিতে থাকেন কিন্তু যখন সে পূজনীয় 'অন্যমীশং' অন্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখে তখন বীতশোক হয়।

পরে অদ্বৈতবাদকে সমর্থন করিতে গিয়া তাহার নিকৃষ্ট আকার মায়াবাদ অবতীর্ণ হইল। মায়াবাদের সার মর্ম্ম এই যে বাহ্য জগৎ সকলি অসত্য মায়াময়—জীব মায়াপাশে বেষ্টিত। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম তেমনি অবিদ্যার প্রভাবে আমরা অসত্য মায়াময় জগৎকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করি। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা বলেন না। এই জগৎ সংসার যদি স্বপ্নময় মায়াময় হয় তবে আমাদের বাঁচিয়া থাকিতে সুখ কি—জীবনের কার্য্য সকলি বৃথা। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই যে ঈশ্বরকে প্রীতি কর এবং তাঁহার প্রীতিকর জানিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন কর। এ সংসার যদি মায়া হয় তবে কাহার জন্যই বা কার্য্য করিব, কেনই বা কার্য্য করিব? একদিকে পৌত্তলিকতা, একদিকে অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ, এই দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থিত স্রোতের মধ্য দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে বাঁচাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। আমাদের সনাতন সত্যধর্ম্মে যে কলঙ্ক আসিয়া পড়িয়াছে তাহা মোচন করিয়া প্রকৃত রত্নটিকে উদ্ধার করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গম্ভীর স্বরে সকলকে এইরূপে উদ্বোধিত করিলেন।

অদ্য এই শুভ মাঘের একাদশ দিবসে যাঁহার পূজা-মহোৎসব, তাঁহাকে একবার স্মরণ কর—তিনি আমাদের পরমারাধ্য পরম দেবতা—তিনি আমাদের অন্তরতম পরমাত্মা। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সত্তাতে পরিপূর্ণ। তাঁহার জ্যোতি রজনীর অন্ধকার অপসারিত করিয়া আকাশে দীপ্তি পাইতেছে—তাঁহার জ্যোতি ভক্তজনের মুখমণ্ডল হইতে বিনির্গত হইয়া উৎসব-মন্দিরে জীবন সঞ্চার করিতেছে।

আকাশে তাঁহার প্রকাশ দেদীপ্যমান এবং যেখানে আকাশ নাই সেখানেও তাঁহার স্বপ্রকাশ জ্ঞানজ্যোতি পুণ্যাত্মাদিগের হৃদয়াভ্যন্তরে দেদীপ্যমান। অতএব অদ্যকার এই শুভ মাঘোৎসবে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতি সহকারে সেই পরমারাধ্য পরমদেবতার প্রতি অন্তশ্চক্ষু উন্মীলন কর এবং একান্তঃকরণে তাঁহার আরাধনা করিয়া জীবনকে সার্থক কর। সেই ভক্তবৎসল পরমদেবতা পরমাত্মা—যাঁহার কল্যাণে আমরা সমস্ত কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছি—যাঁহার মহান্ প্রাণের উপরে আমরা প্রাণ ধারণ করিতেছি এবং যাঁহার সঙ্গে আমাদের অনন্তকালের জীবিত সম্বন্ধ—সেই নিখিল মঙ্গলালয় পরমদেবতা পরমাত্মাকে আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিভরে প্রণিপাত করি—তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করুন্।

পরে উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন।

"অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্
আত্মা গুহায়াং নিহিতোহস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশং॥"

"পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম; এবং মহৎ হইতেও মহৎ। তিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করেন। বিগত-শোক ব্যক্তি সেই ভোগাভিলাষ-বর্জ্জিত ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে দৃষ্টি করেন।"

মহাজ্ঞানী নিউটন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিৎ হইয়াও বলিয়াছিলেন, জ্ঞান-সমুদ্র সম্মুখে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, আমি তাহার বেলাভূমিতে উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি। রত্নরাজি সমুদ্রের ভিতরে রহিয়াছে। কি বিনয়! এমন বিনয়ী না হইলে, তিনি যাহা জানিয়াছিলেন, তাহার কণামাত্রও জানিতে পারিতেন না।

অপরা বিদ্যা সম্বন্ধে তিনি যেমন বলিয়াছিলেন, পরাবিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের একজন মহাজ্ঞানী ভারতীয় ঋষি সেইরূপ বলিয়াছেন—"নাহং মন্যে সুবেদেতি" আমি এমন মনে করি না যে ব্রহ্মকে (সেই জ্ঞান সমুদ্রকে) আমি সুন্দর রূপে জানিয়াছি। বহু তপস্যা করিয়া বহু দিন সাধনার পর, যখন তিনি এ কথা বলিলেন, তখন আর অন্যপরের কথা কি!

যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, যিনি অগম্য অপার, যিনি ইচ্ছামাত্রে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন, যিনি অনন্ত আকাশের অনন্ত লোককে শঙ্কু স্বরূপ হইয়া ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এক সঙ্গে জানিতেছেন, যিনি দেবতা হইতে ক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত সকলকেই প্রীতিদৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তাঁর স্বরূপ কে জানিতে পারে?

কিন্তু সেই ঋষিই আবার ঐ মন্ত্রের অপরাংশেই বলিতেছেন, 'নোন বেদেতি বেদ চ" আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে।" ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, যে মনুষ্য যে তাঁর কিছুই জানিতে পারে না তাহা নহে। শরীর যাহা আত্মার বাস-গৃহ, তাহা রক্ষার জন্য যখন পরমেশ্বর অন্নপানের ব্যবস্থা করিলেন, তখন আত্মার অন্ন যে তিনি "স্বয়ং" তাহা কি মনুষ্যকে দিয়া, তাহাকে রক্ষা করিবেন না? এমন কখনই হইতে পারে না। এ লোকে যতটুকু ঈশ্বরজ্ঞান হইতে পারে ঈশ্বর তাঁহার

ভক্তকে ততটুকু জানিতে দেন। তাহা বিন্দুমাত্র পরিমাণ হইলেও এখানকার অন্ধকার বিনাশে সমর্থ। এখানকার বিপদ-ভয় মৃত্যু-ভয় হইতেও মনুষ্যকে সম্যক্‌রূপে পরিত্রাণ করিতে পারে। ব্রহ্মানন্দের কণামাত্র দান করিয়াও তাহাকে সদাই প্রফুল্লিত করিতে পারে।

তাঁহার কৃপা সকল দেশে, সকল কালে, সকল মনুষ্যের প্রতি সমান। তিনি মনুষ্যহৃদয়ে যে সহজ-জ্ঞান দিয়াছেন, তাহার প্রভাবে সে তাঁহাকে জানিবার জন্য উন্মুখ হয়। সৃষ্টিকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে জানিতে অভিলাষী। আমাদের দেশের নিরক্ষর সাঁওতাল ও আফরিকার বর্ব্বর জাতি পর্য্যন্ত সকলেরই আত্মার টান তাঁহার দিকে। এই বজ্র বিদ্যুৎ যাহা তাঁহার শক্তি মাত্র—তাহাকেই তাহারা ঈশ্বরবোধে পূজা করিতে প্রবৃত্ত।

স্বভাবের বশে মধুমক্ষিকা যেমন নানা ফুল হইতে মধু আহরণ করে, পিপীলিকা যেমন ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে, মনুষ্য তেমনি সহজ জ্ঞানের বশীভূত হইয়া ঈশ্বরান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়।

এই সহজ জ্ঞান আকরোদ্ধৃত অসংস্কৃত ধাতুর ন্যায়। ঘসিলে মাজিলেই ইহা অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রাপ্ত হয়। সেই জ্যোতিই সেই পরম জ্যোতিকেই প্রকাশ করে। কিন্তু জ্ঞানের অহঙ্কার থাকিলে সেই জ্যোতির্ম্ময় কখনই দেখা দেন না।

"তিনি হে অকিঞ্চন গুরু, তিনি প্রণতজন সৌভাগ্য জনন।"

সেই মহাকবি হাফেজের কথাতেই বলি "সূর্য্য যাঁর মহাসভার জ্যোতিষ্মান্ বিন্দুমাত্র, তার মধ্যে আপনাকে বড় করিয়া দেখা অত্যন্ত অবিনয়ের কার্য্য।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "যে ধূলি সখার স্পর্শে গৌরবান্বিত হইয়াছে, তাহা পাইলে আমি অঞ্জনের ন্যায় চক্ষে ধারণ করি।" বিনয়ী হইয়া এই অঞ্জন যিনি চক্ষে ধারণ করেন, তাঁরই দৃষ্টিশক্তি তেজস্বিনী হয়। তিনিই ঈশ্বরের আভাস ইহলোকেই প্রাপ্ত হন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন অরুণোদয় হয়, সেই পরিপূর্ণ জ্যোতির আভাস তেমনি ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেই আভাসমাত্র জ্যোতিরই বা তুলনা কোথায়।

যে তাঁরে কাতর প্রাণে ডাকে—অন্বেষণ করে—তিনি তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এই সহজজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া ঋষিরা যে প্রকারে ঈশ্বরকে বিশেষরূপে দেখিবার চেষ্টা করিয়া, পরিশেষে আপনাদের অন্তরে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতেন, আমাদেরও সেই প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের উপদেশ এই—শরীরগর্ভে যে আত্মা আছে, তাহাকে ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। সকল প্রকার চাঞ্চল্য হইতে বিরত হইয়া মনের সকল বল এক স্থানে নিয়োগ কর। আত্মচিন্তার সময় অনেক অভ্যস্ত সাংসারিক চিন্তা আসিয়া মনের একাগ্রতাকে ভঙ্গ করিয়া দেয়, অতএব বল পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ঐ সকল চিন্তাকে দূর করিয়া দিও। এক দিনে কৃতকার্য্য না হও, কালে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। যখন ইহাতে সিদ্ধ হইবে, তখন আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে ভক্তি পূর্ব্বক দেখিবার জন্য তাঁহারই নিকট নিতান্ত অনন্যগতি হইয়া প্রার্থনা করিও। একান্তে তাঁহার আশাপথ চাহিয়া থাকিও। যখন তোমার দৃষ্টি, তাঁর শুভদৃষ্টির সহিত মিলিয়া যাইবে, তখন দেখিবে, যে তুমি আর তোমার নও—তাঁর—সম্যকরূপে তাঁর। তখন—

"সুবিমল পরশে, হরষে মাতি,
প্রাণ-বিহঙ্গ উঠেরে গাহি।
মন অলি পিয়ে অমিয়া।"

তখন সেই জগতের মাতাকে, আপনার মাতা বলিয়া দেখিতে পাইবে। দেখিবে যেন এ জগতে কেবল তুমি আছ আর তিনি আছেন। তাঁহার ক্রোড়ে শয়ান থাকিয়া অপূর্ব্ব স্পর্শসুখ অনুভব করিতে পারিবে। তখন যাহা কিছু তোমার পবিত্র প্রার্থনা থাকে, যাহা কিছু নিবেদন থাকে, তাঁহাকে জানাইও। তিনি তাহা শ্রবণ করিবেন। তিনি বাঞ্ছা-কল্পতরু, তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তিনি আপনাকে দিয়া তোমার সকল কামনার পরিসমাপ্তি করিবেন। কখনই শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিতে হইবে না।

মনুষ্যের গণনায় যাহা ঘটিবার নহে, তাহা তাঁহার সাধনার দ্বারা ঘটিয়া থাকে। যাহা দেখিবার নয়, তাহা দেখা যায়। যাহা শুনিবার নহে, তাহা শুনা যায়। সাধকেরা সাধনা দ্বারা এই সকল সত্য আপন আপন জীবনে মিলাইয়া লইয়াছেন; এই নিমিত্তই ভক্তেরা বলেন, তাঁহার কৃপা হইলে অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ গিরি লঙ্ঘন করে। অতএব তাঁহার প্রদত্ত সহজ জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া আমরা যদি ভক্তিযোগে ঈশ্বরকে লাভ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে নিঃশংসয়ে ইহলোকেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবনের ফল লাভ করিতে পারি।

কিন্তু হায়! এখনকার শিক্ষার দোষে অনেকেই বিকৃতস্বভাব হইয়াছে। তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত সংশয় করে; এমন যে জীবন্ত জাগ্রত পরমেশ্বর, তাঁহাকে তাহারা দেখে না। কি ঘোর সংশয়-তিমিরেই তাহারা আচ্ছন্ন! আমি আর সেই সংশয়বাদীদিগকে কি বলিব? কেবল এই মাত্র বলি,

"কেমনে ফিরিয়া যাও, নাদেখি তাঁহারে।
কেমনে জীবন কাটে, চির অন্ধকারে॥
মহান্ জগতে থাকি, বিস্ময় বিহীন
আঁখি, বারেক না দেখ তাঁরে এ বিশ্ব মাঝারে"॥

এই যে বিশ্বযন্ত্র যাহাকে তিনি সেতু স্বরূপ হইয়া ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার জ্ঞান—তাঁহার শক্তি—তাঁহারা করুণা, মঙ্গলভাব ও প্রেম উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তাহাকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে কি আমরা সেই ভগবানকে দেখিব না? বিশ্বযন্ত্রের কথা দূরে থাকুক—আমাদের এই যে জীবন—ইহাতে তিনি যেমন প্রকাশিত হন, এমন আর কোথাও নহে। প্রতিজন আপন আপন জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখ, ইহার প্রতি ঘটনাতেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা যাহা নিয়ত ঘটিতেছে, তাহার সংবাদ আমরা রাখি না বটে কিন্তু ইহার অন্তর্গত দুই চারিটা প্রধান প্রধান ঘটনার প্রতি আমরা যদি মনোযোগ দিই, তাহা হইলে নিঃসংশয়ে দেখিতে পাইব, করুণাময় পরমেশ্বর আত্মার মধ্যে জাগ্রত না থাকিলে, সে রূপ ঘটনা কখনই ঘটিতে পারে না।

মনুষ্য যখন মোহ-মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া জীবন-পর্ব্বতের এমন এক সংকট স্থানে উপস্থিত হয়, যে আর এক রেখামাত্র অগ্রসর হইলেই, সে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, কে তখন তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ধরিয়া ফেলে? কে সে উন্মত্ততা সহসা ভাঙ্গিয়া দিয়া, চিরজীবনের জন্য তাহাকে রক্ষা করে?

একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে সপরিবারে সংসারসমুদ্র পার হইতেছি, আতঙ্গের কোন কারণ—কোন চিহ্ন নাই, সহসা দেখি এক খণ্ড কাল মেঘ উদয় হইল। প্রাণ উড়িয়া গেল। চারিদিকে ঝঞ্ঝাবাত। তরীতে তরঙ্গাঘাত। ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভার প্রকাশে তরঙ্গের ভীষণ মূর্ত্তিকে আরো ভীষণ করিয়া তুলিতেছে। তখন আপনার জন্য তত ভয় হইল না। প্রাণ হইতেও প্রিয়তর যাহারা নিকটে ছিল, তাহাদের জন্য হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সে অবস্থায় হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া কাতর প্রাণে ডাকিলাম কোথায় অনাথশরণ!

কেহ নাহি আর আমার—সব তুমি লয়েছি শরণ তব চরণে দীননাথ!

যদি পাই চরণ তরি, নাহি ডরি করাল কালে"

বলিতে বলিতে চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। দেখিলাম সে অশ্রু দয়াময়েরই চরণে পড়িল। ক্ষণ পরে চক্ষু চাহিয়া দেখি, সমুদ্র নিস্তরঙ্গ হইয়াছে। এ কি আপন হইতে হইল? ইহার মধ্যে বিধাতা কি প্রকাশিত হইলেন না? এইরূপ প্রতিজনেই দেখিতে পাইবেন, জীবনের অবস্থাবিশেষের ঘটনা অতি আশ্চর্য্য। তিনি সেই ঘটনার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াই, মনুষ্যের সঙ্গে কথা কহিতে থাকেন। সমাগত সাধুগণ! এমন বন্ধুকে জীবনে যদি না দেখিলাম তবে জীবনে কি প্রয়োজন? হে সাধু সজ্জন সকল, আজ উৎসবের দিনে শুভদিনে শুভ ক্ষণে এস সকলে মিলিয়া বলি হে ঈশ্বর! আর কখন তোমাকে হৃদয়ের অন্তর করিব না—তোমার চক্ষের সমক্ষে জীবন ধারণ করিব। প্রতিদিন ভক্তিপুষ্পে তোমার চরণ পূজা করিব। পাপচিন্তা, পাপ আলাপ ও পাপ অনুষ্ঠান হইতে দূরে থাকিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। হে দেব, যাহাতে আমরা এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের সেই রূপ বল বিধান কর। হে দেব! তোমার শিবসুন্দর রূপ একবার আমাদিগকে দেখিতে দেও। সংসার-যাতনা সব ভুলিয়া যাই। তোমার আনন্দে হৃদয়কে পূর্ণ কর, আর যেন নিরানন্দে থাকিতে না হয়। ব্রহ্মানন্দই জীবনের সার বস্তু। সেই আনন্দরূপ পদ্ম জীবন-সরোবরে অনুক্ষণ প্রস্ফুটিত থাকুক, সেই ফুলে আমরা তোমায় পূজা করিব, এই আমাদের প্রার্থনা। তুমি কৃপা করিয়া তাহা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এইরূপে প্রার্থনা করেন।

গগনের থালে রবিচন্দ্র তারকা লইয়া প্রকৃতির আরতি, স্বর্গলোকে দেব গন্ধর্ব্বের স্তুতিগান, নিজ নিজ কক্ষপথে প্রধাবিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে নিঃসৃত ভুবনব্যাপী ওঙ্কারধ্বনি, অধোলোকে ক্ষুদ্র নরকণ্ঠনির্গত ঈশ্বরের বন্দনী, মুক্তির পূর্ব্বাভাস দেখিয়া ভক্তহৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত কৃতজ্ঞতাধ্বনি, আজ একত্রে মিলিত হইয়া সেই সকল জগতের সম্ভজনীয় ঈশ্বরের চরণতল স্পর্শ করিতেছে। আজ চেতন অচেতন দেবমনুষ্য সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। কোথায় বৈদিক ঋষিগণপরিসেবিত নির্জ্জন গিরিকন্দরের পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান, স্বরস্বতী দৃশদ্বতী নদীর উপকূলে নিনাদিত আর্য্য পিতৃপিতামহগণের সরল প্রার্থনা, আর কোথায় আজ আমাদের সেই পুরাতন বেদমন্ত্রে সেই প্রাচীন ঈশ্বরের পূজা।

অতীতের সহিত বর্ত্তমানের কি অপূর্ব্ব পরিণয়! জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি বিধান যাঁহার সৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য, সকল দেশ সকল জাতির মধ্যে ঐক্য সংস্থাপন যাঁহার সংকল্প, তিনিই এই পবিত্রতম ধর্ম্মের প্রেরয়িতা। অদ্যকার পবিত্র উৎসবের মধ্য দিয়া সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা বিধাতার মঙ্গল হস্ত সকলে নিরীক্ষণ কর, তিনি আজ তাঁহার উদার সদাব্রতে দীনদরিদ্র পাপী তাপী সাধু অসাধু সকলকে আহ্বান করিয়া অজস্রধারে বিমল আত্মপ্রসাদ বিতরণ করিতেছেন।

পরমাত্মন্, আজ আমরা তোমার নিকটে কি বলিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিব। তুমি অন্নদাতা পিতা, তোমার সদাব্রতে আমরা অন্ন পানের নিত্য-ভিখারী। তুমি প্রেমময়ী মাতা, জননীর স্বার্থহীন অচল স্নেহ তোমার বিশ্বব্যাপিনী করুণার ছায়া, তুমি প্রাণসখা, জীবনে মরণে তুমি আমাদের চিরসঙ্গী। তুমি অকুলকাণ্ডারী, সংসার-সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গের মধ্যে তুমিই একমাত্র পথপ্রদর্শক। অজস্রধারে প্রবাহিত নিশীথের শোকাশ্রু তোমাকে পাইলে বিশুদ্ধ হয়, তোমাকে দেখিলে মৃতপ্রায় অসাড় আত্মার বলাধান হয়।

পরমদেব! কোন্ দিক দিয়া কোন্ ভাবে, আজ আমরা তোমাকে দর্শন করিব। প্রীতিবৃত্তিকে সমুন্নত করিলে দেখি, বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার প্রেমসাগরে বিলীন। বিশ্বাসের ভাবকে জাগ্রত করিলে দেখি, সকলই অসার, সকলই অনিত্য, তুমিই একমাত্র অচল শরণ। ভক্তিভাবকে উদ্দীপ্ত করিলে দেখি তোমার অবারিত ক্রোড় ভক্তজনের জন্য নিত্য প্রসারিত। বৈরাগ্যভরে দেখিলে দেখি তুমি নির্লিপ্ত হইয়াও নিখিল জগতের মঙ্গল বিধানে লালায়িত। তোমাকে বর্ণনা করিতে গিয়া বাক্য স্তব্ধ হয়। বেদ-বেদান্ত সকলই অবাক না পেয়ে অন্ত তোমার। বিশ্বপিতা অখিলমাতা! আজ আমরা তোমার নির্লিপ্ত ভাব দুর্নিরীক্ষ্যও রুদ্রমূর্ত্তি দেখিতে চাহি না। ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহ সৌহার্দ্দ্যে মিলিত হইয়া আজ আমরা তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। তুমি স্বপ্রকাশ, তুমি তোমার প্রসন্ন মূর্ত্তি আমাদের নিকটে প্রকাশিত কর, যে আমরা আত্মার মোহমলিনতা বিদূরিত করিয়া তোমাকে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লই। মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া প্রাণ কণ্ঠগত হইয়াছে, তোমার অমৃত-ভাণ্ডারের দ্বার একবার উদ্ঘাটন কর, যে তোমার অমৃত রস আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হই। আমরা বিপথগামী, তুমি তোমার উজ্জ্বল আলোক আমাদের সম্মুখে এমন করিয়া ধারণ কর, যে আমরা তোমাকে ধ্রুবনেতা জানিয়া অনন্তপথে ক্রমাগত অগ্রসর হই। তুমি তোমার সিংহাসন আমাদের আত্মার মধ্যে এমনই সুপ্রতিষ্ঠিত কর, যেন সংসারের ঝঞ্ঝাতরঙ্গ আসিয়া তাহাকে বিচলিত করিতে না পারে। আজ আমরা করযোড়ে এই উৎসবক্ষেত্রে তোমার নিকটে বরাভয় ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, তুমি তোমার প্রেমহস্ত আমাদের মস্তকে স্থাপন কর, যে আমরা নির্ভয়ে তোমার নাম গান গাহিতে গাহিতে ইহলোকের পরপারে সহজে উত্তীর্ণ হইতে পারি যেখানে কেবলই আনন্দ কেবলই আনন্দ আমাদের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে, শরৎচন্দ্রের পৌর্ণমাসী জ্যোৎস্না যেখানে চিরবিরাজিত।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

রাগিণী সুখরাই কানেড়া—তাল ঝাঁপতাল।

শুভ দিন, ক্ষণ, শুভ এই মাসে,
পূজে ভারত আজি অনাদি মহেশে।
একমেবাদ্বিতীয়ং ঋষিবাক্য পুরাতন
পুন কর কীর্ত্তন এই আর্য্য দেশে।
সকল ছলনা ছাড়ো, বিমল কর অন্তর,
কর স্বার্থ বলিদান সত্যের উদ্দেশে।
মৃত ধর্ম্মে আনো প্রাণ,ঘোষো সবে ব্রহ্মনাম,
অবনতি অপমান, ঘুচিবে নিমেষে।

রাগিণী আনন্দভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

এ ভবন পুণ্য প্রভাবে কর পবিত্র!
বিরাজ জননী সবার জীবন ভরি,
দেখাও আদর্শ মহান্ চরিত্র।
শিখাও করিতে ক্ষমা, করহে ক্ষমা
জাগায়ে রাখ মনে তব উপমা,
দেহ ধৈর্য্য হৃদয়ে
সুখে দুখে সঙ্কটে অটল চিত্ত।
দেখাও রজনীদিবা বিমল বিভা,
বিতর পুরজনে শুভ্র প্রতিভা,
নব শোভা, কিরণে
কর গৃহ সুন্দর রম্য বিচিত্র।
সবে কর প্রেমদান পূরিয়া প্রাণ,
ভুলায়ে রাখ সখা আত্মাভিমান।
সব বৈরী হবে দূর,
তোমারে বরণ করি জীবন-মিত্র।

রাগিণী ললিতাগৌরী—তাল ঝাঁপতাল।

হৃদয় নন্দন বনে নিভৃত এ নিকেতনে
এস হে আনন্দময় এস চির-সুন্দর।
দেখাও তব প্রেমমুখ পাসরি সর্ব্ব দুখ,
বিরহ কাতর তপ্ত চিত্তমাঝে বিহর।
শুভদিন শুভরজনী আন এ জীবনে,
ব্যর্থ এ নর-জনম সফল কর প্রিয়তম,
মধুর চির সঙ্গীতে ধ্বনিত কর অন্তর,
ঝরিবে জীবনে মনে দিবানিশা সুধা নির্ঝর।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল ধামার।

কেন ম্লান নিরানন্দ,
ডাকো না প্রভু প্রেমময়ে,
সব দুঃখ হবে মোচন,
জুড়াবে হৃদয় মন প্রাণ
যাঁর কৃপায় এই দেহ, পাইলে জননী-স্নেহ,
কেন কর সন্দেহ, তিনি যে মঙ্গল-নিদান।
তিনি যে বিশ্ব-বন্ধু, অপার করুণা-সিন্ধু,
প্রেম-সুধা-ইন্দু, কত সুখ করেন বর্ষণ।
শোভা, বরণ, গন্ধ,
অযাচিত কত আনন্দ,
দেখেও কি তবু অন্ধ,
কর তাঁরি যশোগান।

রাগিণী পঞ্চার—তাল সুরফাঁকতাল

আয় সবে মিলে যাই প্রভুর দ্বারে,
দুখজ্বালা যত সব জানাই তাঁরে।
তিনি করুণাময় জগত-পিতা যে,
তিনি বিনা কে আর দুখ নিবারে।

রাগিণী মিশ্র বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

আজ আনন্দে প্রেম-চন্দ্রে
নেহারো হৃদি গগন মাঝে,
কর জীবন সফল।
কর পান হৃদয় ভরি, পড়িছে ঝরি অমিয়া,
নূতন প্রাণে পাইবে নূতন বল।
সেই সুধা লাগি, কত ঋষি যোগী
বিষয়ে বিরাগী রহে যোগাসনে অটল।
এ রস পাইলে স্বাদ, না থাকে অপর সাধ,
দূর হয়রে বিষাদ, উথলে প্রেম নিরমল।

রাগিণী দেশ—তাল ধামার।

তব আশা-বাণী শুনি আহা হৃদয় মাঝে
বাজিল মধুর বাঁশরী বিমল তানে,
বহিল বসন্ত-সমীরণ, প্রাণ জুড়াইল।
তুমি মঙ্গল বিধাতা, করুণাময় পিতা,
তব প্রেম-বিমল-ভাতি পূর্ব্ব গগনে ঊষা
ফুটাইল!

তুমি গো বিশ্বজননী, কতনা স্নেহ যতনে
কুসুম দল চিত্রিলে বিচিত্র বরণে।
এ চারু ধরণী সাজাইলে কতনা মণি-
কাঞ্চন-রতন ভূষণে,
হেরি সে শোভা অখিল-মন মোহিল।

রাগিণী শুক্ল বেলাবেলী—তাল চৌতাল।

প্রথম কারণ আদি কবি, শোভন তব
বিশ্ব-ছবি;
তটিনী, নিঝর, ভূধর, সাগর, সব কি
সুন্দর নেহারি।
রবি চন্দ্র দীপ জ্বলে, তারকা মুকুতা ফলে,
সুরভি কুসুম কুঞ্জ কানন, আহা কেমন
মনোহারী।
বর্ণিবার কি শকতি, দিশি দিশি সৌন্দর্য্য
ভাতি;
যুগে যুগে জীব অগণন মহিমা তব
করে কীর্ত্তন, ভাবে মগন নরনারী।

রাগিণী দেশকার—তাল সুরফাঁকতাল।

হৃদাসনে এসহে, এ শুভদিনে,
মিলিয়ে সবে পূজিব তোমারে প্রভু।
প্রেম-ফুলমালা হৃদয় ভরিয়ে,
সাজায়ে ডালি ঢালিব চরণে প্রভু।
বন্দন গাথা শুনাব আনন্দে
সকল কামনা জানাব তোমারে প্রভু।

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

তাঁহারি চরণ-তল ছায়ে চিরদিন থাক ওরে,
মন প্রাণ সঁপিয়ে তাঁরে।
হবে নিরাপদ, পাবে চির সম্পদ,
মধুর বিমল হবে ধরাতল,
প্রীতি-সুধাধারা উথলিবে শতধারে।
রিপু দুরদান্ত হবে প্রশান্ত,
নিশিদিন তাঁরে হৃদয়ে রাখোরে।
প্রাণ-পতি প্রভু, ছেড়োনা তাঁরে কভু,
ধ্রুবতারা তিনি যে এই আঁধারে।

রাগিণী মালকোষ—তাল কাওয়ালী।

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায়
অনন্ত গগনে।
পান করে রবি শশি অঞ্জলি ভরিয়া,
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি,
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে।
বসিয়া আছ কেন আপন মনে,
স্বার্থ-নিমগন কি কারণে।
চারিদিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি,
প্রেম ভরিয়া লহ শূন্য জীবনে।

রাগিণী কানাড়া—তাল চৌতাল।

হে মহা প্রবল বলী,
কত অসংখ্য গ্রহতারা তপন চন্দ্র
ধারণ করে তোমার বাহু,
নরপতি ভূমাপতি হে দেববন্দ্য!
ধন্য ধন্য তুমি মহেশ,
ধন্য গাহে সর্ব্ব দেশ,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিশ্বলোকে এক ইন্দ্র!
অন্ত নাহি জানে, মহাকাল মহাকাশ
গীত-ছন্দে করে প্রদক্ষিণ,
তব অভয় চরণে শরণাগত দীনহীন,
হে রাজা বিশ্ববন্ধু!

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

অন্তরে জাগিছ অন্তরযামি।
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি।
সংসার সুখ করেছি বরণ,
তবু তুমি মম জীবনস্বামী।
না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে
আপন গরবে অসীম জগতে।
তবু স্নেহনেত্র জাগে ধ্রুবতারা
তব শুভ আশিষ আসিছে নামি।

রাগিণী দেশকার—তাল চৌতাল।

কামনা করি একান্তে,
হউক বরষিত নিখিল বিশ্বে সুখ শান্তি।
পাপতাপ হিংসা শোক
পাসরে সকল লোক,
সকল প্রাণী পায় কূল
সেই ভব তাপিত-শরণ অভয়-চরণ-প্রান্তে।

এবারে আদি সমাজের দ্বিতীয় তল-গৃহে ৮ মাঘ হইতে তিন দিবস বক্তৃতা হইয়াছিল। সভাস্থলে লোক সমাগম মন্দ হয় নাই।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২১শে ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের চতুস্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ত্রয়োদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
চৈত্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৪।

৬০৮ সংখ্যা | ১৮১৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্মদর্শন।*

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" ঈশ্বরের সত্তাতে এই সমুদয় জগৎ পরিপূর্ণ দেখিতে হইবে। বৈদিক ঋষি বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দাঁড়াইয়া আজিও আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন। আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই এই ব্রহ্মাণ্ডকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন। পরমাণুপুঞ্জ যেমন শরীরকে অন্তরে বাহিরে আচ্ছাদন করিয়া আছে; আত্মা যেমন শরীরের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া শরীরকে স্বকীয় প্রভাবে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, পরব্রহ্ম সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ওতপ্রোত থাকিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন। পরব্রহ্মকে এই ভাবে উপলব্ধি করাই সাধকের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য, তাঁহার যোগসাধনের চরম বিন্দু। পরব্রহ্মকে সকলের মধ্যে এইরূপ অনুপ্রবিষ্ট না জানিলে, অধ্যাত্মযোগ সিদ্ধ হইবে না—যিনি যতটুকু এই পথে অগ্রসর হইবেন, তাঁহার ততটুকু যোগসিদ্ধি হইবে; এবং পরমাত্মার সহিত আত্মার এই অধ্যাত্ম-যোগ যতদিন সংস্থাপিত না হইবে, ততদিন প্রকৃতই আমাদের সুখ নাই, শান্তি নাই।

আমাদের চারিদিকে কেবলই পরিবর্ত্তন দেখিতেছি; ঘটনার পরিবর্ত্তন, জীবনের পরিবর্ত্তন, ভাবের পরিবর্ত্তন। আমরা যদি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রণিধান পূর্ব্বক দেখি, সেখানেও দেখিব যে কেবলি পরিবর্ত্তনের আবর্ত্ত মহাবেগে ঘুরিতেছে এবং অতৃপ্তির ও অশান্তির এক সকরুণ ক্রন্দনধ্বনি দিবানিশি উত্থিত হইতেছে। আজ যে ধনীকে দারিদ্র্যের প্রতি ভ্রূকুটী নিক্ষেপ করিতে দেখিতেছি, কাল হয়তো সেই ধনীকে পথের ভিখারী হইতে দেখিব; আজ যাহাকে বিশ্বাসী বলিয়া ভাবিতেছি, কাল সেই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিতেছে; আজ যাহাকে বন্ধু মনে করিতেছি, কাল সেই শত্রু হইতেছে; আজ সাধু হইতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কাল সেই প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তনস্রোতের মধ্যে কোথায় সুখ পাইব? আত্মা এই ভীষণ স্রোতে বিহ্বল হইয়া স্বভাবতই সেই

* বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বিগত সাম্বৎসরিক উৎসবে বিবৃত।

অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্যের দিকে চক্ষু ফিরায়, তখন সেই প্রেমময় পিতা আত্মাকে আপনার সুশীতল ক্রোড়ে তুলিয়া অমৃতবারিতে অভিষিক্ত করেন।

আত্মা অতৃপ্তি ও অশান্তির মধ্যে নিমগ্ন থাকিলেও মধ্যে মধ্যে তৃপ্তির আলয় ও শান্তির আকর পরমাত্মার দর্শন পাইয়াই বাঁচিয়া আছে। পরমাত্মদর্শনই আত্মার অমৃতবারি। পরমাত্মার প্রতি আত্মার এক স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। বিষয়-সুখ প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রলোভন আসিয়া যদিও অধিকাংশ সময়েই এই আকর্ষণকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করে, তথাপি আত্মা সময়ে সময়ে সে সমস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া সেই ধ্রুবসত্যকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং এই ব্যাকুলতা গভীর হইলে সত্যস্বরূপও আসিয়া দেখা দেন। আত্মা যদি সেই শান্তিনিলয় পরমেশ্বরের পবিত্র মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দর্শন করে, তখন আর সে স্থির থাকিতে পারে না, শত সহস্র প্রলোভনও তখন তাহাকে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না; তখন সে মাতৃহারা বৎসের ন্যায় ছুটিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে আন্তরিক প্রেমোচ্ছ্বাসের সহিত বলিতে থাকে

"হরি তোমা বিনা কেমনে এ ভবে জীবন ধরি;
সংসার সাগর মাঝে তুমি হে তরি।
তোমারে যখন পাই আঁধারে আলোক পাই,
নিমেষে হৃদয়তাপ সব পাশরি।"

আত্মা ব্যাকুল হইলে অমনি পরমাত্মা তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন। পরমাত্মা আত্মার আত্মা; প্রকৃতই পরমাত্মার সহিত আত্মার এক বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধের বিষয়ে গীতা বলিতেছেন "পিতেব পুত্রায়, সখেব সখ্যুঃ, প্রিয়ঃ প্রিয়ায়" পিতার সহিত পুত্রের যে সম্বন্ধ, সখার সহিত সখার যে সম্বন্ধ, প্রিয়জনের সহিত প্রিয়জনের যে সম্বন্ধ, পরমাত্মার সহিত আত্মার সেই সম্বন্ধ। আত্মা সহস্র পাপে পাপী হইলেও সেই দয়াময় পিতা তাহাকে ত্যাগ করেন না। আত্মা যদি তাঁহার দিকে এক পদ অগ্রসর হয়, তিনি সহস্রপদ অগ্রসর হইয়া তাহাকে পাপ-তাপ হইতে উদ্ধার করেন। ইহা কেবলি কথার কথা মাত্র নহে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। পরমাত্মার ইহাই ইচ্ছা যে পথভ্রষ্ট আত্মা স্বয়ং তাঁহার মঙ্গলপথে ফিরিয়া আইসে। আত্মা যখনি ব্যাকুলতার সহিত তাঁহাকে ডাকে, তখনি তিনি তাহাকে দেখা দেন, মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকিতে পারেন না।

এই অবস্থায় পরমাত্মা আত্মার নিকট স্বপ্রকাশ। তখন আর আত্মাকে বলিয়া দিতে হয় না যে পরমাত্মা কে, তাঁহার স্বরূপ কি। শত সহস্র গাভীর মধ্য হইতেও মাতৃহারা বৎস যেমন আপন মাতাকে চিনিয়া লয়, সেইরূপ আত্মাও পরমাত্মার দর্শন পাইলে একেবারেই তাঁহাকে চিনিয়া লয়। তখন সহস্র নাস্তিকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাহার নিকট তুচ্ছ পদার্থ হইয়া যায়। সে, মহান্ আনন্দস্বরূপের সাক্ষাৎ পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছে কুতার্কিকদিগের সহস্র তর্কজাল আর তাহার নিকট হইতে তাঁহার জ্বলন্ত সত্তাকে আবরণ করিতে পারে না। ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করিবার কালে আত্মা যেমন নাস্তিকের তর্করাশি দূরে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদিগের ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণায়ক তর্করাশিও দূরে পরিত্যাগ করে। সেই আত্মা অন্য কাহারও নিকট কিছুই শুনিতে চায় না,

পরমাত্মারই প্রকাশ সর্ব্বভূতে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়ে। তেজস্বী বৈদিক ঋষি সূর্য্যের নিকট কি সুন্দর প্রার্থনা করিয়াছেন ঃ—

"হিরন্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥" ঈশোপনিষদ্।

হে সূর্য্য! সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিবার পথ তুমি তোমার জ্যোতির্ম্ময় আবরণের দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছ কেন; আমি তোমাকে চাহি না; আমি সত্যস্বরূপকেই প্রার্থনা করি, অতএব তুমি তোমার অন্তর্য্যামী পরমাত্মার সহিত আমার প্রত্যক্ষ যোগের পথ উদ্ঘাটিত কর। যাহার ভাগ্যে ব্রহ্মদর্শন ঘটিয়াছে, সেই আত্মা এই বৈদিক ঋষির ন্যায় পরমাত্মাকে সকলের অন্তর্যামী দেখিয়া সকলেরই নিকট এই প্রার্থনা করে যে "আমাকে তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ ও চিরস্থায়ী যোগের পথ প্রদর্শন কর; আমি তর্ক প্রভৃতি বাক্যরাশি শুনিতে চাহি না।" প্রকৃতই সে যখন আনন্দস্বরূপের নিকটে থাকিয়া এক মহান্ আনন্দ উপভোগ করে, তখন তর্কের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নিরূপণের অবসর কোথায়?

পরমেশ্বরের প্রসাদে আত্মা তাঁহার সাক্ষাৎকার না পাইলে তর্কের দ্বারা তাঁহাকে নিরূপণ করে, কাহার সাধ্য? ভারতের প্রাচীন ঋষিরা ইহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহারা অতি সারবান্ ও স্বল্প কথায় এই মহাসত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা বলিয়াছেন যে সেই নিত্যনিরঞ্জন পরমেশ্বর "অতর্ক্যং" তর্কের অগম্য এবং আস্তিক্যবুদ্ধি তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।" আজ পাশ্চাত্য জগত হইতেও এই সত্যের প্রতিধ্বনি ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাইতেছি মাত্র। ঈশ্বরের অস্তিত্ব তর্কের দ্বারা প্রমাণ করা একেবারেই অসম্ভব। আকাশের বা স্থানের যে অস্তিত্ব আছে, ইহা কি তর্ক করিয়া বুঝা যায়! ইহা আমাদের সহজজ্ঞানসিদ্ধ একটী সত্য। আর যদি বা তর্কের উপসংহারে "ঈশ্বর আছেন" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, তাহা হইলেও আমাদের ঈশ্বরবিষয়ক বিশেষ কিছু জ্ঞানলাভ হইল না। আমরা তর্কের ফলে "ঈশ্বর আছেন" এই কথাগুলিতে সায় দিতে বাধ্য হইলাম বটে, কিন্তু সেই কথাগুলি আমার ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার পক্ষে কিছুই সহায়তা করিতে পারিল না। এইরূপে দেখিতেছি যে তর্কের দ্বারা প্রকৃত ব্রহ্মলাভ একেবারেই অসম্ভব।

ব্রহ্মপ্রসাদই ব্রহ্মলাভের সর্ব্বপ্রধান উপায়। তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাদের নিকটে স্বয়ং প্রকাশিত না হইলে আমরা কিছুতেই তাঁহাকে পাইতে পারিব না। তিনি আত্মাতে কখন্ যে আবির্ভূত হইবেন, তাহা বলিতে পারি না। তবে এই টুকু জানি যে, যে আত্মা যত নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইবে, সেই আত্মাতে তাঁহার সিংহাসন ততই দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমাদের আত্মা নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইলে তবে সেই শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপের তেজোময় আবির্ভাব ধারণ করিতে পারিব। আমরাই বা কিরূপে মলিনতাপূর্ণ আত্মাতে সেই দেবদেবকে আসীন হইবার জন্য আহ্বান করিতে পারি? আর, আমরা যখন জানি না যে তিনি কখন্ আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হইবেন, তখন আমাদিগের আত্মাকে সর্ব্বদাই নির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ রাখা নিতান্তই কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মলাভ অনায়াসসাধ্য কার্য্য নহে;

ব্রহ্মলাভ করিতে গেলে কঠোর ব্রহ্মসাধন আবশ্যক। ভারতের আরণ্যক ঋষিগণ ব্রহ্মলাভের জন্য যেরূপ কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন, তাহার ফলে যে তাঁহারা ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। তাঁহাদিগের কঠোরতার আভাসমাত্র আমরা এইরূপ শ্লোকসমূহে পাইয়া থাকি—

"বাসো বল্কলমাস্তরঃ কিশলয়ান্যোক স্তরূণাং তলং,
মূলানি ক্ষতয়ে ক্ষুধাং গিরিনদীতোয়ং তৃষাশান্তয়ে।
ক্রীড়া মুগ্ধমৃগৈর্ব্বয়াংসি সুহৃদো নক্তং প্রদীপঃ শশী,
স্বাধীনে বিভবে তথাপি কৃপণা যাচন্ত ইত্যদ্ভুতং॥
শান্তিশতক।

অর্থাৎ ব্রহ্মসাধকের অন্য অর্থাদির প্রয়োজন নাই; প্রকৃতিই তাঁহার প্রয়োজন সাধন করিতেছে—বল্কলমাত্র তাঁহার পরিধেয়, বৃক্ষপত্র তাঁহার শয্যা এবং বৃক্ষতলই তাঁহার বাসস্থান; ফল মূলাদিতেই তাঁহার আহার কার্য্যসিদ্ধ হয় এবং নির্ঝরিণী-জলই তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণ করে; সরল হরিণ সকল তাঁহার ক্রীড়াসহচর, পক্ষী সকল তাঁহার বন্ধু এবং রাত্রিকালে চন্দ্রমাই তাঁহার পক্ষে প্রদীপস্বরূপ। তাঁহারা যদি ব্রহ্মসাধনের জন্য এতদূর কঠোরতা অবলম্বন করিতে পারিলেন, আমরা কি ব্রহ্মলাভের জন্য কিছুমাত্র কঠোরতা অবলম্বন করিব না—ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করিব না, স্বার্থত্যাগ করিব না—এই অত্যাবশ্যক বিষয়েও কঠোরতা অবলম্বন করিব না? কেবল বনে গেলেই যে ব্রহ্মলাভ হয়, তাহাও নহে। যিনি পূর্ব্বোক্ত কঠোরতার কথা বলিয়াছেন, তিনিই আবার বলিতেছেন—

"বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে,
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং॥"

অর্থাৎ যাহার বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হয় নাই, তাহার বনে গেলেও দোষোৎপত্তির সম্ভাবনা আছে এবং যে ব্যক্তি গৃহে থাকিয়াও বিষয়াসক্তিকে নিবৃত্ত করিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়সংযমরূপ তপশ্চরণ করেন, তাঁহার পক্ষে গৃহই তপোবন।

ব্রহ্মসাধন বাল্যক্রীড়ার সামগ্রী নহে; ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর সাধন। এই ব্রহ্মসাধনের তিনটী অঙ্গ—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি। জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া সাধক জানিতে পারেন যে ঈশ্বরের স্বরূপ কি, তাঁহার প্রিয়কার্য্য কি, সৎকার্য্যই বা কি অসৎকার্য্যই বা কি। তর্ক করা এক পদার্থ আর জ্ঞানাবলম্বন অপর পদার্থ। বৃথা তর্ক করিতে পণ্ডিতম্মন্য অহঙ্কারপূর্ণ ব্যক্তিরাই ভালবাসে। জ্ঞানসাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের কর্ম্মসাধনের দ্বারা পবিত্র হইতে হইবে। যে বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন যে এই চরাচরকে ঈশ্বরের সত্তাতে পরিপূর্ণ উপলব্ধি করিতে হইবে, তিনিই সেই প্রকার উপলব্ধি করিবার একটী উপায়ও বলিয়া দিয়াছেন; তিনি বলিতেছেন "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং" অপরের ধনে লোভ পরিত্যাগ করিয়া এবং অন্তরের কামনা সকল বিসর্জ্জন দিয়া সেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর। যাহা কিছু সৎ কর্ম্ম করিব, তাহা ঈশ্বরেরই উদ্দেশে করিব; আমার যশ বৃদ্ধি হইবে, ধন বৃদ্ধি হইবে বা পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি হইবে, এই সকল ভাবিয়া যেন সৎকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত না হই। কামনা পরিত্যাগ করিয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমাদের কামনাই যত অনিষ্টের মূল। অর্জ্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে পাপের উৎপত্তিবিষয়ে প্রশ্ন করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে কামনাকেই পাপের

প্রধান উৎপত্তি-কারণ ও মানবের সর্ব্বপ্রধান শত্রুরূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে নির্ম্মূল করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। আমার যদি কামনা থাকে, তবে সেই কামনাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য অপরের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করা স্বাভাবিক, এই কারণে ঋষিরা সকলেই এই কামনাকে জয় করিবার জন্য হৃদ্গত যত্ন ও চেষ্টা প্রয়োগ করিতেন এবং অল্পাহার প্রভৃতি নানা কঠোর উপায় সকল অবলম্বন করিতেন। তাঁহারা শিষ্যবর্গকেও এই বিষয়ে যথেষ্ট উপদেশ দিতেন। মনু বলিয়াছেন—

"বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥"

বিজ্ঞান যাঁহার সারথি ও মনোরূপ রজ্জু যাঁহার বশীভূত, তিনি সংসারপার সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হয়েন। যিনি আপনার কামনাকে জয় করিয়া মনকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বশীভূত করেন, তিনি সংসারের দুর্জ্জয় মোহ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে লাভ করেন। কামনাকে জয় করা বা মনকে বশীভূত করাই প্রধানতঃ কর্ম্মযোগ। যে সাধক বিজ্ঞানকে সারথি করিয়াছেন ও মনকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে আর কাহারও উপদেশ লইতে হয় না; তাঁহারই প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন হওয়াতে ভক্তি স্বতই উথলিয়া উঠে এবং তাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় হয়। গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে এইরূপ ভক্তিমান্ সাধকই ঈশ্বরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

ঋষিরা কেবলমাত্র এই সকল বিষয়ে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তাঁহারা জানিতেন যে মনুষ্যের প্রকৃতি স্বভাবতই মন্দকর্ম্মের দিকে কিছু বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে; সুতরাং সেই প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে না। এই প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিবার জন্য তাঁহারা আমাদের শৈশবাবস্থা হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কঠোর সাধনের এক সুন্দর ব্যবস্থা, এক সুন্দর শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। সেই শিক্ষাপ্রণালীর ফলে ব্রহ্মলাভ না হওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয়। হিন্দু রাজত্বের উন্নতির সময়ে এই শিক্ষাপ্রণালীর কিরূপ ফল ফলিযাছিল, তাহা সবিস্তার বলিবার আবশ্যক নাই। হিন্দুরাজত্বের যখন ঘোর অবনতি ঘটিয়াছিল, যে সময় হইতে হিন্দুরাজত্ব একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গেল তখনও এই শিক্ষাপ্রণালীর ফল যাহা ছিল, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। কোন সুপ্রসিদ্ধ বিদেশীয় ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে তখন দ্বারে তালাচাবি লাগানো থাকিত না; হিন্দু মাত্রেই মিথ্যা কথা বিষবৎ পরিত্যাগ করিত। কিন্তু এখন সেই শিক্ষাপ্রণালী বা কোথায় আর সেই ধর্ম্মবলই বা কোথায়! বর্ত্তমানে যে শিক্ষা প্রচলিত আছে, ইহা দ্বারা ধর্ম্মকে হৃদয়ে ধারণ করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। বর্ত্তমান শিক্ষার ফলে কামনাবৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হয় না সুতরাং এই শিক্ষা যে বহুল অংশে দূষিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান কালে পূর্ব্বের শিক্ষাপ্রণালী সর্ব্বাঙ্গীনভাবে প্রচলিত করাও দুঃসাধ্য ও অসম্ভব, কিন্তু সেই শিক্ষা আংশিকভাবেও যদি গৃহীত না হয়, তাহা হইলে এদেশের শ্রেয় দেখিতেছি না—সম্মুখে কেবলি অন্ধকার। এখন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদি শিক্ষার সহিত প্রাচ্য ধর্ম্মশিক্ষার সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে।

আজ আমরা যে উৎসবে সমাগত হইয়াছি, এই স্থানে যে সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা তাহারই স্মরণার্থ উৎসব নহে, ইহা সঙ্গীতের উৎসব নহে, ইহা অধ্যাত্মধর্ম্মের উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে এখানে অনেক সাধুসজ্জনের সমাগম হইয়াছে, সুতরাং এই উৎসব, কিসে আমাদের ধর্ম্মভাবের উন্নতি হইতে পারে কিসে ভারতে সত্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে, এই সকল বিষয় আলোচনা করিবার একটি উত্তম অবসর। আমরা পরস্পরের ধর্ম্মজীবনে পরস্পর সহায় হইব, এই উৎসব আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতেছে। এখন চারিদিক হইতেই ধর্ম্মের মিথ্যা প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইতেছে। কেহ বলিতেছেন মনুষ্যত্বকে পূজা কর, কেহ বলিতেছেন যে অমুক ব্যক্তি ঈশ্বরের অবতার, তাঁহাকেই পূজা কর। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে,আর্য্যঋষিগণ যে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশোদ্ভূত অনেক হিন্দু আজকাল সেই নিরাকার উপাসনাকে অশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। "সত্যমেব জয়তে" সত্যের জয় হইবেই কিন্তু এই সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে এই মাত্র। যখন চতুর্দ্দিক্ হইতে সত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে এইরূপ ধর্ম্মের মিথ্যা প্রতিমূর্ত্তি সকল দণ্ডায়মান হইতেছে, তখন আমাদিগেরও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদিগকেও সত্যধর্ম্মের পতাকাতলে ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান হইতে হইবে এবং বংশানুক্রমে পুত্রপৌত্রাদিকেও উপযুক্ত শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমাদিগের অবর্ত্তমানে আমাদিগের স্থলাধিকার করিবার শিক্ষাপ্রদান করিতে হইবে। আমরা যদি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও অধর্ম্মের গতি ফিরাইতে না পারি, তখন সেই পাবনের পাবন, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকেই জানাইব "দয়াময়! আমরা দুর্ব্বল অসহায়; তুমি দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়; আমাদিগকে অধর্ম্ম বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে, তুমি আমাদিগকে উদ্ধার কর; দেবদেব, এই বিপদের সময়ে আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও, আমাদিগকে দেখা দাও; তোমারি আদেশে আমরা সত্যধর্ম্মের পথে দণ্ডায়মান হইয়াছি, তুমি আমাদের আশা ভরসা, সুখশান্তি, তুমিই আমাদের সর্ব্বস্ব"। এই প্রার্থনা শুনিয়া যখন তিনি আমাদের সহায় হইবেন, তখন সহস্রগুণ বল পাইয়া অধর্ম্মকে বিচূর্ণ করিতে সমর্থ হইব।

এইরূপে ব্রহ্মপ্রসাদে ব্রহ্মলাভ করিলে আমরা তো কৃতার্থ হইবই। কিন্তু যে দিন আমাদের পুত্রপৌত্রাদিগণও

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং"॥

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ, পরমেশ্বর দ্বারা এ সমুদয়কে আচ্ছাদন কর; অপরের ধনে লোভ পরিত্যাগ করিয়া ও কামনা সকল বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাকে ভোগ কর—এই মহামন্ত্রকে স্বীয় জীবনে পরিণত করিবে, যে দিন তাহারা এই মহামন্ত্র অনুসরণ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে এবং আপনাদের প্রতি কার্য্যে ঈশ্বরেরই মহিমাপ্রচার ও জয়ঘোষণা করিবে, সেই দিন আমাদের সমস্ত জীবনের আশা, সমস্ত জীবনের পরিশ্রম সফল হইবে এবং আমরা যদি ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া পরলোকে গমন করি, তথাপি ইহা সুনিশ্চিত যে আমরা সেখান

হইতেও দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের মস্তকে অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিব এবং ঈশ্বর আমাদিগের সকলকেই তাঁহার আনন্দধামে লইয়া গিয়া অমৃতবারি দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া দিবেন। অতএব বর্ত্তমান কালে আমরা যেন অধর্ম্মভাব প্রবল দেখিয়া নিরাশ হইয়া না পড়ি, সেই শুভ দিন সত্বর আনয়ন করিবার জন্য পরিশ্রম করিতে বিমুখ না হই। আমরা জানিতেছি যে সেই দিন আসিবেই—কারণ ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন হইবেই। আমরা তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া অকাতরে পরিশ্রম করিব, কঠোরতা সাধন করিব এবং অসমর্থ হইলে কাতরপ্রাণে, ব্যাকুলহৃদয়ে তাঁহাকেই ডাকিব, বলিব

"কাতর আমার প্রাণ সংসারে,
ওগো পিতা দেহ তব চরণে স্থান।
তোমা ছাড়ি আর কার দ্বারে যাব,
ওহে দীননাথ, কর দীনে শান্তিদান।"

তখন তিনিই আমাদিগকে আশ্রয়দান করিবেন; তিনি আমাদিগকে কখনো পরিত্যাগ করেন নাই এবং কখনো পরিত্যাগ করিবেন না।

বৌদ্ধেরা কি নাস্তিক ?

ভূমণ্ডলে বৌদ্ধমত অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধেরা বিপুল উৎসাহে জ্ঞানধর্ম্ম প্রচার করিয়া এক সময়ে মনুষ্যগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের শিক্ষা দীক্ষার আশ্চর্য্য প্রভাব সসাগরা পৃথিবীর কোন স্থানেই অপ্রচার নাই। ভূমণ্ডলস্থ অধিকাংশ নরনারী উক্ত ধর্ম্মের আজ্ঞার অধীন হইয়াছিল। একাদশ কিম্বা দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বৌদ্ধেরা অনেক নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করিয়া ক্রমশঃ স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন স্থানে বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে পূর্ব্বাঞ্চলস্থ অনেক গিরি গহন ইহাদের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। বঙ্গে এক্ষণে প্রায় লক্ষাধিক বৌদ্ধের বাস আছে। ইহারা বাঙ্গালী, বাঙ্গালা ইঁহাদের মাতৃভাষা। রাজশাসন গুণে দরিদ্র বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ বিদ্যার চরণসেবা করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়াছেন! স্বধর্ম্মনিরত বৌদ্ধদিগের উৎসাহে বঙ্গভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গদেশে বৌদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সুবিবেচনার প্রত্যক্ষ ফল।

অনেকের এইরূপ ধারণা আছে যে, বৌদ্ধেরা নাস্তিক, অধার্ম্মিক এবং বেদের নিন্দাকারী। ইহা প্রকৃত কথা নহে। সংসারে পাপ পুণ্যের বিচার যাহাদের আছে, পৃথিবীর হিত করাই যাহাদের মহোচ্চ ব্রত ও ধর্ম্মনীতি তাহারা নাস্তিক একথা ঠিক নহে। সংসার পাপে নিমগ্ন হইলে অলৌকিক পুরুষ জন্ম গ্রহণ করত ইহার উদ্ধার সাধন করেন ইহা যাহাদের বিশ্বাস, তাহারা নাস্তিক একথা বলা কখনই সঙ্গত বোধ হয় না। বৌদ্ধেরা বেদবিদ্বেষ্টা নহেন। ঈর্ষাপরতন্ত্র হওয়া বৌদ্ধদিগের নীতিবিরুদ্ধ। তাহাদের পাপ পুণ্যের বোধাবোধ আছে এজন্য তাহারা আস্তিক, নাম-রূপ-শব্দ বিহীন, কেবল পুণ্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ নির্গুণ পরমার্থ চিন্তাকে তাহারা সাধনার বিষয়ীভূত করিয়া লইয়াছে। সেই হেতু তাহারা কার্য্যশীল স্বতন্ত্র ঈশ্বর স্বীকার করে নাই। যদিও বৌদ্ধদের মধ্যে দুইটী শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে, এবং উক্ত দুই

শ্রেণীর মধ্যে মতের বিসম্বাদ ঘটিয়াছে, কিন্তু আমার বোধ হয় প্রাচীন মতই গ্রাহ্য।

আর বৌদ্ধদিগের উপাসনা নাস্তিকের উপাসনা নহে। ইহাদের বিশ্বাস আর নাস্তিকের অবিশ্বাসে অনেক প্রভেদ আছে। ব্রাহ্মণদিগের প্রণব ধ্যান এবং সন্ধ্যা আহ্নিক, মুসলমানদিগের নামাজ, খ্রীষ্টোপাসকগণের প্রার্থনাদি করা যেমন নিত্য পুণ্য কর্ম্ম, বৌদ্ধদের সেইরূপ মঙ্গলসূত্র, পঞ্চশীল, সদ্ধর্ম্মরত্ন এবং প্রতিমোক্ষ ভক্তি সহকারে উচ্চারণ করা নিতান্ত শ্রেয়ঃ। বৌদ্ধদের উপাসনা দৃষ্টে বোধ হয় তাঁহারা অধার্ম্মিক ছিলেন না।

ওঁ নমো দশদিগনন্তাপর্য্যন্ত লোকধাতু প্রতিষ্ঠিত সর্ব্ব বুদ্ধ বোধিসত্ত্বার্য্য শ্রাবক প্রত্যেক বুদ্ধেভ্যোতীতানাগত প্রত্যুৎপন্নেভ্যঃ।

ললিত বিস্তর।

ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্ব্বকালের বুদ্ধ সকল, আর্য্যগণ, শ্রাবক সকল এবং "প্রত্যেক" বুদ্ধ সকলকে নমস্কার করি যাঁহারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত মহাদশদিক কর্ত্তৃক পূজিত হন।

সামান্তা চাক্কা ওয়ালেষু, আত্রা গেচ্ছান্ত দেওয়াতা, শাক্কাম্মাং মুনিরাজস্সা, শুনান্ত সাগ্গা মোক্কাদাং। *

মঙ্গল সূত্র।

এক লক্ষ যোজন দূরে দেবমণ্ডল অবস্থিত, তথায় অমরগণ সর্ব্বদা ধর্ম্মের অধিকার রক্ষা করিতেছেন, এক দিন দেবরাজ ইন্দ্র অমরগণকে কহিলেন হে ত্রিদশ বৃন্দ! মর্ত্ত্যে ভগবান বুদ্ধাবতার হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করত সর্ব্ববিজয়ী সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। সেই ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা দেবলোক, ব্রহ্মলোক, নাগলোক ও নরলোকের সকল জীবের উদ্ধার সাধন হইবে। সে পবিত্র ধর্ম্ম সাধন তরী আরোহণ করিয়া পাপীরা ভবসাগর পার হইবে। এ ধর্ম্ম ত্রিজগতে অপ্রকাশ ছিল, সর্ব্ব জীবের আরাধ্য সেই পবিত্র ধর্ম্ম এক্ষণে ঘোষণা হইতেছে। অতএব চল, আমরা মর্ত্ত্যে গমন করিয়া ভগবান কর্ত্তৃক প্রকাশিত সেই পবিত্র ধর্ম্ম শ্রবণ করি।

"নামতাস্সা ভাগাবাতা আর্হাতা সাম্মাসাম্বুদ্ধাস্সা"।

চারি প্রকার দান গ্রহণের যিনি অধিকারী, যাঁহাকে দর্শন মাত্রে পাপের মোচন হয়, যিনি রিপুগণকে জয় করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম পালন করেন, যাঁহার শ্রীমুখ হইতে ধর্ম্মের ব্যাখ্যান হইতেছে, দেবগণের উদ্ধারের কারণ যিনি, আইস আমরা সকলে তাঁহাকে স্তব করি। নমস্কার করি।

জ্ঞানপ্রভং হততমঃ সুপ্রভাকরং
শুভপ্রদং শুভবিমলায় তেজসম্।
প্রশান্তকায়ং শুভশান্ত মানসং
মুনিং সমাশ্রিষ্যত শাক্যসিংহম্।
জ্ঞানোদধিং শুদ্ধ মহানুভাবং
ধর্ম্মেশ্বরং সর্ব্ববিদং মুনীশম্।
দেবাতিদেবং নরদেবপূজ্যং
ধর্ম্মে স্বয়ম্ভুং বশিনং শ্রয়ধ্বং।
যো দুর্দ্দমঞ্চিতমবর্ত্তয়দ্ বশে
যোমারপাশৈরবমুক্তমানসং।
যস্থাপ্যবধ্যাবিহদশনশ্রবা
স্তয়ান্তকঃ শান্তবিমোক্ষপারগম্।
আলোক্যভূতং তমতুল্যধর্ম্মং
তমোনুদং সন্নয়বেদিতারম্।
শান্তক্রিয়ং বুদ্ধমমেয়বুদ্ধিং
ভক্ত্যা সমন্তাৎ উপসঙ্ক্রমধ্বম্।
সবৈদ্যরাজোমৃতভেষজপ্রদঃ
বাদিশূরঃ কুগনি প্রতাপকঃ।
সদ্ধর্ম্মবন্ধুঃ পরমার্থকোবিদঃ
সনায়কোঽনুত্তরমার্গদেশকঃ।"

ললিত বিস্তর।

মহামুনি শাক্যসিংহের পাদপদ্মে শরণাপন্ন হও। যিনি জ্ঞানের আলোক, অন্ধ-

* পালী ভাষায় অ নাই, এ জন্য উহার স্থানে আ উচ্চারিত হয়।

কার বিনাশক, শুভদাতা, যাঁহার জ্যোতিঃ বিমল এবং নিষ্কলঙ্ক, যাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত, যিনি শান্ত, মুনিশ্রেষ্ঠ, যিনি জ্ঞানের সমুদ্র, পবিত্র, মহানুভব, ধর্ম্মের ঈশ্বর এবং সর্ব্বজ্ঞানাভিজ্ঞ ঋষিগণের শ্রেষ্ঠ, যিনি সর্ব্বদেবের ঈশ্বর, ব্রাহ্মণগণের আরাধ্য, এবং যিনি নিজ তপস্যা দ্বারা ধর্ম্ম স্থাপনা করিয়াছিলেন, যিনি রিপু সকলকে জয় করিয়াছিলেন, যিনি প্রলোভন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, যিনি দুর্ব্বাসনার পরম শত্রু, সর্পকেও যিনি প্রাণের সহিত স্নেহ করেন, যিনি স্বয়ং বৈদ্যরাজ, রোগী সকলকে যিনি অমৃত দিয়া অরোগী করেন, যাঁহার জ্ঞান অসীম, যিনি অসৎ বুদ্ধির পীড়ন করেন ও যিনি পরমার্থবিদ্, ধর্ম্মবন্ধু, ধর্ম্মাত্মাগণের প্রকৃত বন্ধু, তিনি মোক্ষদাতা, পাপীর বন্ধু, তাঁহাকে বিশ্বাস কর যে, পরিত্রাণের জন্য তিনি তোমাদিগকে সৎপথে লইয়া যাইবেন।

সে শাস্তা শান্তাচিত্তা, তিসারাণা সারাণা।
এতালোকাপ্পারেয়োয়া, ভুমা ভুমা চাদেয়োয়া।
গুণাগানা গাহানা, ব্যায়োয়াটা সাব্বাকালাং
এতে আয়াস্ত দেয়োয়া ওয়ারা কামা কামায়ে
মেরুরাজে ওয়াশান্তং সাগ্গ্যা হেতু মুনিয়োয়ারা
য়োয়াচানাং সতু মাগ্গা সামাগ্গা।

যিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও প্রাণী নিচয়কে পালন করেন, যিনি সকলের মঙ্গলদাতা, যাঁহার কথা শ্রবণে শান্তি লাভ হয়, যাঁহাতে ত্রিগুণ অবস্থিতি করে, তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি। তাঁহার কৃপায় অমরগণ সুমেরুতে বাস করেন। যে ব্যক্তি পবিত্র অন্তঃকরণে বৌদ্ধধর্ম্ম পালন করেন, বুদ্ধের ধর্ম্ম কথা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, সংসারে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়া থাকেন এবং তিনি স্বর্গলোকে বাস করেন। বুদ্ধের সেবকেরা দেবতার ও পূজ্য হয়েন। কি দেবতা কি মনুষ্য বুদ্ধেতে যাঁহার অবিচলিত ভক্তি, তিনি, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ এই ত্রিবিধ গুণ বিশিষ্ট হয়েন এবং সমস্ত বিশ্ব তাঁহার পূজা করেন।

ব্রাহ্মণেরা দেবোদ্দেশে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক নৈবেদ্য উৎসর্গ করেন, বৌদ্ধেরা তাহা কিছুই করেন না। নৈবেদ্য দেবতাকে নিবেদন করা হইলে ব্রাহ্মণেরা তাহা উপভোগ করেন, বৌদ্ধেরা তাহাও করেন না। তাঁহারা কোন খাদ্য দেবমূর্ত্তির সম্মুখে একবার ধারণ করিয়া অমনি রাখিয়া দেন এই পর্য্যন্ত। ক্যাং অর্থাৎ দেবালয়ে প্রাতে সন্ধ্যায় পুষ্প এবং দীপ দানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রতিমা গাত্রে পুষ্প বৃষ্টি করা হয় না। দেবালয়ে কাঁশি ঘণ্টা বাদ্য করা হয়। শঙ্খের ধ্বনি শ্রবণ করি নাই। উপাসনাকালে বৌদ্ধেরা পবিত্র দেহে দেবালয়ে গিয়া পঞ্চশীল গ্রহণ এবং প্রার্থনাদি করেন।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

এইরূপ তিনবার প্রার্থনার রীতি আছে।

বৌদ্ধেরা বুদ্ধকে ভগবানের অবতার বলিয়া মানে। সুতরাং ইহারা নাস্তিক ইহা কোনরূপে সপ্রমাণ হয় না। আর বৌদ্ধদিগের উপরোক্ত প্রার্থনা প্রণালী দেখিয়া ইহাদিগকে নিরীশ্বর মনে করা যাইতে পারে না। পাপ পুণ্যের বিচার যাহারা করে, তাহারা নিরীশ্বর একথা কি প্রকারে বলি। পুণ্য সত্য ও পবিত্রতা বৌদ্ধধর্ম্মের জীবন।

মার্জ্জার-সংবাদ।

বিড়াল মনুষ্যসমাজে বড় নিন্দিত। লোভ, স্বার্থপরতা, আরামপ্রিয়তা প্রভৃতি

বিড়ালের সর্ব্বস্ব বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ বিড়ালের প্রতি অনেক সময় অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। শুধু যে বিড়ালের প্রতি অত্যাচার হইয়া থাকে তাহা নহে, আমাদের অদূরদর্শিতা হেতু অনেক গৃহপালিত পশু নানারূপ উৎপীড়নে উৎপীড়িত হয়। কিন্তু লৌকিক বিশ্বাস সমূলক কি না তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে বুঝা আবশ্যক যে বিড়াল মনুষ্য নহে। কিন্তু মনুষ্য নহে বলিয়া এরূপ সৃষ্টিছাড়া নহে যে তাহার কার্য্যকলাপে বুদ্ধির কিছু মাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিলেই নিন্দিত মার্জ্জারকে জন্তু সমাজের অতি উচ্চ স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিড়াল শিকারী জন্তু। ইহারা ব্যাঘ্রজাতীয় বলিয়া পরিগণিত। বিড়ালের শরীর অতি কোমল লোমে আবৃত। ইহাদিগের গাত্র সর্ব্বদাই শুষ্ক ও উজ্জ্বল থাকে। অন্ধকারে ইহাদিগের লোমে হস্ত ঘর্ষণ করিলে তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু তাড়িৎ নির্গত হয়। ইহাদের চরণ চতুষ্টয় অত্যন্ত কোমল; কিন্তু নখর অতিশয় তীক্ষ্ণ। ঐ নখরের একটু বিশেষত্ব আছে—সাধারণতঃ উহা অঙ্গুলী মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে; কিন্তু ইচ্ছা করিলেই বিড়াল উহা বাহির করিতে পারে। নখরের ন্যায় ইহাদের দন্তও অতিশয় তীক্ষ্ণ। এই দন্ত ও নখর দ্বারা বিড়াল শিকার ধরিতে সমর্থ হয়। ইহাদের জিহ্বা ধারাল কাঁটায় আবৃত। এই জন্য ইহারা জিহ্বার সাহায্যে অস্থি হইতে মাংস চাঁচিয়া লইতে পারে। ইহাদের চক্ষু অতিশয় উজ্জ্বল। অন্ধকারে ইহাদের চক্ষু দীপ্যমান হীরক তুল্য জ্বলিতে থাকে। ইহাদের চক্ষের তারার সঙ্কোচন ও বিস্ফারণ এত বেশী যে আলোকে তাহা সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং অন্ধকারে বিস্তৃত হইয়া গোলাকার ধারণ করে। এই কারণ দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিকালেই ইহাদের দর্শনশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাদের শ্রবণশক্তি অত্যন্ত প্রবল—সামান্য শব্দেই বিড়ালের নিদ্রাভঙ্গ হয়।

বিড়াল স্বভাবতঃ জল দেখিলে অতি ভীত হয়। শত্রুতা নিবন্ধন দুইটী বিড়াল যখন মহাসমরে প্রবৃত্ত হয়, সেই সময়ে তাহাদিগের গাত্রে কিঞ্চিৎ জল ছড়াইয়া দিলে উভয় পক্ষের ক্রোধ সহসা যেরূপ উদ্দীপ্ত হয় প্রবল অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে তদ্রূপ হয় কি না সন্দেহ। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে মৎস্যানুসন্ধানে জলে যাইতেও বিড়াল কোনও রূপ সঙ্কোচ করে না। জলে ভয় থাকিলেও বিড়ালের আহারেচ্ছা এত প্রবল যে তাহার নিকট ভয়ের প্রবলতা অনেক সময়েই পরাভব স্বীকার করে।

বিড়ালী তিন মাস কাল গর্ভ ধারণ করিয়া একেবারে চারি পাঁচটী সন্তান প্রসব করে। শাবকগণের প্রতি বিড়ালীর বড় স্নেহ। বিড়ালীর প্রবল সন্তানবাৎসল্য সকলেই দেখিয়াছেন।

ইহারা অপরিষ্কার অথবা বিপদসঙ্কুল স্থানে শাবকগুলিকে না রাখিয়া সর্ব্বদা নিভৃত স্থানে তাহাদিগকে রাখিবার চেষ্টা করে। ভাণ্ডারের এক কোনে চাউলের জালা বসান আছে। সে জালার চাউল সর্ব্বদা ব্যবহার হয় না। বিড়ালী সন্তান গুলিকে লইয়া সেই জালার ভিতর বসিয়া আছে। গৃহিণী কোনও কার্য্যে সেই জালার চাউল বাহির করিতে গিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন ও তখনই সেই সদ্যোজাত বিড়ালশাবকগুলিকে তাড়াইয়া দিবার

ব্যবস্থা করিলেন। বিড়াল গৃহস্থের নিকট অপরাধী হইলেও সন্তানের প্রতি যে কত স্নেহশীল, এরূপ দেখিলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

বিড়াল সহজেই পোষ মানে। গৃহপালিত বিড়ালের নানাশ্রেণী আছে। কাহারও বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ; কাহারও বর্ণ শ্বেতকৃষ্ণে সংমিশ্রিত; কাহারও গাত্র শ্বেত,পীত ও কৃষ্ণ এই ত্রিবিধ বর্ণে রঞ্জিত; (এই শ্রেণীর বিড়ালকে Tortoise shell অথবা Spanish Cat কহে।) কেহ বা মেটে রঙ বিশিষ্ট, (Chartreaux Cat বলিয়া তাহারা অভিহিত) মেটেরঙবিশিষ্ট আর এক শ্রেণীও আছে; তাহাদিগের লাঙ্গূল ও স্কন্ধদেশে বড় বড় লোম উৎপন্ন হয় (তাহাদিগকে Persian Cat কহে) কোনও শ্রেণীর বর্ণ সাদা রেশমের ন্যায়; (তাহাদিগের নাম Angora Cat.) Manx নামক একশ্রেণীর বিড়াল আছে—তাহারা স্বভাবতঃ লাঙ্গূলহীন। সকল শ্রেণীর বিড়ালের মধ্যে Persian Cat ও Angora Catই অতি প্রসিদ্ধ।

বিড়াল বন্যাবস্থায় বড় হিংস্র থাকে। Mr Pennant বলিয়াছেন—

"The wild cat may be called the British tiger. It is the fiercest and most destructive beast we have; making dreadful havoc amongst our poultry lambs and kids."

বনে ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের ন্যায় কুক্কুট, শশক প্রভৃতি শিকারান্বেষণে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। বন্যাবস্থায় ইহারা এতই হিংস্রস্বভাব থাকে যে সময়ে সময়ে মনুষ্যকেও আক্রমণ করে।

একদা এক শিকারী কোনও অরণ্যপথ দিয়া পদব্রজে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তিনটী কুকুর ছিল। হঠাৎ একস্থানে এক ভীষণ বন্য মার্জ্জার বৃক্ষ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তাঁহার গতিরোধ করিল। তাহার সেই উজ্জ্বল চক্ষু ও ভয়ঙ্কর ভঙ্গী দেখিয়া শিকারী কুকুরেরা পর্য্যন্ত ভীত হইয়া অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহাকে মারিবার জন্য শিকারী একটী বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া লইলেন, এবং মার্জ্জার যেমন একটী কুকুরকে আক্রমণ করিবার মানসে লম্ফপ্রদান করিল শিকারী অমনি এক আঘাতে তাহাকে নিহত করিলেন। সেই ভগ্ন শাখার আঘাতে মার্জ্জার না মরিলে শিকারীর প্রাণ পর্য্যন্ত হানি হইতে পারিত।

গৃহপালিত হইলে ইহারা বেশ শান্ত হয় বটে, কিন্তু শিকারপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাদের হিংস্রস্বভাব স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

এক ব্যক্তির একটী বিড়াল প্রত্যহ এক একটী পক্ষী শিকার করিয়া তাহার প্রভুকে আনিয়া দিত। প্রভু বিড়ালের এই অসৎ কর্ম্মে বাধা দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু বিড়াল তাঁহার নিষেধ মানিল না। সে ইচ্ছামত তাহার শিকার কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। এক দিন বিড়াল এই দুষ্কর্ম্মের শাস্তি পাইল—এক দুষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাহার একটী পা ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু ভগ্নপদ হইয়াও তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল না—সে তেমনি আগ্রহের সহিত শিকার করিতে লাগিল।

একস্থানে থাকিতে বিড়াল খুব ভালবাসে। একদা এক বিড়ালকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। নূতন স্থানে গিয়া বিড়াল দুইটী সন্তান প্রসব করায় সকলে মনে করিল বিড়াল আর কখনও

সেস্থান ত্যাগ করিবে না। কিছুদিন পরে বিড়াল একদিন একটী শাবক লইয়া তাহার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন গৃহস্থ বিড়ালটীকে আর তাড়াইল না। কিন্তু বিড়াল যতদিন না তাহার অপর শাবকটীকে তথায় আনিয়াছিল ততদিন সুস্থির হয় নাই।

বিড়াল অত্যন্ত স্নেহশীল ও বুদ্ধি-সম্পন্ন। এক গৃহস্থের একটি বিড়াল ছিল। একদিন গৃহিণী রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন এবং তাঁহার একটী অল্প-বয়স্ক শিশু ছাদের উপর বিড়ালের সহিত খেলা করিতেছিল। তথায় কতকগুলি বড় বড় জলপূর্ণ টব বসান ছিল। শিশু খেলিতে খেলিতে হঠাৎ একটী টবের ভিতর পড়িয়া গেল। বিড়াল সেখানে কাহাকেও না দেখিয়া ছুটিয়া রান্নাঘরে গিয়া মিউমিউ করিতে করিতে গৃহিণীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। রন্ধনকার্য্যে ব্যাঘাৎ হইতেছে দেখিয়া গৃহিণী উনান হইতে একখণ্ড কাষ্ঠ বাহির করিয়া তাড়াইয়া দিবার জন্য বিড়ালকে তদ্দ্বারা প্রহার করিলেন। কিন্তু বিড়াল নড়িল না; মুখে করিয়া গৃহিণীর বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া তাঁহাকে সঙ্গে আনিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন গৃহিণী বিরক্ত হইয়া বিড়ালের সঙ্গে সঙ্গে ছাদের উপর আসিয়া দেখিলেন শিশুটি জলে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার পেটে তখনও অধিক জল প্রবেশ করে নাই; সুতরাং সে রক্ষা পাইল। বিড়াল সেখানে না থাকিলে শিশুটি নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইত।

কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির এক বিড়াল প্রচুর আহারে আপনি পরিতৃপ্ত হইয়া অবশিষ্টাংশে কোন একটি কৃশ বিড়ালকে ভোজন করাইয়া আতিথ্যধর্ম্ম পালন করিত। ধনাঢ্য ব্যক্তি বিড়ালের এই কার্য্য উত্তমরূপ পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার আহার ক্রমে বাড়াইতে লাগিলেন। বিড়ালও অপর্য্যাপ্ত আহার্য্যের সদ্ব্যয় করিতে আরম্ভ করিল। সে নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে প্রায় পঁচিশটী রুগ্ন, কৃশ বিড়াল ডাকিয়া খাওয়াইতে লাগিল। প্রভু তখন বুঝিলেন তাহার পশু হিতাহিত জ্ঞান সম্পন্ন।

একদা এক প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত একটী বিড়াল উপহার পাইয়াছিলেন। বিড়ালটী দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ছিল বলিয়া তিনি আদর করিয়া তাহাকে 'প্রেট' বলিয়া ডাকিতেন। প্রেট প্রভুকে অত্যন্ত ভালবাসিত।

একদা এক ব্যক্তি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলেন। বিড়ালটী প্রভুর পীড়ায় অর্দ্ধ-পীড়িত, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিত। গভীর রাত্রিতে রোগীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় গৃহস্থেরা নিদ্রিত থাকিলে বিড়াল আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক শুশ্রূষাকারীকে জাগাইয়া দিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোন ঘড়ীর বাদ্যে আকৃষ্ট না হইয়া সময় নির্দ্ধারণে বিড়াল এমনি পটু ছিল যে কখনও নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে এক মুহূর্ত্ত অগ্র পশ্চাৎ হইত না।

বিড়াল পশু; মনুষ্যের ন্যায় বৈজ্ঞানিকও নয়—আবিষ্কারকও নয়। অথচ তাহার এই বিজ্ঞান শাস্ত্রের বোধাতীত অপূর্ব্ব ক্ষমতা দেখিলে আমাদিগকে বিস্ময়-বিহ্বল হইতে হয়।

আর এক গৃহস্থের একটি বিড়াল ছিল। কালক্রমে গৃহস্থের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হওয়ায় বিড়ালের আর পূর্ব্বের ন্যায় আহার চলিত না। কিন্তু সে জন্য তাহার কোনও কষ্ট ছিল না—সে গৃহস্থের এতই

অনুগত ছিল যে আহার না পাইলেও কদাচ অন্যত্র যাইত না। এক দিন গৃহস্থের একটি বালক অন্নাভাবে অনশনে বিদ্যালয়ে যাইতেছিল। বালককে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে তাহার মাতার চক্ষে জল আসিল। স্নেহশীল বিড়াল এই সমস্ত দেখিয়া কোথায় চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একখানি রুটি মুখে করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সেই রুটি খানি বিড়াল নিকটস্থ এক দোকান হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছিল। সেই অবধি গৃহে কিছু না থাকিলে বিড়াল চুরি করিয়া আনিয়া গৃহস্থকে দিত।

বিড়ালের চুরির প্রশংসা করা যায় না কিন্তু যে অনির্ব্বচনীয় স্নেহ ও মমতার বশে বিড়াল চুরি করিত বোধ হয় তাহার কণা মাত্র থাকিলেও অনেক মানব মানবী মনুষ্যনামের যোগ্য হইতে পারে।

অশোকের অনুশাসন।

৭ম অনুশাসন।

দেবতার প্রিয় প্রিয়দর্শী বলিতেছেন যে, পূর্ব্বকালে যে সকল নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে লোকে ধর্ম্ম বিষয়ে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে। কিন্তু লোকে তাঁহাদিগের ইচ্ছানুযায়ী ধর্ম্মোন্নতি সাধন করিতে পারে নাই। অতএব কি উপায়ে আমি তাহাদিগকে সৎপথে লইয়া যাইতে পারি, কি উপায়ে আমি আপন ইচ্ছানুরূপ সেই উন্নতির পথে তাহাদিগকে অগ্রসর করাইতে পারি? কি উপায়ে আমি তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে অটল রাখিতে পারি? এক্ষণে আমি সেইরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিবার ও ধর্ম্মপ্রচার করিবার সংকল্প করিয়াছি।

৮ম অনুশাসন।

যাহাতে ধর্ম্মোন্নতি হইতে পারে, তজ্জন্য আমি অনেক ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছি এবং ধর্ম্ম শিক্ষা প্রচার করিয়াছি। আমি এই কারণে বিস্তর কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছি। ইহাদিগের প্রত্যেকের উপর এক এক কার্য্যভার অর্পিত। পুণ্য ও ধর্ম্মের প্রচার ও উন্নতি আমার উদ্দেশ্য। আমি তজ্জন্য বহুসংখ্য রাজক নিযুক্ত করিয়াছি এবং বিশ্বাসীদিগকে উপদেশ দিবার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করিয়াছি। এই ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে আমি স্তম্ভে উপদেশাবলী খোদিত করাইয়াছি। আমি নানাস্থানে ধর্ম্মমহামাত্র নিযুক্ত করিয়াছি। তাহাদিগের দ্বারা আমি সুদূর দেশে ধর্ম্মপ্রচার করাইয়াছি। রাজপথে ন্যগ্রোধ বৃক্ষ সকল রোপণ করিয়াছি। সেগুলি মানবাদি প্রাণি সমূহকে ছায়া দান করিবে। আম্রবৃক্ষে সুশোভিত উদ্যান সকল প্রস্তুত করাইয়াছি। অর্দ্ধক্রোশ অন্তর কূপ খনন এবং মানবাদি প্রাণিসমূহের বিশ্রামের নিমিত্ত পান্থনিবাস নির্ম্মাণ করাইয়াছি। কিন্তু আমার প্রকৃত বিমলানন্দ এই যে, মৎপূর্ব্ব রাজগণ ও আমি আমরা অনেক হিতকর কার্য্যে লোকের সুখবর্দ্ধনের চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু সকলকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিবার জন্য আমি নানারূপে ও সুনিয়মে কার্য্য করিয়া থাকি। কি ধর্ম্মপরায়ণ, কি ঐহিক সুখাসক্ত সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকট যাহাতে ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ স্ব স্ব ধর্ম্মমত প্রচার করিতে সক্ষম হন, এই নিমিত্ত এবং যাহাতে তাঁহারা সর্ব্বহিতকর কার্য্য গুলি অবাধে সম্পন্ন করিতে পারেন, এই জন্য আমি তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি। ব্রাহ্মণ যাজক সন্ন্যাসী নির্গ্রন্থ ও বহুবিধ সম্প্রদায়ের নিকট আমার কর্ম্মচারীগণ ধর্ম্ম কার্য্যে ব্রতী আছেন। মহামাত্রগণ স্ব স্ব বিভাগে কার্য্য করিতেছেন এবং ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। ইহাঁরা ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণই ধর্ম্মপ্রচারে আমার অবলম্বন। তাঁহাদিগেরই দ্বারা আমি ও মহারাজ্ঞী আমরা উভয়েই দান কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া থাকি। প্রত্যেকের উপরে যে যে কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহারা আমার প্রাসাদে

অন্যান্য বহু প্রকার কার্য্য করিতেছেন। ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত তাঁহারা নানা স্থানে রাজকুমারগণের প্রদত্ত ভিক্ষা দান করিতেছেন। এইরূপে জগতে ধর্ম্মকার্য্যোন্নতি সংসাধিত হইতেছে। এইরূপে দয়া ধর্ম্ম, ঔদার্য্য, সত্য বিশুদ্ধতা প্রভৃতি রক্ষিত হইতেছে। আমি যে সমস্ত দয়ার কার্য্য করিতেছি, তৎসমস্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইতেছে। সেই কার্য্য গুলির দ্বারা মনুষ্যেরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা আত্মীয় স্বজন ও গুরুজনকে যথা বিহিত সম্মান ও ভক্তি করিতেছে, বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা করিতেছে, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ দীন দুঃখী ভৃত্য ও দাসগণের সমাদর করিতেছে। এক্ষণে দেখিতেছি দ্বিবিধ উপায়ে জনসমাজে ধর্ম্মোন্নতি হইয়া থাকে—(১) নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী দ্বারা—(২য়) ধর্ম্মভাব দ্বারা। তন্মধ্যে নিয়ম অপেক্ষা ধর্ম্মভাবই অধিক কার্য্যকরী। আমি যাহা আদেশ করি, তাহাই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম; যথা কোনও এক নির্দ্দিষ্ট প্রাণিবধ নিষেধ। মনের পরিবর্ত্তনই ধর্ম্মের পথ পরিস্কার করে। এই উদ্দেশে আমি যত দিন ধরাতলে চন্দ্র সূর্য্য বিরাজ করিবে ততদিনের জন্য এই সমস্ত উপদেশ আমার পুত্র পৌত্রাদির জন্য খোদিত করাইয়াছি। কারণ মৎপ্রদর্শিত ধর্ম্মপথানুসরণ করিলে ইহলোকে ও পরলোকে লোকে সুখ ভোগ করিবে। আমার রাজ্যাভিষেকের সপ্তবিংশ বৎসর পরে এই অনুশাসন খোদিত হইল। প্রস্তরস্তম্ভে এই অনুশাসন আছে, তথায় যেন ইহা সুদীর্ঘ কাল থাকে।

HISTORY OF THE PRIMITIVE ARYANS OF CENTRAL ASIA AND THE EARLIEST INDO-ARYANS FOUNDED CHIEFLY ON THE PURANAS, ESPECIALLY THE VISHNU PURANA.

CHAPTER 1.

Geologists, ethnologists, anthropologists and archaelogists have traced the existence of man and that of human civilization thousands and thousands of years back before Christ.

Many thousands of years before the birth of Christ, i. e. about 12101 * B. C. in prehistoric times, in some place in Central Asia † northwest of India, before the occurrence of the Thibetan, miscalled universal deluge, among a people possessing the physical peculiarities, belonging, according to ethnologists, to the Caucasian variety of mankind, but devoted like the neighbouring people, the Turanians, who differed from them in physical appearance, to the worship of evil spirits, serpents and trees, an extraordinary religious genius by name Brahmâ ‡ arose and founded the religion, Vedaism, having as its higher branch, lofty ideas and lofty worship, by means of contemplation only, of the One True God, and as its lower branch, of worship by rites and ceremonies of Him, under separate names as the presiding deity of each element. These presiding deities, named Agni, Mitra, Varuna, Soma, Vishnu, Aryama etc. were bright and benevolent deities affording a marked contrast to the dark and malevolent deities of the Turanians. The higher branch of Vedaism (Jnanakanda) was intended by Brahmá for men of higher intelligence § and the lower

* See Note on Hindu chronology at the end of this work.

† The agreement in many respects between the traditions of the creation and the deluge preserved by the Jews and the Indo-Aryans in their scriptures proves that their ancestors dwelt together in the same place immediately before the deluge and not only immediately before the deluge, but for a long time after it. Now, where could this place be? This question has been answered in the present work.

‡ Brahmá was an extraordinary man and not god. We are supported in our opinion by the Bhágevat a Purana which calls Brahmá 'Adi-kavi' or the first seer or sage. The Vishnu Purana calls Pulaha, Pulastya etc, each of them Brahmá. So Brahmá was a generic term which signified, considering its root meaning great, a great man, seer or sage. The Brahmá who was the founder of Vedaism, was Brahmá *par excellence.*

§ Attributes that can only be ascribed to the One True God are done so in the Rig Veda

branch (Karmakanda) for those of lower intelligence. The mere idea of Veda, literally signifying "divine knowledge", arose in the mind of Brahma´. He did not embody it in the form of *rikas* or *slokas*, nor did he put it into writing. Unwritten *rikas* were composed by the Rishis of the Indo-Aryan people after the Aryans had migrated southwards into India ¶ in post-diluvian times.

The Puranas say that the Vedas were first manifested in the mind of Brahma´. This means that he was the founder of Vedaism, He created the Aryan nation. Brahma´ is therefore called in the Puranas the creator of the world.

The first introduction of Vedaism must have caused a great commotion among the race with Caucasian features who were in religion, manners, customs and habits like their neighbours the Turanians. The followers of the new religion were called Aryas or the "honorable" to distinguish them from the Turanians. The members of the community newly formed were, however, a pastoral or nomadic nation like the neighbouring Turanians and lived in tents. * They were unacquainted with agriculture, and still more with the art of writing which was invented long after they had settled in India. The precursor of Brahma´ in the work of religious reformation was the great sage Angiras † who founded the worship of fire as the great symbol of the deity, and as preparation for his higher worship. Reverence be to his name, as from fire worship was gradually evolved the transcendental religion of the Upanishad than which there exists no higher in the world.

The very small number of followers which Brahma´ gained afflicted him. He therefore allowed the customs of sister-marriage, polygamy and polyandary among them, to promote the increase of the Aryan population. We should not judge of Brahma´ with respect to his ideas of social matters by the standard of the present age. Another circumstance also afflicted him. Those Manasputras (literally meaning sons of the mind, or spiritual sons or disciples of him) by name Sanak, Sananda, Sanatkumar etc, whom he appointed at first as Prajapatis or rulers of the infant Aryan community, were devoted to contemplation of God, and did not attend to their worldly duties. Brahma´ was highly incensed at their conduct. The religion founded by him did not inculcate inattention to other duties than that of divine communion. With respect to such duties it went so far as to enjoin, upon men of higher religious intelligence who are invariably vexed considering their frivolousness at the performance rites and ceremonies, such performance for the sake of example that they may not be neglected by men of lower intelligence who cannot comprehend the higher religion, and so they be not without religion, at all. Being troubled at the conduct of his spiritual sons mentioned before, he appointed nine other spiritual sons of his, named Pulastya, Pulaha Kratu, Angira, Marichi, Daksha, Atri and

---

to the inferior deities mentioned in the text. From this it appears that Brahma´ did not intend to debar men of lower intelligence entirely from the worship of the One True God but gave it in a diluted form to them. Some of the earliest *rikas* speak of the One True God. Even among the present very civilized races of the earth men are found of such low intelligence that they can not at all comprehend the formless Infinite God. Brahma did not intend to deprive even such men at once of the benefits of religion, but established an inferior branch of it for them, suited to their capacity of understanding.

¶ The very first Rik speaks of Agni having been adored by the Rishis of former times (apparently Trans-Himalayan Rishis) and worshipped in a new manner by those of India.

* From a subsequent chapter it will appear that the art of building villages and towns and that of agriculture were at first introduced into the Aryan community by king Prithu.

† The name of this illustrious sage is mentioned both in the Vedas and the Zendavesta. This clearly shows that he was a trans Himalayan sage. When his name is mentioned in both the Vedas and Zendavesta, but the name of Brahma´ only in the Vedas, especially those superior portions of them called the Upanishads, he must have been older than Brahma´

Vasista, in their place as Prajapatis. Brahma´ then assumed the title of Manu Swayambhu or the self-produced legislator or in other words the first legislator of the infant Aryan nation. The Vishnu Purana says that "Brahma´ for the purpose of governing his subjects ‡ made himself self-produced Manu." We shall henceforth call Brahma´ by the name of Manu Swayambhu.

প্রাপ্তি স্বীকার।

ভক্তচরিতামৃত এবং রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবনচরিত। শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহার অধিকাংশ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং আমরা কোন মতামত প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি। ইহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনেক গূঢ় তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪, অগ্রহায়ণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৯২।৶৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৩২৯৩৸১৫
সমষ্টি	৩৩৮৬৶০
ব্যয় ...	২২৩৷৶১০
স্থিত	৩১৬২।৶১০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ১৲

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন ১৮১৪ শকের পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ১৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ২৪৶০

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় ১৮১৫ শকের সাহায্য ১২৲

৺ বাবু জয়গোপাল সেন ১৮১০ শকের অগ্রহায়ণ মাসের সাহায্য ১৲

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দকুমার চৌধুরী কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲

" " নন্দলাল সেন বলঘরা ১৮১২ শকের মূল্য ও অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র মাসের মাশুল ৩৶১০

অতিরিক্ত ৷১০

" " হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲

" " প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲ টাকার মধ্যে ১৲

" " গোপালপ্রসন্ন মজুমদার কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ২৲ টাকা বাকী মধ্যে ১৲

২৪৶০

পুস্তকালয়	১৩৷৶০
যন্ত্রালয়	৫১৲
গচ্ছিত	১৸০
পুস্তক বিক্রয়ের কমিসন ..	৸৫
সমষ্টি	৯২।৶৫

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৮৪৲১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৭।৶৫
পুস্তকালয় ...	১৮।৶১৫
যন্ত্রালয় ...	৯২৲
গচ্ছিত ...	১৷৶১৫
সমষ্টি	২২৩৷৶১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

---

‡ The expression "governing his subjects means no doubt governing them by laws.